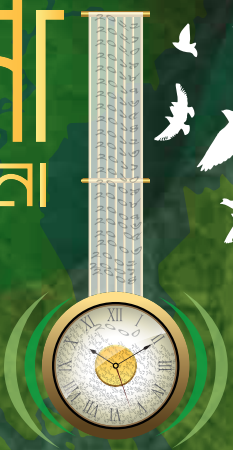
শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলার জলসা সালানা



মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

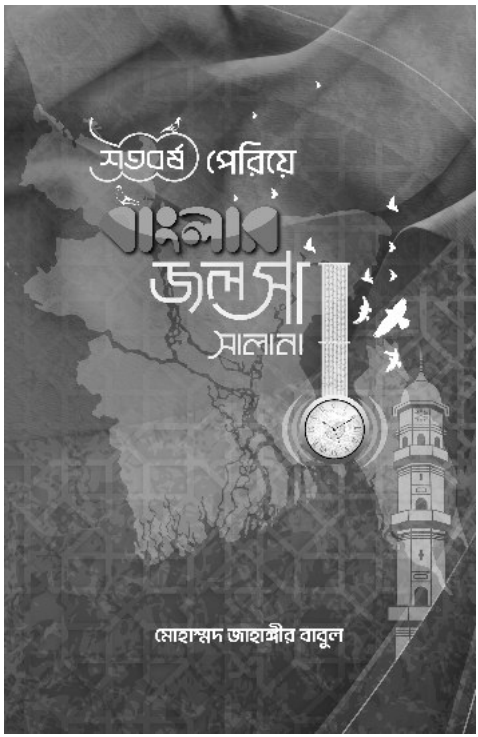
প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ

শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলার জলসা সালানা প্রচ্ছদের থিম

দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামকে সময়ের ধারক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সালানা বা সাল হল সময়ের সমষ্টি, তাই পেণ্ডুলামের গর্ভে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সাল বা বছর ক্রম অনুসারে শত বছর যা পালিত হচ্ছে শান্তির সমন্বয়ে শান্তির প্রতীক কবুতরের দৃশ্যমান উপস্থিতি বাংলার বুকে। তাই বাংলাকে গাঢ় সবুজ জমিনে, মানচিত্রে, লিপিতে নানাভাবে সবুজ লালের ও ধর্মীয় উৎসবের রঙের সমন্বয়ে প্রচ্ছদটিতে বিন্যাসের মাধ্যমে অলংকরণ করা হয়েছে।

শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলার জলসা সালানা

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল



প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলার জলসা সালানা

গ্রন্থস্বত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায় | আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

লেখক | মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

প্রকাশকাল | ১ম প্রকাশ: জুন ২০২৩

সংখ্যা | ১০০০ কপি

প্রচ্ছদ | মোস্তফা জামান

মুদ্রণে | বাড-ঔ-লিভস্
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Hundred Years of Jalsa Salana In Bangladesh (1917-2017)

শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলার জলসা সালানা

by **Mohammad Jahangir Babul**

Frist Published in Bangladesh in June 2023

Pubilshed by

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© **Islam International Publications Ltd., UK**

ISBN 978-984-991-105-0



উৎসর্গ

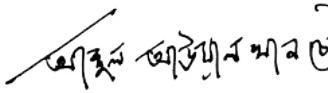
বঙ্গভূমিতে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠায়
যার অবদান অবিস্মরণীয় পুণ্যাত্মার সেই
হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী
(রা.)-এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

সালানা জলসা রসূল প্রেমিকদের এক ঐশী মিলন মেলা। আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণের এক মহা সোপান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে ঐশী নির্দেশনায় কাদিয়ানে এর যে বীজ বপন করেন তা আজ সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। বাংলার মাটিতে এ জলসা শতবর্ষ পেরিয়েছে। ফলে আমাদের সালানা জলসার ইতিহাস অনেক তথ্যবহুল এবং সমৃদ্ধ। কিন্তু কালের অতল গহ্বরে এসব তথ্য ও উপাত্ত হারিয়ে যাচ্ছে। তাই শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল 'শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলার জলসা সালানা' পুস্তকটি রচনা করেছেন। এতে এদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সালানা জলসার ইতিহাস আলোচিত হয়। এসব জলসায় আমাদের প্রাণপ্রিয় যুগ-খলীফাগণ যে–সব জীবনসঞ্চারী বাণী ও বক্তব্য-বক্তৃতা প্রদান করেছেন সেগুলো এ পুস্তকে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে এটি শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস জানার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট অনেক সমাদৃত হবে বলে আশা করি। পুস্তকটির লেখক ও প্রকাশনায় যারা যেভাবে পরিশ্রম করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।



আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

ঢাকা
জুন ২০২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের নিবেদন

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে জলসার প্রবর্তন করেন। অতঃপর এদেশে ১৯১৩ সালে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৭ সাল থেকে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কেন্দ্রীয়ভাবে বঙ্গীয় জামা'তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জলসা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তেও সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এসব জলসায় পুণ্যভূমি কাদিয়ান ও রাবওয়া থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশোদ্ভূত পুত্র ও পৌত্র ছাড়াও অনেক বুযূর্গ সাহাবীর পদধূলি পড়েছে। তাঁদের নসিহতমূলক ভাষণ ও দোয়ায় এদেশের আহমদীরা অনেক সিক্ত ও ধন্য। উপরন্তু বিভিন্ন জলসায় আমাদের প্রাণপ্রিয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্গণ কর্তৃক প্রদত্ত অমূল্যবাণী আমাদের ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা অনেক উজ্জীবিত করেছে। বিশেষকরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) কর্তৃক এমটিএ-এর মাধ্যমে জলসায় সরাসরি এমনভাবে ভাষণ প্রদান করেছেন যেন তিনি আমাদের মাঝে জলসাগাহে উপস্থিত হয়ে পরম মমতার সাথে আমাদেরকে নসিহত করেন।

এসব গৌরবগাঁথা অমূল্য নসিহত আমাদের জীবন চলার পাথেয়। তাই বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠিত শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস আলোকপাত এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ পুস্তকটির রচনার প্রয়াস হয়।

মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ শত ব্যস্ততার মাঝেও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে পুস্তকটি অনেক পরিমার্জন করেন এবং এর মুখবন্ধ লিখে গুরুত্ব বাড়িয়েছেন। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক মসিহ্ উর রহমান, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত এবং তার সহকারী মওলানা মামুন-উর-রশীদ প্রুফ দেখায় ও প্রকাশনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। আমি তাদের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ। সর্বোপরি হুযূর আকদাস সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) দয়াপরবশ হয়ে পুস্তকটি প্রকাশের সদয় অনুমতি প্রদান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা হুযূর (আই.) এর সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমীন।

পুস্তকটি রচনায় দেশ বিদেশের অনেকে তথ্য ও ছবি প্রদান এবং অনুবাদসহ

বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে ক'জন হলেন– ১। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক লন্ডন, ইউকে, ২। মওলানা আহমদ তারেক মোবাশ্বের, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক লন্ডন, ৩। মওলানা শেখ মুজাহিদ আহমদ শাস্ত্রী, কাদিয়ান, ৪। জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ, ৫। অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক, ৬। জনাব ইব্রায়েতুল হাসান, ৭। মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, ৮। মওলানা মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম, ৯। মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, ১০। মওলানা মুহাম্মদ রাসেল সরকার, ১১। মওলানা শেখ শরীফ আহমদ, ১২। জনাব মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম, ১৩। জনাব শামীমুর রহমান, ১৪। জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং ১৫। জনাব মুহাম্মদ আরিফ মৃধা। আমি তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে স্বকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দিন।

লেখাটির অধিকাংশ ইতঃপূর্বে পাক্ষিক আহমদী এবং দ্বিমাসিক আল-নাসের বুলেটিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যাদি সংগ্রহ ও উপস্থাপনায় যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তথাপি উপস্থাপিত কোন তথ্যের বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকলে তা খাকসারকে জানালে খুশি হবো। এছাড়া অনেকের তথ্য ও ছবি দেয়া সম্ভব হয় নি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আল্লাহ্ তা'লা সকলের সহায় হোন, আমীন।

বিনীত
দোয়ার আরয
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

দারুল মসীহ
৯৯, পশ্চিম নন্দীপাড়া
খিলগাও, ঢাকা

সূচিপত্র

১। সালানা জলসার ইতিবৃত্ত ০১
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা ২১
৩। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা ৯৪
৪। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা ১২৭
৫। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সালানা জলসা ৪৮৫
৬। তারুয়া জামা'তের সালানা জলসা ৫২৬
৭। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সালানা জলসা ৫৬১
৮। কোড্ডা জামা'তের সালানা জলসা ৫৬৩
৯। দুর্গারামপুর জামা'তের সালানা জলসা ৫৭৭
১০। আহমদনগর জামা'তের সালানা জলসা ৫৯০
১১। সুন্দরবন জামা'তের সালানা জলসা ৬১৯
১২। চট্টগ্রাম জামা'তের সালানা জলসা ৬৪৪
১৩। উত্তরবঙ্গ জামা'তের সালানা জলসা ৬৮২
১৪। রংপুর জামা'তের সালানা জলসা ৬৮৬
১৫। উথলী জামা'তের সালানা জলসা ৬৯৩
১৬। ময়মনসিংহ জামা'তের সালানা জলসা ৬৯৮
১৭। খাকদান জামা'তের সালানা জলসা ৭০০
১৮। কুকুয়া জামা'তের সালানা জলসা ৭০৬
১৯। নারায়ণগঞ্জ জামা'তের সালানা জলসা ৭০৮
২০। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা ৭১৫
২১। ঢাকা জামা'তের সালানা জলসা ৭২৩
২২। মিরপুর জামা'তের সালানা জলসা ৭৪০
২৩। জামালপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা ৭৪৪
২৪। ফতুল্লা জামা'তের সালানা জলসা ৭৪৯
২৫। খুলনা জামা'তের সালানা জলসা ৭৫২
২৬। রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা ৭৫৭

সালানা জলসার ইতিবৃত্ত

বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী জামানায় হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পরিপূর্ণতার শিক্ষা বিশ্বব্যাপী বাস্তবরূপ দানের উদ্দেশ্যে তিনি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত। ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ২৩ মার্চ ১৮৮৯ তারিখ থেকে তিনি বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার হেদায়েত প্রাপ্ত অনেক পুণ্যবান ব্যক্তির তাঁর অনুগমনের সৌভাগ্য হয় এবং এর প্রবহমান ধারা অব্যাহত রয়েছে। অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব গড়ার নিমিত্তে শান্তির বাণী প্রচার ও প্রসারের গতিধারা সৃষ্টি হয়েছে।



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)

কিন্তু যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর নিজ নিজ স্থানে চলে যান তাঁদেরকে হুযূর (আ.)-এর সাথে তথা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। জামা'তী তালীম-তরবিয়তে ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা লাভ ও উত্তম মু'মিন-মুত্তাকী হওয়ার জন্য সৎসঙ্গ লাভ করা আবশ্যক হয়। সকল বিরোধিতা মোকাবিলা করার সংকল্প এবং তবলীগের কৌশল প্রয়োগের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব দেখা দেয়। এক মু'মিন আর এক মু'মিনের আয়নাস্বরূপ পরিস্ফুটিত হওয়ার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির দরকার হয়। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটি সমাবেশ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।



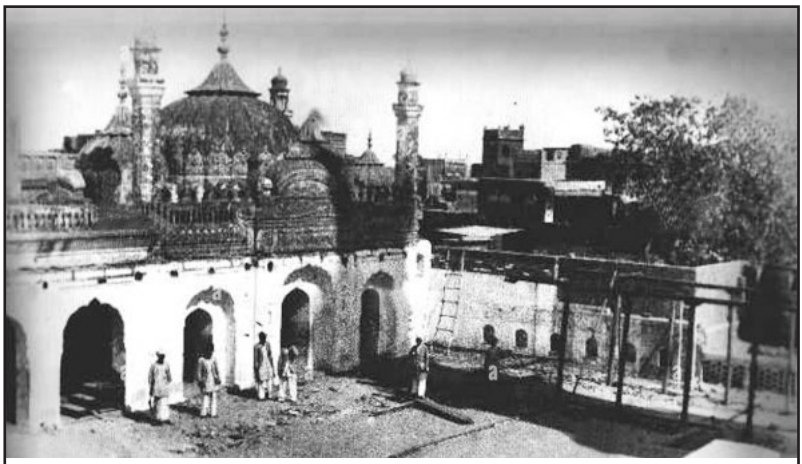
হযরত মওলানা আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.)

উপরন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে 'আসমানী ফয়সালা' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতে যে সকল আলেম তাঁকে কাফের ফতোয়া দেয় তাদেরকে তিনি আহ্বান করেন। পবিত্র কুরআন মজীদে মু'মিনদের যে চিহ্নাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এর ভিত্তিতে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান জানান। এ প্রতিযোগিতায় সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের

লক্ষ্যে লাহোরে একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব দেন। এ আঞ্জুমানের সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে। তিনি (আ.) এ আঞ্জুমানের অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে আরও পরামর্শের জন্য জামা'তের লোকদের সাথে আলোচনা প্রয়োজন মনে করেন।

সেসময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর এলহাম হয়– "ওয়াস্‌সে মাকানাকা ইয়া'তুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমিক অর্থাৎ তোমার গৃহকে প্রশস্ত কর। তোমার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসবে" (তাযকেরা)।

তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯১ তারিখ এক জলসার উদ্দেশ্যে জামা'তের লোকদেরকে কাদিয়ান আসার আহ্বান জানান। এতে ৭৫ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি উপস্থিত হন। সে দিন যুহরের নামাযের পর মসজিদে আক্সায় জলসা আরম্ভ হয়। হযরত মওলানা আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.) 'আসমানী ফয়সালা' পুস্তকটি পাঠ করেন এবং এটি প্রকাশের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। জামা'তের বন্ধুগণ হুযূর (আ.)-এর সাথে মুসাফা (করমর্দন) করে ধন্য হন।



শতবর্ষ পূর্বের মসজিদে আকসা, কাদিয়ান।

পরবর্তীতে এ জলসা সালানা জলসার রূপ গ্রহণ করে। প্রতি বছর জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়। হুযূর (আ.) জলসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময়

এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ওপর নসিহতমূলক অনেক অমূল্য বক্তব্য এবং ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিন দিনের জন্য জলসা অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বাণীতে বলেন–

এ জলসার লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জামা'তের সদস্যগণ যেন এভাবে বার বার পরস্পর সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরকালের দিকে ঝুঁকে যায়। আর তাদের ধর্মভীরুতা, তাকওয়া, খোদাভীতি, পরহেজগারী, সহানুভূতি, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধে তারা যেন অন্যদের জন্য এক আদর্শে পরিণত হয়। নম্রতা, বিনয় ও সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর ধর্মীয় উৎকর্ষের জন্য তারা যেন চেষ্টা-সাধনার পথ বেছে নেয়। (রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন: এ জলসাকে জাগতিক সাধারণ সমাবেশের মত মনে করো না। এটি সেই বিষয় যার ভিত নিতান্তই সত্যের সমর্থনকল্পে ও ইসলামকে জয়যুক্ত করার নিমিত্তে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বহস্তে এই ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন করেছেন। আর এ লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা এতে এসে যোগ দিবে। কেননা এটা সেই সর্বশক্তিমান খোদার কাজ যাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। (৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ সালের বিজ্ঞাপন, মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, এ জলসায় এমন সব সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সুগভীর জ্ঞানের কথা শোনানোর আয়োজন থাকবে যা ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া সেসব বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হবে এবং তাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগও দেয়া হবে, আর পরম দয়ালু খোদার দরবারে যথাসাধ্য আকুতি জানানো হবে, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং নিজের জন্য মনোনীত করেন। আর তাদের মাঝে যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। এছাড়া এসব জলসার আরেকটি বাড়তি লাভ যা হবে তা হল, প্রতি

বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামা'তে যোগ দিবেন তারা নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের পুরনো ভাইদের চেহারা দর্শন করবেন, আর একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতার বন্ধনে ক্রমাগতভাবে উন্নতি লাভ করবেন। আর যে ভাই এ সময়ের মধ্যে নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাবেন, এ জলসায় তাঁর জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা হবে। এছাড়া সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আর তাদের স্বভাবগত শুষ্কতা, পারস্পরিক দূরত্ব ও কপটতা দূর করার জন্য মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদা তা'লার দরবারে সদয় মিনতি জানানো হবে। আর এ ঐশী জলসায় আরো অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকার নিহিত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে। (রূহানী খাযায়েন, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫১ ৩৫২ এবং মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০২-৩০৩)

জলসায় যোগদানে আকাঙ্ক্ষী স্বল্প আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে।

এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ্য আছে সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়) প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদা তা'লা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। (মজমুয়া ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৩৪২)।

জলসায় সফর করে আসা এবং নির্ধারিত জলসার দিন ধার্য করার যৌক্তিকতা কী- এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: মৌলবিদের পক্ষ থেকে আমাকে প্রত্যাখ্যাত আখ্যা দেয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তিনি কেন জলসায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে এমন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন?

হে খোদাভীতিহীন ব্যক্তিরা! চোখ খুলে পড়ে দেখ, উক্ত বিজ্ঞপ্তি যা ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২ সালে প্রকাশ করা হয়েছিল তার বিষয়বস্তু কী? সেখানে আমি আমার জামাতের সদস্যদেরকে জ্ঞান অর্জন, ধর্মীয় সমস্যার সমাধান, ইসলামের প্রতি সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনার আহ্বান জানিয়েছি না কি এতে অন্য কোন মেলা, ক্রীড়াকৌতুক কিংবা গান-বাজনার উল্লেখ আছে? ওহে বর্তমান যুগের ইসলামের ধ্বজাধারী মৌলবিরা! তোমরা কেন মহাপ্রতাপান্বিত খোদাকে ভয় করো না? এক দিন কি মরতে হবে না? না কি তোমাদের জন্য সব শাস্তি মাফ হয়ে গেছে? (রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খন্ড, পৃ. ৬০৮)

হযরত (আ.) আরো বলেছেন: যে ব্যক্তি মনে করে যে, এখানে আসাটা তার ওপর বোঝা হয়ে যাবে; অথবা সে যদি মনে করে যে, এখানে এসে অবস্থান করলে আমাদের ওপর বোঝা হবে- তবে তার ভয় পাওয়া উচিত, কেননা সে শির্ক এর মাঝে আছে। আমাদের ধর্মবিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর সকলেই যদি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সমস্ত দায়-দায়িত্বের ভার বহন করবেন। আমাদের ওপর সামান্যও বোঝা পড়বে না। বন্ধুদের আগমনে তো আমরা বড় আনন্দ বোধ করি। এটি একটি সন্দেহ যা অন্তর থেকে বের করে ফেলা উচিত। আমি কোন লোককে বলতে শুনেছি, আমরা এখানে বসে বসে হুযূর (আ.)-কে কেন কষ্ট দেব? আমরা তো অযোগ্য! খামাখা রুটি নষ্ট করার কী দরকার? তারা যেন স্মরণ রাখে, এটি একটি শয়তানী প্ররোচনা যা শয়তান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে যাতে তারা এখানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। [মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫, প্রকাশ: ১৯৮৪]

ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলার জলসায় উপস্থিত আশেকে রসূলদের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খাস দোয়া করেছেন। এ অবিস্মরণীয় দোয়াটি নিম্নরূপ–

প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করবেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন, তাদের মহা পুরস্কারে ভূষিত করুন, তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন, আর তাদের সব সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবস্থা তাদের অনুকূলে সহজ করে দিন, তাদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীভূত করে দিন, আর তাদের সব ধরনের কষ্ট থেকে মুক্তি দান করুন, তাদের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে

দিন, আর পরকালে তাদেরকে তাঁর সেসব বান্দার সাথে পুনরুত্থিত করুন যাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা সদা বিরাজমান। আর তাদের এই সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে মহামর্যাদাবান, হে দাতা ও পরম দয়ালু খোদা, হে সমস্যা-নিরসনকারী খোদা! আমার এসব দোয়া কবুল করে নাও, আর আমাদের বিরোধীদের বিপক্ষে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী দিয়ে আমাদেরকে জয়যুক্ত করো, কেননা সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের একমাত্র অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন। (৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ সালের বিজ্ঞাপন, মজমুআয়ে ইশতিহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় আরো জলসা (১৮৯২-১৯০৮)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক কাদিয়ানে রোপিত জলসার ধারাবাহিকতায় ১৮৯২ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর দ্বিতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩২৭ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে লাহোরে সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রণীত 'ইসলামী উসুল কি ফিলাসফি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের নিকট প্রবন্ধটি প্রশংসিত হয় এবং অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। লাহোরে এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের কারণে সেই বছর সালানা জলসা করা হয়নি।

১৯০০ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম সালানা জলসা। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অসুস্থতার কারণে মাত্র একবার ভাষণ দান করেন। এতে ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৯০১ সালের নবম সালানা জলসায় অনেক লোকের সমাগম হয়। জুমুআর নামাযে মসজিদে স্থান সংকুলান হয়নি। তাই মসজিদের বাইরে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯০৫ সালের ১২তম জলসার বিশেষত্ব ছিল– বেহেশতী মাকবেরার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আঞ্জুমান গঠন করা হয়। এর নাম রাখা 'আঞ্জুমান কারপরদাজ মাসালেহ বেহেশতী মাকবেরা'। এ জলসায় উপস্থিত ছিলেন ৫০০ জন। ১৯০৬ সালের ১৩তম জলসায় ১৫০০ জন যোগদান করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ জলসা ২৬-২৮ ডিসেম্বর

২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আ.) ২৬ তারিখ প্রাতঃ ভ্রমণে বের হন। তখন অনেক শিষ্য তাঁর নিকট সমাগম হয়। হুযূর (আ.) একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়ান। দুঘণ্টা ধরে ভক্তরা তাঁর সাথে মুসাফা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

২৭-২৮ তারিখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি বিষয়ে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য রাখেন। ২৮ তারিখ তিনি (আ.) বলেন– 'জীবনের কোন ভরসা নেই। আজ এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন, এদের মাঝে কে আগামী বছর জীবিত থাকবে, আর কে মারা যাবে তা জানা নেই'। এ জলসায় ৩০০০ জন আশেকে রসূল অংশগ্রহণ করেন।

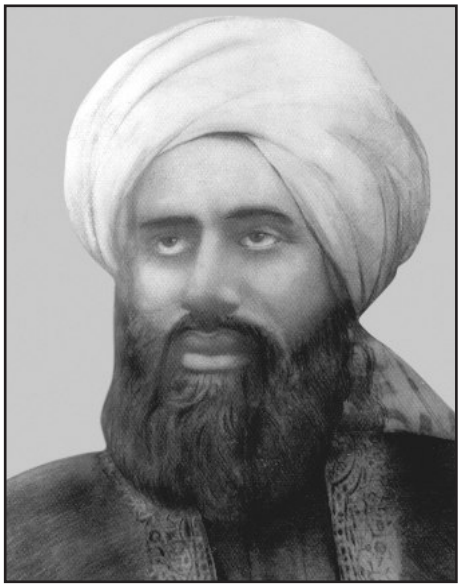
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় ১৭ বার জলসার সময় আসে। এর মধ্যে ১৮৯৩, ১৮৯৬ ও ১৯০২ তিন বছর ব্যতীত ১৪ বার জলসা অনুষ্ঠিত হয় এবং হুযূর (আ.) প্রতিবার জলসায় উপস্থিত থেকে নসিহতমূলক ভাষণ দানে কল্যাণমন্ডিত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর দাবির পূর্বে ১৮৮২ সালে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এলহামের মাধ্যমে জানান– মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তোমার নিকট আসবে এবং এত অধিক সংখ্যক আসবে যে, তাদের যাতায়াতের ফলে রাস্তা গর্ত হয়ে যাবে এবং খোদা তা'লার সাহায্যও বহু দূর হতে তোমার নিকট আসবে, তোমার নিকট এত লোক আসবে যার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব হবে। কিন্তু তুমি লোকাধিক্যে ব্যতিব্যস্ত হবে না। মুখ মলিন করবে না এবং রুক্ষভাবাপন্ন হবে না এবং তোমার ঘর আরও উন্মুক্ত ও প্রসারিত করবে, যেন আগন্তুকরা আরাম করতে পারে। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খণ্ড)

তিনি (আ.) যখন এই এলহাম প্রাপ্ত হন তখন অনেকে তাঁকে হাসি-ঠাট্টা করে। কেননা তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন ১৮৮৯ সালে আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলে দাবি করেন এবং ১৮৯১ সাল থেকে সালানা জলসা প্রবর্তন করা হয়, তখন শত শত লোক কাদিয়ানে আসতে শুরু করে। ফলে এ এলহাম বাস্তবায়িত হয়। উপরন্তু হুযূর (আ.)-এর ওফাতের পর কুদরতে সানিয়ায় জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের সমাগম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

প্রথম খিলাফত কাল (১৯০৮-১৯১৪)-এর জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর খিলাফতকালে ৬টি জলসা রীতিমত অনুষ্ঠিত হয়েছে।



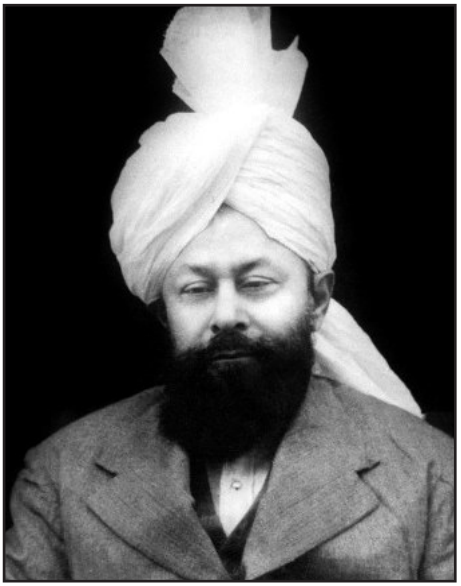
হযরত আলহাজ্ব হাফেজ হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল

১৯০৯ সালের সালানা জলসা অনিবার্য কারণে ১৯১০ সালে ২৫-২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১০ সালের জলসা ২৫-২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি ১৯০৮ সালে প্রায় ২৫০০, ১৯১০ সালে ২৫০০ এর অধিক, ১৯১২ সালে ২৩০৫ এবং ১৯১৩ সালে ৩০০০ জন ছিলেন।

দ্বিতীয় খিলাফত কাল (১৯১৪-১৯৬৫)-এর জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফত কাল যেমন সর্বাধিক তেমনি তাঁর সময় জলসা অনুষ্ঠানের সংখ্যাও সর্বাধিক। তাঁর খিলাফত শুরু

থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত ৩৩ টি সালানা জলসা কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯১৪ সালের জলসায় ৩৯০০ এর অধিক উপস্থিত হন। এতে প্রথমবারের মত মহিলারা অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করা হয়। এছাড়া ১৯১৬ সালে ৫০০০ এর অধিক, ১৯১৯ সালে প্রায় ৭০০০, ১৯২০ সালে প্রায় ৭০০০, ১৯২১ সালে প্রায় ৭১৯২ এবং ১৯২২ সালে প্রায় ৯০০০ জন আশেকে রসূল জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।



হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ সানী

১৯১৭ সালে মহিলাদের জন্য পৃথক জলসার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২২ সালে লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবার লাজনার ব্যবস্থাধীনে হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.)-এর বাড়িতে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের জলসায় প্রথম লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হয়। জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯২৩ সালে প্রায় ১২০০০, ১৯২৪ সালে প্রায় ১৫০০০, ১৯২৫ সালে ১১৩৮৪ এর অধিক, ১৯২৬ সালে প্রায় ১২১১৭, ১৯২৭ সালে

১৩০২০, ১৯২৮ সালে প্রায় ১৬৮৮৫, ১৯২৯ সালে প্রায় ১৭৩১৬, ১৯৩১ সালে প্রায় ১৮৭৭৬, ১৯৩২ সালে প্রায় ২০৭৫২, ১৯৩৩ সালে প্রায় ২৯১৪৩, ১৯৩৬ সালে প্রায় ২৫৮৫৪ এবং ১৯৩৮ সালে প্রায় ৩২৪৭৯ জন অংশগ্রহণ করেন। বর্ষ পরিক্রমায় দেশ বিদেশ থেকে আশেকে রসূলরা হৃদয়ের টানে কাদিয়ানে ছুটে আসেন। পরিণত হয় ঐশী প্রেমিকের মিলন মেলার হাট। ঐশী নূরে পরিস্ফুটিত হয়ে ফুঁটে উঠে আধ্যাত্মিকতার সুরভিত পুষ্পকানন।

১৯৩৯ সালের জলসা ছিল খিলাফত জুবিলী জলসা। এ বছর ইসলামের পুনরুত্থানের জামা'তে আহমদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর গৌরবময় খিলাফতের ২৫ বছরের পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কীর্তিমান জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার অর্ধ শতাব্দী অতিক্রমের সাল। তাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ১৯৩৯ সালে খিলাফত জুবিলী উৎসব পালনের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ বর্ণালী উৎসব পালনে মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে হযরত স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) ছিলেন।



হযরত স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.)

কাদিয়ানের জলসা অন্যান্য বছর ৩ দিনের জন্য হলেও এ জুবিলী জলসা ২৬-২৯ ডিসেম্বর ৪ দিনের জন্য করা হয়। কর্মসূচি অনুসারে ২৮ ডিসেম্বর প্রত্যেক জামা'ত বিভিন্ন পুণ্য বাক্য খচিত স্ব স্ব পতাকাসহ তসবীহ্, তাহমীদ, তকবীর ও নযম গেয়ে মিছিল করে জলসাগাহে উপস্থিত হন। মিছিলের পুণ্য বাক্য খচিত ১৫০ টি পতাকা জলসাগাহের গ্যালারিতে একে একে সাজিয়ে রাখা হয়। ফলে এক মনোরম দৃশ্যপট সৃষ্টি হয়।

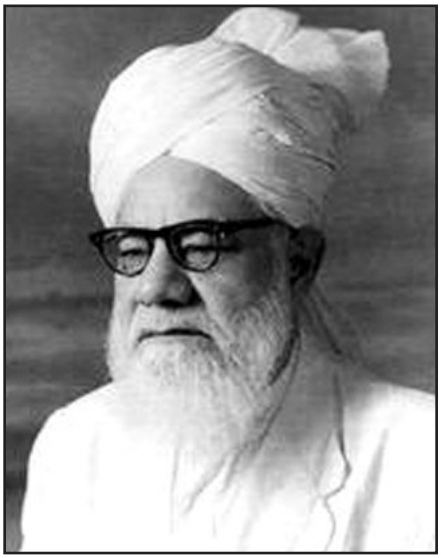
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে অভিনন্দন প্রদান অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের জামা'ত কর্তৃক অভিনন্দন পত্র পাঠ করে শুনানো হয়। হুযূর সানী (রা.) পাঠকৃত বিভিন্ন অভিনন্দন পত্রের উত্তর প্রদান করেন এবং চীন দেশের অভিনন্দন পত্রটি বিশেষ পছন্দ করেন। হুযূর (রা.) ২৮ ডিসেম্বর নারায়ে তকবির ধ্বনি প্রদানের মাঝে জামা'তে আহমদীয়ার পতাকা, খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা এবং লাজনাদের পতাকা উত্তোলন করেন এবং হযরত স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) জুবিলী উপলক্ষ্যে জামা'তের পক্ষ থেকে হুযূর সানী (রা.)-এর খেদমতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার ১টি চেক উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন। জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণ বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। ফলে প্রায় ৩৯৯৫০ জনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জলসা সার্থক ও সফল হয়।

কাদিয়ানে জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ১৯৪১ সালে ৩০০০০, ১৯৪৩ সালে প্রায় ২৭২৫৬ এবং ১৯৪৪ সালে প্রায় ২৩৬০০ জন যোগদান করেন।

১৯৪৪ সালের জলসা আহমদীয়াতের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক ও গৌরবের জলসা। কারণ এ বছর আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে জানান– তিনিই মুসলেহ্ মাওউদ। ফলে তিনি (রা.) এ জলসায় যে বক্তব্য রাখেন এতে শপথ পূর্বক এ বিষয় উপস্থাপন করে বলেন–'আমি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মুসলেহ্ মাওউদ। এ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্রের যে ৫২ টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা আমার মাঝে পূর্ণ হয়েছে'। ৪ ঘণ্টা ব্যাপী তিনি (রা.) বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৪৫ সালের জলসায় প্রায় ৩৩৪৩৫ এবং ১৯৪৬ সালের জলসায় প্রায় ৩৯৭৮৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ান থেকে পাকিস্তান হিজরতের পর ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের জলসা লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৭-২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জলসায় উপস্থিতি সীমিত রাখার জন্য সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এবং মহিলাদের যোগদান বারণ করা হয়। ফলে এ জলসায় ১০৯৪৫ জন উপস্থিত হন। ১৯৪৮ সালের ২৫-২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জলসায় ১৭০০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

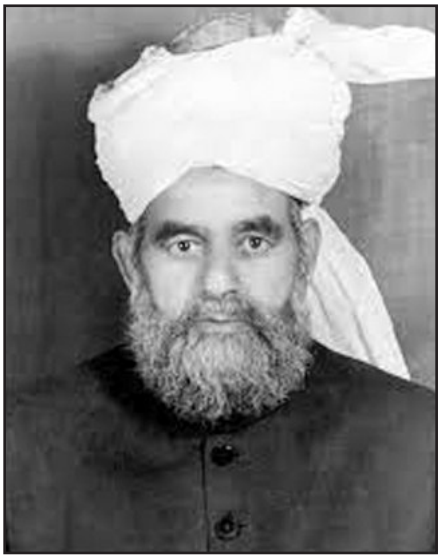
রাবওয়ায় প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় ১৫-১৭ এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখ। এতে উপস্থিত ছিলেন ২০২২০ জন। রাবওয়া জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯৫০ সালে ৩০৪৯২, ১৯৫১ সালে ৩১৪২১, ১৯৫৩ সালে ৩১৬৩০, ১৯৫৫ সালে ৫০০০০, ১৯৫৬ সালে ৬০০০০ এবং ১৯৫৭ সালে ৭০০০০ জন যোগদান করেন। ১৯৫১ সালের জলসায় প্রথম রেকর্ডিং করা হয়।



কামরুল আম্বীয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.)

১৯৫৮ সালের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ১ লক্ষ। এতে প্রথমবারের মত

প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৯ সালের জলসা নির্বাচনের কারণে জানুয়ারি ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসেও জলসা রীতিমত অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিতি ৭০০০০ জন। ১৯৬১ সালে হুযূর (রা.) অসুস্থতার কারণে জলসার উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দিতে পারেন নি। কামরুল আম্বীয়া সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.) হুযূর (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে ভাষণ দেন। এ জলসায় উপস্থিত হয় ১ লক্ষ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের শেষ জলসা ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। তখন হুযূর (রা.) অসুস্থতার জন্য যোগদান করতে পারেন নি। হুযূরের প্রারম্ভিক ও শেষ বাণী পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেন হযরত মওলানা জালাল উদ্দীন শামস (রা.)।



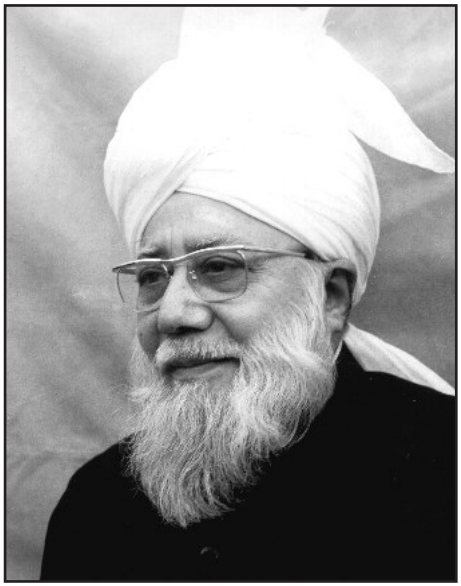
হযরত মওলানা জালাল উদ্দীন শামস (রা.)

তৃতীয় খিলাফত কাল (১৯৬৫-১৯৮২)-এর জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর খিলাফতকালে ১৯৬৫ সালের ১৯-২১ ডিসেম্বর প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৮০০০০

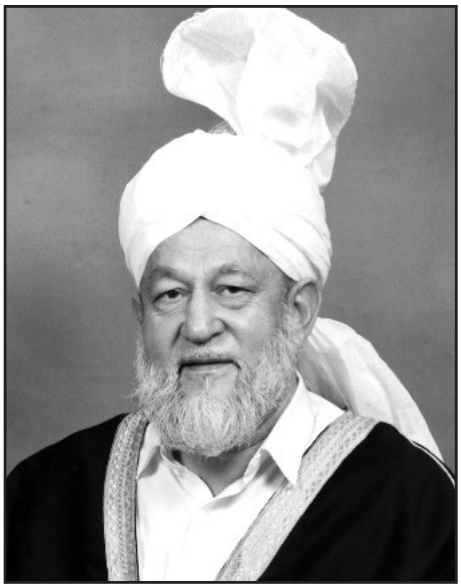
জন। রেডিও পাকিস্তানের জাতীয় সংবাদে এ জলসার খবর প্রচারিত হয়। ১৯৬৬ সালের জলসা রমযানের কারণে ২৬-২৮ জানুয়ারি ১৯৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ৮৫০০০ জন। ১৯৬৭ সালের জলসা ১৯৬৮ সালের ১০-১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ১ লক্ষ। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের জলসা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে জলসা হয় নি। অতঃপর ১৯৭১ সালের জলসা ১৯৭২ সালের ২০-২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭২ সালের জলসা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের জলসায় হুযূর (রাহে.) জামা'তে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী জুবিলী (১৮৮৯-১৯৮৯) উদ্‌যাপনের ঘোষণা দেন। উপস্থিত ছিলেন সোয়া লক্ষ। ১৯৮০ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৫ শতাব্দীর প্রথম জলসা হয়। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় খিলাফতের শেষ জলসা। এতে উপস্থিত ছিলেন ২ লক্ষ। তৃতীয় খিলাফতের সব জলসা রাবওয়ার মসজিদে আকসার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

চতুর্থ খিলাফত কাল (১৯৮২-২০০৩)-এর জলসা



হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর খিলাফত কালের শুরুতে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় জলসা রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং পৌনে ৩ লক্ষ। অতঃপর পাকিস্তানে সরকারি বিধি নিষেধ আরোপের কারণে আর সালানা জলসা করা সম্ভব হয় নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আল্লাহ্ তা'লার ঐশী নির্দেশে ১৯৮৪ সালে পাকিস্তান থেকে লন্ডনে হিজরত করেন। তখন বৃটেনের পূর্ব নির্ধারিত ১৯তম জলসা হুযূর রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে ২৫ ও ২৬ আগষ্ট ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৩০০০। অতঃপর এই জলসা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। লন্ডনে আন্তর্জাতিকভাবে জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়।

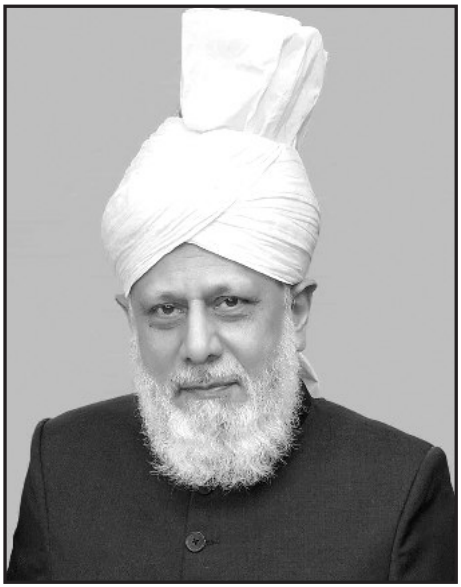
১৯৮৫ সালের ৫-৭ এপ্রিল টিলফোর্ডের ইসলামাবাদ নামক স্থানে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৮ টি দেশের ৭০০০ লোক উপস্থিত হন। ১৯৮৭ সালের জলসায় প্রথম বারের মত বিভিন্ন দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ৭০০০ জন। ১৯৮৮ সালে ১১৭ টি দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৫১১৯ জন। জলসার বক্তৃতায় হুযূর (রাহে.) মোবাহালার চ্যালেঞ্জ দেন। ১৯৮৯ সালে শতবার্ষিকী জুবিলী জলসা পালিত হয়। এ জলসায় ১৪০০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

বৃটেনের জলসায় ১৯৯৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বয়আত শুরু হয়। যা এমটিএ-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে এক যুগে আহমদীরা অংশ নেন। ২০০০ সালের ৩৫তম জলসায় উপস্থিত ছিলেন ২৩৪০৭ জন। ২০০১ সালের জলসা লন্ডনের পরিবর্তে ২৪-২৬ আগষ্ট জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৪৮১০৯ জন। চতুর্থ খিলাফতের শেষ জলসা ২০০২ সালের ২৬-২৮ জুলাই লন্ডনের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। ৭৪ টি দেশের ১৯৪০০ জন যোগদান করেন।

পঞ্চম খিলাফত (২০০৩-থেকে চলমান)-এর জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর খিলাফত কালের প্রথম জলসা ২০০৩ সালের ২৫-২৭ জুলাই লন্ডনের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। এটা বৃটেনের ৩৭তম জলসা। উপস্থিত ছিলেন ২১ দেশের ২৫০০০ জন। ৩০-৩১ জুলাই ও ১ আগষ্ট ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় ৩৮তম সালানা জলসা। এতে ৭৫ টি দেশের ২৫০০০ জন অংশগ্রহণ করেন। ২০০৫ সালের জলসা ২৯-৩১ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। যোগদান করেন ২৫,২৪৯ জন। সালানা জলসার জন্য জামা'ত কর্তৃক ২০৮ একর জমি ক্রয় করা হয়। হুযূর (আই.)-এর নামকরণ করেন 'হাদীকাতুল মাহ্দী'।

অতঃপর ২০০৬ সালের ২৮-৩০ জুলাই জলসা এই নতুন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৮১ দেশের ২৯,৮০০ জন। ২০০৭ সালের ২৭-২৯ জুলাই ৪১তম জলসা এবং ২৫-২৭ জুলাই ২০০৮ সালে ৪২তম জলসা লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০, ৩১ জুলাই ১ আগষ্ট ২০১০ অনুষ্ঠিত হয় ৪৪তম সালানা জলসা।



হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)

২০১৪ সালের ২৯-৩১ আগষ্ট ৪৮তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৯৭টি দেশের ৩৩২৭০ জন। ২১-২৩ আগষ্ট ২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৪৯তম সালানা জলসা। এই জলসায় ৯৬টি দেশের ৩৫৪৭৮ জন যোগদান করেন। ২০১৬ সালের ১২, ১৩ ও ১৪ আগষ্ট হাদীকাতুল মাহদীতে যুক্তরাজ্যের ৫০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৩৮ হাজার ৩০০ জন। ৫১তম সালানা জলসা ২৮, ২৯ ও ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১৪টি দেশের ৩৭৩৯৩ জন যোগদান করেন। ২-৪ আগষ্ট ২০১৯ তারিখ ৫৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১৫ দেশের ৩৯৮২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে যুক্তরাজ্যে ৯ আগষ্ট ২০২০ তারিখ সীমিত পরিসরে ভ্যার্চুয়াল জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হুযূর (আই.) বাণী প্রেরণ করেন। এটি ৫৪তম জলসা হিসেবে স্বীকৃত। অতঃপর ২০২১ সালের ৬, ৭ ও ৮ আগষ্ট ৫৫তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জামা'তের সদস্যগণ

অংশগ্রহণ করেন এবং সারা বিশ্বে এমটিএ-এর মাধ্যমে ভ্যার্চুয়ালী জলসায় অংশগ্রহণ করা হয়। ৫, ৬ ও ৭ আগস্ট ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্যের ৫৬তম সালানা জলসা। এতে ২৬৬৪৯ জন যোগদান করেন। এছাড়া সারা বিশ্বে ভার্চুয়ালী এমটিএ-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ আহমদী ও অ-আহমদী জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় হুযূর (আই.) উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী ভাষণ ও সমাপনী ভাষণসহ বিভিন্ন অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ফলে এই জলসা ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কেন্দ্রীয় সালানা জলসা কাদিয়ান থেকে রাবওয়ায় স্থানান্তর করা হলেও কাদিয়ানে জলসা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালে ৩০০ জন দরবেশ এবং ২০ জন অমুসলমানের উপস্থিতিতে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালে সালানা জলসা শতবার্ষিকী হিসেবে উদযাপিত হয়। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর শুভাগমন হয় কাদিয়ানে। ফলে ২২০০০ জনের উপস্থিতিতে শতবার্ষিকী জলসা সার্থক ও সফল হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ান থেকে হিজরতের পর ১৯৯১ সালে হুযূর রাবে (রাহে.)-এর শুভাগমন যুগ খলীফার প্রথম আগমন। এছাড়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ২০০৫ সালের কাদিয়ানের জলসায় শুভাগমন করেন। এটা কাদিয়ানের ১১২তম জলসা এবং উপস্থিত ছিলেন ৭০০০০ জন । ২০১৫ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর কাদিয়ানের ১২২তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৪৪টি দেশের ১৯১৩৪ জন। ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ১২৫তম জলসা। এতে ৪৮টি দেশের ১৮৮৬৪ জন যোগদান করেন। ২০১৯ ও ২০২০ সালে কাদিয়ানে জলসা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২৪, ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ১২৬তম সালানা জলসা। এতে ভারতের অধিবাসীগণের যোগদানের অনুমতি ছিল। ফলে ৬০০০ জনের অধিক উপস্থিত হন এবং ভার্চুয়ালী সারা বিশ্বব্যাপী যোগদান করেন। ২৩, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ১২৭তম সালানা জলসা। এতে ১৪৫০০-এর অধিক যোগদান করেন।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজ আহমদীয়াত যেমন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছেছে তেমনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক কাদিয়ানে রোপিত সালানা জলসার বীজ সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে বৃটেনে আন্তর্জাতিকভাবে অনুষ্ঠিত জলসা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও স্থানীয় জামা'তে সালানা জলসা অনুষ্ঠান অব্যাহত আছে এবং আহমদীয়াতের বিজয়ের প্রবহমান ধারায় কিয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে। আমাদের এই পুস্তকের পরবর্তী অংশে সমগ্র বিশ্বের ১টি অংশের তথা বাংলার মাটিতে বার্ষিক জলসার ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলে ধরা হল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

বঙ্গদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালে 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১৬ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯১৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রতি বছর জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারা অব্যাহত থাকে।

১৯১৭



হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রাহ.)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হেডকোয়ার্টাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলবিপাড়াস্থ মসজিদুল মাহ্দী প্রাঙ্গনে ১৯১৭ সালের ১৯-২১ অক্টোবর বাংলা আশ্বিন মাসে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন

বঙ্গীয় প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন– ১. নাটোরের খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, ২. কুমিল্লার আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ৩. বগুড়ার খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী, ৪. বীরপাইকশার মৌলবি আজিম উদ্দীন, ৫. চট্টগ্রামের প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান এবং ৬. দেবগ্রামের এডভোকেট মুন্সী মোহাম্মদ দৌলত আহমদ খাঁ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান।

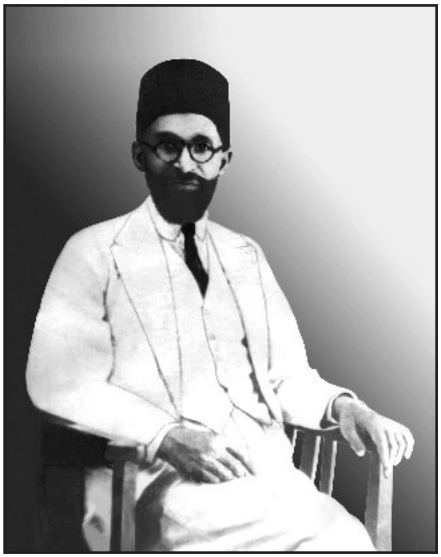


'মসজিদুল মাহদী'তে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মুফতি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন ও অন্যান্যরা।

এদেশে প্রচলিত মিলাদ ও ওয়াজ-মাহফিল থেকে ব্যতিক্রমধর্মী কাদিয়ানে প্রবর্তিত জলসার আদলে সাজানো হয় জলসার অনুষ্ঠানমালা। তখন আমীর সাহেবের আহ্বানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এবং মহকুমার অন্তর্গত তারুয়া, ক্রোড়া, সরাইল, নাটাই, ভাদুঘর, বাসুদেব, দেবগ্রাম এবং খড়মপুর প্রভৃতি গ্রামের নবদীক্ষিত আহমদীরা প্রাণের টানে ছুটে আসেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাইরের বিভিন্ন স্থানের আহমদীরাও যোগদান করেন। ফলে প্রায় দুইশত আশেকে রসূলের সমাগমে জলসা ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। আহমদীয়াতের কারণে সামাজিক ভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত,

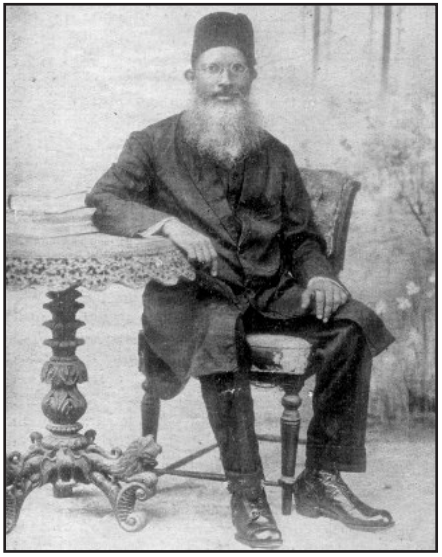
লাঞ্ছিত, অবহেলিত, তিরস্কৃত এবং বয়কটে নিপতিত আহমদীদের মাঝে ঐশী নূরের ছোঁয়ায় নব উদ্যম সৃষ্টি হয়, প্রাণ-চঞ্চলতা আসে। ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। একে অপরের সহমর্মিতায় প্রাণে প্রাণে মিশে যান। আমরা করবো বিশ্ববিজয়ের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। জলসায় এক মৌলবি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।



খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

এ সালানা জলসা পরবর্তী বছরগুলিতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। বর্ষ পরিক্রমায় মসজিদুল মাহ্দী প্রাঙ্গনে ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলার হাট বসে। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং সমাগম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। তখন প্রতি বছর দুর্গাপূজার সরকারি বন্ধে সাধারণত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে জলসা অনুষ্ঠিত হতো।

কাদিয়ান থেকে বিশিষ্ট বুযূর্গ সাহাবী এবং প্রজ্ঞাবান আলেমগণের শুভাগমন হয় এবং তাঁরা বঙ্গভূমিতে ঐশী নূরের ছটায় পরিস্ফুটিত পুষ্পকানন পরিচর্যায় ফুলেফলে সুরভিত করে তুলতে ছুটে আসতেন।



প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান

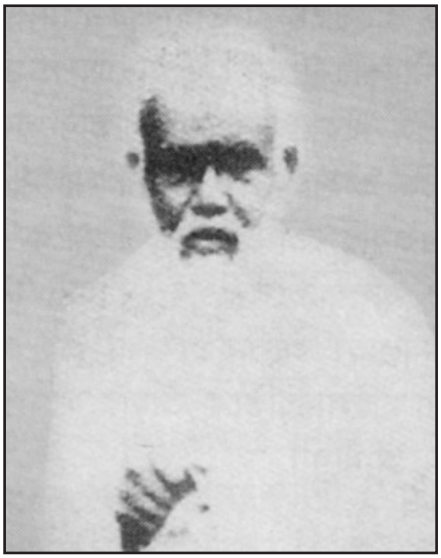


খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী

এছাড়া জলসায় অনেক অ-আহমদী বন্ধুও অংশগ্রহণ করেন। তাদের মাঝে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রয়েছেন। সর্বোপরি যুগ-খলীফার দোয়া এবং প্রেরিত বাণী জলসাকে কল্যাণমণ্ডিত করে তুলে।

১৯১৮ থেকে ১৯২১

জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ১৯১৮ সালে দ্বিতীয়, ১৯১৯ সালে তৃতীয়, ১৯২০ সালে চতুর্থ এবং ১৯২১ সালে পঞ্চম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সালানা জলসায় আহমদী মহিলারা প্রথম অংশগ্রহণ করেন। তখন বঙ্গীয় জামা'তের আমেলার একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। এটা হলো আমারতের চীফ সেক্রেটারি খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী। তাঁর অধীনে চারজন বিভাগীয় সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।



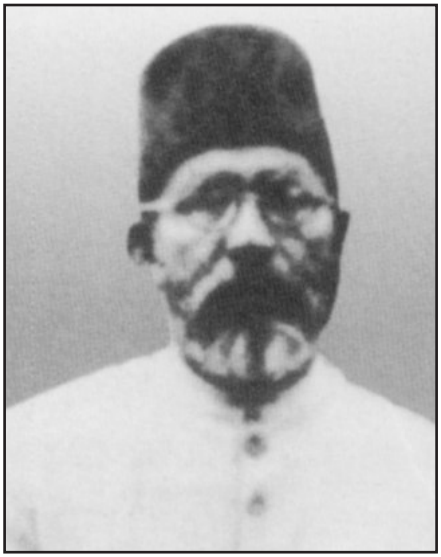
জনাব মীর সেকান্দর আলী

যথা- তালীম-তরবিয়ত সেক্রেটারি বিষ্ণুপুর গ্রামের মৌলবি গিয়াস উদ্দীন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি কান্দীপাড়া গ্রামের এডভোকেট আউসাফ

আলী, অর্থ সেক্রেটারি পুনিয়াউট গ্রামের মৌলবি এমদাদ আলী চৌধুরী এবং সেক্রেটারি তবলীগ ও এশায়াত সরাইলের মীর সেকান্দর আলী। তখন আহমদী অধ্যুষিত বিভিন্ন পাড়ায় ও গ্রামে একজন করে ইমাম/ইন্সপেক্টর/উপদেষ্টা নিয়োগের তালিকা প্রকাশ করা হয়। যা পরবর্তীতে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

১৯২২

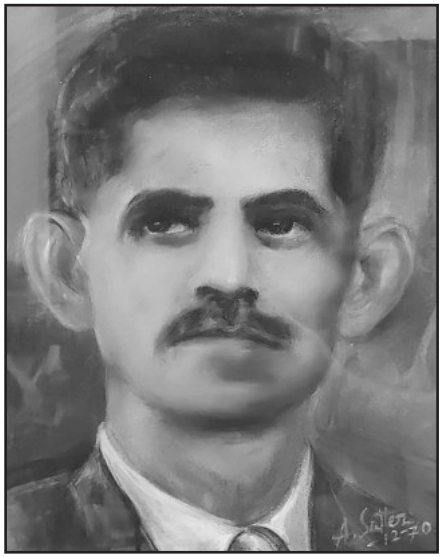
২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় জামা'তের ষষ্ঠ সালানা জলসা। প্রথম দিন ৬০ জন উপস্থিত হন। তখন কৃষি কাজের মৌসুম এবং দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীরা বেশি ব্যস্ত থাকার কারণে উপস্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বাইরে থেকে যোগদান করেন– কোলকাতা জামা'তের আমীর হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ।



জনাব হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ থেকে আসেন নাগেরগাঁও-এর জনাব কমর উদ্দীন খাঁ দারোগা, তেরগাতীর সৈয়দ মুজবেহীন আলী, তাতারকান্দীর সৈয়দ আজিজুল

হক এবং এ এইচ এম আলী আনোয়ার, নাটোরের খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, চট্টগ্রাম থেকে প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান, বগুড়ার দিগদাইড় গ্রামের মুন্সী আরজ উদ্দীন, আব্বাস আলী এবং আরো দুইজন। কোলকাতা জামা'তের আমীর সাহেব এক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।



জনাব কমর উদ্দীন খাঁ দারোগা

২৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন সুহিলপুর গ্রামের মৌলবি নেজারত উল্লাহ্। খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ও প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁদের বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ।

যোহর ও আসরের নামাযের পর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এডভোকেট আউসাফ আলী সাহেব একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং এটা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।

অতঃপর চীফ সেক্রেটারি জনাব আবুল হাশেম খান চৌধুরী গত বছরের

জামা'তের সম্পাদিত কাজ উপস্থাপন করেন এবং আগামী বছরের কর্ম পরিকল্পনা তৈরীর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।



মৌলবি এ.এইচ.এম. আলী আনোয়ার

২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১ টায় অধিবেশনের শুরুতে আহমদীয়া মক্তবের ছাত্র উকিল আউসাফ আলীর ছেলে মিঞা নূর আহমদ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনীর ওপর বক্তব্য রাখেন। এরপর দেবগ্রামের এডভোকেট মুন্সী মোহাম্মদ দৌলত আহমদ খাঁ এবং তাতারকান্দীর এ.এইচ.এম. আলী আনোয়ার আহমদী জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। মৌলবি আউসাফ আলী উকিল বর্তমান সময়ে আহমদীয়া সিলসিলার আবশ্যকতা এবং প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান ধর্ম লাভের জন্য কুরবানীর আবশ্যকতা বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করেন। চীফ সেক্রেটারি আগামী বছরের কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এতে জামা'তের চাঁদার হার, বিভিন্ন জামা'তের নব নিযুক্ত সেক্রেটারি ও ইমামগণের তালিকা এবং বিভিন্ন মুখী কাজের পরিকল্পনা পেশ করা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর জলসার শেষ দিনের অধিবেশন বেলা ১১ টায় শুরু হয়। আহমদীয়া মক্তবের ছাত্র তারা মিঞার পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন বাসুদেব গ্রামের মৌলবি হায়দার আলী ভূঁইয়া। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা। জলসার শেষ অধিবেশন যোহর ও আসর নামাযের পর শুরু হয়। প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান এবং মুন্সী আরজ উদ্দীন বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে ইসলামে নারী জাতির স্থান এবং আহমদীগণের কতিপয় লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে সভাপতি প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান প্রাণবন্ত বক্তব্য পেশ করেন এবং ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় চাঁদা বাবদ আয় হয় ১৭২/- টাকা এবং ব্যয় হয় ১৭৮/- টাকা।

১৯২৩ থেকে ১৯২৪

১৯২৩ সালে ৭ম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় চাঁদা বাবদ আদায় হয় ১৩৪/- টাকা এবং ব্যয় হয় ১৩৫/- টাকা। ৮ম জলসা ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ মহতী সমাবেশে আগের বছরের তুলনায় অধিক যোগদান করেন। ফলে রূহানীয়তের বাগানে পুষ্পমেলা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ঐশী মিলন মেলার সৌরভে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। অনেক পথহারা ভ্রমর মধু আহরণে ছুটে আসেন এবং দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

৯-১১ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত জলসায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বাইরে হতে আসেন–চট্টগ্রাম থেকে প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান, ঢাকা থেকে আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দার ও কাজী আব্দুল ওয়াহাব। পশ্চিম বঙ্গের হুগলীর চুচুড়া থেকে খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, বগুড়ার দিগদাইড় হতে মুন্সী আরজ উদ্দীন ও আব্বাস আলী, তাতারকান্দীর সৈয়দ আজিজুল হক, বীর পাইকশার মোহাম্মদ হাশেম উদ্দীন এবং মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থেকে হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ্সহ অনেকে।

৯ তারিখ প্রথম অধিবেশন বেলা সাড়ে ১১ টায় শুরু হয়। কাসাইট গ্রামের কারী নঈমউদ্দীন আহমদ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। আফগানিস্তানে শহীদ মৌলবি নেয়ামত উল্লাহ্ খানের স্মরণে স্বরচিত নযম পাঠ করেন আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দার। প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেব হযরত

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি এবং দলিল এবং মওলানা জিল্লুর রহমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহমদীয়াত বিস্তার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।



হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ

যোহর ও আসর নামাযের পর দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে কারী নঈম উদ্দীন আহমদ হামদ ও নাত পাঠ করেন। অতঃপর মৌলবিপাড়ার এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম বিশ্বের মানচিত্র প্রদর্শন করে আহমদীয়াতের বীজ রোপিত দেশগুলির নাম বর্ণনা করেন। তখন সভাপতি সাহেব জলসায় এক প্রস্তাব উপস্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাব হল–

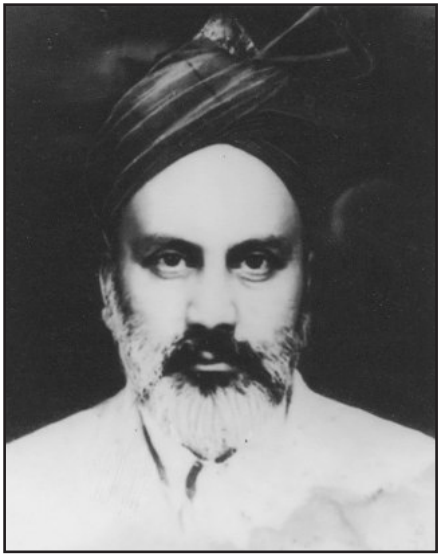
The Ahmadi Musalmans of Bengal assembled in this annual Conference express their sense of horror and abhorrence of the barbarous stoning to death of their brother Moulvi Neamatulla Khan, In Afghanistan by the order of the highest judicature of the country for no other fault than that of difference of religious opinion. They regard the outrage as all the more dastardly for the fact of the previous declaration

by the Afghan Government of full religious liberty in the country.

That the above resolution be communicated to the consul of the Government of His Majesty the Ameer of Afghanistan at Simla for favour of transmission to his Majesty the Ameer.

That copies of the resolution be sent to the press for publication.

অর্থাৎ বাংলার আহমদী মুসলমানরা তাদের বার্ষিক সম্মেলনে একত্রিত হয়ে আফগানিস্তানে পাথর নিক্ষেপে বর্বরোচিত হত্যার জন্য তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। ভাই মৌলবি নেয়ামতউল্লাহ্ খানকে আফগানিস্তানের উচ্চ বিচার ব্যবস্থায় এই কারণে হত্যা করা হয় যে, তিনি একটি ভিন্ন ধর্মমত পোষণ করেন। কিন্তু আফগান সরকার দৃঢ়ভাবে এই ঘোষণা করছে যে, তার দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা পূর্ব থেকেই রয়েছে। অথচ তারা ধর্মের কারণে মানুষ হত্যা করছে।



এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম

রেজুলেশনটি সিমলায় অবস্থিত আফগান কনসুলেটে পাঠানো হয়, যেন তিনি তার দেশের আমীরকে জানান। রেজুলেশনের আর একটি কপি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হয়।[১]

চীফ সেক্রেটারি আবুল হাশেম খান চৌধুরী পূর্ববর্তী বছরের কার্য বিবরণী উপস্থাপন করেন। হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ্ ও মুন্সী আরজ উদ্দীন বঙ্গদেশে আহমদীয়াত প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন। পরে মৌলবি এ এইচ এম আলী আনোয়ার, গোলাম সামদানী খাদেম এবং এডভোকেট মুন্সী মোহাম্মদ দৌলত আহমদ খা কী উপায় অবলম্বনে তালীম-তরবিয়ত দিলে জামা'ত সহজে উন্নতি লাভ করতে পারে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

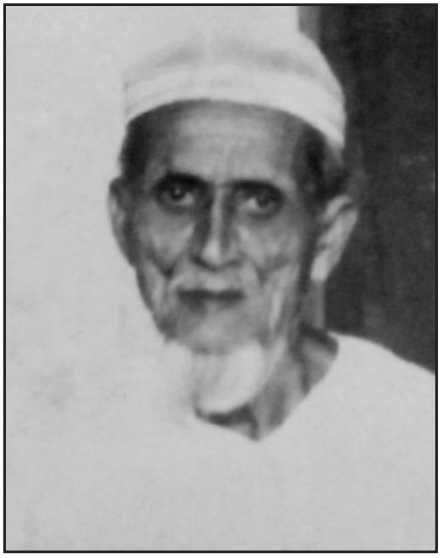
দ্বিতীয় দিন ১০ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১ টায় অধিবেশন শুরু হয়। হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ্ সাহেব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর ইংল্যান্ড থেকে প্রেরিত এবং আল ফজলে প্রকাশিত পত্র পাঠ করে শোনান মওলানা জিল্লুর রহমান। প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেব আহমদীদের কর্তব্য সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্র উপদেশ-এর ওপর বক্তব্য রাখেন।

বিকেলের অধিবেশনে আহমদী মক্তবের দু'জন ছাত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সুললিত কালাম পরিবেশন করেন। উকিল আউসাফ আলী সাহেব স্বরচিত নযম পাঠ এবং চীফ সেক্রেটারি আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। মওলানা জিল্লুর রহমান নবুওয়াতে মসীহ্ মাওউদ (আ.), মৌলবি আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দার জগতে ধর্ম সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট পথ, হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ্ আহমদী এবং গয়ের আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথম দুদিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেব।

জলসার শেষ দিন মহিলাদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যেসব মহিলা যোগদান করেন তাদের মধ্যে কজন হলেন– জনাব সৈয়দুন্নেসা, খাতেমুন্নেসা, আলতাফুন্নেসা, মাজেদা খাতুন, জমিলা খাতুন, আমেনা খাতুন, সৈয়দা সানী আখতার এবং সৈয়দা হোসনে আখতার। তাঁরা নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন। আইউবুন্নেসা, সৈয়দা হাসিনা আখতার, সৈয়দুন্নেসা– তাঁরা কবিতা পাঠ করেন।

করিমাতুন্নেসা, আমেনা খাতুন, আশরাফুন্নেসা, তাজন বিবি, জোবেদা খাতুন, আঞ্জুমুন্নেসা, কটবানু এবং হুসেন বিবি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন।

লাজনাদের উদ্দেশ্যে পর্দার আড়াল থেকে নসিহতমূলক ভাষণ দান করেন প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান, মওলানা জিল্লুর রহমান, হাফেয তৈয়ব উল্লাহ্ এবং মওলানা আজিজ উদ্দীন আহমদ। উপস্থিত লাজনাদের মধ্যে সৈয়দা সানী আখতার, সৈয়দা হোসনে আখতার, সৈয়দা হাসিনা আখতার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের পুণ্যবতী কন্যা। আইউবুন্নেসা বীরপাইকশা গ্রামের জনাব হাশেম উদ্দীন আহমদের স্ত্রী এবং নূরুদ্দীন আহমদের মাতা। করিমাতুন্নেসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদী পাড়ার মিঞা চান মিঞার স্ত্রী। খাতেমুন্নেসা নাওঘাটের দরবেশ আব্দুল মোতালেব-এর মাতা। সৈয়দুন্নেসা, আলতাফুন্নেসা আহমদী পাড়ার ময়েজউদ্দীন বেপারীর মেয়ে এবং দুদু মিঞা আইউবুন্নেসা ও করিমাতুন্নেসা বোন। মাজেদা খাতুন প্রফেসর আব্দুল লতিফ খানের মাতা। এ জলসায় চাঁদা বাবদ আয় হয় ১৯১/- টাকা এবং ব্যয় হয় ১৮৭/- টাকা।



জনাব হাশেম উদ্দীন আহমদ

অতঃপর চীফ সেক্রেটারি অক্টোবর ১৯২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ পর্যন্ত জামা'তের বছরের বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এতে জামা'তের এক বছরের কর্মকাণ্ড আলোকপাত করা হয়। এসব জলসায় আহমদী ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পুরুষ ও নারীরা অংশগ্রহণ করেন। অনেকে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদুল মাহ্দী প্রাঙ্গনেই জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২৫ থেকে ১৯২৬

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নবম সালানা জলসা ১৯২৫ সালের ২৭, ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এ অমূল্য বাণীটি জলসার প্রথম দিন প্রথম অধিবেশনে জনাব আব্দুস সোবহান (গাইবান্ধা) পাঠ করে শুনান এবং উপস্থিত শ্রোতারা আবেগাপ্লুত হয়ে শ্রবণ করেন।

অতঃপর অধিবেশনের সভাপতি মৌলবি মোবারক আলী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খেদমতে বঙ্গদেশের আহমদীদের পক্ষ থেকে একটি ভক্তি উপহার প্রেরণের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তা ছিল নিম্নরূপ:

بحضور فیض معمور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدک اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ

بنگال احمدیہ ایسوسی ایشن کے ممبروں نے 27 ستمبر 1925ء کے اجلاس میں یہ گذارش باتفاق رائے تجویز کی ہے کہ حضور کے وال نامہ کے جواب میں مندرجہ ذیل الفاظ میں لبیک کہا جائے۔

''ہم خاکساران نہایت ادب سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ہم سب نے حضور کی نصائح کو نہایت محبت سے اور خلوص قلب سے سنا ہے۔ اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان ہدایات کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ ہم سب عرض کرتے ہیں کہ انشاء اللہ ان باتوں پر خدا کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور حضور کی بابرکت دعاؤں کے ماتحت عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان نصیحتوں پر اپنے اعمال سے، اقوال سے اخلاق سے کاربند ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حضور کی خدمت مبارک میں درخواست ہے کہ حضور جماعت احمدیہ بنگال کی روحانی اور اخلاقی اور دنیوی ترقی کے لئے دعا فرمائیں۔''

(الفضل 20 اکتوبر 1925ء)

বঙ্গানুবাদ

বখেদমতে–

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

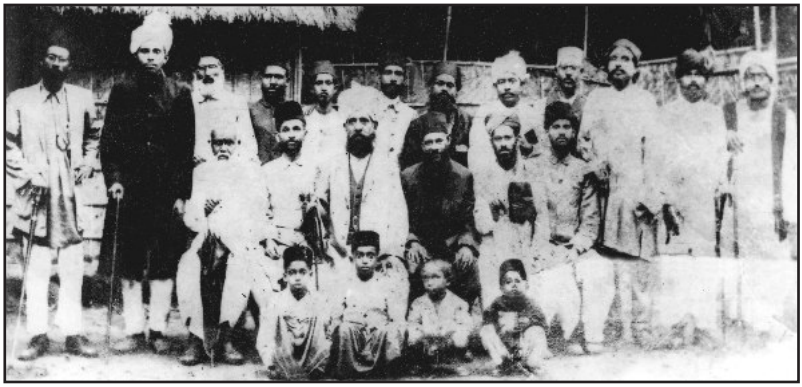
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ আজ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ তারিখ সালানা জলসার অধিবেশনে আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত পয়গামের প্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিবেদন করছি যে, আমরা অতি নগণ্য ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত আদব, ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সাথে আপনার নসিহত শ্রবণ করেছি, অনেক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ঐ সমস্ত নির্দেশনাকে নিজ নিজ অন্তরে স্থান দিয়েছি। আমরা সবাই নিবেদন করছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও তাঁর তৌফিক অনুযায়ী এবং আপনার কল্যাণময় দোয়ায় এসব বিষয় পালনের চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্। আর এসব উপদেশের প্রতিফলন নিজেদের আচরণ, নিজেদের কথাবার্তা ও উত্তম চরিত্রের মাঝে ঘটাতে সচেষ্ট থাকব। অতঃপর হুযূরের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, বঙ্গদেশের আহমদীদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য খাস দোয়া করবেন।[২]

দশম জলসা ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশী (রা.) এবং হযরত মওলানা মালেক গোলাম ফরিদ (রা.) শুভাগমন করেন।

লাহোরের অধিবাসী এ কোরাইশী সাহেব বঙ্গভূমিতে আহমদীয়াতের বীজ বপনের উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বনামধন্য এডভোকেট মুন্সী মোহাম্মদ দৌলত আহমদ খাঁ-এর নিকট মুফাররাহে আম্বারী নামক হেকিমী হালুয়া ভিপিযোগে প্রেরণের সাথে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জাহির হওয়ার শুভ সংবাদের এক বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেছিলেন। এ বিজ্ঞাপনটি হযরত মওলানা আলহাজ্ব হেকীম হাফেজ নূরুদ্দীন (রা.) কর্তৃক রচিত সূরা জুমুআর তফসীর। যিনি পরবর্তীকালে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হিসেবে খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন। যার ফলে মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর দাবির সত্যতা যাচাইয়ে পত্রালাপের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে আহমদীয়াত গ্রহণ ও

বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জামা'ত প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য হয়। তবে সেই সময় মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ইহজগতে নেই। তাই তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ ও দোয়া করেন।

১৯২৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত জলসায় উপস্থিতগণের অনেকে



পিছনের সারিতে দাঁড়ানো (বামদিক থেকে) সর্বজনাবঃ ১। মিজানুর রহমান ভূইয়া, বাসুদেব, বি. বাড়িয়া, ২। মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ, বি. বাড়িয়া, ৩। হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, ৪। মুনশী আজহার উদ্দীন, দেওড়া (শাহবাজপুর), বি. বাড়িয়া, ৫। কাজী মেরাজ উদ্দীন, সোন্দাদিল কাজীবাড়ি, ৬। খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী, বগুড়া, ৭। মৌলবি রহমত আলী, বাশারুক, নবীনগর, ৮। মওলানা জিল্লুর রহমান, কাছাইট, বি. বাড়িয়া, ৯। সৈয়দ আজিজুল হক (কটু মিঞা), তাতারকান্দি, ১০। আবদুর রহমান পাহ্লোয়ান (পাঞ্জাবী), লাহোর, ১১। মওলানা আজিজ উদ্দীন আহমদ, ভাদুঘর, বি. বাড়িয়া ও ১২। মৌলবি নেজারত উল্লাহ, শুহিলপুর, বি. বাড়িয়া।

চেয়ারে উপবিষ্ট (বামদিক থেকে) সর্বজনাবঃ ১। মীর সেকান্দর আলী, সরাইল, বি. বাড়িয়া, ২। খানবাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, নাটোর, ৩। হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরেশী (রা.), লাহোর, ৪। প্রফেসর আবদুল লতিফ খান, চট্টগ্রাম, ৫। হযরত মালেক গোলাম ফরিদ (রা.), কাদিয়ান এবং ৬। এ.এইচ.এম. আলী আনোয়ার, তাতারকান্দি।

মেঝেতে উপবিষ্ট কতিপয় আতফাল (বামদিক থেকে)ঃ ১। গোলাম আহমদ খান (ফালু মিঞা) ও ২। শফিউল আলম আতহার এবং অন্যান্য।



হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশী (রা.)

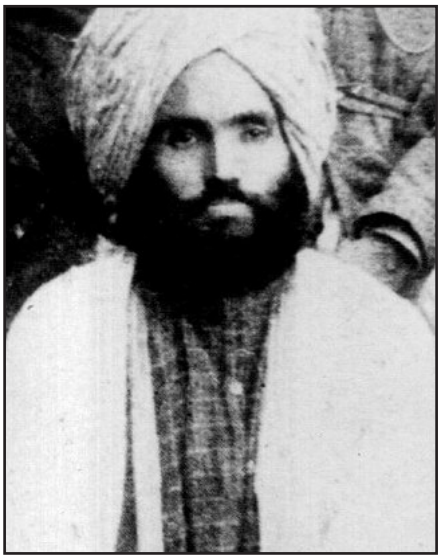


হযরত মওলানা মালেক গোলাম ফরিদ (রা.)

সেদিন কোরাইশী সাহেবকে কাছে পেয়ে উপস্থিত বঙ্গীয় আহমদীরা উল্লাসিত হয়ে ওঠেন। আনন্দে আত্মহারা ও আবেগে আপ্লুত হন। তাঁকে শুধু অভিনন্দনই জানান নি। বরং প্রাণের উচ্ছাসে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করেন। সকলেই প্রাণ খুলে জীবনের জয়গান গায়। কৃতজ্ঞতা জানান। কোরাইশী সাহেবও অভিভূত হন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষানুযায়ী বনমালীর অনুগমনকারীদের ফুটন্ত বাগানের পরিচর্যা ও বর্ধিত করার দিক-নির্দেশনা দেন। বাঙালিদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আতিথেয়তায় অভিভূত হন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় সার্থক ও সফল জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২৭ থেকে ১৯৩২

বঙ্গীয় প্রথম আমীর মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ১৯২৬ সালে মৃত্যুর পর জামা'তে তালীম-তরবিয়তের উদ্দেশ্যে মওলানার শূন্যতা পূরণের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মোবাল্লেগ হিসেবে সাহাবী হযরত মওলানা সিরাজুল হক নোমানী (রা.)-কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রেরণ করেন।



হযরত মওলানা সিরাজুল হক নোমানী (রা.)

তিনি ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের সাথে সারা বাংলা চষে বেড়িয়েছেন। জামা'তের তালীম-তরবিয়ত এবং প্রচার ও প্রসারের কাজে নিরলস কাজ করেন। কাদিয়ানের আদলে বঙ্গভূমিতে ঢেলে সাজিয়ে তুলেছেন সালানা জলসা। ফলে তাঁর দিক-নির্দেশনায় জলসা আরো অধিক জাকজমক ও প্রাণবন্ত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তে জলসা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯২৭ সালে ১১তম, ১৯২৮ সালে ১২তম, ১৯২৯ সালের ১৪-১৬ অক্টোবর ১৩তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩তম জলসার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের মুঙ্গের, জলপাইগুড়ি, কোলকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান থেকে আহমদীরা প্রাণের টানে ছুটে আসেন। কর্মসূচি অনুযায়ী সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণের পর বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারিগণ নিজ নিজ কার্য সম্পাদনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।



মোহতরম আব্দুর রহমান খাঁ (মিশনারী ইনচার্জ, আমেরিকা)

যোহর ও আসর নামাযের পর মুন্সী দৌলত আহমদ খাঁ এডভোকেট মুসলমানদের একতা এবং সংগঠনের গুরুত্বের ওপর এক মনোমুগ্ধকর ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন– মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত এক ইমামের নেতৃত্বে সমবেত না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী আখেরী জামানায় আবির্ভূত ইমামুজ্জামানের দীক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান।

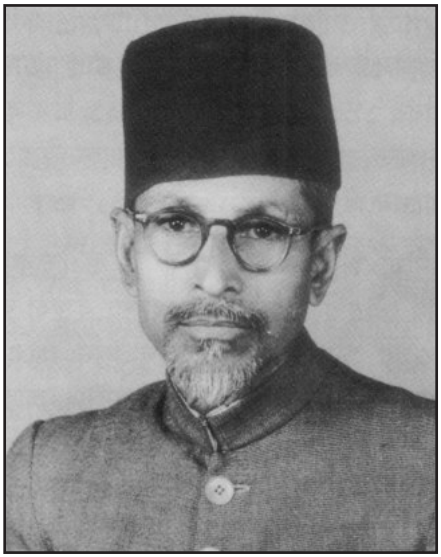


মওলানা হেকিম খলিল আহমদ মুঙ্গেরী

অতঃপর মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব খাতামান্নাবীঈন বিষয়ের ওপর এক অসাধারণ বক্তব্য রাখেন। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য আলোকপাত করেন। মওলানা খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেব বর্তমান ধর্মহারা যুগে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সত্যতা আলোচনা করেন। তিনি বলেন– পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই হযরত (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। পরবর্তীতে জনাব আব্দুর রহমান খাঁ এডভোকেট আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হবার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বয়আত করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার

নিকট থেকে প্রাপ্ত ঐশী নিদর্শন বর্ণনা করেন এবং শ্রোতারা তা শুনে বিস্মৃত হন। সকলে খাঁ সাহেবের বক্তব্য পুস্তক আকারে প্রকাশের আবেদন জানান। অতঃপর ছাপার জন্য চাঁদা তোলা হয় এবং পুস্তক প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় দিন ১৫ অক্টোবর সকালে মজলিসে শুরার অধিবেশন হয়। এতে হেকিম খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নির্দেশে নাযের বায়তুল মাল কাদিয়ান কর্তৃক প্রদত্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। ফলে প্রাদেশিক আমীর সাহেবসহ উপস্থিত সকলে তা যথাযথভাবে পালনের অঙ্গীকার করেন।



মওলানা মোজাফ্ফর উদ্দীন চৌধুরী

অতঃপর বেলা এগারটায় জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন জনাব মীর রফিক আলী, মওলানা মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী, মওলানা জিল্লুর রহমান এবং মওলানা আজিজ উদ্দীন আহমদ। তাদের বক্তব্যের বিষয় ছিল যথাক্রমে আহমদীয়া জামা'তের বৈশিষ্ট্য, আহমদীয়াতের সুন্দর গুণাবলী, ইসলামী পর্দার দর্শন এবং আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা।

দ্বিতীয় অধিবেশনে মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব শ্রীকৃষ্ণ (আ.)-এর পুনঃআগমনের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। মওলানা হেকিম খলিল আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি এবং এর খণ্ডন তুলে ধরেন। উর্দু ভাষায় প্রদত্ত এ বক্তৃতা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামা'তের আমীর এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম বঙ্গানুবাদ করে উপস্থাপন করেন। অতঃপর অধিবেশনের সভাপতি ও প্রাদেশিক আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান তালীম তরবিয়তের ওপর এক অমূল্য ভাষণ দান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিন ১৬ অক্টোবর সকালে লাজনাদের অধিবেশন হয়। প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেব এবং মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব আহমদী মহিলাদের দায়িত্বাবলীর ওপর বক্তব্য রাখেন। বিকালে বেঙ্গল ইয়ংম্যানস আহমদীয়া এসোসিয়েশনের সদস্যরা শরীর সুস্থ রাখার বিভিন্ন ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। এ জলসায় ১১ জন বয়আত করেন। ১৯৩০ সালে ১৪তম, ১৯৩১ সালে ১৫তম এবং ১৯৩২ সালে ১৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩

১৯৩৩ সালের ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় ১৭তম সালানা জলসা। এটা বাঙালি আহমদীদের জন্য এক ঐতিহাসিক ও গৌরবের জলসা। কারণ তখন বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুত্র সাহেবযাদা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)। এদেশ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পদধূলি থেকে বঞ্চিত হলেও সেদিন তাঁর বংশোদ্ভূত পুত্রের শুভাগমনে বাঙালি আহমদীরা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

সাহেবযাদা মির্যা সাহেবসহ সম্মানিত অতিথিগণ ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে ট্রেনযোগে ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলষ্টেশনে পৌঁছলে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেমসহ জামা'তের অন্যান্যরা প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং জামা'তের যুবকদের একটি চৌকশ দল তাঁদেরকে অভিবাদন জানান। তখন উপস্থিত সকলের প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। হযরত (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য না হলেও তাঁর সাহেবযাদাকে কাছে পেয়ে সকলেই আবেগাপ্লুত হন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আলিঙ্গন করেন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জলসা উপলক্ষ্যে

এক অমূল্য বাণী প্রেরণ করেছিলেন এবং এটা তিনি পাঠ করে শুনান। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) এক হৃদয়স্পর্শী নসিহতমূলক ভাষণ দান করেন। এতে সকলেই বিমোহিত হন। অন্যান্য বছরের তুলনায় জলসা অধিক সার্থক ও সফল হয়।



হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সেই অমর বাণীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সুলতানুল কলমের জ্ঞান আহরণের জন্য বাঙালিদেরকে বাংলা ভাষার পর উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সেই বাণীটি নিম্নরূপ:

حضرت خلیفته المسیح الثانی رضی الله عنه کا پیغام

احمدیان بنگا ل کے نام

''مجھے افسوس سے معلوم ہوا ہے کہ بنگال کی بعض جماعتوں میں وہ زندگی نہیں پائی جاتی جو مذہبی جماعتوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ اس کا باعث لیڈروں کی کمی نہیں۔ کیونکہ بنگال کی جماعت میں

کافی تعداد مخلص تعلیم یافتہ احمدیوں کی ہے۔ پس غالباً اس کا سبب صحیح ذرائع اور اتحاد مقصد کا فقدان ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنگال کے لوگ صحیح طور پر اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن کسی قوم کا اپنی زبان پر فخر کرنا یہ معنے نہیں رکھتا کہ کسی دوسری زبان کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر کتب چونکہ اردو میں ہیں اور تازہ لٹریچر مرکز کا بھی اردو میں شائع ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک بنگال کے احمدی اردو کو بھی اپنی دوسری مادری زبان کے طور پر سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ پوری طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب، مدراس اور دوسرے علاقوں کے لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ بنگال کے دوست ایسا نہ کر سکیں۔

دوسری بات جو مجھے شبہ ہے کہ بنگال کی جماعت کی ترقی میں روک ہے وہ چند آدمیوں کا یہ احساس ہے کہ بنگال کو اپنی نجات کے لیے خود راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ جب شقاق و نفاق کا دورہ ہو، حب الوطنی کا جذبہ ایک نیک جذبہ ہوتا ہے۔ مگر جب خدا تعالیٰ دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کا فیصلہ کرے۔ اس وقت اتحاد کامل ہی نجات کا واحد ذریعہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اس قسم کا خیال چونکہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کو پورا کرنا گویا مسیح موعود علیہ السلام کے مقصد بعثت کو تباہ کرنا ہے۔ اس لیے جیسا کہ عام طور پر پورا نہ ہونے والے خیالات نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ خیال یقیناً بددلی اور سستی پیدا کرے گا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے موقعہ پر اس خیال کا پوری طرح ازالہ کر دوں۔

آپ لوگ یاد رکھیں کہ ہر خلیفہ کا مذہبی فرض ہوگا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصیت کے مطابق امامت کو خلافت کے نقطہ پر اور تفصیلی انتظام کو صدر انجمن احمدیہ کے نقطہ پر قائم رکھے۔ اور کسی ایسے خیال کو جو اس کے خلاف ہو چلنے نہ دے۔ ہر قربانی جو خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اس مقصد کے حصول کے لیے معمولی سمجھی جائے گی۔ پس ہر اک بہی خواہ سلسلہ کو اور ہر اس شخص کو جو روحانی موت اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی خیال اس کے دل میں رہے تو اسے اپنے دل سے نکال دے۔ ورنہ یہ اس کی اپنے ساتھ بھی غداری ہوگی اور اپنی قوم کے ساتھ بھی غداری ہوگی۔ اگر آپ لوگ میری ان نصیحتوں کو مانیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں ایک نئی طاقت اور نئی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر دعاؤں اور استقلال کے ساتھ اگر آپ لوگ اپنے گھر کی درستی کی طرف متوجہ ہونگے تو انشاء اللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ کا مدد ہو۔''

(الفضل 3 اکتوبر 1933ء)

حضرت میاں صاحب کی صدارت میں ہونے والے اس جلسہ کی کاروائی کا مختصر ذکر اے۔ ملک خادم صاحب نے بذریعہ تار ادارہ الفضل کو بھجوایا۔

"29 ستمبر کی کاروائی:۔

بنگال احمدیہ کانفرنس کا سترھواں سالانہ جلسہ آج برہمن بڑیہ میں زیر صدارت لیفٹیننٹ حضرت مرزا شریف احمد صاحب خلف حضرت مسیح موعود علیہ السلام شروع ہوا۔

آج ہی صبح ریلوے اسٹیشن پر معزز و محترم پریزیڈنٹ صاحب کا نہایت پرتپاک استقبال ایک بہت بڑے مجمع اور احمدیہ کور کے نوجوانوں نے کیا۔ جلسہ میں بہت بڑی تعداد بنگال کے مختلف مقامات کے معزز مردوں اور خواتین کی شریک ہوئی۔ جلسہ بڑی سرگرمی کا ساتھ جاری ہے جو دو دن ہوگا۔ آخری دن عورتوں کی کانفرنس اور احمدیہ کور کی پریڈ ہوگی۔

30 ستمبر کی کاروائی:۔

برہمن بڑیہ 30 ستمبر۔ آج دوسرے دن بھی کانفرنس کی کاروائی زیر صدارت حضرت مرزا شریف احمد صاحب شروع ہوئی۔ مسٹر عبدالحفیظ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے بتلایا کہ کس طرح اسلام نے ہندوستان کے موجودہ مسائل کا بہترین حل پیش کیا ہے۔ ان کے بعد مولوی دولت احمد خان صاحب پلیڈر جج کورٹ علی پور نے اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت پر تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام نے کس قدر معاشرتی تعلقات اور مخلوق خدا کی خدمت پر زور دیا ہے۔ پھر مولوی بدرالدین صاحب پلیڈر جج کورٹ رنگپور نے تقریر میں بیان کیا کہ کس طرح صرف اسلام ہی اچھوت پن کو ہندوستان سے نکال سکتا اور مادر ہند کے چہرے سے اس بدنما دھبہ کو دور کر سکتا ہے۔ کانفرنس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کا وہ پرجوش اور ولولہ پیدا کرنے والا پیغام پڑھا گیا جو حضور نے اس موقعہ پر احمدیان بنگال کے نام ارسال فرمایا۔ جلسہ صاحب صدر کے فصیح و بلیغ خطبہ پر ختم ہوا۔ عورتوں کا جلسہ کل شروع ہوگا۔"

(الفضل 3 اکتوبر 1933ء)

বঙ্গানুবাদ

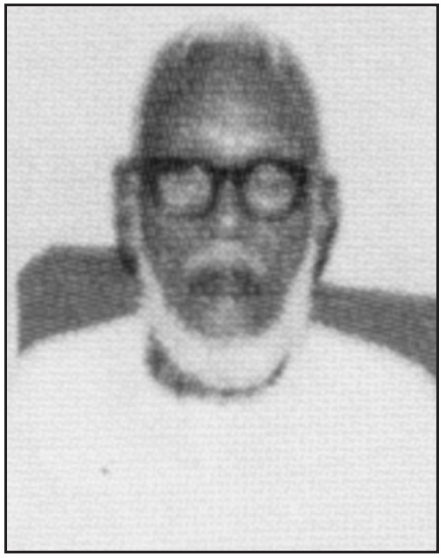
একটি খবরে আমি অতিশয় ভারাক্রান্ত হয়েছি যে, বাংলার কিছু-কিছু জামা'তে ঐ জীবনাদর্শ পরিলক্ষিত হয় না যা এক ধর্মীয় জামা'তের সাফল্য লাভের জন্য আবশ্যকীয়। আমি মনে করি, এর কারণ নেতাদের অযোগ্যতা নয়। কেননা বাংলার জামা'তগুলোতে যথেষ্ঠ নিষ্ঠাবান ও শিক্ষিত আহমদী আছেন। তাই সম্ভবত এর কারণ হলো সঠিক মাধ্যম অবলম্বন ও একতার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার ঘাটতি ভুলে যাওয়া। আমি জানতে পেরেছি, বাংলার মানুষ নিজেদের ভাষার বিষয়ে যথার্থই গর্ববোধ করে। কিন্তু একটি জাতির নিজ ভাষা নিয়ে গর্ব করার অর্থ এটা নয়, অন্য ভাষা অধ্যয়ন করা যাবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অধিকাংশ পুস্তকই যেহেতু উর্দুতে প্রণীত আর কেন্দ্রের নিত্য নতুন প্রকাশনা যেহেতু উর্দুতেই প্রকাশিত হয়– এ কারণে বাঙালি আহমদীরা যতক্ষণ উর্দুকে তাদের দ্বিতীয় মূল ভাষা হিসেবে শেখার চেষ্টা না করবে ততক্ষণ তারা সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করতে পারবে না। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, এবং অন্যান্য এলাকাবাসী এমনই করছে। তাই বাঙালি বন্ধুদের এরকম না করার কোন কারণ নাই।

দ্বিতীয় বিষয় যা আমার সন্দেহ হয় যে, বাংলার জামা'তের উন্নতিতে প্রতিবন্ধক তা হলো সেই কতিপয় লোকদের অনুভূতি বাংলার মুক্তির জন্য নিজেদের উপায় অন্বেষণ করা উচিত। এতে কোন সন্দেহ নাই যখন পারস্পরিক শত্রুতা ও কপটতা বিরাজ করে তখন দেশপ্রেমের চেতনা এক মহৎ প্রেরণা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন খোদা তা'লা পৃথিবীকে আধ্যাত্মিকভাবে এক হাতে একত্র করার সিদ্ধান্ত নেন সেই সময় পূর্ণাঙ্গীন ঐক্যই মুক্তির একমাত্র উপায় হতে পারে এবং হয়ে থাকে। কাজেই এ ধরনের চিন্তা পূর্ণ হতে পারে না। কারণ এটা পূর্ণ করার অর্থই হলো হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা। এজন্য চিন্তা ও পরিকল্পনা পূর্ণ না হওয়ার পরিণাম সাধারণতঃ যে ধরনের হয়ে থাকে– এই চিন্তার পরিণামেও অনাগ্রহ এবং অলসতা জন্মাবে। সুতরাং আমি এই কনফারেন্সে উক্ত চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করে দিতে চাই।

আপনারা সকলে স্মরণ রাখবেন! প্রত্যেক খলীফার ধর্মীয় কর্তব্য হযরত মসীহ

মাওউদ (আ.)-এর ওসিয়্যত অনুযায়ী ঐশী নেতৃত্বকে খিলাফতের অধীন এবং সাংগঠনিক দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনাকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর বিরোধী কোন চিন্তা বিস্তৃত হতে না দেয়া। প্রত্যেক ত্যাগ সেটি যতই বড় হোক না কেন এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা সামান্য বলেই বিবেচিত হবে।

প্রত্যেক জামা'ত বা প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের জন্য আধ্যাত্মিক মৃত্যু পছন্দ করে না আমি তাকে উপদেশ দিচ্ছি যদি এমন কোনো চিন্তা তার মনে স্থান পেয়ে থাকে সেটি যেন সে মন থেকে বের করে দেয়। অন্যথায় এটি তার নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং নিজ জাতির সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আপনারা যদি আমার এই উপদেশ গ্রহণ করেন তাহলে আমি মনে করি আপনাদের মাঝে এক নতুন শক্তি জন্মাবে। অতঃপর দোয়ার সাথে দৃঢ়তার সাথে যদি আপনারা নিজ পরিবারের সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হোন ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সফলকাম হবেন। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সাথে থাকুন এবং আপনাদের সহায় হোন। আমীন।[৩]



এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদ

জলসার কর্মসূচি অনুযায়ী হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি হৃদয়গ্রাহী নসিহতমূলক ভাষণ দান করেন। এছাড়া জনাব আব্দুল হাফিজ, এডভোকেট দৌলত আহমদ খান খাদেম প্লিডার জজ কোট আলীপুর পশ্চিমবঙ্গ, এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদ প্লিডার জজ কোর্ট রংপুর এবং স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টসহ বুযূর্গ আলেমগণ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। শেষদিন মহিলাদের অধিবেশন হয়।

১৯৩৪

১৮-২০ অক্টোবর ১৯৩৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ১৮তম সালানা জলসা। এতে কোলকাতা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, রংপুর, শ্রীহট্ট এবং বরিশাল প্রভৃতি স্থান হতে অধিক পরিমাণে শিক্ষিত জনমণ্ডলী সমবেত হয়েছিলেন। খান বাহাদুর আলহাজ্ব আবুল হাশেম খান চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা হয়। প্রথম দুই দিবস পুরুষদের সভা ছিল। তৃতীয় দিবস মহিলাদের অধিবেশন হয়েছে। মহিলা অধিবেশনে জনৈক পাঞ্জাবী মহিলা জুহেরা বেগম সাহেবা সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এ জলসায় মোট ৯ জন বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৬

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯তম সালানা জলসা ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৮-৩০ অক্টোবর ১৯৩৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ২০তম জলসা। এ ২০তম জলসা জামা'তের আঙ্গিনার বাইরে স্থানীয় অন্নদা হাই স্কুলে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় কাদিয়ান থেকে শুভাগমন করেন ভূতপূর্ব লন্ডন মিশনারী আলহাজ্ব খান সাহেব মৌলবি ফরজন্দ আলী খাঁ। কর্মসূচি অনুসারে জলসা সার্থক ও সফল সমাপ্তির পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি হল:

বঙ্গীয় আহমদীদের বাৎসরিক সম্মিলনীর বিংশতি অধিবেশনের কার্যবিবরণী

গত ২৮, ২৯ ও ৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোকামে অন্নদা হাই স্কুলে বঙ্গীয়

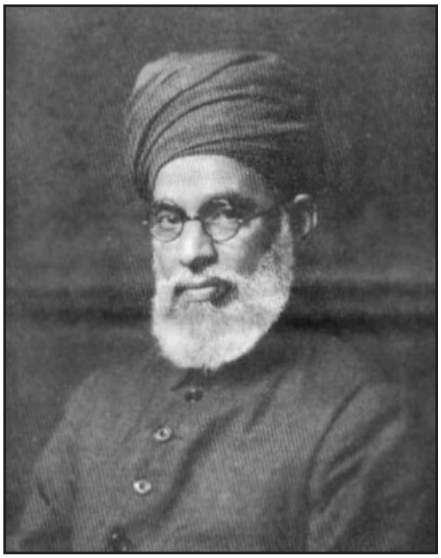
আহমদীদের বিংশতি জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভূতপূর্ব লন্ডন মিশনারী আল্‌হাজ্ব খান সাহেব মৌলবি ফরজন্দ আলী খাঁ সাহেব সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

প্রথম দিবস মহিলাদের অধিবেশন হয়। দেবগ্রাম নিবাসিনী মওলানা মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরীর মাতা মিসেস আহসান উল্লাহ্ চৌধুরাণী সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সম্মিলিত মহিলাগণ হতে কেউ কেউ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা, ইসলাম প্রচারে নারীর স্থান, তাহ্‌রীকে জাদীদের নারীর কর্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভূতপূর্ব লন্ডন মসজিদের ইমাম এবং লন্ডন মিশনের হেড আলহাজ্ব খান সাহেব মৌলবি ফরজন্দ আলী খাঁ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর আলহাজ্ব খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খান চৌধুরী, এম. এ. এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম বি. এ. বি. এল. এই কনফারেন্সে নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।



অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২৯ অক্টোবর পুরুষদের কনফারেন্স হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলা হতে প্রায় ৩০০ আহমদী এই কনফারেন্সে যোগদান করেন। সভায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন পাঠ এবং উর্দু ও বাংলা কবিতা পাঠ হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মহোদয় এক সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। এতে তিনি জামা'তের বন্ধুগণের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তালীম ও তরবিয়ত এবং সংগঠনের উপর বিশেষ জোর দেন এবং জামা'তের ভবিষ্যত কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত করে একটি প্রোগ্রাম পেশ করেন।



আলহাজ্ব খান সাহেব মৌলবি ফরজন্দ আলী খাঁ

অতঃপর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সাধারণ বিভাগের নাজের আলহাজ্ব খান সাহেব মৌলবি ফরজন্দ আলী খাঁ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণের পর বক্তাদেরকে তাঁদের বক্তৃতা প্রদান করতে আহ্বান করেন। 'তিনিই আমাদের কৃষ্ণ' এবং 'আহমদীয়াতের বিস্তার' বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রথমটিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে

রূপকভাবে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে পেশ করা হয়েছে এবং তাঁকে গ্রহণ করার জন্য হিন্দু ভ্রাতাগণকে আহ্বান করা হয়েছে। শেষোক্তটিতে আহমদীয়া আন্দোলনের সপক্ষে স্বর্গীয় সাহায্য কিরূপ কার্যকর তা বর্ণনা করা হয়। মৌলভি আউসাফ আলী উকিল সাহেবের রচিত 'আকাশ বাণী' নামক কবিতা অতি হৃদয়গ্রাহী হয়। তিনি স্বয়ং পাঠ করে শ্রোতাবর্গকে শুনান এবং পরে আপ্যায়ন করা হয়।

৩০ অক্টোবর তারিখেও পবিত্র কুরআন পাঠ ও একটি বাংলা কবিতা পাঠের পর বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তন্মধ্যে 'ইসলামে খিলাফত' বিষয়ে বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে 'খিলাফত' ইসলামের এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। এটি ব্যতিরেকে ইসলাম কখনও উন্নতি করতে পারে না। বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে খিলাফতের অবসান হওয়ায় এবং আহমদী মুসলমানদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আহমদীয়াতেই যে প্রকৃত ইসলাম তা প্রমাণিত হচ্ছে।

'তাহরীকে জাদীদ' সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)-এর নির্ধারিত উনিশটি মোতালেবার (দাবি) গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে দেখান হয়েছে যে, এই উনিশটি বিষয়কে কার্যে পরিণত করতে পারলে জগতে আহমদীয়াতের বিজয় সুনিশ্চিত।

অতঃপর জুমুআর নামাযের পূর্বে কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট মহোদয়, যিনি বর্তমানে সদর আঞ্জুমানের 'বায়তুল মাল' বিভাগের চার্জ গ্রহণ করেছেন, জামা'তের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করে সদর আঞ্জুমানের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বপ্রথম তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) বাংলার জামা'তের প্রতি যে বিশেষ মনোযোগ ও অনুগ্রহ দৃষ্টি আছে তার উল্লেখ করেন। অতঃপর সদর আঞ্জুমানের বর্তমান অর্থসঙ্কটে যে কেমন নিদারুণভাবে অনবরত হযরত খলীফাতুল মসীহ্র মানসিক অশান্তি ও স্বাস্থ্যহানী ঘটছে এবং আঞ্জুমানের চলমান কার্যাবলীর যে কত ক্ষতি হচ্ছে তার উল্লেখ করেন। অতঃপর এই অর্থ সংকটের সমাধান কল্পে বাংলার আহমদীগণের সম্মুখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্র মঞ্জুরীকৃত নবপ্রস্তাব পেশ করেন। তা এই,

১. যে সকল আহমদী ভ্রাতার নিকট জমা টাকা আছে কিংবা টাকা ব্যাংকে বা অন্যত্র গচ্ছিত আছে তাঁরা সেই টাকা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিকট জমা রাখুন। সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার নিকট উক্ত টাকা Current Deposite (অর্থাৎ চাওয়া মাত্র ফেরত দেয়ার শর্তে) বা Fixed Deposit (অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে ফেরত দেয়ার শর্তে) জমা থাকবে। জমাদাতাগণকে এই টাকার বিপরীতে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত কোন সুদ দেয়া হবে না। তবে এই টাকার যাকাত দিতে হবে না এবং টাকা ফেরত পাঠাবার মনি অর্ডার খরচ সদর আঞ্জুমানই বহন করবে।

২. (ক) যারা ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রাখেন তারা অন্যত্র বন্ধক না রেখে সদর আঞ্জুমানের সম্পত্তি বন্ধক রাখুন। এই বন্ধককৃত সম্পত্তি হতে লাভস্বরূপ শতকরা ৬ টাকা হারে খাজনা পাওয়া যাবে।

(খ) সদর আঞ্জুমানের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বন্ধুগণ ইচ্ছা করলে টাকা Invest (লগ্নী) করতে পারেন। এই টাকার জন্য শতকরা ৭, ৮ টাকা লাভের আশা করা যাতে পারে।

৩. এই অর্থ সংকট হতে উদ্ধার লাভের জন্য তৃতীয় অস্থায়ী উপায় যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.) নির্দেশ করেছেন তা এই হলো, আগামী তিন বছরের জন্য বন্ধুগণ তাদের দেয় চাঁদার হার বৃদ্ধি করে মাসিক চাঁদা টাকা প্রতি এক আনার স্থলে পাঁচ আনা করুন এবং ওসীয়্যতের চাঁদা আয়ের এক দশমাংশ স্থলে এক নবমাংশ বা এক নবমাংশের স্থলে এক অষ্টমাংশ করুন। অবশ্য এইরূপ বৃদ্ধি করা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন, এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সাধারণভাবে চাঁদার হার বৃদ্ধি করে দেয়ার জন্য অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত সাহেব তা মঞ্জুর করেন নি, কারণ তিনি জামা'তের সাধারণ মেম্বারগণের উপর অধিক বোঝা চাপাতে চান না, তাই একে তাদের ইচ্ছাধীন করেছেন, কিন্তু বর্তমানে যে অর্থ সংকট হযরত খলীফাতুল মসীহ্র মানসিক উদ্বিগ্নতা ও শারীরিক স্বাস্থ্যহানীর কারণ হয়েছে তা লাঘব করবার জন্য প্রত্যেক আহমদীর আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। নাজের সাহেবের এই বক্তৃতার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর এবং উপস্থিত ভ্রাতাগণ সকলে দণ্ডায়মান হয়ে

'লাব্বাইক', 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)-এর প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অতঃপর জুমুআ ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা হয়। কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট মহোদয় জুমুআর খোতবা প্রদান করেন এবং উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষদেরকে সম্বোধন করে কুরবানী বা ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার বিষয় ব্যক্ত করেন।

নামাযের পর পুনরায় সভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী বক্তৃতা হয়। তন্মধ্যে দু'টি বক্তৃতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বক্তৃতা দুইটি দুইজন বাঙালি ছাত্র কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এই ছাত্রদ্বয় এক সুদীর্ঘকাল কাদিয়ানে বাস করে কাদিয়ানের পবিত্র সংসর্গ লাভ করার সুযোগ পান। একজন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ মৌলবি ফাযেল 'খিলাফতে মাহমুদ' এবং অপরজন মওলানা আলী কাসেম খান চৌধুরী মৌলবি ফাযেল 'কাদিয়ান-জীবনের' অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের বক্তৃতার পর সভার কার্য শেষ হয়। 'ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং আহমদীয়া সম্প্রদায় কর্তৃক এর সমাধানের উপায়' তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এরূপ বৈষম্য পরস্পর কলহ বিরাজ ও মনোমালিন্যের কারণ হওয়া উচিত নয়। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কতিপয় সুবর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন।

যথা– (১) প্রত্যেক ধর্মের সমর্থনকারীগণ নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষানুযায়ী সৌন্দর্য্যমাত্রা বর্ণনা করবেন, (২) প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীগণকে নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষা পালন করে চলতে দিতে হবে, কেউ আপন ধর্মমত গ্রহণ করবার জন্য অপরকে বাধ্য করতে পারবে না, (৩) প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীগণ পরমতসহিষ্ণু হবেন, (৪) হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায় একই ভারত-মাতার দুই চক্ষু বিশেষ। কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ক্ষতি করলে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পারে না, (৫) কুরআন শরীফের শিক্ষানুসারে প্রত্যেক মুসলমান সর্বদেশ ও সময়ে প্রেরিত নবী বা অবতারগণকে স্বীকার ও সম্মান করতে বাধ্য। বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের লোকজন যদি বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তকগণকে ভক্তি সম্মান করতে শিখে তবে তাদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির ভাব না জেগে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.) নবী দিবসের অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছেন। (৬) 'অস্পৃশ্যতা' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করার এক প্রধান কারণ। যত শীঘ্র এই বিষ পরিহার করা যায় তত শীঘ্রই সম্প্রদায়সমূহের মঙ্গল। (৭) বর্তমান মনোমালিন্যের এক প্রধান কারণ রাজনৈতিক স্বার্থ। বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি পরস্পরের ন্যায্য অধিকার দিতে রাজি হয়, তবে এই মনোমালিন্য অনেকটা দূর হতে পারে। (৮) এই মনোমালিন্য তিরোহিত করার সর্বপ্রধান উপায় আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-ভীতি সৃষ্টি করা এবং আমাদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করা। অতঃপর সভাপতি দোয়া করে সভার কার্য সমাপ্ত করেন।[৪]



ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেক এসডিও এন.এম. খান সাহেবের সাথে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বলাবাহুল্য, ত্রিশ দশকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা প্রশাসক ছিলেন নিয়াজ মোহাম্মদ খান (এন.এম খান) সিন্ধুর অধিবাসী। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

বিভিন্নমুখী উন্নয়নে অনেক অবদান রাখেন। নিয়াজ স্টেডিয়াম, নিয়াজ মোহাম্মদ হাই স্কুল তার নামেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি গ্রামের কৃষকদের নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে কাউতলী থেকে গোকর্ণঘাট পর্যন্ত কুরলীয়ার খাল খননে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পূর্বাঞ্চলের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসী তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

এ মানব দরদী ও উন্নয়নকামী মানুষটির স্ত্রী মিসেস মরিয়ম নিয়াজ ছিলেন একজন আহমদী। সেজন্য আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে এসডিও সাহেবের স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে খোদাভীরু, রসূলপ্রেমিক ও তাহাজ্জুদগুজার হিসেবে দেখেছেন। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আহমদী জামা'ত বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিহত করেছেন। ফলে তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্বিঘ্নে জলসা করা সম্ভব হয়।

১৯৩৭

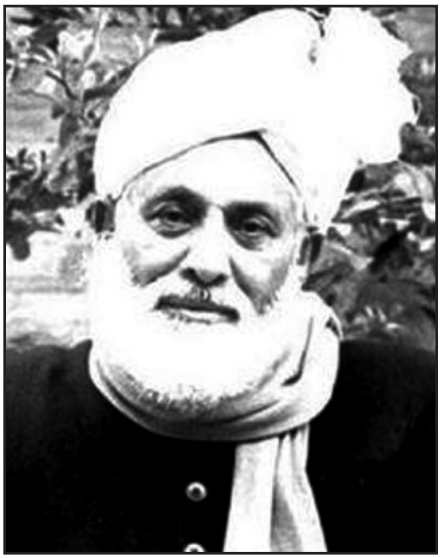
বঙ্গীয় জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ১৪-১৬ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখ ২১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ান থেকে শুভাগমন করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, ভূতপূর্ব প্যালেষ্টাইন ও দামেস্কের মিশনারী। জলসা সমাপ্তির পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কনফারেন্সের একবিংশ অধিবেশন

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে বিগত ১৪, ১৫ ও ১৬ অক্টোবর মোতাবেক ২৮, ২৯ ও ৩০ আশ্বিন তারিখে নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কনফারেন্সের একবিংশতি অধিবেশন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদুল-মাহদীর প্রাঙ্গনে সম্পাদিত হয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানের আমীর খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খান চৌধুরী এম,এ, বি-টি, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হতে নিমন্ত্রিত মহোদয়গণ যোগদান করেছেন।

এতদ্ব্যতীত আমাদের ভূতপূর্ব প্যালেষ্টাইন ও দামেস্কের সুযোগ্য মোবাল্লেগ মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, মৌলবি ফাজেল, কাদিয়ান হতে আগমন করেন। তাঁর আগমনে স্থানীয় আহমদীদের এবং মেহমান ও ডেলিগেট

ভাইদের মধ্যে অধিকতর উৎসাহের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় আমীর মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেবের তত্ত্বাবধানে তথাকার আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দ আগত মেহমানদের থাকার ও খাবার যথোচিত বন্দোবস্ত করতে যত্নবান ছিলেন। অনবরত বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কন্‌ফারেন্সের কার্য আশানুরূপ কৃতকার্যতার সহিত সম্পাদিত হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।



মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী

কনফারেন্সের প্রথম দিবস প্রথম অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত ও কবিতা পাঠের পর প্রাদেশিক আমীর খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খান চৌধুরী তাঁর সারগর্ভ ও উৎসাহপূর্ণ অভিভাষণে বঙ্গীয় আহমদী ভ্রাতৃ ও ভগ্নিকে তাদের কর্তব্য কার্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর পর রংপুর নিবাসী মৌলবি বদর উদ্দীন আহমদ বি, এল, উকিল, 'নবী ও নেতা' এবং মওলানা জিল্লুর রহমান আহমদীয়া মিশনারী 'নবী কাকে বলে ও নবীর আগমনের লক্ষণসমূহ' সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ বক্তব্য প্রদান করেন।

অতঃপর যোহর ও আছরের নামায একত্রে পাঠ করার পর কনফারেন্সের

দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতে প্রথমে কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠের পর মৌলবি দৌলত আহমদ খান খাদেম, বিএল, মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী মৌলবি ফাজেল, মৌলবি আব্দুর রহমান খাঁ, বিএল, মৌলবি আবু মোহাম্মদ হোসামউদ্দীন হায়দার ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং মৌলবি কাজী খলিলুর রহমান খাদেম বিসিএস পর্যায়ক্রমে জগতে বর্তমান অশান্তি ও তার প্রতিকার, ইসলামের এবং আহমদীয়াতের উদ্দেশ্য, ভাওয়ালের মোকদ্দমা ও খ্রিষ্টধর্ম সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধান এবং নবীর আবির্ভাব কখনো ক্ষান্ত হবার নয়– খাতামান্নাবীঈন ও লানাবীয়াবাদীর প্রকৃত অর্থ এবং এ সম্বন্ধে পুরাতন বুযূর্গদের অভিমত প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে আপ্যায়ণ করা হয়।



খলিলুর রহমান খাদেম

কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিবসে প্রোগ্রাম অনুযায়ী কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, মোবাল্লেগ, মওলানা মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, মোবাল্লেগ, খান

সাহেব মৌলবি মোবারক আলী সাহেব, বিএ, বিটি, ভূতপূর্ব লন্ডন ও জার্মান মিশনারী পর্যায়ক্রমে ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব এবং খিলাফতই আহমদীয়াতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ পিস্‌রে-মাওউদ খিলাফতে সানিয়ার জামানায় আহমদীয়াতের ইতিহাস, এবং আমি আহমদী হয়ে কি পেয়েছি বিষয়ে বহু শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদানে খিলাফতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, জগতে বর্তমান আহমদী খিলাফতের অগণিত আশিস এবং আহমদীয়াতের দান বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর জুমুআর নামায হয় এবং মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, জুমুআর খুতবায় সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে ইসলামের প্রকৃত দান হতে উপকৃত হতে উপদেশ প্রদান করেন। জুমুআর নামায অন্তে কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠের পর আমাদের ১৭ অক্টোবর 'তবলিগ ডে' উপলক্ষ্যে প্রচারিত এলান কনফারেন্সে ঘোষণা করে স্থানীয় আমীর মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব সকলকেই পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দেন যে, বর্তমান জগতের বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের পক্ষে কেবল আহমদী সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়ে বর্তমান খলীফাতুল মসীহ্‌র আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী নিজ কার্যকলাপ চালনা করলেই প্রকৃত শান্তি ও আশিস লাভ হতে পারে।

অতঃপর (ক) হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্'র প্রতি বঙ্গীয় আহমদী সম্প্রদায়ের ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শনার্থে এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী সতত কার্যে তৎপর থাকবার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(খ) আমাদের পরলোকগত হেকিম মৌলবি আবু তাহের মাহমুদ আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে– যিনি ১৯২৩ সাল হতে ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনবরত কোলকাতা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীরের দায়িত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনা করে আসছিলেন এবং তৎসঙ্গে ১৯৩২ হতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ারও আমীরের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেছেন– তাঁর আত্মার উন্নতি কামনা ও তাঁর পরিবারের সকলের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপনার্থে দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপর মৌলবি আউসাফ আলী উকিল সাহেব, খলীফা, আমীর ও প্রেসিডেন্ট

পদের বিভিন্ন দায়িত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অবশেষে মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কতিপয় ঘটনা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের পর সকলকে আপ্যায়ন করা হয়। তারপর দোয়া করে পুরুষদের কনফারেন্সের কার্য সম্পন্ন হয়।

মহিলা কন্‌ফারেন্স

আহমদীয়া মহিলা কনফারেন্স ১৬ অক্টোবর শনিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও কবিতা পাঠের পর সভাপতির অভিভাষণ এবং তৎপর মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান হয়।

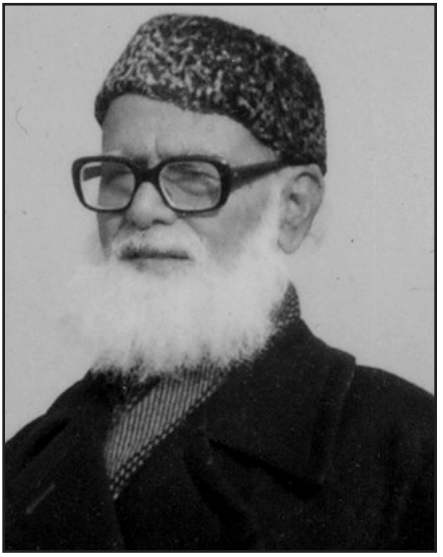
বেলা আড়াই ঘটিকা হতে সাড়ে তিন ঘটিকার মধ্যে যোহর ও আসরের নামায পড়ার পর মওলানা আবুল আতা সাহেব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব এবং স্থানীয় আমীর মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব বি, এল উকিল, বক্তৃতা করেন এবং মহিলাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও কুরবানী বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর সকলে মিলে দোয়া করে কনফারেন্সের কার্য সমাপ্ত করেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।[৫]

১৯৩৮

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯৩৮ সালের ২২তম সালানা জলসার ব্যবস্থাপনার একটি কমিটি গঠন করা হয়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত কমিটি ছিল নিম্নরূপ:

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া কনফারেন্সের কার্য-নির্বাহক কমিটি

২৬ আগষ্ট ১৯৩৮ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ মসজিদুল মাহদীতে জুমুআর নামাযের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত আঞ্জুমানে আহমদীয়াসমূহের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী সাহেবগণের এক সভা হয়। এ সভায় বার্ষিক কনফারেন্স ('জলসা') সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয় এবং এর কার্য নির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিয়ে এক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।



মৌলবি আহমদ আলী



মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ

১) মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম, আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া, প্রেসিডেন্ট, ২) মৌলবি আউসাফ আলী উকিল, আহমদী পাড়া, সেক্রেটারি, ৩) মৌলবি মীর আব্দুর রাজ্জাক, মৌড়াইল সদস্য, ৪) মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ, মৌলবিপাড়া, সদস্য। ৫) মুন্সী আব্দুল করীম, আহমদী পাড়া, সদস্য, ৬) মৌলবি মিঞা চান, আহমদী পাড়া সদস্য, ৭) মৌলবি হাফিজ উদ্দীন, আহমদী পাড়া, সদস্য, ৮) মৌলবি আব্দুল গনি, আহমদী পাড়া, সদস্য, ৯) মৌলবি আবেদ আলী, আহমদী পাড়া, সদস্য, ১০) মৌলবি আব্দুল বারী, সওদাগরপাড়া, সদস্য, ১১) মৌলবি আজিজ উদ্দীন আহমদ ভাদুঘর, সদস্য, ১২) মুনসী মকররম আলী নিত্যানগর, সদস্য, ১৩) মুন্সী আব্দুল কবীর, নাটাই, সদস্য, ১৪) মুনসী ইসহাক লস্কর, ঘাটুরা, সদস্য, ১৫) মৌলবি আহমদ আলী তারুয়া, সদস্য, ১৬) মুন্সী আফসারউদ্দীন ভূঁইয়া, কোড্ডা সদস্য।[৬]

অতঃপর আলোচ্য কমিটি কর্তৃক কর্মসূচি তৈরী করা হয়। কাদিয়ান থেকে শুভাগমন করেন মওলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ ভূতপূর্ব লন্ডন মিশনারী। এ জলসায় সর্বপ্রথম জামা'তের গগনভেদী পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাংলার আকাশে আহমদীয়াতের পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ে। ফলে উপস্থিত আহমদীদের প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মানুষের মন জয় করে বিশ্ব বিজয়ের আশা-আকাঙ্খার উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পায়। সকলের মন পুলকিত হয়। জলসায় চাঁদা বাবদ আয় হয় ১০৭/- টাকা এবং ব্যয় হয় ১৭৭/- টাকা। সফল ও সার্থক জলসা সমাপ্তির পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল:

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কনফারেন্স

আল্লাহ্‌ তা'লার অপার ফজল ও রহমক্রমে নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কনফারেন্সের দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ৬, ৭ ও ৮ অক্টোবর ১৯৩৮ তারিখ মহাসমারোহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদুল মাহ্‌দী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারের জলসারও সফলতার দিক দিয়ে বিশেষত্ব আছে। এটা এই যে, প্রত্যেক বছরই আল্লাহ্‌ তা'লা পূর্ব বছরাপেক্ষা সফলতা ও অভিনব কৃতকার্যতা প্রদান করেন। এবার এটা যেভাবে সমাধা হয়েছে, একে আমরা সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ বলতে পারি। খোদা তা'লা নতুন শান প্রকাশ করেছেন। কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফি শান।



বামদিক থেকে– হযরত মওলানা গোলাম রসুল রাজেকী (রা.),
মওলানা জিল্লুর রহমান ও মওলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ।

প্রথমত এবার সর্বপ্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার গগনভেদী পতাকা উড্ডীন করা হয়। তারপর মসজিদ প্রাঙ্গনস্থ একটি গৃহ স্থানান্তরিত করায় এবার জলসাগাহ সুপ্রশস্ত ও সুদৃশ্যমান হয়েছে। বক্তাগণ যে সকল বক্তৃতা করেন, এতে এবং শ্রোতাগণের মনোযোগিতা ও সকল কর্মীগণেরই ক্রিয়ায় দেদীপ্যমান বর্ধিত উৎসাহ, আবেগ, একাগ্রতা ও কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। এবারের জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত দুখানা পুস্তক কিশতিয়ে নূহ্ ও আল ওসীয়্যত প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধুগণ উৎসাহ ও ভক্তিভরে ক্রয় করেছেন। আশা করি, এতে এই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ অনেক দূরব্যাপী সুপ্রশস্ত হবে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাণী স্পর্শে বহু প্রাণ জাগরিত হবে– জামা'তের ভিতরের ও বাহিরের উভয় কুলের লোকগণই নিত্য উপকৃত হতে থাকবে।

৬ অক্টোবর প্রথম অধিবেশন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ মওলানা মোহাম্মদ সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেবের কুরআন পাঠের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর মহোদয় সভাপতির আসনে সমাসীন

ছিলেন। বক্তাগণের মধ্যে আমাদের সদরের মোবাল্লেগ মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের বক্তৃতা তাক্ওয়া লাভই সাধনার চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানমূলক, প্রাণ-স্পর্শী ও বহু আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয় অধিবেশন

এই অধিবেশন মৌলবি শামসুজ্জামান সাহেব কর্তৃক কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। মওলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেবের বক্তৃতা ইসলামের কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা এবং বর্তমান জগৎ সমস্যায় এর গুরুত্ব বিষয় অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ও জ্ঞানপ্রদ ছিল। খিলাফত জুবিলী সম্বন্ধে আলহাজ্ব খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী সাহেবের বক্তৃতা অত্যন্ত আবেগময় ছিল, যদিও হঠাৎ বৃষ্টি পতন আরম্ভ হওয়ায় তিনি অধিক অগ্রসর হতে পারেন নি।

৭ অক্টোবর, তৃতীয় অধিবেশন

জনাব আশরাফ আলী সাহেবের কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন আরম্ভ হয়। বাঁকুড়ার আমাদের সুযোগ্য ভ্রাতা মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের লিখিত প্রবন্ধ– হে ভারত! আনন্দিত হও, প্রভু তোমার কান্না শুনিয়াছেন পাঠ করে শুনানো হয়। সকলেই অনেক আপ্যায়িত ও অনুপ্রাণিত হন। আমরা এ কথা উল্লেখ না করলে বিশেষ অন্যায় করব যে, ৬ অক্টোবর ১ম অধিবেশনে ও এই অধিবেশনে পঠিত কতিপয় উৎকৃষ্ট কবিতার মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবি আউসাফ আলী উকিল সাহেবের দুইটি কবিতা অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ছিল। ফাযাকুহুমুল্লাহু তা'লা। ইনশাআল্লাহ্, আমরা পরবর্তী সংখ্যাসমূহে এই সকল কবিতা ও উপরোক্ত লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

চতুর্থ অধিবেশন

এই অধিবেশন মুন্সি আব্দুল গনি সাহেবের তিলাওয়াতে কুরআন শরীফ দ্বারা শুরু হয়। মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের বক্তব্য 'ইসলামের বিজয় রহস্য' সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ ছিল সত্য, কিন্তু মওলানা সাহেবের পূর্বদিনকার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল।



হযরত মওলানা আব্দুর রহিম নাইয়ার (রা.)

আমাদের বাগ্মীপ্রবর ভ্রাতা কোলকাতা স্মল জজ কোর্টের উকিল মৌলবি দৌলত আহমদ খাঁন খাদেম তদীয় বর্ণনীয় বিষয়ে অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ও সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কোথায় তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল। জলসার সভাপতি প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের খেতাব ও দোয়ার পর অধিবেশন শেষ হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, সকল কার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। যদিও আমরা কোন কোন বক্তৃতার বিষয়ই মাত্র উল্লেখ করেছি, কিন্তু পূর্ব প্রকাশিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যেক বক্তৃতাই আল্লাহ্‌র ফজলে উত্তম শিক্ষনীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিল এবং আগ্রহের সহিত শ্রুত হয়।

মওলানা এ আর নাইয়ার সাহেব পথে পীড়ত হয়ে পড়ায় জলসার প্রথম দিন উপস্থিত হতে পারেন নি। দ্বিতীয় দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং জ্বরে কাতরাবস্থায়ও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী খুতবা প্রদান করেন এবং রাতে লণ্ঠন লেকচারও প্রদান করেন। জলসার পরেও তিনি

২/৩ দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিলেন এবং পীড়িতাবস্থায় আরো কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮ অক্টোবর মহিলার অধিবেশন

পূর্ব প্রকাশিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী মহিলা কনফারেন্স হয়। সভাপতির আসন মৌলবি খলিলুর রহমান খাদেম সাহেবের দ্বিতীয় বেগম সাহেবা অলঙ্কৃত করেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা হয়। বাড়ী ও মহল্লা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তখন নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সে সমবেত আহমদী ভ্রাতা ভগ্নিগণের পক্ষ হতে সভার প্রেসিডেন্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেব সভার প্রথম দিন বঙ্গের গভর্নর মাইকেল ন্যচাবুলা, ৫ম ব্যারন ব্র্যাবোর্ন মহোদয়ের নিকট এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। সেই টেলিগ্রাম ও তদুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হলো:



মাইকেল ন্যচাবুলা, ৫ম ব্যারন ব্র্যাবোর্ন

Private Secretary to Governor, Bengal

Kindly submit His Excellency the following resolution of Bengal Ahmadis with request to communicate it his the proper quarters.

ALL BENGAL AHMADIYYA CONFERENCE

Res. 1

Ahmadi Moslems of Bengal in annual Conference assembled convey their sincere thanks and congratulation to British Premier of his brilliantly successful efforts in the cause of world peace and hope that he would follow them up by further efforts in the cause of reconciliation and peace in India and Palestine.

বঙ্গানুবাদ

বঙ্গের গভর্ণর মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী সমীপেষু–

বঙ্গীয় আহমদীগণের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুগ্রহপূর্বক গভর্নর বাহাদুরের নিকট পেশ করবেন এবং যথার্থ স্থানে পৌঁছাবার জন্য অনুরোধ করবেন।

প্রস্তাব

বঙ্গীয় আহমদীয়া মুসলিমগণ তাদের বার্ষিক কনফারেন্সের অধিবেশনে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ বৃটিশ প্রিমিয়ারকে বিশ্বশান্তি রক্ষায় তার সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টার দরুন জ্ঞাপন করছেন এবং আশা করেন যে, ভারত ও প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি সেইরূপ আত্মনিয়োগ করবেন।

Government's Reply

D.O.No. 2463/XX-A-2
GOVERNMENT HOUSE.
DARJEELING.
11th October, 1938.

Dear Sir,

I am desired to acknowledge the receipt of a copy of the resolution passed at the annual Conference of Ahmadi

Moslems of Bengal which has been forwarded with your telegram. dated 6th October, 1938, and to say that it will be communicated to the appropriate quarter.

Yours faithfully (Illegible)

Asstt. Secretary to the Governor.

To- Khan Bahadur Maulvi Abul Hashem Khan Chowdhury.

বঙ্গানুবাদ

সরকারের উত্তর

প্রিয় মহাশয়,

বঙ্গীয় আহ্‌মদী মুসলিমগণের বাৎসরিক অধিবেশনে গৃহীত একখানি প্রস্তাবের প্রাপ্তি স্বীকার করবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। এই প্রস্তাবটি ৬ অক্টোবর ১৯৩৮ খ্রিঃ আপনার টেলিগ্রাম মারফত পাওয়া গিয়াছে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় এটা প্রেরিত হবে বলে জানাতেও আমি আদিষ্ট হয়েছি।

বশংবদ

স্বাক্ষর

এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী গভর্নর অব বেঙ্গল[৭]

১৯৩৯ সাল

১৯৩৯ সাল আহমদীয়াতের ইতিহাসের গৌরবের ও সুবর্ণ বছর। ইসলামের পুনরুত্থানে জামা'তে আহমদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর গৌরবময় খিলাফতের পঁচিশ বছরের পূর্ণতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত মহান পুত্র হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কীর্তিমান জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রমের সাল। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ২৭-২৯ অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৩তম সালানা জলসা ব্যাপক কর্মসূচিতে উদযাপিত হয়। তখন বঙ্গীয় আমীর সাহেব মহাসমারোহে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা জামা'তের উদ্যোগেও খিলাফত জুবিলী উৎসব পালনের কর্মসূচি প্রদান করেন। ফলে

১৯৩৯ সালের নির্ধারিত বিভিন্ন তারিখে ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া ও বগুড়া প্রভৃতি জেলা আঞ্জুমানের উদ্যোগে জাঁকজমকভাবে জলসার অনুষ্ঠান পালিত হয়। তখন কর্মসূচিতে বিশেষত ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নিকট অভিনন্দন পত্র প্রেরণ। সভার এক/দুই দিন পূর্ব থেকে মিছিল করে হামদ, দরূদ এবং ইসলামের বিজয়ের বাণী প্রচার। সভার ৮/১০ দিন পূর্ব থেকে যুবকরা বিভিন্ন দলে পরিভ্রমণ করে নব সঞ্জীবিত ইসলামের বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানো, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তাদের জীবনী ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। বাঙালি আহমদীরা আনন্দঘন পরিবেশে হৃদয়ের উচ্ছাসে উৎফুল্ল হয়ে এসব উৎসব পালন করেন।

তখন আমীর সাহেব কেন্দ্রীয় ভাবে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কে অভিনন্দন প্রদানের জন্য ২৩তম বঙ্গীয় জলসায় একটি অভিনন্দন পত্র উপস্থাপন করেন এবং এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ২৬-২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখ কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত খিলাফত জুবিলী জলসায় অভিনন্দন প্রদান অধিবেশনে আমীর সাহেব সেই অভিনন্দন পত্রটি হুযূর সানী (রা.)সহ জলসায় উপস্থিত সকলের খেদমতে উপস্থাপন করেন। ঐতিহাসিক সেই অভিনন্দন পত্রটি নিম্নে পত্রস্থ করা হয়:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ালা নুসালি আলা রাসূলিহিল কারীম

বঙ্গদেশবাসী আহমদীগণের পক্ষ হতে আমীরুল-মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (আই.)-এর খেদমতে

ভক্তি উপহার

হে খোদা তা'লার মনোনীত খলীফা! আজ বহুদিন পরে ইসলামের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে। তাই আজ আমাদের হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল। আপনি সেই পূর্ণচন্দ্র হযরত ইমাম মাহ্দীরই (আ.) স্থলাভিষিক্ত। আজ আপনার নেতৃত্বে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের হৃদয়ের সকল ভীতি দূরীভূত হয়ে এতে শান্তি বিরাজ করছে। শত্রু এবং মোনাফেকরা যা-ই বলুক আপনার নেতৃত্বে আমরা আপন আপন হৃদয়ে বিশ্বাস ও বল পুনঃ সঞ্চারিত দেখে ধন্য হয়েছি। ইসলামের বিজয় অভিযানে আপনি যে পথে

অগ্রসর হয়েছেন খোদা চাইলে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা আপনার সঙ্গে থাকব। এই প্রতিজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ আজ বঙ্গদেশবাসী আহমদীগণের মধ্যে ১২২৫ জনের সমবেত ভক্তি-উপহার আপনার পাক খেদমতে উপস্থাপন করছি। আপনি স্নেহ ও করুণা পরবশ হয়ে এই নগণ্য উপহার গ্রহণ করুন ও আমাদেরকে কৃতার্থ করুন এবং খোদা তা'লার নিকট দোয়া করুন যেন খোদা তা'লার পাক 'ওহী' আহলে বাঙ্গাল কি দিলজুয়ী হোগী, অনুযায়ী তিনি এই দুর্বল জামা'তকে 'ঈমান' ও 'নেক আমলের' উচ্চতম আসনে স্থান দান করেন। খোদা তা'লার 'রহমতের' ছায়া সর্বদা আপনার ওপর বিরাজমান থাকুক–আমীন।

আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী, আমীর,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা[৮]

১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় জলসা উদ্‌যাপনের পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

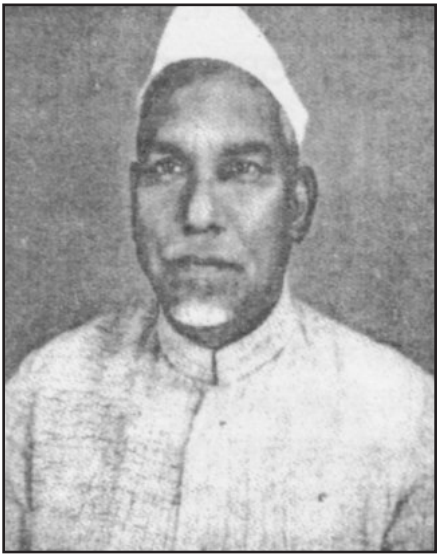
নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কনফারেন্সের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন অক্টোবর মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গনে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খোদা তা'লার ফজলে অন্যান্য বছর হতে এবারকার জলসা অধিকতর সফলতার সহিত সম্পাদিত হয়েছে– আলহামদুলিল্লাহ্!

মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরবর্তী জেলা হতে আহমদী ভ্রাতাগণ জলসায় যোগদান করেছেন। জলসার কর্মীগণও এবার খোদা তা'লার ফজলে অধিকতর মনোযোগ ও আবেগ সহকারে এবং অধিকতর পরিপাটি ও শৃঙ্খলার সহিত জলসার যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করেছেন। জাযাকুমুল্লাহ আহসানুল-জাযা! ময়মনসিংহ জেলা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌলবি আবুল হোসেন সাহেব, সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

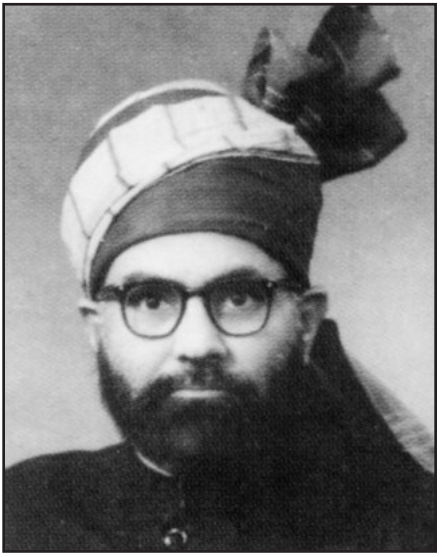
প্রতি দিবসের প্রত্যেক অধিবেশনেই কুরআন শরীফ পাঠের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। প্রথম অধিবেশনে মাননীয় প্রাদেশিক আমীর মহোদয় এক দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান ও দোয়া করে সভার উদ্বোধন করেন। এই অভিভাষণে তিনি

জামা'তকে আদর্শ আহমদীর সারিতে এবং নিজ নিজ কর্ম-জীবন ও চরিত্রে আহমদীয়াতের উচ্চাদর্শ ফুটিয়ে তুলতে জামা'তকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি নিয়মানুবর্তিতা, আজ্ঞানুবর্তিতা ও সংঘবদ্ধতার ওপর বিশেষ জোর দেন এবং একে জামা'তের কৃতকার্যতার মূল বলে নির্দেশ করেন। অতঃপর তিনি খিলাফত জুবিলী উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)-এর খেদমতে পেশ করবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হতে লিখিত একটি অভিভাষণ পাঠ করে শুনান এবং সভাস্থ সকল ভ্রাতৃবৃন্দ সর্বান্তঃকরণে এর অনুমোদন করেন।



জনাব আবুল হোসেন

অতঃপর তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি Ioyalty (রাজ-ভক্তি) জ্ঞাপন করে এবং বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মতি জানিয়ে বাংলার আহমদীগণের পক্ষ হতে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ভারত গভর্নমেন্ট Regular Force বেতন ভোগী সৈন্যদল বা টেরিটরিয়েল ফোর্সে আহমদী যুবকগণ যোগদান করবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।



মওলানা মোহাম্মদ সেলিম



এডভোকেট আনিসুর রহমান

সভাপতি মহোদয় তাঁর অভিভাষণে জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে আহমদীয়া জামা'তের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে আহমদী যুবকদেরকে সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য প্রস্তুত হতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বাঙালি যুবকদেরকে সৈন্যদলে ভর্তি করার জন্য অনুরোধ করে এক প্রস্তাব পেশ করেন যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কনফারেন্সে মৌলবি তালেব হোসেন সাহেব, মৌলবি ফাজেল, মৌলবি আনিসুর রহমান সাহেব বি-এল, মৌলবি মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বিএ, মওলানা মোহাম্মদ সেলিম সাহেব, মৌলবি-ফাজেল, খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী সাহেব বিএ, বিটি, মৌলবি দৌলত আহমদ খান খাদেম সাহেব বিএল, মৌলবি মীর রফিক আলী সাহেব এমএ, বিটি, মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব ও মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব বিএল, বিভিন্ন ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় সবিস্তারে ইনশাআল্লাহ্ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার বাসনা রইল। কনফারেন্সের তৃতীয় দিবস প্রাতকাল ৮টা হতে ১টা পর্যন্ত মহিলা অধিবেশন হয়। আমাদের মরহুম প্রাদেশিক আমীর– প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের দ্বিতীয় বিধবা পত্নী সৈয়দা আজিজাতুন্নেসা সাহেবা সভানেতৃত্ব করেন।[৯]

১৯৪০

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯৪০ সালে ২৪তম জলসা ১০-১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বঙ্গীয় আমীর মৌলবি মোবারক আলীর সভাপতিত্বে অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আবু তাহের এবং নযম পরিবেশন করেন আল্লামা জিল্লুর রহমান। (তিনি ১৯৪০ সালে হাদীসুল মাহদী গ্রন্থ প্রণয়নের পর বঙ্গীয় আমীর খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী তাকে আল্লামা উপাধি প্রদান করেন)। অতঃপর সভাপতি তারযোগে প্রাপ্ত তিনটি বাণী পাঠ করে শুনান। এ বাণীগুলির মধ্যে একটি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাযের দাওয়াতও তবলীগ মওলানা আব্দুল মুগনী খান, দ্বিতীয় খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এবং তৃতীয়টি গাইবান্ধার আব্দুস সোবহান সাহেব কর্তৃক প্রেরিত। নিম্নে দাওয়াতও তবলীগের বাণীটি পত্রস্থ করা হল:

নাযের দাওয়াতও তবলীগ সাহেবের বাণী

Regret absence owing sudden last minute increase in illness of wife. Please convey Jamaat my prayers for success of conference and advice that after Jublee celebration and under new Ameer they should make stronger drive for Tabligh, Tarbiyyat and deeper attachment to Khilafat.

Nazer Dawato Tabligh.

বঙ্গানুবাদ

শেষ মূহুর্তে আমার স্ত্রীর অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণে কনফারেন্সে যোগদান করতে পারি নি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অনুগ্রহপূর্বক জামা'তকে কনফারেন্সের সফলতার জন্য আমার দোয়া জানাবেন এবং আমার এই উপদেশও জানাবেন যে, জুবিলী অনুষ্ঠানের এবং নতুন আমীরের নেতৃত্বাধীনে তবলীগ ও তরবিয়ত কার্যে তাদের প্রচেষ্টা এবং খিলাফতের প্রতি তাদের ভক্তি ও অনুরাগ অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

নাযের দাওয়াতও তবলীগ[১০]



মওলানা আব্দুল মুগনী খান

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। অতঃপর সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ সাঈদ বঙ্গীয় মোবাল্লেগ, মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ বঙ্গীয় মোবাল্লেগ, এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদের পক্ষে সৈয়দ রুহুল আমীন, খলিলুর রহমান খাদেম, এডভোকেট আব্দুর রহমান খাঁ এবং আল্লামা জিল্লুর রহমান। বিষয় ছিল যথাক্রমে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, আনসারুল্লাহ্, খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া সংগঠনের কার্যাবলী, ইসলামে খিলাফত, ইসলামে নবুওয়ত, বর্তমান জগতের সমস্যা ও আহমদীদের কর্তব্য এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আদর্শ ও বর্তমান বিশ্ব।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বঙ্গীয় আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং মওলানা মোহাম্মদ সাঈদ কুরআন তিলাওয়াত করেন। স্বরচিত নযম পাঠ করেন জনাব অহীদ উদ্দিন ঠাকুর। বক্তৃতা করেন এডভোকেট দৌলত আহমদ খান খাদেম ও জনাব আহমদ আলী। বিষয় যথাক্রমে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা। অতঃপর আমীর সাহেব মোবাল্লেগদের যাতায়াত খরচের জন্য ৩০০ টাকা এবং হাদীসুল মাহদী পুস্তক ছাপানোর জন্য ৩০০ টাকা চাঁদার আহ্বান করেন। জনাব খলিলুর রহমান খাদেম জামা'তের আর্থিক কুরবানীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন । তখন উপস্থিত আশেকে রসূলগণ উভয় খাতে চাঁদা প্রদানের ওয়াদা করেন। এতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়।

অতঃপর বক্তৃতা করেন এডভোকেট আনিসুর রহমান, জনাব মীর রফিক আলী, মওলানা মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী, আল্লামা জিল্লুর রহমান, জনাব আব্দুল জব্বার বি এ, বিটি, খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী এবং এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। সকলই ইসলাম ও আহমদীয়াতের সত্যতা আলোচনা করেন।

১২ অক্টোবর মহিলাদের অধিবেশন হয়। প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান-এর সহধর্মিণী সৈয়দা আজিজাতুন্নেসা সভাপতিত্ব করেন। সভায় কতিপয় বালিকা কুরআন তিলাওয়াত, নযম ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। আল্লামা জিল্লুর রহমান এবং খান সাহেব মোবারক আলী নারীদের তালীম তরবিয়তের ওপর বিষদ

আলোচনা করেন। জলসায় এক ভ্রাতা বয়আত করেন এবং জলসার দিনগুলিতে সকালে ও সন্ধ্যায় শুরার অধিবেশন হয়।

১৯৪১

২-৪ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ ২৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় কাদিয়ান থেকে নাযের দাওয়াতও তবলীগ মওলানা আব্দুল মুগনী খান যোগদান করেন। তার সভাপতিত্বে ২ অক্টোবর প্রথম অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আবু তাহের এবং নযম জনাব আব্দুল মোতালেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির সভাপতি স্থানীয় আমীর এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। তিনি ইসলামের শিক্ষা এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরেন।



দরবেশ আব্দুল মোতালেব

জলসা উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত তিনটি বাণী পাঠ করে শুনান জনাব আবুল হোসেন সাব রেজিষ্টার। সেই বাণীগুলি হলো:

অবিভক্ত বাংলার এডভোকেট জেনারেল এবং গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য জনাব স্যার নিপেন্দ্রনাথ সরকার KCSI-এর বাণী

A religious movement which has as one of its main tenets, love all men as brother and revere without distinction all Divine Teachers raised among different nations proclaims. I believe, a vital truth, whose propagation and acceptance would remove much of the bitterness and strife that to day menace the peace and happiness of the human society. The Ahmadiyya movement strives for the regeneration of mankind upon the foundation of Universality Catholicity and Rationality. It has a great appeal to a world stricken with factions and feuds. The Ahmadiyya Conference which the Ahmadiyya Muslims of Bengal are holding at Brahmanbaria, has therefore, a special significance, and I am sure, its lessons and the quintessence of the teachings will receive due recognition.

I wish the conference all success.

বঙ্গানুবাদ

যে সম্প্রদায়ের ধর্মমত হলো সকলকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসা এবং বিভিন্ন জাতির প্রতি প্রেরিত সকল ধর্ম প্রবর্তক নির্বিশেষে সম্মান করা, আমার মতে এরূপ এক মহা সত্য ঘোষণা যা প্রচারিত ও গৃহীত হলে বর্তমানে যে-সকল হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ-কলহ মানব সমাজের শান্তি ও সুখ বিনষ্ট করার ভয় দেখাচ্ছে তা অনেকটা দূরীভুত হবে। আহমদীয়া মতবাদ মানবজাতিকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, উদারতা ও যুক্তিবাদের ভিত্তির উপর পুনরায় গড়ে তুলতে চায়। দ্বন্দ-কলহ-ক্লিষ্ট জগৎ হতে দূরীভূত করা প্রয়োজন আছে। অতএব আহমদীয়া মুসলমানগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর একটি বিশেষ মূল্য আছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর নীতি ও মূল শিক্ষা যথোচিত সমাদৃত হবে। আমি এই সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ভারতের লেবার পার্টির বিশিষ্ট শ্রমিক নেতার বাণী

Please accept my most sincere thanks from the core of my heart and convey my cordial greetings to your conference. At the most critical of times in human history, when the destiny of man is being decided in the most relentless struggle of man against man, you are going to assemble in your conference with the burning ideal of the brotherhood of man and peace on earth to come with a New Order for humanity. You are seeking to do so with a religious fervour characteristic of your school of thought which most command the most respectable tribute of all.

From myself and my party, the Labour Party of India which places the liberation of toiling man form every form of bondage-whether social, political, economic or ideological, above everything else, which knows no other religion than the revolutionary service and love of man as a worker, your conference has nothing but the keenest fraternal solicitude. The catholiclty of your school of thought is needed for our motherland to-day. All the more so when she is being torn to bleeding and suffering the deepest agony under religious dissensions of the most despicable kind. It is particularly so for that corner of our motherland which gives us shelter and sustenance under one living canopy on her soft earth, with her green fields and granaries fed by her most magnificent streamlets and worked to blossom by the children of her soil with their millions of hard working hands. Hopeless Bengal truly needs your service, brothers and friends, to teach her children in the name of "religion" not to stab and murder each other and despoil her soil. Your burning zeal for brotherhood, I fervently hope, will inject them with love to embrace each other as fellow men and comrades in a common cause. In their common strivings they may be

helped and inspired by your conference to liberate their motherland and build up truly the brotherhood of man on the sure foundation of freedom, peace and progress.

বঙ্গানুবাদ

আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন এবং কনফারেন্সে আমার সহৃদয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করুন। মানব ইতিহাসে সর্বাধিক সংকটের সময়ে যখন মানুষে মানুষে নিষ্ঠুর দ্বন্দ-কলহ দ্বারা মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তখন আপনারা জগতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জ্বলন্ত আগ্রহ ও মানবজাতির জন্য এক নয়া ব্যবস্থা নিয়ে আপনাদের কনফারেন্সে সম্মিলিত হচ্ছেন। যে আগ্রহ সহকারে আপনারা তা করতে চেষ্টা করছেন তা আপনাদের সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এবং সকলেরই প্রশংসিত।

আমি এবং আমার পার্টি অর্থাৎ ভারতের লেবার পার্টি, যা শ্রমিকদেরকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তিদানকে সকলের উপরে স্থান দেয়, যা শ্রমিক হিসাবে মানুষের বিপ্লবমূলক সেবা ও মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো ধর্ম জানে না– আপনাদের এই কনফারেন্সের জন্য আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব ভাব ও শুভেচ্ছা রাখি। আপনাদের উদার মতবাদ আজ আমাদের মাতৃভূমির জন্য একান্ত প্রয়োজন। বিশেষকরে এই দুর্দিনে যখন জঘন্যতম ধর্মীয় কলহে মানুষ ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে এবং গভীরতম যাতনা ভোগ করছে। এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে আমাদের মাতৃভূমির সেই অংশটুকুর (বাংলার) জন্য যা আমাদেরকে একই চাদরের তলে আপন কোমল ভূমিতে আশ্রয় ও আহার্য দেয়-যার সবুজ মাঠ ও শস্যাগারসমূহ স্রোতস্বীনী দ্বারা পরিপুষ্ট এবং তার কোটি কোটি কঠোর পরিশ্রমী সত্তার দ্বারা প্রস্ফুটিত।

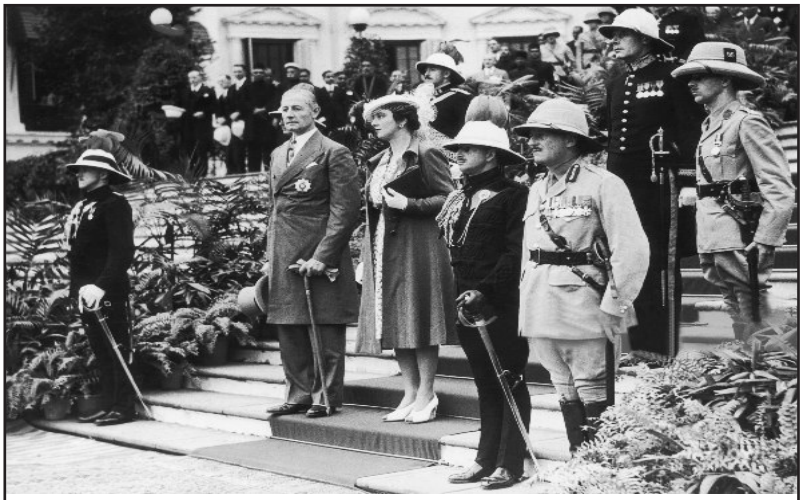
হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! নিরাশ বাংলা আজ আপনাদের সাহায্য চায় যেন আপনারা তার সন্তানদেরকে ধর্মের নামে সুশিক্ষা দেন, যেন তারা পরস্পরকে ছুরি মেরে হতাহত এবং ভূমিকে কলুষিত না করে। আমি আশা করি, আপনাদের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জ্বলন্ত আগ্রহ তাদের ধমনীতে প্রেম প্রবাহিত করে দিবে এবং তারা পরস্পরকে ভাইরূপে আলিঙ্গন করতে সক্ষম হবে। আপনাদের কনফারেন্স হতে তারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য এবং স্বাধীনতা, শান্তি ও উন্নতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য প্রেরণা ও সাহায্য পাবে।

বাংলার গভর্নর বাহাদুর স্যার জন আর্থার হারবার্ট-এর পত্নি হার একসেলেন্সি মেরী হারবার্টের পক্ষ হতে মিষ্টার জি. হেমিলটন নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করেনঃ

The Lady Mary Herbert wishes me to convey to all those present at the conference her regards and every success.

বঙ্গানুবাদ

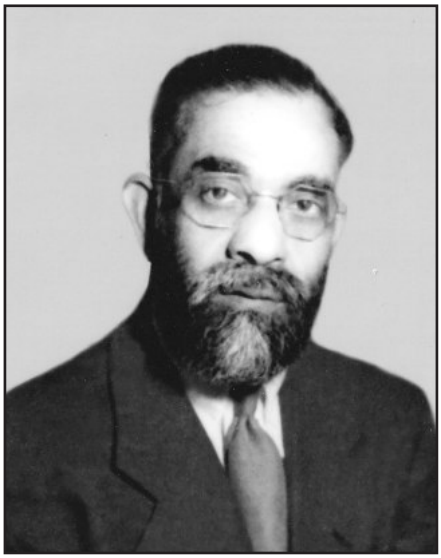
লেডী মেরী হারবার্ট কনফারেন্সে উপস্থিত সকলকে তার সম্মান জানাচ্ছেন এবং তাদের জন্য সর্বপ্রকার কৃতকার্যতা কামনা করছেন।[১১]



স্যার জন আর্থার হারবার্ট এবং তার স্ত্রী (বামদিক থেকে ২য় ও ৩য়)

এরপর প্রাক্তন বঙ্গীয় আমীর খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ভাষণ দান করেন। তিনি সকলকে নসিহত করেন। মওলানা মোহাম্মদ সাঈদ এবং মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ যথাক্রমে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া, আতফালুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্‌র কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি সাহেব বাংলার কতিপয় যুবকের ধর্ম সেবার প্রশংসা

করেন। তারা হলেন– আমেরিকার মিশনারী সূফি মুতিউর রহমান, জনাব খলিলুর রহমান খাদেম বি সি এস এবং এডভোকেট আনিসুর রহমান। জামা'তের কাজে তারা ফিদায়ী হয়ে আছেন। এরপর এডভোকেট আনিসুর রহমান মুসলমানদের বর্তমান দুরাবস্থা ও এর প্রতিকার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। খাতামান্নাবীঈন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নবুওয়তের দাবি বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব খলিলুর রহমান খাদেম।



সূফি মুতিউর রহমান (আমেরিকার মিশনারী)

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন কাদিয়ান থেকে আগত নাযের দাওয়াতও তবলীগের সভাপতিত্বে হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আবু তাহের। বক্তব্য রাখেন মৌলবি তালেব হোসেন, বিষয় কাদিয়ানের অভিজ্ঞতা। বিরুদ্ধবাদীদের কতিপয় আপত্তি খণ্ডন বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মীর রফিক আলী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার কতিপয় নিদর্শন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ আলী। মওলানা মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে আহমদীয়া জামা'তের বর্তমান বিশ্বনেতার কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে

আলোচনা করেন জনাব আব্দুর রহমান খাঁ বি এল। আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় এবং আহমদীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌলবি মোবারক আলী বঙ্গীয় আমীর। নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আল্লামা জিল্লুর রহমান। জগতে আহমদীয়াতের বিস্তার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন আল্লামা জিল্লুর রহমান। এরপর খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী কতিপয় উপদেশমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তৃতীয় দিনে মহিলাদের অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন সৈয়দা আজিজাতুন্নেসা। কতিপয় বালিকা কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পরিবেশন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোকপাত করেন আল্লামা জিল্লুর রহমান এবং মৌলবি মোবারক আলী, বঙ্গীয় আমীর।

বলাবাহুল্য, জলসায় কবিবর ডাক্তার টেগোর স্যার সোলায়মান, বর্ধমানের মহারাজা এবং গুরুসদয় দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে রিজিলিউশন পাশ করা হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা স্যার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান ফেডারেল কোর্টের জজ নিযুক্ত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে তাকে শুভেচ্ছা জানানোর রিজলিউশন পাশ করা হয়। ডালহৌজীতে আহমদীয়া জামা'তের বর্তমান বিশ্ব নেতার বাসগৃহে পাঞ্জাব পুলিশের অশোভনীয় আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করে একটি রেজুলেশন পাশ করা হয়।

১৯৪২

বর্ষপরিক্রমায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদুল মাহদীর প্রাঙ্গনে আশেকে রসূলদের মিলন মেলার ২৬তম জলসা ২২-২৪ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, দক্ষিণ বঙ্গ এবং আসামের আহমদীরা যোগদান করেন। এছাড়া অনেক অআহমদী হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতা অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় আমীর খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলীর অসুস্থতার কারণে তাঁর স্থলাভিষিক্ত আমীর জনাব আবুল হোসেন সাব রেজিষ্টার অনিবার্য কারণে জলসায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই তিনি জলসা উপলক্ষ্যে একটি লিখিত

অভিভাষণ প্রেরণ করেন। তখন সাড়া ভারতবর্ষ জুড়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন বিরাজ করে এবং দেশে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা দেখা দেয়। তাই কাদিয়ান থেকেও জলসায় কোন বুযূর্গ আলেমের উপস্থিতি সম্ভব হয় নি।

২২ অক্টোবর স্থানীয় জামা'তের আমীর এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেমের সভাপতিত্বে অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ ইউসুফ, নযম আব্দুল মোতালেব (যিনি পরবর্তীতে কাদিয়ানের দরবেশ হন)। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। অতঃপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্থলাভিষিক্ত আমীর জনাব আবুল হোসেন-এর প্রেরিত অভিভাষণ পাঠ করে শুনানো হয়। তখন জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বাণী এবং ভারতবর্ষের বিশিষ্টজন কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। সেই বাণীগুলি ছিল নিম্নরূপ:

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (আই.)-এর পয়গাম

Please deliver the following message to the Conference. I wish that Ahmadees assembled in this Conference should prepare themselves for greater efforts in the service of Islam in future. Bengal whose population exceeds all the other provinces of India is still very backward in respect of Ahmadiyyat and that it is the duty of every Ahmadee to be up and doing to deliver the message and to make Bengal one invulnerable fortess of Ahmadiyyat as early as possible.

বঙ্গানুবাদ

অনুগ্রহপূর্বক আমার নিম্নলিখিত পয়গাম কনফারেন্সে শুনিয়ে দিবেন: 'আমি বাসনা রাখি যে, এই কনফারেন্সে উপস্থিত সকল আহমদী ইসলামের সেবার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টায় প্রস্তুত থাকবেন। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হতে অনেক বেশি, কিন্তু আহমদীয়াতের দিক দিয়ে তারা অনেক পিছনে রয়েছে, সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য যে, আহমদীয়াতের সুসমাচার প্রচার কার্যে লিপ্ত হয় এবং বঙ্গদেশকে অতিসত্ত্বর আহমদীয়াতের জন্য একটা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে।

ত্রিপুরার মহারাজা স্যার বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা বাহাদুর জে বি ই, কে সি এস আই-এর বাণী



স্যার বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা বাহাদুর

I have great pleasure in wishing all success to the 26th Annual Conference of the Bengal Provincial Anjuman-a-Ahmadiyya. The aims of universal brotherhood and unification of all creeds as envisaged by the Movement deserves the earnest commendation of all men particularly in these anxious times when peace and concord among the conflicting interests of the people of the world are most needed. May the Anjuman-a-Ahmadiyya succeed in fulfilling its heavenly mission.

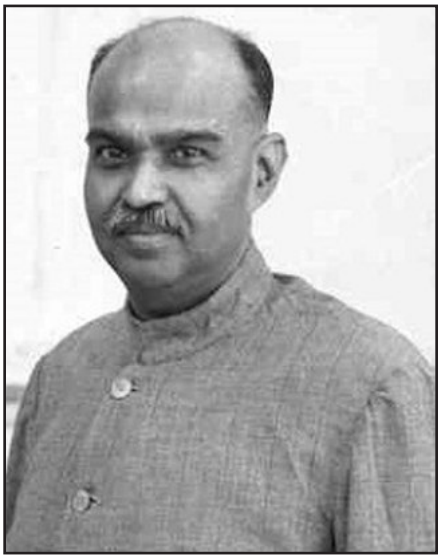
বঙ্গানুবাদ

আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ২৬তম বার্ষিক কনফারেন্সের সর্বপ্রকার সফলতা সানন্দে কামনা করছি। বর্তমান যুগে যখন জগতে শান্তি ও

বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে তখন জগতের বিভিন্ন মতাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংযোগসাধন ও তাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগানোর প্রচেষ্টার জন্য আহমদী সম্প্রদায় বাস্তবিকই সকলের প্রশংসার যোগ্য। এই স্বর্গীয় উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আঞ্জুমানে আহমদীয়া সফলতা লাভ করুক– এই আমার কামনা।

বাঙলার অর্থ মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাণী

If you and your co-workers succeed in establishing good relationship and understanding based on mutual tolerance and self-respect between the two great communities, you will have done a very great service indeed.



শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

বঙ্গানুবাদ

আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা যদি ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় (হিন্দু ও

মুসলমান)-এর মধ্যে পরস্পর ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপন করতে পারেন তবেই আপনারা একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করলেন।

ময়মনসিংহ জেলার আঠারবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর বাণী

In this world of ours, more blood has been shed in the name of God and Religion than for any other cause, forgetting that God is ultimately One & Religions are but different methods to attain the God head.

At a time when we are unfortunately rent into diverse hostile religious camps, the Ahmadiyya Movement comes as a relief and holds out a hope to the forlorn humanity. The task is hard and the path is thorny but good attempts are always crowned with success because they have the blessings of God. I wish the conference all success that it deserves.

বঙ্গানুবাদ

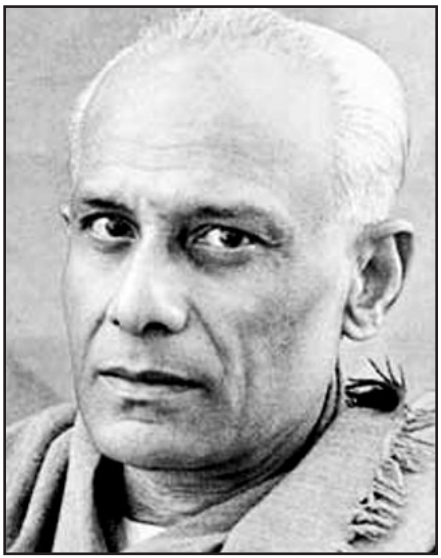
আমাদের বর্তমান জগতে ভগবান ও ধর্মের নামে অধিকতর রক্তপাত হয়েছে। জগদ্বাসী একথা ভুলে গিয়েছে যে, ভগবান এক কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম তার নৈকট্য লাভ করার বিভিন্ন উপায় মাত্র। এই যুগে যখন আমরা দুর্ভাগ্যবশত পরস্পর বিরোধী ধর্মমতাবলম্বী হয়ে পড়েছি তখন আহমদীয়া মতবাদ নিঃসহায় মানব জাতির জন্য আশার সঞ্চার করে। তাদের কর্তব্য কঠোর এবং পথ কন্টকপূর্ণ কিন্তু শুভ প্রচেষ্টা ভগবানের আশিস লাভ করে থাকে এবং সেই কারণে সফলকাম হয়। আমি এই কনফারেন্সের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

শান্তিনিকেতন হতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী

In those days of godlessness when the forces of dissension and strife are tending to drive a wedge between man and God and between man and man, it gives us very great hope to know that there are still a handful of right thinking people

who want to bring about unification of all creeds and thus help the world to regain peace and concord.

I have much pleasure therefore to convey my best wishes and greetings to the members of the Bengal Provincial Anjuman-a-Ahmadiyya. I wish their Twenty sixth annual Conference all success and pray that they may fulfill their mission and succeed in establishing universal brotherhood by effecting a real reconciliation between man and God on the one hand, and between individual and individual on the other.



রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গানুবাদ

বর্তমান নাস্তিকতার যুগে যখন মানবজাতির মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ এবং পরস্পর কলহ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষ মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বৈষম্যের সৃষ্টি করছে তখন আমাদেরকে আশার সঞ্চার করে যে, এখনো এমন কতক সাধু ভাবাপন্ন ব্যক্তি বর্তমান আছেন যারা বিভিন্ন

মতাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে জগতে শান্তি ও মৈত্রী ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে।

তাই আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্যদেরকে আমার মঙ্গল আশিস ও মঙ্গল কামনা জ্ঞাপন করছি। তাদের ষষ্ঠ বিংশতি বার্ষিক কনফারেন্স সাফল্যমণ্ডিত হোক। আমি প্রার্থনা করি যেন তারা তাদের সাধু উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন এবং একদিকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এবং পক্ষান্তরে মানুষ মানুষের মধ্যে মিলন সাধন করে জগতে প্রকৃত ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপন করতে পারেন।

ডাক্তার নিয়োগীর বাণী

আমি আপনাদের পুণ্যকাজের প্রশংসা করছি। আপনারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মিলন ঘটানোর চেষ্টা করছেন। আপনাদের প্রচেষ্টা সফল হোক।

ষ্ট্যাটম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্যার আরথার মুর-এর বাণী



স্যার আরথার মুর

আপনাদের প্রচেষ্টাসমূহ এমন যোগ্যতা ধারণ করছে, যাতে আপনারা সফলতার মুখ দেখতে পান। আমি বিশ্বাস রাখি আপনারা সফল হবেন।[১২]

কর্মসূচি অনুযায়ী শুভেচ্ছা বাণী জ্ঞাপনের পর মওলানা মমতাজ আহমদ হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মওলানা মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী জেনারেল সেক্রেটারী বঙ্গীয় জামা'ত বর্তমান ও ভাবী বিপদ হতে বাঁচার উপায় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। নবুওয়ত জারী থাকার আবশ্যকতার ওপর আল্লামা জিল্লুর রহমান বক্তৃতা করেন।



মওলানা মমতাজ আহমদ

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। কাদিয়ান থেকে খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এবং খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলীর জলসা উপলক্ষ্যে প্রেরিত অভিভাষণ পাঠ করে শুনানো হয়। আতফাল, খোদ্দাম, আনসারের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ বঙ্গীয় মোবাল্লেগ। দাজ্জাল, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন এডভোকেট মোহাম্মদ

আউসাফ আলী। বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির খণ্ডন-এর ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মীর রফিক আলী।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ইসলামে খিলাফত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন মৌলবি মোহাম্মদ তালেব হোসেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিতের বৈশিষ্ট্যের ওপর বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ সাঈদ বঙ্গীয় মোবাল্লেগ।

তৃতীয় দিনে মহিলাদের অধিবেশন হয়। সায়েরা খাতুন, রোকেয়া খাতুন, জাহানারা বেগম, জোহরা বেগম, আহমদী বেগম, আসিয়া খাতুন এবং কুসুম বিবি কুরআন তিলাওয়াত করেন। করিমাতুন্নেসা ও আমেনা খাতুন উর্দু নযম পেশ করেন। মিসেস আব্দুল মতিন কোলকাতা, মিসেস কাজী আব্দুস সাঈদ ঢাকা, মিসেস আব্দুল মতিন শিলং, বেগম সৈয়দা আখতার বানু, করিমাতুন্নেসা, ফিরোজা বেগম এবং রাশিদা খাতুন প্রমুখ মহিলারা উর্দু ও বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর আল্লামা জিল্লুর রহমান এবং মওলানা মমতাজ আহমদ নারী জাতির কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জলসা সফল হয়।

১৯৪৩

৭-৯ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখ ২৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ান থেকে আসেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সদর মুরব্বী। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় আমীর খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী। কুরআন তিলাওয়াত করেন আল্লামা জিল্লুর রহমান। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। জলসা উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত তিনটি বাণী পাঠ করে শুনান এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। এ বাণীগুলির প্রেরক বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মন্ত্রী জে এন মণ্ডল, তারক নাথ মুখার্জি এবং রায় সাহেব সতিশ চন্দ্র ঘোষ।

অতঃপর ঢাকা সিটি আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তবলীগ সেক্রেটারী জনাব আহসান উল্লাহ্ চৌধুরী আতফাল, খোদ্দাম এবং আনসারুল্লাহ্ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বিষয়ে আলোকপাত করেন। গাইবান্ধার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আব্দুস সোবহান বর্তমান জগতের দুরাবস্থার কারণ উল্লেখ

করে বক্তব্য রাখেন। রংপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদ ইসলামে খিলাফত বিষয়ে বক্তৃতা করেন।



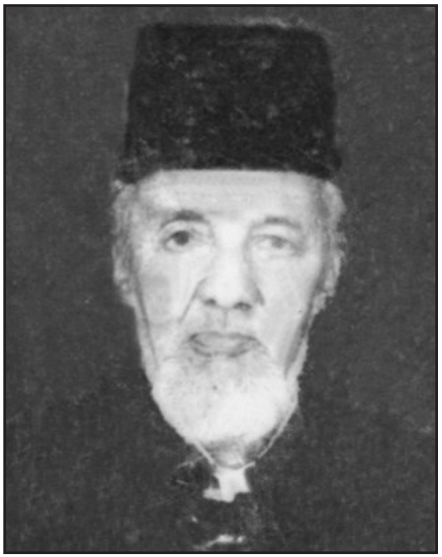
মওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ

দ্বিতীয় অধিবেশনে মওলানা মোহাম্মদ সাঈদ কুরআন তিলাওয়াত করেন। নযম আল্লামা জিল্লুর রহমান। জনাব মীর রফিক আলী তদীয় রচিত তবলীগি চিঠি পাঠ করে শুনান। বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সাঈদ, বিষয় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, তারুয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌলবি আহমদ আলী বিষয় ইসলামে নবীর আবির্ভাবের দ্বার উন্মুক্ত। নব দীক্ষিত আহমদী মওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুহিব উল্লাহ কেন আহমদী হলাম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় জামা'তের আমীর এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। জনাব মীর রফিক আলী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত এবং আল্লামা জিল্লুর রহমান কল্কী অবতারের আবির্ভাব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা এ কে

এম মহিব উল্লাহ। নযম আল্লামা জিল্লুর রহমান। মৌলবি হায়দার আলী ভূঁইয়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতঃপর মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ বঙ্গীয় মোবাল্লেগ ও সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা এ কে এম মুহিব উল্লাহ। স্বরচিত নযম চৌধুরী আব্দুল মতিন। খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীর প্রেরিত বাণী পাঠ করে শুনানো হয়। পাঞ্জাবে আহমদীদের ওপর অত্যাচার এবং সরকারের দমনের অনিহার কারণে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য রিলিফ ফাণ্ড খোলা হয়।



জনাব চৌধুরী আব্দুল মতিন

বক্তৃতামালায় এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদ হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার ওপর বক্তব্য রাখেন। মওলানা মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী বিশ্বব্যাপী আজাব এবং এর প্রতিকারের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বিশ্বের নব বিধান সম্পর্কে বক্তৃতা করেন আল্লামা জিল্লুর রহমান। মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ

বর্তমান যুদ্ধ ও আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতার ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা করেন। এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াত বিস্তারের ওপর এক দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তৃতীয় দিবস মহিলাদের জন্য হয়। সভাপতিত্ব করেন হামিদা বেগম স্বামী এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। কতিপয় বালিকা কুরআন তিলাওয়াত, নযম ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর আল্লামা জিল্লুর রহমান ও মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ লাজনাদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়।

১৯৪৪-১৯৪৬

১৯৪৪ সালে ২৮তম এবং ১৯৪৫ সালে ২৯তম জলসা জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব জলসার অনুষ্ঠানমালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। বঙ্গীয় আহমদীদের প্রাণের মেলায় পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার বিরাজ করার কারণে বঙ্গীয় জামা'তের জলসা হয় নি।

তথ্যসূত্রঃ

১. আহমদীয়া বুলেটিন, অক্টোবর ১৯২৪।
২. আল-ফযল ২০ অক্টোবর ১৯২৫।
৩. আল ফযল, ৩ অক্টোবর ১৯৩৩।
৪. মাসিক আহমদী, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৩৬।
৫. মাসিক আহমদী, নভেম্বর ১৯৩৭।
৬. পাক্ষিক আহমদী, ৩১ আগষ্ট ১৯৩৮।
৭. পাক্ষিক আহমদী ১৫ অক্টোবর ১৯৩৮।
৮. মাসিক আহমদী, আগষ্ট ১৯৩৭।
৯. পাক্ষিক আহমদী, ৩১ অক্টোবর ১৯৩৯।
১০. পাক্ষিক আহমদী, ৩১ অক্টোবর ১৯৪০।
১১. পাক্ষিক আহমদী, ১৫ অক্টোবর ১৯৪১।
১২. আল ফযল, ৮ নভেম্বর এবং পাক্ষিক আহমদী, ১৫ নভেম্বর ১৯৪২।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

১৯৪৭-১৯৫১

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তখন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করে। ফলে ১৯৪৭ সালে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৪৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩০তম সালানা জলসা। অতঃপর ১৯৪৯ সালে ৩১তম এবং ১৯৫০ সালে ৩২তম সালানা জলসা জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালের জলসায় জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আলী ইসলামে পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে ভাষণ দান করেন।



জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আলী

বলাবাহুল্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টার্স ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় অধিক সংখ্যক জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রাদেশিক জলসা ও মজলিস শূরাসহ জামা'তের বৃহৎ কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। পরে দেশের বিভিন্ন স্থানে জামা'ত বিস্তার এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপনের প্রেক্ষিতে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রাদেশিক জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় ১৯৫১ সালে স্থানান্তর করা হয়। ফলে ১৯৫১ সালের ৩৩তম সালানা জলসা ঢাকার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে প্রাদেশিক জলসা ঢাকায় অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে।

১৯৫২-১৯৫৩

১৯৫২ সালে ৩৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৫৩ সালের ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ৩৫তম সালানা জলসা। এর পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব। জলসার সাথে শুরার অধিবেশন এবং প্রাদেশিক আমীর ও তাঁর আমেলার নির্বাচন হয়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ:

প্রাদেশিক সালানা জলসা

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, আগামী ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ১ মার্চ, ১৯৫৩ তারিখ ঢাকা দারুত তবলীগে প্রাদেশিক সালানা জলসা, প্রাদেশিক শুরা কমিটির অধিবেশন, প্রাদেশিক আমীর এবং প্রাদেশিক আঞ্জুমানের সেক্রেটারী সাহেবগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে কতগুলো বিষয় নিবেদন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রাদেশিক সালানা জলসার ব্যয় নির্বাহের জন্য বন্ধুগণের প্রতি ইতিপূর্বে চাঁদার আবেদন প্রেরিত হয়েছে। .....

তৃতীয় কথা, জলসায় কোন্ জামা'ত থেকে কত সংখ্যক মেহমান আসবেন, সে বিষয়ে একটি আনুমানিক হিসাব পাওয়া গেলে জলসার জন্য প্রস্তুত আহার্য দ্রব্যের অপচয় হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। অতএব বন্ধুগণ প্রত্যেক জামা'ত হতে এ বিষয়ে একটি আনুমানিক সংখ্যা প্রেরণ করলে খাকসার বড়ই বাধিত হব।

চতুর্থ কথা, প্রত্যেক আগন্তুক নিজ নিজ বিছানা, মশারী ও বদনা ইত্যাদি সঙ্গে আনবেন।

পঞ্চম নিবেদন, প্রত্যেক আঞ্জুমান এবং প্রত্যেক আহমদী যাদের মাসিক চাঁদা, ওসিয়্যতের চাঁদা ইত্যাদি দেয়া নেই, তা প্রাদেশিক সালানা জলসার পূর্বে আদায় করবার পূর্ণ চেষ্টা করবেন। আপনাদের দোয়াপ্রার্থী।

খাকসার
দৌলত আহমদ খান খাদেম বি.এ. বি.এল.,
সেক্রেটারী মাল, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া।[১]

উক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

১৯৫৪-১৯৫৮

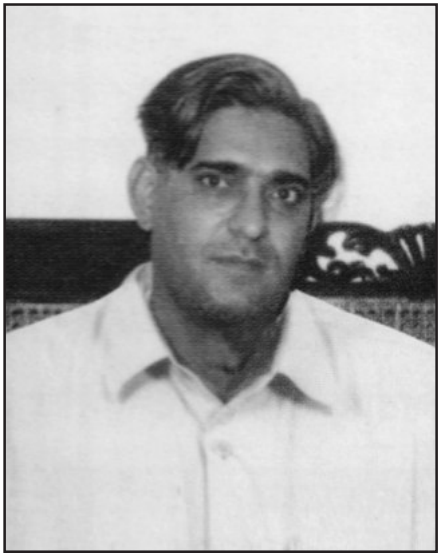
বর্ষ পরিক্রমায় জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে ৩৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা প্রথম ৫ ও ৬ মার্চ তারিখ ধার্য করে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তারিখ পরিবর্তন করে ১৯ ও ২০ জুন ১৯৫৪ নির্ধারণ করা হয় এবং পরিবর্তীত কর্মসূচি অনুযায়ী সফল জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২২-২৩ জানুয়ারি ১৯৫৫ ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে ৩৭ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশন লাজনাদের জন্য ছিল। এতে জামা'তের বুযূর্গ আলেমগণ লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন যুবকদের উদ্দেশ্যে হয়। এতে যুবক সমাজের সংশোধন এবং আহমদীয়া জামা'তের খেদমতে যুবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচিত হয়। শেষ অধিবেশনে প্রাদেশিক আমীর এবং জামা'তের মুরব্বী আলেমগণ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৯৫৬ সালের ৩৮ তম সালানা জলসা ১৮, ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে তা মুলতবী হয়। পরে ১২ ও ১৩

অক্টোবর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামা'তের বুযূর্গ আলেমগণ বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ১৪ তারিখ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার শুরার অধিবেশন হয়।

১২ অক্টোবর বাদ জুমুআ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক আমীর ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোরশেদ আহমদ বাজওয়া। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান এডভোকেট দৌলত আহমদ খান খাদেম। বক্তৃতামালায় বক্তৃতা করেন মওলানা মমতাজ আহমদ মোবাল্লেগ-সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদ- ইসলামে খিলাফত, আল্লামা জিল্লুর রহমান-ইসলামে স্ত্রী জাতির অধিকার এবং ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান-ইসলাম ও কমিউনিজম। জনাব মোহাম্মদ উমর বশির আহমদ (পাঞ্জাবী) প্রাদেশিক আঞ্জুমানের জেনারেল সেক্রেটারী এক বছরের কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন।



ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোরশেদ আহমদ বাজওয়া

মাগরিব ও এশার নামাযের পর জনাব আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দিন হায়দার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর সভাপতিত্বে অধিবেশন হয়। জনাব বদিউজ্জামান

ভূঁইয়া-খিলাফতের আনুগত্য, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ-ইসলাম ও নবুওয়াত, জনাব মোহাম্মদ উমর বশির আহমদ-জগতের মহাপুরুষ ও ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি ভাষণ দান করেন।



ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ শামসুর রহমান

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে জনাব শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব সভাপতিত্ব করেন। ভাষণ দান করেন জনাব মির্যা আলী আখন্দ-পবিত্র কুরআনে জগৎ গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী, মওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মহিবউল্লাহ-ওফাতে মসীহ (আ.), জনাব আহসান উল্লাহ সিকদার-জুহুরে ইমাম মাহদী (আ.) এবং মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ-তাহরিকে জাদীদ। জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলীর রচিত খিলাফত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শীর্ষক প্রবন্ধ জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আলী পাঠ করেন। অধিবেশনের সভাপতি খিলাফতের বয়আতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ দান করেন।

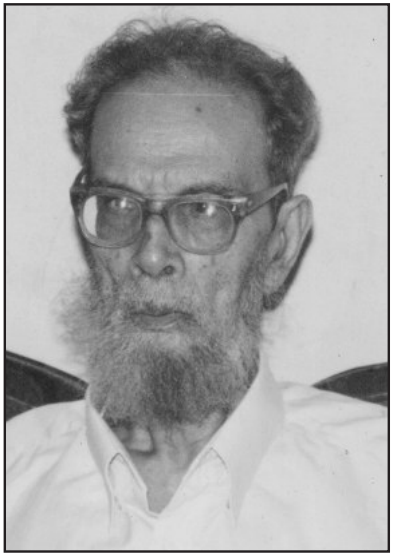
অপরাহ্নে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদ। বক্তব্য রাখেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, বিষয় লাজনা ইমাইল্লাহ, আনসারুল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া।



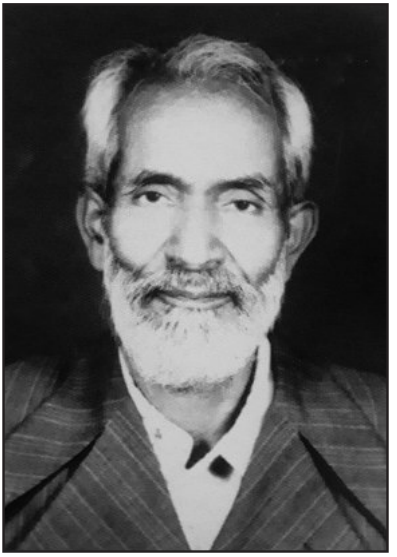
জনাব বদিউজ্জামান ভূঁইয়া



জনাব খাজা আহমদ

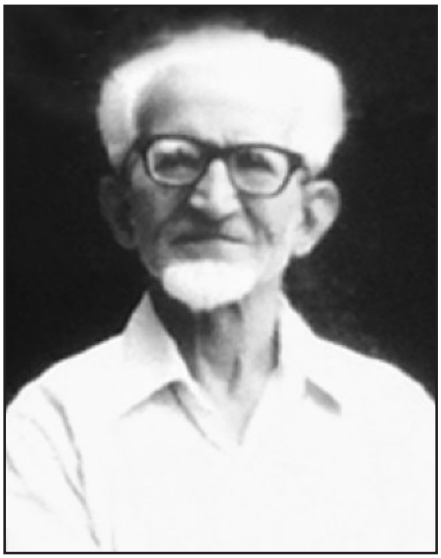


জনাব মির্যা আলী আখন্দ



জনাব আহসান উল্লাহ সিকদার

জনাব আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দার, বিষয় ইসলাম ও পরমত সহিষ্ণুতা। এডভোকেট দৌলত আহমদ খান খাদেম, বিষয় জাতীয় উন্নতিতে খিলাফতের স্থান। জনাব মোহাম্মদ উমর বশির আহমদ বিষয় তাহরিকে জাদীদের কার্যাবলী, মহাশয় মোহাম্মদ উমর, বিষয় সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং এডভোকেট আনিসুর রহমান, বিষয় জগৎ কিভাবে ইসলামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।



জনাব শেখ মাহমুদুল হাসান

অতঃপর প্রাদেশিক আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে জনাব দৌলত আহমদ খান খাদেম কর্তৃক জলসার সাফল্যের জন্য প্রাপ্ত জনাব আব্দুস সোবহান গাইবান্ধা, আব্দুস সালাম সৈয়দপুর এবং জনাব খাজা আহমদ চট্টগ্রাম হতে টেলিগ্রাম এবং পূর্ব পাকিস্তানের আহমদীদের প্রতি হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর বাণী পাঠ করা হয়।

১৯৫৬ সালের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সালানা জলসা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কেননা এ জলসায় লাহোরের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিথ্যা ও বানোয়াট একটি ভুয়া সংবাদের প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্

সানী (রা.) যে বাণী প্রেরণ করেছিলেন এর প্রত্যুত্তরে বাংলার নিবেদিত প্রাণ আহমদীরা তথা খিলাফতের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আনুগত্য পুনঃব্যক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর বাণী ও খিলাফতের আনুগত্যকারী আমাদের বুযূর্গ কর্ণধারদের প্রতিক্রিয়া অবলোকন করুন।

হুযূর খলীফা সানী (রা.)-এর বাণী নিম্নরূপঃ

পূর্ব পাকিস্তানের ভ্রাতৃগণ,

আসসালামু আলায়কুম। কোন মিথ্যাবাদী লাহোরের সংবাদপত্রে এই রিপোর্ট করেছে যে পূর্ব পাকিস্তানে খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে এবং নিম্নলিখিত নেতাদের নাম দেওয়া হয়েছে– মিষ্টার মোহাম্মদ ভূতপূর্ব আমীর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী গোলাম সামদানী খাদেম। আমি বিদ্রোহকে গ্রাহ্য করি না। খোদা আমার সঙ্গে আছেন এবং বিদ্রোহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমি চাই যে পরকালে যেমন ইহকালেও তেমন বিদ্রোহীদের প্রকাশ করা হোক। যাহোক, আমি ইহকালে সমস্ত বিশ্বস্ত আহমদীদের মঙ্গল ও উন্নতি এবং পরকালে তাদের মুক্তির জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ্ আপনাদেরকে আশিস (কল্যাণ) দান করুন এবং বাংলায় আহমদীয়াতের প্রচারে আপনাদের সাহায্য করুন। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পুরোভাগে দাঁড়ানোর জন্য আল্লাহ্ আপনাদের সাহায্য করুন এবং আপনারা যেন পশ্চাৎপদ না হন। আপনারা নামাযে স্থির থাকুন এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরুন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত নেতাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন এবং খোদা আপনাদেরকে সর্বদা সাহায্য করবেন।

ওয়াস্‌সালাম

খলীফাতুল মসীহ্ সানী

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর উপরোক্ত তারবার্তামূলক বাণী পাঠের পর জনাব দৌলত আহমদ খান খাদেম নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভাস্থলে উপস্থাপন করলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সভায় উপস্থিত সকল স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে প্রস্তাবের সংলগ্ন মদিনার ঐতিহাসিক আনুগত্য পাঠ পূর্বক খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন:

১। এই সভা সর্বশক্তি প্রয়োগে ঘোষণা করছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত

আহমদীয়া জামা'ত বর্তমান খলীফাতুল মসীহ সানী হযরত আকদাস মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের প্রতি প্রশ্নহীন, শর্তহীন এবং অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস ও ভক্তি পোষণ করে এবং এর প্রতীকস্বরূপ সকলে দণ্ডায়মান হয়ে মদিনার আনসারগণ ইসলামের প্রারম্ভিকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্যের যে শপথ নিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ তা গ্রহণ করছেন–

খোদাকে সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বদর্শী জেনে আমরা এই শপথ নিচ্ছি যে, আমরা সারা জীবন খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখব এবং যে কেউ আমাদেরকে সেই পথ হতে ফিরাতে চেষ্টা করবে, আমরা তাকে অভিসম্পাত করব। আমরা হযরত আমীরুল মোমেনীনকে (খোদা তার সহায় হোন) লক্ষ্য করে মদিনার শপথের দ্বিরুক্তি করছি এবং হুজুরের সঙ্গে চুক্তি করছি যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সাহাবীদের মত আমরা হুযূরের সম্মুখেও যুদ্ধ করব, পশ্চাতেও যুদ্ধ করব, বামেও এবং ডানেও যুদ্ধ করব। কেবলমাত্র আমাদের লাশের উপর দিয়েই শত্রুগণ হুজুরের দেহ এবং পদমর্যাদার নিকটে যেতে পারবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে চিরকাল এই শপথে স্থিররত থাকার ক্ষমতা দিন। আমীন।

২। এই সভা লাহোরস্থ **'নেওয়া-য়ে-পাকিস্তান'** পত্রিকার ৭ অক্টোবর ১৯৫৬ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদকে মিথ্যা এবং বিদ্বেষমূলক বলে প্রকাশ্যে নিন্দা করছে এবং সেই সংবাদের রচয়িতার প্রতি ক্রোধ এবং ঘৃণা প্রকাশ করছে এবং সিলসিলার শত্রুদেরকে এই বলে সাবধান করে দিচ্ছি যে, এরূপ মিথ্যা সংবাদ রচনা করে তারা জামা'তের সংহতি বিনাশের দূরভিসন্ধিতে কখনও কৃতকার্য হতে পারবে না। এই কথার প্রমাণস্বরূপ বর্তমান প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী খোরশেদ আহমদ সাহেবের নিকট লিখিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবদ্বয়ের নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ নথিভুক্ত করছে–

(ক) একজন আহমদী, হুজুরের একজন সত্যিকারের অনুবর্তীর জন্য হুজুরের অসন্তোষ দোযখের আগুনের মত ভয়ানক। বুঝা গেছে যে হুজুর এই দুর্বল ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট, কেন তা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই না। অতএব আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি যে, অনুগ্রহপূর্বক হুজুর আমাকে মার্জনা করবেন এবং আমার মত দুর্বল ব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন যেন আমি অবশিষ্ট জীবন

ইসলাম ও আহমদীয়াতের খেদমতে নিযুক্ত করতে পারি। -গোলাম সামদানী খাদেম, ৮-১০-১৯৫৬ খ্রি.

(খ) আমি হযরতের প্রতি অসন্দিগ্ধ এবং শর্তহীন বশ্যতা, ভক্তি পোষণ করি এবং হযরতের প্রতি আমি ইতোপূর্বেই ভক্তির দ্বিরুক্তি করেছি। -মোহাম্মদ

অনুরূপভাবে এই সভা আহমদীয়া সিলসিলার অবসরপ্রাপ্ত মোবাল্লেগ এবং বর্তমানে একজন অবসর প্রাপ্ত আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের সেই উক্তিও নথিভুক্ত করছে যাতে তিনি উপরোক্ত 'নেওয়া-য়ে-পাকিস্তানে' প্রকাশিত সংবাদ কে মিথ্যা এবং বিদ্বেষপ্রসূত বলে অভিহিত করেছেন। এই সভা আরো প্রস্তাব করছে যে, আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের উক্তির এক প্রস্থ নকল লাহোরস্থ 'নেওয়া-য়ে-পাকিস্তান'-এ প্রকাশার্থে প্রেরণ করা হোক।

৩। বিগত সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জামা'তের যেসমস্ত কর্মী মৃত্যুবরণ করেছেন, এই সভা তাদের বিয়োগ-বিধুরা পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে–

(ক) মওলানা আবু মূসা ফজলুল করীম, প্রাদেশিক মোবাল্লেগ, পঞ্চগড়, দিনাজপুর।

(খ) মৌলবি মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, ভূতপূর্ব নায়েব আমীর, ই,পি,এ,এ।

(গ) সূফী মুতিউর রহমান, আমেরিকার ভূতপূর্ব মিশনারী, এবং 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স (ইংরেজী)' এর সম্পাদক।

(ঘ) মওলানা আব্দুর রহিম দর্দ্দ, লণ্ডন ফজল মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম।

(ঙ) মওলানা হাকিম ফজলুর রহমান, নাইজেরিয়ার ভূতপূর্ব মিশনারী।

(চ) মওলানা নজির আহমদ সাহেব, রইসুল মোবাল্লেগীন, আফ্রিকা।

(ছ) মওলানা আব্দুল মুগনী খান সাহেব, নাজের দাওয়াত-ও-তবলীগ, রাবওয়া এবং অন্যান্য ভ্রাতৃগণ যারা বিগত সালানা জলসার পর মৃত্যুবরণ করেছেন।

৪। এই সভা ঢাকাস্থ রেশনিং কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে যে তারা কালবিলম্ব না করে অফিস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সভায় আগত মেহমানদের জন্য অস্থায়ী কার্ডের দ্বারা রেশনের চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৫। শহরে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও সভার অনুমতি দেওয়ার জন্য এই সভা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

৬। সভার কর্মসূচি প্রচার করেছেন বলে রেডিও পাকিস্তানের প্রতিও এই সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

৭। জলসার কর্মসূচি প্রকাশ করায় এই সভা 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

৮। উত্তেজনামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করার কারণে এবং দূরভিসন্ধিমূলক কর্মতৎপরতার কারণে এই সভা লাহোরস্থ 'পয়গামে সুলেহ' (লাহোরি জামা'তের) পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের শেষ দিকে প্রাদেশিক আমীর সাহেব জগতে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের সফলতা, হযরত আমীরুল মু'মিনীনের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ এবং জামা'তের সমস্ত দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের দুঃখ-দুর্দশার অবসানের জন্য এবং পীড়িত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য সমবেত জনতাসহ এক দীর্ঘ দোয়া করেন।

সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) প্রাদেশিক জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ উমর বশীর আহমদ সাহেবের এক চিঠির উত্তরে এই জলসার সাফল্য কামনা করে নিম্নবর্ণিত চিঠি প্রেরণ করেছিলেন–

অভিনন্দন বার্তা

আপনার ১ অক্টোবর ১৯৫৬ তারিখের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করছি। কিন্তু গত ক'দিন যাবত বর্তমান ফেৎনা এবং কাদিয়ানে গমনেচ্ছুক কাফেলার প্রস্তুতিতে এরূপ ব্যস্ততা ছিল যে আপনার চিঠি আমার দৃষ্টিতে আসে নি। আজ ঘটনাক্রমে আগের চিঠিপত্র খোঁজার সময় আপনার চিঠি বের হয়েছে। আফসোস যে, আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি নি। নতুবা কয়েক ছত্রের বাণী প্রেরণ করে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করতাম। আশা করি খোদার ফজলে আপনাদের কনফারেন্স স্বার্থক হয়েছে। বাংলাদেশ আহমদীয়াতের কেন্দ্র হতে দূরে অবস্থিত একটি দেশ এবং খিলাফতের প্রত্যক্ষ তরবিয়ত হতেও দূরে অবস্থিত। সুতরাং এতে অর্থাৎ এরূপ দেশে তবলীগের পরিবর্তে তরবিয়তের দিকটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনিবেশযোগ্যও বটে। আমি আশা করি

সম্মেলনে এই দিকটার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সাথী হোন এবং আপনাদের রক্ষক ও সহায় হোন।

ওয়াসসালাম
মির্যা বশীর আহমদ
রাবওয়া
২১ অক্টোবর, ১৯৫৬ খ্রি.[২]

অনিবার্য কারণে ১৯৫৭ সালে জলসা হয়নি। অতঃপর ১৯৫৮ সালের ২৪-২৫ অক্টোবর ৩৯ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন পাক্ষিক আহমদী ২২ অক্টোবর ১৯৫৮ সংখ্যা সালানা জলসা সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ২৬ অক্টোবর শুরার অধিবেশন হয়।

১৯৫৯

২০-২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪০তম জলসা। তখন নিম্নলিখিত বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। সর্বজনাব ১। শেখ মাহমুদুল হাসান আই.সি.এস., ২। সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ বার এট ল, ৩। মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, ৪। বদর উদ্দীন আহমদ বি.এল., ৫। সৈয়দ খাজা আহমদ, ৬। ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী এম.বি.ডি.পি.এইচ., ৭। হযরত শেখ মোহাম্মদ হোসেন (রা.), ৮। মোহাম্মদ আনোয়ার আলী, ৯। মওলানা এ. কে. এম. মুহিবউল্লাহ্, ১০। সূফী রহিম বক্স, ১১। শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান, ১২। আব্দুর রাজ্জাক এম.এ., ১৩। আনিসুর রহমান বি.এল., ১৪। এম. বি. ভূঁইয়া, ১৫। উমর বশির আহমদ, ১৬। মওলানা মমতাজ আহমদ, ১৭। কে. আর. খাদেম ই.পি.সি.এস., ১৮। মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব বি.এ., ১৯। মওলানা আজমল শাহেদ বি.এ., ২০। আবুল হোসেন, ২১। দৌলত আহমদ খান খাদেম বি.এল., ২২। চৌধুরী আব্দুল মতিন বি.এ., ২৩। মির্যা আলী আখন্দ বি.এস.সি., ২৪। মওলানা ফারুক আহমদ এইচ. এ. এবং ২৫। আহসান উল্লাহ্ সিকদার।

সে সময় বাংলার মাটিতে প্রথমবার পদার্পণ করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। যিনি পরবর্তীকালে চতুর্থ খিলাফতের মসনদে

অধিষ্ঠিত হয়ে ধর্ম প্রচারে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি তখন নব প্রতিষ্ঠিত নাযেম ওয়াকফে জাদীদ ও নায়েব সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ জলসায় তাঁর পদচারণা কর্মসূচিকে আরো আনন্দঘন, প্রাণবন্ত ও সরগরম করে তোলে। হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারার সুদর্শন সুপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র সবার দৃষ্টিনন্দিত হন। তাঁর সাথে মোলাকাতে সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। মহানুভব বিনয়ী মানুষটি প্রাণ খুলে কথা বলেন এবং সবার সাথে আলিঙ্গন করেন। জলসার অধিবেশনে তাঁর সভাপতির আসন অলংকরণ এবং ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত ভাষণ সকলকে মোহিত করে তোলে। তিনি জামা'তে আহমদীয়ার নব তাহরিক ওয়াকফে জাদীদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে ভাষণ দেন। বাঙালি আহমদী যুবকদেরকে ইসলামের সেবায় জিন্দেগী ওয়াকফ এবং ওয়াকফে জাদীদের ফান্ডে সকলকে চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানান।



সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ



মওলানা আজমল শাহেদ

কর্মসূচি অনুসারে জলসা সার্থক ও সফল সমাপ্তির পর ২২ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব থেকে মজলিস শুরার অধিবেশন হয়। সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব

মহান বুযূর্গ হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব শুরার কর্মসূচির সফলতায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নবগঠিত আমেলায় নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়– ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ এবং এ পদের দায়িত্ব অর্পিত হয় মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের ওপর। তখন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর ছিলেন শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব।

১৯৬০

১৯৬০ সালের ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪১তম সালানা জলসা। তখন জলসার সাথে প্রত্যহ বাদ মাগরিব প্রাদেশিক জামা'তের মজলিসে শুরার অধিবেশন হয়। এ জলসা ও শুরার অধিবেশনে তশরীফ আনেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। ফলে অধিবেশন অনেক প্রাণবন্ত হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলী ও ভালোবাসার হৃদ্যতায় বাঙালিদের সাথে তাঁর গভীর প্রেমবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল। সভাপতিত্ব গ্রহণ ও নসিহতমূলক ভাষণে অনেকে আবেগাপ্লুত হন। তখন ধর্মপ্রাণ এক জ্ঞানপিপাষু যুবক আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব নিজেকে ওয়াকফে জাদীদের অনারারী মোয়াল্লেম হিসেবে পেশ করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক তা মঞ্জুরীর প্রেক্ষিতে তিনি আজীবন ইসলাম আহমদীয়াতের খেদমত করেছেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ছিলেন। তখন কর্মসূচি অনুসারে জলসা ও শুরার অধিবেশন সফল হয়।

জলসা সমাপ্তির পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ:

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার সালানা জলসা

১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার সালানা জলসা মহাসমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জলসায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত জেলা হতে আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নিগণ এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য গয়ের আহমদী ভ্রাতাগণ যোগদান করেন। জলসার প্রথম দিবস বিকাল ৩টা হতে ৬টা, দ্বিতীয় দিবস সকাল ৯টা হতে ১২টা এবং বিকাল ৩টা হতে ৬টা পর্যন্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিবস সকাল ৯টা হতে ১২টা পর্যন্ত মহিলাদের অধিবেশন হয়। অতঃপর সমাপ্তি অধিবেশন ৩টা হতে ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জলসায় বহিরাগত এবং স্থানীয় বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতিত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর মজলিস শুরা বা পরামর্শ সভার অধিবেশন জারি রাখা হয়। মজলিস শুরাতে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আগামী বছরের (মে ১৯৬০ হতে এপ্রিল ১৯৬১ পর্যন্ত) বাজেট, তবলীগ কার্য, পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, আহমদী পত্রিকা ইত্যাদি বিষয়ের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করা হয় এবং প্রাদেশিক আঞ্জুমানের সেক্রেটারী নির্বাচন করা হয়। সেক্রেটারীগণের মঞ্জুরী আসলে তাঁদের নাম আহমদী'তে প্রকাশ করা হবে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।[৩]

১৯৬১

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪২তম সালানা জলসা ২১-২৩ এপ্রিল ১৯৬১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এবং মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। তাদের আগমনে জলসা আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। জলসার কর্মসূচি ঢেলে সাজানো হয়। তখন জলসায় নিম্নলিখিত বক্তাগণ বক্তৃতা করবেন।

সর্বজনাব ১। মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ, ২। আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ৩। মৌলবি ডি.এ.কে. খাদেম (এডভোকেট), ৪। কে. আর. খাদেম, (রিটায়ার্ড ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট), ৫। মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, (ডিপুটি ডাইরেক্টর), ৬। চৌধুরী আব্দুল মতিন, ৭। সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), ৮। মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, ৯। মওলানা এ.কে.এম. মুহিবউল্লাহ, ১০। আল্লামা জিল্লুর রহমান, ১১। মওলানা ফারুক আহমদ, ১২। আনোয়ার আলী, ১৩। মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ সিকদার, ১৪। সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ (বার-এট-ল), ১৫। বদর উদ্দীন আহমদ, বি.এল., ১৬। মোহাম্মদ শামসুর রহমান (বার-এট-ল), ১৭। গোলাম সামদানী খাদেম বি.এল., ১৮। মৌলবি মোহাম্মদ বি.এ. এবং ১৯। আবুল হোসেন।

কর্মসূচি অনুসারে ২১ এপ্রিল ১৯৬১ বিকাল ৩টায় প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ মাহমুদুল হাসান আমীর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া। অধিবেশন সমাপ্তির পর বাদ মাগরিব

প্রাদেশিক মজলিসে শুরার অধিবেশন হয়। এতে সাবকমিটি গঠন করা হয়। ২২ এপ্রিল সকালে মহিলাদের অধিবেশন হয়। বিকালের অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব প্রাক্তন আমীর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া। তখন তালীম ও তরবিয়তের বিষয়ে এক অসাধারণ বক্তব্য রাখেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। যা বাঙালি আহমদীদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মনপ্রাণ পুলকিত হয়ে ওঠে। রাতে শুরার অধিবেশন হয়। ২৩ এপ্রিল প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের আলোকে ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় এক অভূতপূর্ব ভাষণ দান করেন। মির্যা জাফর আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ওয়াকফে জাদীদের ওপর এক আবেগাপ্লুত বক্তব্য রাখেন। যার ফলে এদেশের অনেক যুবক ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম হতে উদ্বুদ্ধ হন এবং এর কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায়। এদেশে তাঁর তত্ত্বাবধানে পূর্ণদ্যমে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। সৃষ্টি হয় খোদার রাহে জিন্দেগী ওয়াকফকারী তেজোদীপ্ত বাঙালি মোয়াল্লেমগণ। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এবং মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের পদচারণায় এবং প্রাণবন্ত ভাষণ দানে জলসা সার্থক ও সফল হয়।

১৯৬২

৪৩তম প্রাদেশিক সালানা জলসা ১৪-১৫ এপ্রিল ১৯৬২ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাবওয়া থেকে সাত তারকার শুভাগমন হয় বাংলার মাটিতে। তাঁরা হলেন– (১) সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ ও নায়েব সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, (২) হযরত মওলানা কুদরত উল্লাহ্ সানোয়ারী (রা.), (৩) সাহেবযাদা হযরত মির্যা মোবারক আহমদ, উকিলে আলা, (৪) মওলানা জালাল উদ্দীন শামস, লন্ডন মসজিদের সাবেক ইমাম, (৫) মোহতরম আব্দুল হক রামা, নাযেম বায়তুল মাল, (৬) মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া, নাযেম ইসলাহ্ ও ইরশাদ এবং (৭) মোহতরম সৈয়দ দাউদ আহমদ, সদর, বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া।

তখন জামা'তে আহমদীয়ার মহীয়ান এ সাত তারকার প্রাদেশিক জলসায় যোগদান কর্মসূচিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। যেন বকশীবাজার দারুত তবলীগে রহমতের বারি বর্ষিত হয়। ফেরেশতাতুল্য বুযূর্গগণের শুভাগমনে অন্য বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যক বাঙালি আহমদী জলসায় যোগদান করেন। সকলের পদচরণে জলসা আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিতে ঝলমল হয়ে ওঠে। সাত রত্নের মহাসমাহারে অপূর্ব ঐশী মিলন মেলায় পরিণত হয়। এ জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব এম.এ. রাজ্জাক।

সফল জলসা অনুষ্ঠানের পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার ৪৩তম সালানা জলসা

আল্লাহ্ তা'লার ফযল-করমে, আমাদের সাথে তাঁর প্রচলিত বিধান–আমাদের প্রত্যেক জলসা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাফল্যের সাথে সমাপ্তি হওয়ার ন্যায় এবারও বিশেষ কৃতকার্যতার সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে। এবার সদর হতে সাত জন বিশিষ্ট নেতৃবর্গের এই জলসায় যোগদান সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সংবাদ পত্রগুলোতে জলসার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান রেডিও হতেও সংবাদ পরিবেশিত হয়। তজ্জন্য কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

১৪ এপ্রিল প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রথম মহিলাদের অধিবেশন হয়। অতঃপর ৩টা হতে অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার আমীর শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব। তখন আমীর সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতা এবং জলসা কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর রাবওয়া থেকে আগত হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের সাহাবী হযরত মওলানা কুদরত উল্লাহ্ সানৌরী (রা.) উর্দু ভাষায় 'যিকরে হাবীব' বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষীভূত কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর 'মুসলমানের সেবার্থে আহমদীয়াতের দান' বিষয়ে বক্তৃতায় মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম বি এল আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক আলোকপাত করেন। অতঃপর রাবওয়া হতে আগত নাযের বায়তুল মাল আবদুল হক রামা সাহেব 'মালী কুরবানী ও ফতেহ ইসলাম' বিষয়ে এক সুগভীর বক্তৃতা করেন। হযরত মসীহ্

মাওউদ আলাইহেস সালাম ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)-এর শিক্ষা হতে তিনি বহু উদ্ধৃতি প্রদান করেন এবং বলেন যে, বর্তমানে আহমদীয়া জামা'ত ইসলামের সেবার্থে অন্যান্য স্বেচ্ছায় চাঁদা প্রদান ব্যতীত আয় হতে টাকা প্রতি ১৬ ভাগের এক অংশ চাঁদা আম এবং দশ ভাগের এক অংশ হতে ৩ ভাগের এক অংশ পর্যন্ত ওসীয়্যতের চাঁদা দেন। এই সমস্ত চাঁদা ছাড়া জীবনও ওয়াকফ করেন। তা শুধু সেই কুরবানীর জন্য প্রস্তুতির অনুশীলন মাত্র, যখন ইসলামের বিজয় ডাকে ইসলামের সেবার্থে প্রত্যেকেরই জান-মাল সবই কুরবান করতে হবে। সে জন্য মন মস্তিষ্ক সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হবে। অতঃপর লন্ডন মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম 'হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক হতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আমাদের কর্তব্য' বর্ণনা করেন এবং কিরূপে তাঁর অনুবর্তিতায় আমরাও তাঁর আদর্শে খোদার প্রিয় হতে পারি, বলেন।

১৫ এপ্রিল দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হয় মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনে মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজের আবির্ভাব সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। মকবুল আহমদ খান সাহেব আহমদীয়া আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইসলাম ও পর্দা সম্বন্ধে জনাব আনোয়ার আলী একটি সন্দর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং হযরত মওলানা কুদরতুল্লাহ্ (রা.) 'যিকরে হাবীব' বিষয়ে পুনরায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব নেযামে খিলাফত বিষয়ে একখানা ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাপতি সাহেব 'আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধ স্থাপন' সম্বন্ধে কয়েক মিনিটের একটি অতিশয় জ্ঞানমূলক বক্তৃতা করেন।

তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন হয় বিকাল ৫টা হতে ৬টা এবং মাগরিবের নামায পড়ার পর ৭.৫ মি. হতে ৮টা পর্যন্ত। সভাপতি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া আমীর সাহেব। এই অধিবেশনে রাবওয়া হতে আগত ওয়াকফে জাদীদ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগের নাযেম সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব 'তালিম ও তরবিয়ত' সম্বন্ধে একটি আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং তিনি বলেন, কি প্রকারে খোদার প্রেম এবং সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং মানবসেবা দ্বারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। অতঃপর শামসুর রহমান সাহেব বার-এট-ল 'ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এটা সবদিক দিয়ে অত্যন্ত উপাদেয় হয়। 'খতমে-নবুওয়ত' সম্বন্ধে মৌলবি মোহাম্মদ মোস্তফা

আলী সাহেব একটি ক্ষুদ্র কিন্তু তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর মওলানা জালাল উদ্দীন শাম্‌স সাহেব হযরত আহমদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতার পর দোয়াসহ সভাপতি সাহেব অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।[৪]

জলসার পর বিশিষ্ট বুযূর্গগণ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রামসহ তেরটি বৃহৎ জামা'ত সফর করেন এবং বিভিন্ন স্থানে তালীম-তরবিয়ত ও তবলীগের উপর অসাধারণ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর রাবওয়া চলে যান।

১৯৬৩

২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৪তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশে তৎকালীন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া সাহেবজাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) (যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হিসেবে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন), ছয় সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদলসহ ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় শুভাগমন করেন। এ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ১. মোহতরম শেখ বশির আহমদ, (লাহোর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি), ২. মোহতরম মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, (সম্পাদক আল ফুরকান এবং মিশর ও প্যালেস্টাইনের সাবেক মোবাল্লেগ), ৩. মোহতরম মওলানা শেখ মোবারক আহমদ, (ইংল্যান্ড ও আফ্রিকার মোবাল্লেগ), ৪. মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ এবং ৫. মোহতরম মাহমুদ আহমদ আনোয়ার হায়দারাবাদী। তাঁদের আগমনে সালানা জলসা সরগরম ও আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে।

২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ জুমুআ জলসার প্রথম অধিবেশনে হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এবং জলসার শুরুতে এর কামিয়াবীর জন্য ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। অতঃপর জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শামসুর রহমান উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা জানান। বক্তৃতা পর্বে আবেগাপ্লুত ও প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। তিনি জলসার প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে সকলকে আহ্বান জানান। অতঃপর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এবং শেখ মোবারক আহমদ সাহেব। তাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল

যথাক্রমে খাতামান্নাবীঈন, ইসলাম ও নৈতিকতা এবং আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার। অতঃপর সম্মানিত সভাপতি সাহেবযাদা মির্যা সাহেব পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের লেখার আলোকে ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় এক অমূল্য ভাষণ দান করেন, যা শ্রোতামণ্ডলীকে অভিভূত করে তোলে।

২৮ সেপ্টেম্বর জলসার দ্বিতীয় দিনের সকালে ৮ হতে ১১টা প্রথম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পর্দার আড়াল থেকে মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী ও সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ মহিলাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। বিকালের অধিবেশন বেলা ৩টায় ডাক্তার আব্দুল হামিদ চীফ মেডিকেল অফিসার পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তখন ইয়া'জুজ ও মা'জুজ বিষয়ে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব বক্তব্য রাখেন।



ডা. আব্দুল হামিদ

অতঃপর তিন ঘণ্টা বিরতির পর সন্ধ্যা ৭টা থেকে পুনরায় এস এম হাসান সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ অধিবেশনে আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব হযরত ঈসা (আ.)-এর ওফাত এবং মওলানা আবুল

আতা জলন্ধরী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার ওপর বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের পূর্বে বিকেলে (বিরতির সময়) সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব ও আগত মেহমানদের সম্মানার্থে ঢাকাস্থ শাহবাগ হোটেলে এক চা চক্রের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য অনেক সুধীজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি আমীর উদ্দীন, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এ.কে.এম. বাকের, পূর্ব পাকিস্তান রাজস্ব বোর্ডের সদস্য এস.এম. হাসান, পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সিনিয়র ডেপুটি স্পিকার গমিরুদ্দিন প্রধান, ঢাকা বিভাগের কমিশনার গিয়াস উদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রফেসর ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট আলহাজ্ব মৌলবি ফজলুল করিম এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি।

এ মহতী প্রোগ্রামে জাষ্টিস শেখ বশির আহমদ, শেখ মোবারক আহমদ এবং অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিত্ব সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ সাহেব বিশ্বব্যাপী ইসলামের খেদমতে জামা'তে আহমদীয়ার অবদানের ওপর এক অনন্য সাধারণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অতঃপর সমবেত সুধীজনের সাথে এক হৃদয়গ্রাহী প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে জামা'তে আহমদীয়াকে যারা ভারতবর্ষের মাঝে একটি ক্ষুদ্র দল বলে মনে করতেন তারা বিশ্বব্যাপী জামা'তে আহমদীয়ার ব্যাপকতা শুনে বিস্মিত হন। অতঃপর ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের দোয়া পরিচালনার পর চা চক্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর জলসার শেষ দিনের প্রথম অধিবেশনে জাস্টিস বশির আহমদ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। ভাষণ দান করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, এস.এম. হাসান, মওলানা শেখ মোবারক আহমদ এবং মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্। তাঁদের বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নেতৃত্বে আহমদীয়া আন্দোলনের অগ্রগতি, ইসলাম ও সামাজিক জীবন, প্রতিবেশীর প্রতি ব্যবহার এবং ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব। অতঃপর সভাপতির জ্ঞানগর্ভ ভাষণের পর অধিবেশ সমাপ্ত হয়।

সমাপনী অধিবেশনে মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এতে ভাষণ

দান করেন গোলাম সামদানী খাদেম, জাষ্টিস শেখ বশির আহমদ, মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এবং শেখ মোবারক আহমদ সাহেব। তাঁদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে খিলাফত ইসলামের একটি আবশ্যিক স্তম্ভ, ইসলাম ও বস্তুবাদ, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী ও শিক্ষা। সর্বশেষে জলসায় প্রধান ব্যক্তিত্ব হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দান করেন, যা শ্রোতামণ্ডলীর হৃদয়কে পুলকিত করে তোলে। অতঃপর সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের হৃদয় নিংড়ানো দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়। এতে বার শত আহমদী এবং অনেক জেরে তবলীগ বন্ধু যোগদান করেন।

১৯৬৪-১৯৬৫

১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৪৭তম সালানা জলসায় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে দুইজন শহীদ হওয়ার পর ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়নি। অতঃপর ৫-৭ মার্চ ১৯৬৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৫তম সালানা জলসা। এ জলসায় রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, মওলানা শেখ মোবারক আহমদ এবং এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক। ৫ মার্চ উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন–

আল্লাহ্ তা'লার গুণগান ও তাঁর মহিমা প্রচারের জন্য আমাদের এই জলসা। যে মহামানব খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে রহমানুর রহিম আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় ও মানবতার জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দিয়েছেন– যাঁর অনুসরণে বিশ্বের শান্তি নিহিত তাঁর আনিত দ্বীন ইসলামের আলোতে বর্তমান দুনিয়ার সমস্যাদি সম্পর্কে আমাদের বক্তারা এ জলসায় বক্তৃতা দিবেন।

বর্তমান যুগ জলসা মাহফিলের যুগ। কিন্তু একান্তভাবে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জলসা ও মাহফিলের আয়োজন আজকের জগতে তুলনামূলকভাবে খুবই কম। একনিষ্ঠ ভাবে দ্বীনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহব্বতে ও মানবের ভ্রাতৃত্বকে মজবুত করার জন্য আমরা আহমদীরা সমবেত হই এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সাদরে

আহ্বান জানাই। এই যুগে এই ধারার জলসার পত্তন হয়েছিল আজ থেকে ৬৮ বছর পূর্বে।

ধর্মের প্রকৃত রূহ থেকে দূরে সরে যাবার ফলে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মের শাখার আলেম, উলামা, পীর, পুরোহিত, পাদ্রি ও পণ্ডিত যখন দ্বন্দ্ব কলহকে ধর্মের লক্ষ্য মনে করেছিল এবং ধর্মীয় সভা যখন আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণের জন্য ডাকা হত তখন আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্যকে লাভ করার জন্য শান্তি, প্রীতি ও পবিত্রতার মধ্য দিয়ে জলসার প্রবর্তন করেন। মানবজাতি আজ বর্ধমান সমস্যার বেড়াজালে বেধে দিশাহারা। জীবনের সব দিকে তার অশান্তির আগুন। মানবজাতির এহেন দুর্দিনে তার উদ্ধার চিন্তা ও সে বিষয়ের প্রচেষ্টা প্রত্যেক মানবদরদীর কর্তব্য। ইসলামের সুশীতল চন্দ্রতপকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করে তার তলে সকল মানবকে আনার মধ্যে জগতের উদ্ধার রয়েছে। জীবন্ত ও শান্তিদায়ক ইসলাম আজ জগতবাসীর বড় প্রয়োজন। ইসলামের বাণী ও আদর্শ আজ জগতের কোণে কোণে পৌঁছান একান্ত প্রয়োজন। আহমদীয়া জামা'ত এ কাজের আত্মনিয়োগ করেছে। আমাদের কর্মী ও উলামা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সকল প্রকার কুরবানী করে পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল নদী নালা, সাগর-সমুদ্র ও প্রান্তর মরুভূমি পার হয়ে বিপদ ছায়াঘন সারা দুনিয়ার শহর গ্রাম ও লোকালয়ে ইসলামের উজ্জ্বল বাতি ও অভয় বাণী নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শান্তিকামী মানব একে একে সে ডাকে সাড়া দিয়ে চলেছে। এ কাজে সব মুসলমানের তাদের সহযোগী হওয়া দরকার। এই পথেই বিশ্বের শান্তি আসবে। (সংক্ষিপ্ত)[৫]

কর্মসূচি অনুযায়ী রাবওয়া থেকে আগত বুযূর্গগণ এবং বাঙালি আলেমদের বক্তৃতামালায় জলসা সফল হয়।

১৯৬৬

১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় ৪৬তম সালানা জলসা। প্রথমে ৪, ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি-১৯৬৬ তারিখ অনুষ্ঠানের ঘোষণা থাকলেও পরে তারিখ পরিবর্তন করে ১১, ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়।

এ মহতী জলসার প্রাক্কালে বাঙালি আহমদীদের হৃদয়ের পরশমণি সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব তাঁর সহধর্মিণী ধর্মপরায়ণা মহিলা

আসেফা বেগম সাহেবাসহ ঢাকায় আগমন করেন। তখন তাঁর সাথে আরো সফরসঙ্গী ছিলেন (১) মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, (২) এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক এবং (৩) মওলানা মোহাম্মদ সাদেক। তখন ঢাকার দারুত তবলীগে পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অধিবেশনে আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন–

গত বছরের সালানা জলসার পর ১১ মাস অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমরা আজ আবার এখানে মিলিত হয়েছি। এই ১১ মাসের মধ্যে আমরা বড় আকারের বহু বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'লার বড় বড় অনুগ্রহের নিদর্শন দেখেছি। হযরত রসূলে করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, একটি কণ্ঠহার ছিঁড়ে গেলে তাঁর দানাগুলি যেমন একটির পর একটি দ্রুত গতিতে খসে পড়ে, তেমনিভাবে এ যুগে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি বিপদ দেখা দিবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এর তসদীক করেছেন এবং সে সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ দিয়েছেন। তদনুযায়ী আমরা নিত্য নতুন বিপদাবলী দ্বারা আজ পৃথিবীকে বিপর্যস্ত দেখি। এসব এই জন্য হচ্ছে যে, মানুষ খোদাকে ছেড়ে মনপ্রাণ দিয়ে পার্থিবতায় নিমগ্ন হয়েছে। এহেন অবস্থা হতে তাদের উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রেরিত পুরুষের মারফত প্রেমের ডাক দিয়েছেন।

কিন্তু সে ডাকে মানুষ সাড়া না দেওয়ায়, বিপদের ওপর বিপদের কষাঘাত হেনে তার অধো দৃষ্টিকে তিনি ঊর্ধে ফিরাতে চান। কারণ জড়সুখ মানুষকে সংকীর্ণতা ও মৃত্যুর দিকে টানে এবং তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রেম তাকে চির প্রসারতা ও অমর জীবনের পানে নিয়ে যায় ও তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করে। মানবের দৃষ্টি নিম্নে নিবদ্ধ হয়ে আজ অতি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই অপূর্ব পার্থিব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি বিশ্ব সমস্যার সমাধান আনার পরিবর্তে তাকে জটিল ও শঙ্কাজনক করে তুলেছে। মানব তার জ্ঞান দ্বারা বিশাল পৃথিবীকে এক জায়গায় জমা করে ফেলেছে। পৃথিবী আজ একটি ছোট মহল্লায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু নিজেদের বেলা তাদের হৃদয় পরস্পর থেকে বহুদূরে চলে গেছে। এই বিচ্ছিন্ন হৃদয়গুলিকে এক করে বিশ্বসমাজ গঠনের জন্য বিশাল এবং মহান হৃদয় সম্পন্ন মহামানবের

প্রয়োজন। সেই মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর শিক্ষাই আজ সর্বজাতি সমন্বয়ে বিশ্বমানব সমাজ গঠনে সক্ষম। সেই শিক্ষা পালন ও প্রচার এবং প্রসারের কর্তব্যভার মুসলমান জাতির ওপর ন্যস্ত ছিল। সে কর্তব্যে তারা অবহেলা করায় আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়ে আহমদীয়া জামা'তের স্কন্ধে সে ভার ন্যস্ত করেছেন। (সংক্ষিপ্ত)

কর্মসূচি অনুসারে উদ্বোধনী বক্তৃতার পর হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবসহ আগত সম্মানিত খোদা প্রেমিকরা বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ এবং ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় হৃদয়গ্রাহী অমূল্য ভাষণ দান করেন। জলসার দ্বিতীয় দিন ১২ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব মির্যা আব্দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মজলিসে ইন্তেখাবের (নির্বাচনী সংস্থা) অধিবেশন হয়। প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব সর্বাধিক ভোট পান। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁকে তিন বছরের জন্য পুনরায় প্রাদেশিক আমীর নিয়োগ করেন। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি জুমুআর নামাযের পর ঢাকা দারুত তবলীগে পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পূর্বে সাবেক পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরের প্রাদেশিক আমীর মির্যা আব্দুল হক সাহেবের নেতৃত্বে দোয়া করা হয়। তৎপর কাদিয়ান হতে আনিত একটি ইট মির্যা তাহের আহমদ সাহেব সর্বপ্রথমে স্থাপন করেন। ঐ ইটটি প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের অনুরোধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) দোয়া করে রাবওয়া হতে মওলানা আবু আতা জলন্ধরী সাহেবের মারফত প্রেরণ করেন।

মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের পরে যথাক্রমে ইট স্থাপন করেন সাবেক পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরের প্রাদেশিক আমীর মির্যা আব্দুল হক সাহেব, মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব (প্রাদেশিক আমীর), মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব (সম্পাদক, আল ফুরকান), মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (প্রাক্তন আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া), জনাব চৌধুরী আনোয়ার আহমদ কাহলুন (নায়েব আমীর, ই.পি.এ.এ) এবং জনাব শামসুর রহমান, বার-এট-ল। অতঃপর জলসা অতি সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৬]

১৯৬৭

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ মহতী জলসায় আমীরুল মু'মিনীন আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্ব নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ঢাকায় আসার আশা ছিল। তাই তাঁর চরণধুলিতে বাংলার মাটি ধন্য হওয়ার সম্ভাব্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ফলে বাঙালি আহমদীদের প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

প্রাদেশিক সালানা জলসা

আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১১, ১২ ও ১৩ ফাল্গুন শুক্র, শনি ও রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম বার্ষিক সালানা জলসা ৪নং বকশী বাজার রোড ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে (ইনশাআল্লাহ্)।

কেন্দ্র হতে মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, সম্পাদক আল্ ফোরকান এবং ভূতপূর্ব মুসলিম প্রচারক মধ্যপ্রাচ্য ও প্যালেষ্টাইন, মওলানা মোবারক আহমদ, ভূতপূর্ব প্রধান মুসলিম প্রচারক পূর্ব আফ্রিকা এবং সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। উক্ত জলসায় বিশ্ব আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (আই.) সাহেবের শুভাগমনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সকল ধর্ম পিপাসু ভাই-বন্ধুদেরকে আমাদের জলসায় যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে। এই জলসা চলাকালীন সময়ে প্রাদেশিক মজলিস-ই-শূরার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। উক্ত শূরায় কোন আলোচনা যোগ্য বিষয় থাকলে তা- সেক্রেটারী মজলিস এ শূরা।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা
এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে[৭]

কিন্তু বাংলার মাটি আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত খলীফার পদচারণ লাভের সৌভাগ্য হয় নি। এদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট খোদার মনোনীত ঐশী নেতাকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তখন রাজনৈতিক অঙ্গণে দুর্বার আন্দোলনের প্রবাহে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর আসা সম্ভব হয়নি। জলসার প্রাক্কালে হুযূর সালেস (রাহে.) ব্যতীত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এবং মওলানা মোবারক আহমদ সাহেবের ঢাকায় শুভাগমন হয়। তাদের উপস্থিতিতে জলসার কর্মসূচি আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন–

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এক বছর পর আবার আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। এই সভায় একদিকে যেমন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে ভ্রাতাগণ এসেছেন তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান হতেও সম্মানিত বুযূর্গান এসেছেন।

আমাদের একত্রে মিলন কোন ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের অথবা আমোদ প্রমোদের কাজ নয়। এই সভার আয়োজন আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের মহিমা প্রকাশের জন্য। ইসলামের সেবা আহমদীয়া জামা'তের প্রিয় লক্ষ্য। কারণ ইসলামের মধ্যেই ব্যক্তি, জাতি ও জগতের মুক্তি।

চলতি শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক জর্জ বার্নাড শ বলেছেন:

মধ্য যুগের খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে জঘন্যরূপে প্রচার করত। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা হত যাতে তারা মোহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর ধর্মকে ঘৃণা করে। তাদের মতে মোহাম্মদ (সা.) খ্রীষ্টের আদি ছিলেন। আমি তাঁর জীবনী পাঠ করে দেখেছি, তিনি আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস তিনি খ্রিষ্টের আদি তো দূরের কথা, তাঁকে মানবতার মুক্তিদাতা বলা উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি বর্তমান কালে একনায়কত্ব গ্রহণ করেন তাহলে তিনি বর্তমান সমস্যাগুলির এরূপ সমাধান করতে সক্ষম হবেন যে, পৃথিবী শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন ইউরোপ ইসলামের শিক্ষাকে বুঝছে এবং আগামী শতাব্দীতে ইউরোপ নিজ সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য এই ধর্মের

ব্যবস্থাকে আরও বিশেষভাবে গ্রহণ করবে। এই ভাবার্থে আমার ভবিষ্যদ্বাণীকে তোমরা গ্রহণ করো। আজকাল আমার দেশের তথা ইউরোপের বহু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং একে ইউরোপ ইসলামী দেশে পরিণত হওয়ার সূচনা বলা যেতে পারে।

দুশমনেরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল যে, তা তরবারির দ্বারা জয়যুক্ত হয়েছিল। তার উত্তরে এই যুগে আল্লাহ্ কলমের দ্বারা ইসলামের বিজয় দেখিয়েছেন। ইসলাম অচিরেই বিশ্বে সকল মত ও পথকে ছেয়ে ফেলবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা রচনায় যে বিধানকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তা-ই অচিরেই মূল বিধানে পরিণত হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণী,

'The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner, (Math, 21:42)'

অর্থাৎ যে প্রস্তরকে নির্মাতারা পরিত্যাগ করেছিল, তা-ই গৃহের ভিত্তি প্রস্তর হয়েছে।

অচিরেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করবে। কা'বা কেন্দ্রিক ধর্মই জগতের একমাত্র ধর্ম হবে। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কার্যক্রম রয়েছে তা পালনের দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে। আমাদেরকে কথা ও কাজে খাঁটি মুসলমান হতে হবে এবং নিজেদের আদর্শ দিয়ে জগতে ইসলামের প্রচার করতে হবে। জড়বাদী মানব পার্থিব সভ্যতার যে সুঠাম, সুন্দর জড়দেহ রচনা করতে সচেষ্ট, আহমদীয়া জামা'তের ও সব মুসলমানদের অংশে সেই দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার কাজ উঠেছে। প্রাণহীন দেহ ধ্বংসশীল ও ধ্বংসকারী। বর্তমান সভ্যতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে নিয়ে অখণ্ড মানব সমাজ গঠন খ্রিষ্ট-ধর্মের কাজ নয়, এটা কমিউনিজমের কাজ নয়, এটা ইসলামের কাজ। অতএব আসুন আমরা মানবতাকে রক্ষা করার জন্য এবং সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে বাঁচাবার জন্য জগৎবাসীকে ইসলামের অভিষেক দিতে ত্বরা করি।

গত বছর আমাদের প্রিয় নেতা হযরত আমিরুল মু'মিনীন (আই.) জামা'তের সম্মুখে একটি বিশেষ কার্য তালিকা পেশ করেছেন। (১) ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ সকল আহমদী কুরআন পড়বে, বুঝবে, এবং কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করবে। (২) এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য ও তদনুযায়ী জামা'তের

তরবিয়ত করতে ৫০০০ অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যেক বছরে কমপক্ষে ২ সপ্তাহ ওয়াকফ করবে, যারা আপন খরচে এই খেদমত করবে এবং (৩) কোন আহমদী যেন অনাহারী না থাকে প্রত্যেক জামা'ত তার ব্যবস্থা করবে।

আমরা এই ত্রিবিধ কাজ গত বছর আরম্ভ করেছি। আমাদেরকে এই কাজ জোরদারভাবে করতে হবে। কারণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দ্বারাই ইসলামের বিশ্ববিজয় হবে এবং অনাহার দূর করার দ্বারাই সমাজে ও জগতে শান্তি ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আসুন আমরা সকলে সংকল্প গ্রহণ করি, আল্লাহ্‌র আদেশে আমাদের জীবন ও বিশ্বজগৎ গঠন করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পথপ্রদর্শক এবং সহায় হোন। সকল প্রশংসা তাঁরই। (সংক্ষিপ্ত)[৮]

জলসা সম্মানিত অতিথিদের পদচারণে সরগরম হয়ে ওঠে। শেষ দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি সমাপনী অধিবেশনে হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সভাপতির আসন গ্রহণে ও ভাষণ দানে সকলে আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। তিনি "হাসতীয়ে বারিতা'লা" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের ওপর এক অমূল্য ভাষণ দান করেন।

বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দান কালে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলিম মিশনারী মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব।

পূর্ব আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধান মুসলিম মিশনারী মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার শীর্ষক ভাষণে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

জলসার অনুষ্ঠানের সাথে প্রাদেশিক জামা'তের মজলিসে শূরার অধিবেশন হয়। শূরার অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করতে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৮

১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তারিখ ৪৮তম প্রাদেশিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব। ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন–

গত জলসা থেকে আবার একটা বছর ঘুরে গেলো। এই বছর জগতের এবং আমাদের জামা'তের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে লেখা থাকবে। গত জুন মাসে ইসরাইলের হামলায় আরব রাষ্ট্রসমূহের বিপদ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের হস্তচ্যুতি মুসলমান জাতির জন্য এক মহা দুঃখময় ঘটনা। লজ্জায় এবং ক্ষোভে যখন সারা মুসলমান জাতি মুহ্যমান, তখন আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে ঐ ঘটনায় এক মাসের মধ্যেই আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে আহমদী মেয়েদের অকুণ্ঠ দানে নির্মিত "নুসরত জাহান" মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ইউরোপে গমন এবং সেখানে বিভিন্ন শহরে ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যোগে পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রচার এবং ২৮ জুলাই তারিখে লন্ডন শহরের ওয়ান্ডার্সওয়ার্থ হলে তাঁর এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ইসলামের ওপর আপতিত কালো মেঘের কোলে সোনালী আলো একে দিল। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল এক শান্তিবাণী ও এক হুশিয়ারী। উক্ত বক্তৃতায় তিনি জগৎবাসীকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র মানবজাতিকে এক মণ্ডলীভুক্ত দেখতে চান। সৃষ্টির লক্ষ্য এটাই। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে দিয়ে বিশ্ব মানবতার শিক্ষা গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাঠিয়েছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর অনুগমনে পবিত্র কুরআনের অনুশীলনেই সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে। সে জন্য প্রয়োজন পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সারা বিশ্বে কার্যকরী আদর্শের দ্বারা প্রচার করা। এ কাজ মুসলমানদের। প্রথম যুগে সাহাবা কেরাম (রা.) এবং কিছুকাল যাবৎ তাঁদের পরবর্তীগণ এ সম্বন্ধে তাঁদের কর্তব্য যথাবিহিত ভাবে সম্পাদন করে গেছেন।

নিজেদের আখলাককে সংশোধন করার জন্য হযরত আকদাস আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও কদাচার ত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। পর্দা করা এবং ছেলেমেয়েদেরকে কলেজে সহশিক্ষা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। বে-পর্দা চলা ও (অনিয়ন্ত্রিত) সহশিক্ষা সমাজে ব্যভিচার আনার জন্য রাজপথ বিশেষ। যাদের স্কন্ধে দুনিয়া হতে ব্যভিচার দূর করার দায়িত্ব তাদেরকে এই দুই মন্দ প্রথাকে শক্ত হস্তে দূরে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। সুতরাং ভ্রাতাগণ সকল অকল্যাণের পথকে বর্জন করে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে শিরোধার্য

করুন। এর জন্য সমবেত জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির জন্য আগে হতে প্রস্তুত হন। জড়বাদী কুশিক্ষা ধসে যাবে, খসে যাবে, লোপ পেয়ে যাবে। যারা কুশিক্ষার মায়াযুগের পিছনে ছুটবে তাদের একই পরিণাম হবে। (সংক্ষিপ্ত)[৯]

অধিবেশনে সদর মুরব্বী মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, ইসলাহ ও ইরশাদের নাজের মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব যথাক্রমে বর্তমান বিশ্বে আহমদীয়া জামা'তের অবদান, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা, হযরত ঈসা (আ.)-এর ঊর্ধ্বগমন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম ভাগে মহিলাদের জন্য পৃথক অধিবেশন হয়। মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব আহমদী মহিলাদের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এর তরজমা পেশ করেন।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব শামসুর রহমান বার-এট-ল। উক্ত অধিবেশনে সদর মুরুব্বী মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ, মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির যথাক্রমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মোকাম, ইয়া'জুজ মা'জুজ ও দাজ্জাল, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর আশেকে মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়ে গভীর আলোকপাত করেন।

তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ। এই অধিবেশনে আনসারুল্লাহ্র কর্তব্য, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব্য, বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ধর্মীয় হেদায়েত, ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের বৈশিষ্ট্য, ওয়াকফে জিন্দেগীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আনসারুল্লাহ্র যয়ীম জনাব মকবুল আহমদ, প্রফেসর মৌলবি আবুল খালেদ, মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব।

পরবর্তী অধিবেশনে ঢাকার আমীর মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে খিলাফত, বহির্দেশে ইসলাম প্রচার,

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর তাহরীক, ইউরোপ ভূখণ্ডে তাঁর ঐতিহাসিক সফর, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাষণ দেন যথাক্রমে এডভোকেট বদরুদ্দীন আহমদ, আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব, সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব এবং শামসুর রহমান বার-এট-ল। সমাপ্তি ভাষণে সভাপতি সকলের প্রতি তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৯৬৯-১৯৭০

১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু অনিবার্যকারণে স্থগিত করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অঙ্গণে উত্তাল তরঙ্গ বিরাজ করে। তবে পরবর্তী বছর ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ১৯৭০ তারিখ ঢাকার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয় ৪৯ তম সালানা জলসা। তখন এদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের আহমদীরা আন্দোলনের জোয়ারের মত দারুত তবলীগে ছুটে আসেন। বিভিন্ন জামা'ত হতে প্রায় এক হাজার আহমদী ভ্রাতা জলসায় যোগদান করেন। সদর হতে দুজন প্রতিনিধি জলসায় যোগদান করেন। তাঁরা হলেন, নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ আল্লামা মোহাম্মদ নাজির লায়ালপুরী এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার সাথে জলসার উদ্বোধন করেন।

জলসায় ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি, ইসলাম ও বস্তুবাদ, হযরত রসূলে করীম (সা.) এর জীবনী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা, ওফাতে ঈসা (আ.), তাহাফফুযে খতমে নবুওয়ত, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, পরকাল, জীবন্ত ধর্মের বরকত, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভালোবাসা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়। ৭ জন ভ্রাতা বয়আত করেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. পাক্ষিক আহমদী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩।
২. পাক্ষিক আহমদী, ১৫ ও ৩০ অক্টোবর, ১৯৫৬।
৩. পাক্ষিক আহমদী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০।
৪. পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩০ এপ্রিল ১৯৬২।
৫. পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ মার্চ ১৯৬৫।
৬. পাক্ষিক আহমদী– ১৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।
৭. পাক্ষিক আহমদী, ৩১ জানুয়ারি ১৯৬৭।
৮. পাক্ষিক আহমদী, ২৮ ফেব্রয়ারি-১৯৬৭।
৯. পাক্ষিক আহমদী ১৫-২৯ ফেব্রুয়ারি-১৯৬৮।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

১৯৭১-১৯৭৩

১৯৭১ সালের ১২-১৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গের সময় দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জলসা করা সম্ভব হয় নি। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তখন সারা দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো ভেঙে যায়। ফলে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালেও জলসা করা সম্ভব হয় নি। অতঃপর ১৯৭৩ সালের ৬-৮ এপ্রিল ৫০তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সালানা জলসা। কর্মসূচি অনুসারে ৬ এপ্রিল প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ জামা'তে আহমদীয়ার আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন–

প্রথমে আমি হযরত আকদাস আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)-এর পক্ষ থেকে জামা'তের সকল বন্ধুকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জানাচ্ছি। তিনি সদা আমাদের জন্য দোয়া করছেন। তাঁর কাছ থেকে কদিন আগে প্রাপ্ত একখানি পত্র আপনাদেরকে পড়ে শুনাচ্ছি।

Dear Brother,

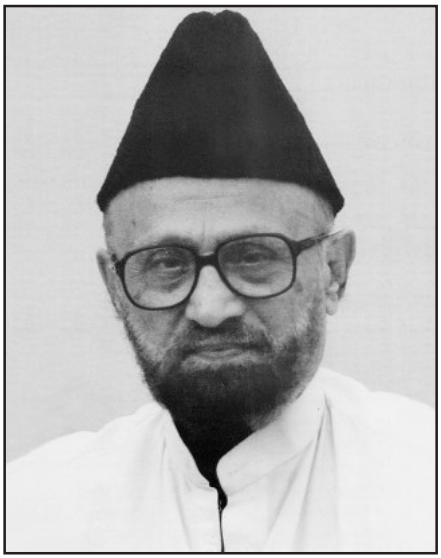
May Allah grant you and other brothers of Jamaat good health, long and active and prosperous life. May Allah grant the spirit of secrifice and zeal for the propagation of Islam and Ahmadiyyat, enable you to up hold, the dignity of Islam through out of your life and bestow His infinite mercy and grace upon you all. Amen.

বঙ্গানুবাদ

প্রিয় ভ্রাতা

আল্লাহ্ তা'লা আপনার এবং জামা'তের অন্যান্য ভাইদের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর

উন্নত দীর্ঘজীবন দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম এবং আহমদীয়া জামা'তের জন্য উৎসর্গীকৃত ভাইদের সততা ও সাহসে ইসলামের সাফল্যে তাদের জীবনের অসীম দয়া ও সমৃদ্ধ করুন। আমীন।



হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ

কাদিয়ানের আমীর ও নাযেরে আলা সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এবং সকল দরবেশেরও সালাম আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তাঁরাও সদা আমাদের জন্য এবং এই জলসার কামিয়াবীর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করছেন। সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'লার জন্য। তিন বছর পর তিনি আবার আমাদেরকে জলসা করার সুযোগ দিয়েছেন। এতদিন ধর্মের নামে আমাদের দেশে ধর্মবিরোধী বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব তারিফ আল্লাহ্ তা'লার জন্য। এখন আমাদেরকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি তিনি যেন বর্তমান হুকুমতকে ইসলামের মহান শিক্ষা 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন ক্বাদ তাবাইয়্যিানার্ রুশদু মিনাল গাইয়্যি' অর্থাৎ ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই, নিশ্চয় সত্য পথ মিথ্যা হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে- এই আদর্শ বজায় রেখে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এই দেশকে দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাথে পরিচালিত করার তৌফিক দেন।

পরিশেষে এ জলসায় থাকা ও খাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। যেখানে বহু লোকের সমাগম হয় এবং স্থানের স্বল্পতা থাকে, সেখানে অনেক অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এ জলসা মহামর্যাদা সম্পন্ন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসা। এ জলসার ব্যবস্থাকারী ও যোগদানকারী জামা'তের সকলেই তাঁর খাদেম এবং আমরা পরস্পর ভাই। সুতরাং আপনারা যদি এ জলসার ব্যবস্থাকে নিজ ঘরের ব্যবস্থা বলে মনে করেন, তাহলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। নিজ গৃহের সকল অসুবিধা আমরা ধরি না, এখানে তাই করতে হবে। বরং আমরা রূহানী জামা'ত হিসেবে আমাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বেশি ও ব্যবহার সুন্দরতম হতে হবে। এই জলসায় যারা নিজেদেরকে বিভিন্ন খেদমতে পেশ করেছেন, তারা আমাদের ভাই। তাঁরা নেক নিয়তে খেদমতের প্রেরণার কাজে লেগেছেন। পারতপক্ষে তাঁরা কর্তব্যে ত্রুটি করবেন না আমরা জানি। তবু আপনাদের সেবার কোন ত্রুটি হলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা করে নিজ রূহের লাবণ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে নিবেন এবং জলসার উদ্দেশ্যকে স্মরণ করে জামা'তের উচ্চ আদর্শ ও রূহানী নমুনাকে অম্লান রাখবেন। মনে রাখবেন এ জলসা আমাদের জাগতিক উৎসবের জন্য নয়। এখানে আমরা রূহানী উৎসবের জন্য এসেছি। রূহানীয়তের এই বাগিচায় আপনারা সকলে সমবেত হয়েছেন হৃদয়ের কালিমা ধুয়ে নিতে, ঈমানকে মজবুত ও আত্মাকে উজ্জল করতে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাগণের সঙ্গে সম্বন্ধকে নিকট করতে। অতএব আপনাদের সকলের প্রচেষ্টা হবে আপনাদের মধ্যে কে হৃদয়কে কত বেশি আলোকিত করে, অধিকতর আধ্যাত্মিক সম্পদ ও শক্তি এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও রহমত নিয়ে ঘরে ফিরেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের হাদী এবং হাফেজ ও নাসের হোন এবং আমাদের ওপর তাঁর ফযল ও রহমত নাযেল করুন। এখন আসুন, আমরা সকলে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করি। (সংক্ষিপ্ত)[১]

তখন জলসায় রাবওয়া থেকে জামা'তের আহমদীয়ার কোন প্রতিনিধি আসা সম্ভব হয় নি। তবে হুযূর সালেহ (রাহে.)-এর পত্র এবং কাদিয়ান থেকে মোহতরম মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব কর্তৃক প্রেরিত পয়গাম স্বাধীন দেশে নতুন পরিবেশে অনেক গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের দিনাজপুর হতে চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবন হতে সিলেট বিস্তৃত সকল অঞ্চল হতে সহস্রাধিক

আহমদী যোগদান করেন। চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া লাজনা এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধিবেশনও হয়েছে।

৬ এপ্রিল জুমুআর নামাযের পর মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব আমীর বাংলাদেশ জামা'তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে কুরআন মজীদ থেকে তিলাওয়াত করেন মওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ্ এবং নযম পাঠ করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্। চেয়ারম্যান জলসা কমিটি ভিজির আলী সাহেব অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন। তিনি জলসার বৃহৎ উদ্দেশ্যাবলী বলতে গিয়ে জলসা সালানার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ঈমান উদ্দীপক উদ্ধৃতি পাঠ করেন। কাদিয়ান হতে মোহতরম মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের প্রেরিত পয়গাম মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ পাঠ করে শুনান। এই আন্তরিকতাপূর্ণ পয়গামে তিনি ধর্ম ও কর্ম-সেবা এবং মানব কল্যাণে আহমদী জামা'তের মহান নীতি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করে সকলকে যথাসাধ্য কুরবানী করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানান। জলসা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, বি এ মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, মকবুল আহমদ খান, আব্দুল জব্বার, খন্দকার সালাহ উদ্দীন, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ শামসুর রহমান, শহীদুর রহমান, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মওলানা এ. কে. মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ্, ডা. আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদ।

সবশেষে মোহতরম আমীর সাহেব তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতিতে জামা'তে আহমদীয়ার সার্বজনীন তালীম তরবিয়ত ও তবলীগি দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ১৯৬৮ সালের সালানা জলসায় বর্ণিত গভীর তত্ত্বমূলক ও মর্মস্পর্শী দোয়াসমূহ পাঠ করে শুনান, যা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। অতঃপর আবেগ ভরা ইজতেমায়ী দোয়ার সাথে এই বরকতপূর্ণ সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জলসার সময়ে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে ১২ জন ব্যক্তি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং একজন নও-মুসলিমও রয়েছেন। তিনদিন ব্যাপী অধিবেশনগুলোতে সকলেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর ওপর জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং জলসা অত্যন্ত শান্তি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪

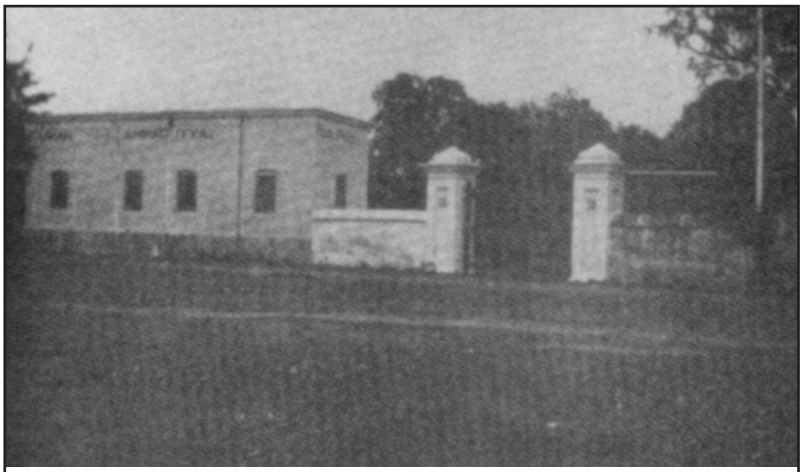
বাংলাদেশ জামা'তের ৫১তম সালানা জলসা ৬-৭ এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তখন জলসার প্রাক্কালে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ছিল নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫১তম সালানা জলসা

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫১তম সালানা জলসা ইনশাআল্লাহ্ আগামী ৬ ও ৭ এপ্রিল, ১৯৭৪ খ্রি. মোতাবেক ২৩ ও ২৪ চৈত্র, ১৩৮০ বাংলা শনিবার ও রবিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বছর মহিলাদের জন্য কোন অধিবেশন হবে না। সুতরাং আসন্ন জলসায় দারুত তবলীগে মহিলাদের থাকা বা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এ বছর যেহেতু দ্রব্যমূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেজন্য জলসার খরচও অধিকাংশে বৃদ্ধি হবে। আপনারা জানেন যে, এই জলসায় বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্ত হতে মু'মিনীন ও সত্যান্বেষীদের সমাবেশ হয়ে থাকে। এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় লোক সমাগমও বেশি হবে, সেহেতু জলসার কার্যকে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার প্রয়োজন। অতএব প্রত্যেক স্থানীয় জামা'তের ও বিশেষ ব্যক্তিগণের ওপর যে টাকা ধার্য করে পত্র দেয়া হয়েছে উক্ত চাঁদা আদায় করত কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে সত্বর পাঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহের অধিকারী হবেন। আমাদের এ জলসা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্থাপিত মরকযি জলসার ছায়াস্বরূপ। বন্ধুগণের অবগতির জন্য জলসার ফজিলত সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক কাদিয়ানের জলসার বিষয়ে ঘোষণার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। 'এটা সামান্য জলসা নয় বরং এটি ঐশী নিদর্শন মোতাবেক ইসলামের মূল বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ জলসার

ভিত্তিপ্রস্তর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে স্থাপন করেছেন।' এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্মুখে রেখে এটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার কাজে যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করা সকল ভাইয়ের কর্তব্য। (সংক্ষিপ্ত)

ওয়াসসালাম–
খাকসার
ভিজির আলী
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া[২]



আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্র,
বকশী বাজার, ঢাকার পূর্বের মসজিদের একাংশ।

উক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জলসার ব্যয় নির্বাহের জন্য আশানুরূপ চাঁদা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন জামা'ত থেকে অধিক সংখ্যক আহমদী যোগদান করেন। এছাড়া অনেক অআহমদী বন্ধুও অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী আলোচনার বিষয় ছিল– (১) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, (২) মানব দরদী হযরত মুহাম্মদ (সা.), (৩) শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.), (৪) রসূল প্রেমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), (৫) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-

এর জীবনাদর্শ, (৬) বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াত, (৭) তাহরীকে জাদীদ, (৮) শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী, (৯) তরবিয়তে আওলাদ, (১০) মালী কুরবানী, (১১) আহমদীয়াতের ভবিষ্যত এবং (১২) পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য ইত্যাদি।

বক্তৃতা করেন সর্বজনাব (১) মৌলবি মোহাম্মদ (আমীর), (২) গোলাম আহমদ খান, (৩) আলী কাশেম খান চৌধুরী, (৪) খন্দকার সালাহ উদ্দীন, (৫) ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, (৬) মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, (৭) বি এ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, (৮) এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদ, (৯) মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, (১০) মওলানা এ.কে. মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ্, (১১) মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্, (১২) অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, (১৩) মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, (১৪) মকবুল আহমদ খান এবং (১৫) ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোহতরম আমীর সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কর্তৃক বিগত বছর রাবওয়ার জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা আলোকপাত করেন এবং সমাপনী অধিবেশনে হুযূর (রাহে.)-এর শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী প্রোগ্রাম ঘোষণার মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়।

১৯৭৫

১৪-১৬ মার্চ ১৯৭৫ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৫২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) একটি বাণী প্রেরণ করেন। সেই অমূল্যবাণীটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

পয়গাম

* বয়আতের আহাদকে কায়েম রাখুন।

* সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান কুরআন করীমে নিহিত।

* কুরআনের সাথে তফসীরে ভরপুর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করুন।

প্রিয় ভ্রাতাগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এটা অবগত হয়ে আমি পরম প্রীত হলাম যে, আপনারা ওখানে এখন তিন দিনের জন্য খোদা ও তাঁর রসূলের কথা শুনাবার এবং দোয়া ও নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকার জন্য সমবেত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দিন। আপনাদের এখলাসে বরকত দিন এবং আপনাদের দোয়াসমূহকে কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত করুন।

আমাদের কর্তব্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, যিনি প্রতিশ্রুত মাহ্দী আলায়হেস সালামকে চিনার তৌফিক আমাদেরকে দান করেছেন, যাঁর মাধ্যমে বর্তমান যুগে আমরা খোদা তা'লার মা'রেফাত লাভ করেছি, আমাদের হৃদয়ে তাঁর ভালোবাসা জন্মিয়েছে এবং আমরা তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি। জগৎ এই সম্পদ হতে বঞ্চিত। এটা খোদা তা'লার এহ্সান আমাদের ওপর। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক তা নগণ্য। এই নেয়ামতের কদর করুন এবং দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এবং আমাদের বংশধরদেরকে চিরকাল এই নেয়ামতে ভূষিত রাখেন, আমীন।

রূহানী জামা'তের ওপর পরীক্ষা এবং বিপদাবলী এসেই থাকে। পরীক্ষা এবং বিপদসমূহ মু'মিনদের ঈমানকে অধিকতর পরিপক্ক এবং মজবুত করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'খোদা অমূল্য সম্পদ। তাঁকে লাভ করতে বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।' আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হবার সময় আপনি এই আহাদ (প্রতিজ্ঞা) করেছেন যে, আপনি সদা দ্বীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিবেন। এই আহাদকে সদা স্মরণ রাখুন। কখনও আহাদভঙ্গের কাজ করবেন না। খোদার ওফাদার বান্দা হয়ে থাকবেন। তাঁর সাথে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। কারণ তিনি আজ পর্যন্ত কখনও আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

যে আহাদ তোমরা বয়আতের সময় করেছ, এতে কায়েম থাক (মলফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

হুযূর আলায়হেস সালাম আরও বলেছেন: যে ব্যক্তি তাঁর বয়আত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত আহাদকে দুনিয়ার জন্য ভাঙ্গিতেছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভয়ে এরূপ কার্যে রত হয়েছে, সে যেন স্মরণ রাখে যে, মৃত্যুর সময়ে কোন হাকেম

বা বাদশাহ তাকে ছাড়াতে পারবে না। হাকেম সমূহের হাকেমের নিকট তাকে যেতে হবে, যিনি তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কেন আমার মর্যাদা রাখ নি? (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় কথা, আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন করীম কিয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান করে এবং প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শন করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী কুরআন করীমের সহীহ্ তফসীরে ভরপুর। সুতরাং খোদার মা'রেফত, তাঁর নূর এবং জ্ঞান লাভ করতে এবং উদ্ভূত সমস্যাবলী ও সংকটসমূহের সমাধান কল্পে কুরআন করীম তিলাওয়াতের সাথে, রূহানী সম্পদে পূর্ণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী গবেষণা সহকারে বার বার পড়তে থাকা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার পুস্তকাবলী কমপক্ষে তিনবার না পড়ে, তার মধ্যে এক প্রকার অহংকার পাওয়া যায়।" (সীরাতে মাহ্দী, সপ্তম খণ্ড)

হুযূর (আ.) আরো বলেছেন: "যে ব্যক্তি খোদার মামুর এবং প্রেরিত পুরুষের বাণীসমূহকে মনোযোগ দিয়ে শুনে না, তাঁদের লেখাসমূহকে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে না, তার মধ্যেও অহংকারের একাংশ রয়েছে। সুতরাং চেষ্টা কর যেন, তোমার মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র বাকী না থাকে, যাতে তুমি ধ্বংস হতে রক্ষা পাও এবং সপরিবারে নাজাত লাভ করো।" (নযুলে মসীহ, পৃ. ২৫)

আল্লাহ্ তা'লা প্রতি মুহূর্তে আপনাদের পথ প্রদর্শন করুন, আপনাদের হাফেজ ও নাসের হোন এবং আপনাদের সঙ্গী হোন, আমীন।

মির্যা নাসের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

২৭/০১/৫৪ হি. শা.

১৯৭৫ খ্রী.[৩]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর নিকট থেকে প্রাপ্ত পয়গামের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত জলসা আনন্দঘন ও সরগরম হয়ে উঠে। ১৪ মার্চ শুক্রবার এ পবিত্র পয়গাম পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব।

তিনদিন ব্যাপী এই জলসায় একটি মহিলা অধিবেশনসহ পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অধিবেশন কুরআন পাক তিলাওয়াত এবং নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। অধিবেশনগুলোতে তালীম, তরবিয়ত ও তবলীগ সংক্রান্ত মোট ২৫টি বক্তৃতা হয়। এতদ্ব্যতীত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ মরিশাস হতে আগত তথাকার খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব আবদুল হামিদ আবদুর রহমান সাহেব 'মরিশাসে আহমদীয়াত' সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন।

এছাড়া এদেশের যে সকল বুযূর্গগণ বক্তব্য রাখেন তারা হলেন– সর্বজনাব গোলাম আহমদ খান, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মকবুল আহমদ খান, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, খন্দকার সালাহ উদ্দীন, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, এস এ নিজামী, বদিউজ্জামান ভূঁইয়া, আলী কাশেম খান চৌধুরী, বি এ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রফেসর মোসলেহ উদ্দীন খাদেম, প্রফেসর আমীর হোসেন, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মওলানা এ.কে. মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। তাদের প্রতিটি বক্তৃতাই সারগর্ভ এবং সময়োচিত হয়। উপস্থিত আহমদী ও গয়ের আহমদী শ্রোতামন্ডলী তা একাগ্রতার সাথে শ্রবণ করেন। বক্তৃতার শেষে প্রয়োজনীয় নসিহত ও নির্দেশনায় সমাপ্তি ঘোষণা করেন মোহতরম আমীর সাহেব।

জলসায় উপস্থিতি তিন সহস্র অতিক্রম করে। আহমদী ছাড়া অনেক অআহমদী উপস্থিত ছিলেন। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে জলসায় একটি তথ্য বহুল আকর্ষণীয় তবলীগি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া জলসা উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফি'র বঙ্গানুবাদের এক হিস্যা (প্রথম কিস্তি) প্রকাশিত হয় এবং বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক ইসলামী ইবাদত শীর্ষক একটি দ্বীনিয়াত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তেমনিভাবে সুন্দরবন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং তথাকার জামা'তের উদ্যোগে একটি তবলীগি ও তরবিয়তী সচিত্র বার্ষিকীও প্রকাশিত হয়েছে।

২৬ জন পুরুষ ও মহিলা বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। জলসায় ভারত হতে সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এবং আরও দুইজন বুযূর্গ মিশনারীর আগমনের কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাঁদের আগমন সম্ভব হয়নি। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জলসার খবর প্রতিদিন প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৬

১৯৭৬ সালের ৫-৭ মার্চ ৫৩তম সালানা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। সেই বাণীটি নিম্নরূপ:

RABWAH 3-76

To
Moulvi Mohammad,
Anjuman Ahmadiyya Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dacca, Bangladesh

God Bless Your Fiftythird Gathering. Remain united. Be steadfast, faithfull to God and Mohammad, peace be upon him.

Let your sacrifices match present requirement of Islam. God be with you for ever and everywhere.

KHALIFATUL MASIH

বঙ্গানুবাদ

রাবওয়া ৩-৭৬

প্রতি

মৌলবি মোহাম্মদ,

আঞ্জুমানে আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা বাংলাদেশ

আল্লাহ্ আপনাদের ৫৩তম সম্মেলনকে বরকতমণ্ডিত করুন। আপনারা একতা

বদ্ধ থাকুন এবং আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বস্ততায় অবিচল থাকুন। আপনাদের কুরবানীসমূহের মান ইসলামের বর্তমান চাহিদা মোতাবেক হোক। সদা এবং সর্বত্র আল্লাহ্ আপনাদের সঙ্গে থাকুন।

খলীফাতুল মসীহ্[৪]

তখন জলসা উপলক্ষ্যে বিদেশের বিভিন্ন জামা'তের আমীর সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ফলে অনেকগুলি জামা'তের পক্ষ থেকে উত্তর পাওয়া যায়। নিম্নে এর দু'টি উদ্ধৃত করা হল:

1| Telegram

To

Amir, Ahmadiyya Jamaat, Bangladesh

4 Bakshi Bazar Road, Dacca

5 Lac Ahmadi Muslim Brother In Ghana Great You With Salam Wishing Your Conference Great Success.

AMIR, ABDUL WAHAD

বঙ্গানুবাদ

টেলিগ্রাম

প্রতি

আমীর, আহমদীয়া জামা'ত, বাংলাদেশ

৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

ঘানার ৫ পাঁচ লক্ষ আহমদী মুসলিম ভ্রাতাগণ আপনাদেরকে সালাম জানিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্বক আপনাদের জলসার বিরাট সাফল্য কামনা করছে।

আমীর, আবদুল ওয়াহেদ

2| Letter

THE LONDON MOSQUE
16, Gressen Hall Road, London S. W. 185QL,
Tel 01-874 6298

7th February 1976

To

My dear brother in Islam, Mr. Vizir Ali,

Assalamu Alaikum.

Though it may not physically be possible for any of us here to be present at your 53rd Annual Jalsa to be held at Dacca from 5th to 7th March, 1976 but our hearts are with you and we all pray for the success of Jalsa. May God Almighty be with you all and make this jalsa a source of further spread Islam-Ahmadiyyat in that part of the world Amen. It may be circulated among the Jamaat.

Kindly convey Assalamu Alaikum of the U.K. Jamaat to all the members of the community who may be present at the Jalsa.

With regards.

Yours sincerely

Sd/-M.D. Shams

To

Mr. Vizir Ali,
Chairman, Jalsa Committee,
Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya
4, Bakshi Bazar Road, Dacca

বঙ্গানুবাদ

দি লন্ডন মস্ক
১৬, গ্রেসেন হল রোড,
লন্ডন এস ডব্লিউ ১৮৫ কিউ-এল
টেলি: ০১-৮৭৪-৬২৯৮

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

প্রতি

আমার প্রিয় মুসলিম ভ্রাতা জনাব ভিজির আলী

আসসালামু আলাইকুম,

১৯৭৬ সালের ৫ হতে ৭ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আপনাদের ৫৩তম সালানা জলসায় স্ব-শরীরে যোগদান করা যদিও আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তথাপি আমাদের অন্তঃকরণ আপনাদের সাথে রয়েছে এবং আমরা সকলে জলসার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সাথী হোন এবং দুনিয়ার সেই এলাকায় এই জলসাকে তিনি ইসলামের অধিকতর বিস্তারের উপলক্ষ্য করুন। আমীন।

আপনাদের জামা'তে এই পত্রখানা প্রচার করতে অনুরোধ রইল। মেহেরবাণী পূর্বক জলসায় উপস্থিত জামা'তের সকল সভ্যগণকে যুক্তরাজ্য জামা'তের আসসালামু আলাইকুম জ্ঞাপন করবেন।

বিনীত

আপনাদের বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর- এম-ডি শামস

প্রতি

জনাব ভিজির আলী,
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি, বা. আ. আ.
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।[৫]

কর্মসূচি অনুসারে ৫ মার্চ ১৯৭৬ তারিখ উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় চার হাজার পুরুষ ও মহিলা এই আধ্যাত্মিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

একটি মহিলা অধিবেশনসহ মোট পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন শুরু হয় শুক্রবার বাদ নামায জুমুআ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামা'তে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত ও নযমে অংশগ্রহণ করেন, মওলানা ফারুক আহমদ, সদর মুরুব্বী এবং জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ। প্রারম্ভিক অধিবেশনে সাইয়েদেনা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-এর গুরুত্বপূর্ণ, দোয়া ও রূহানী আশীর্বাদমন্ডিত পয়গাম পাঠ করার পর একটি জ্ঞানগর্ভ পথ নির্দেশক ভাষণ দান করেন মোহতরম আমীর সাহেব। তিনি বলেন–

সব প্রশংসা এবং গৌরব বিশ্বের রব আল্লাহ্ তা'লার জন্য এবং অশেষ দরূদ ও সালাম খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর। এক বছর পর আমরা আবার একত্রিত হয়েছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং তাঁর ফজল ও রহমত ও নুসরত ভিক্ষা করছি যেন তিনি আমাদের জলসাকে সব দিক দিয়ে বরকতমণ্ডিত করেন, আশিসমণ্ডিত করেন।

আমাদের এই জলসার সমাবেশের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লার স্মরণকে মিলিতভাবে তাজা করা, তাঁর নিত্য নতুন সাহায্য ও প্রেমের নিদর্শনাবলীকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আমাদের জলসার উদ্দেশ্য আমরা কিভাবে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম অনুগামী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার উত্তম বান্দা হতে পারব এবং মানব জাতির উত্তম ভ্রাতা ও উত্তম খাদেম হতে পারব। তাঁর ওপর বক্তৃতাবলীর মাধ্যমে নতুন করে আলোকপাত করা। জলসার ক'দিন আমাদের এবাদত বন্দেগী, যিকর, আযকার, দোয়া ও দরূদ এবং সমাগত সকলের প্রতি সকলের মধ্যে প্রীতি এবং নির্মল ভ্রাতৃ-প্রেমের অনুশীলনের আলোক আমাদের হৃদয়গুলোকে, আমাদের চলাফেরাকে এবং আমাদের এ জলসাকে সমুজ্জ্বল করা প্রয়োজন। আমরা জলসায় বাহ্যিক আমোদ প্রমোদ ও জাগতিক খানা-পিনার উদ্দেশ্যে আসিনি। আমরা আসি রূহানী খাদ্য ও রূহানী সম্পদ আহরণের জন্য এবং দূর দূরে অবস্থিত বিভিন্ন

ভ্রাতাগণের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে। আমাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করতে ও আমলকে সুন্দরতর করতে আমরা একত্রিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে এবং তাঁর বান্দাগণের সাথে সম্বন্ধকে নিকটতর করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমাদের এই জলসা। এই সকল উদ্দেশ্যাবলীকে সম্মুখে রেখে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ খ্রী. জামা'তের কেন্দ্র কাদিয়ানে সালানা জলসা অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বছরে বছরে এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশের অত্র কেন্দ্রের ৫৩তম এই জলসা মূল জলসার প্রতিবিম্বস্বরূপ। (সংক্ষিপ্ত)[৬]

উদ্বোধনী ভাষণের পর জলসা উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, ঘানা, নাইজেরীয়া, ভারত, পাকিস্তান, কাশ্মীর এবং রেঙ্গুন (বার্মা) প্রভৃতি জামা'ত হতে প্রাপ্ত পয়গামসমূহ পাঠ করে শোনান জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী। প্রত্যেকটি পয়গামে সালানা জলসার সার্বিক সাফল্য কামনা করে সমস্ত জামা'তের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন, সালাম ও গভীর ভ্রাতৃবোধ এবং দোয়ার আবেদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধিবেশনের প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল কুরআন করীমের মাহাত্ম্য। বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব ওবায়েদুর রহমান ভূঁইয়া সেক্রেটারি তালিমুল কুরআন বাংলাদেশ জামা'ত। এ অধিবেশনে আরও চারটি বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বিষয়গুলি হল:

(১) হযরত রসূল করীম (সা.) জীবন্ত কুরআন, (২) ওফাতে ঈসা আলাইহেস সালাম, (৩) দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ এবং (৪) ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি। বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে: (১) জনাব এস. এ. নিজামী, (২) মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্, (৩) মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং (৪) মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

সম্মেলনে মহিলা অধিবেশন শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত হয়। বহু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত দান করেন মোহতরম আমীর সাহেব। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবা।

জলসার দ্বিতীয় দিনের বিকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব আমীর বাংলাদেশ জামা'ত। পবিত্র কুরআন করীম তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব শামসুল আলম ও জনাব নূরে এলাহী। যেসকল বিষয়ের ওপর বক্তৃতা হয় সেগুলি হল:

(১) মোহাম্মদী নবুওয়াতের ফয়েজ, (২) খিলাফত একটি ঐশী নেয়ামত, (৩) মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন, (৪) আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী প্রোগ্রাম এবং (৫) ঈমান ও আমল। বক্তা ছিলেন– যথাক্রমে সর্বজনাব (১) খন্দকার সালাহউদ্দীন, (২) আলী কাশেম খান চৌধুরী, (৩) এ.কে. রেজাউল করীম, (৪) আব্দুস সাত্তার এবং (৫) বি. এ. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার।

জলসার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মকবুল আহমদ খান, কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং জনাব শামসুল ইসলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল:

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম, হক্কুল্লাহ্ ও হুক্কুল এবাদ, নামাযের তাৎপর্য, যিকরে হাবীব (আ.) এবং মালী কুরবানী।

বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা ফারুক আহমদ, ডা. আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, মওলানা এ. কে. মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ্, জনাব গোলাম আহমদ খান এবং মকবুল আহমদ খান।

এ আধ্যাত্মিক জলসার শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম বাংলাদেশ জামা'তের আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্ এবং নযম জনাব বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার। প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিল:

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, কামালাতে ইসলাম, নেযামে ওসীয়্যত, ইয়াকীনে কামেল ও নাজাত এবং তৌহিদ ও রেসালত। বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব শামসুর রহমান এল. এল. বি. (লন্ডন) বার এট ল, অধ্যাপক মোসলেহ্ উদ্দিন খাদেম, অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, এবং মোহতরম আমীর সাহেব। জলসায় একটি বিশেষ আকর্ষণীয় দিক ছিল প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত অনেক মূল্যবান গ্রন্থ দেখানো হয়। তন্মধ্যে, কয়েকটি বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত কুরআন করীমের তরজমা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সূরা আল ফাতেহার বাংলা

তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হয়। তফসীর প্রণয়ন করেন মোহতরম আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব।

১৯৭৭

বাংলাদেশ জামা'তের ৫৪তম সালানা জলসা ৪-৬ মার্চ ১৯৭৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এটা নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

পয়গাম

সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

আমি অবগত হলাম আপনারা শীঘ্র আপনাদের সালানা জলসা করতে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের সমাবেশের রূপ ও বৈশিষ্ট্য অন্যান্য গণসমাবেশ হতে স্বতন্ত্র। সেই জন্য "আসলাম বসলাম, গল্প করলাম এবং চলে গেলাম"-এর মধ্যে দায়িত্ব শেষ হওয়া উচিৎ নহে। বরং দোয়া ও প্রচেষ্টা এটাই হওয়া উচিৎ, যে মহান উদ্দেশ্যাবলীর জন্য এই জলসার আয়োজন, এটা যেন পূর্ণ হয়। এই উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে বালক, যুবক এবং বয়স্কগণের তালীম ও তরবিয়ত এবং আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ঘোষণা হল প্রধান। সুতরাং জামা'তী সমাবেশের প্রচেষ্টা এটাই হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব জামা'তের ছোট বড় সকলে এতে যোগদান করবেন এবং সর্বক্ষণ হাজির থেকে এর হতে পূর্ণ কল্যাণ লাভ করবেন।

আমরা এক বড়ই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে পাড় হচ্ছি। চতুর্দশ শতাব্দী হিজরী এখন শেষ হতে চলছে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই শতাব্দীতেই ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হবার কথা। কতক লোক মাহদী ও মসীহের আগমনে নিরাশ হয়ে বলতে শুরু করছে যে, এতদসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সব জাল এবং কোন সংস্কারক আসার প্রয়োজন নেই। এরা নিরুপায়। কারণ আগমনকারী তাদের ধারনা অনুযায়ী আসেন নাই। কিন্তু আপনারা সেই সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বর্তমান যুগের ইমামকে চিনবার ও মানবার সৌভাগ্য দান করেছেন। আপনারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, এই সেই যুগ, যখন ইসলাম সকল ধর্মের ওপর প্রধান্য লাভ করবে। ইমাম মাহ্দীর (আ.)-এর জন্য যে সকল যমীন ও আসমানী

লক্ষণাবলী প্রকাশিত হবার কথা ছিল, সে সকলই পূর্ণ হয়েছে এবং আগমনকারী এসে গিয়েছেন।

'শুন আকাশের ধ্বনী, এসেছে মসীহ্, এসেছে!
শুন জমিনের ধ্বনী, কর্মবীর ইমাম এসেছে!!'

–আওয়াজ আপনাদের কর্ণে এসে পৌঁছতেছে। আপনারা স্বচক্ষে এটা প্রত্যক্ষ করছেন যে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কিভাবে এই খোদায়ী আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে সৎ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আপন প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমান যুগের গুরুত্ব এই কথা হতেই উপলব্ধি করা যায় যে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন যে, সেই ইমাম যখন আবির্ভূত হবেন, তখন প্রয়োজন হলে বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে গিয়েও তাঁর পতাকাতলে সমবেত হইও এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাইও। এই হেদায়েত এবং আদেশের মাধ্যমে হুযূর (সা.) এই সবক দিয়েছেন যে, এক নেতৃত্বাধীনে জমা হওয়া এবং জমা থাকার মধ্যে সাফল্য নির্দিষ্ট আছে। জামা'তে আহমদীয়ার ব্যক্তিবর্গকে এই সবক শুধু সদা নিজেদের স্মরণে অংকিত রাখলে চলবে না, বরং নিজেদের সন্তানসন্ততি ও বংশধরগণকে এই তাকিদ করে যেতে হবে যে–

'যে ব্যক্তি যুগ ইমামের সাথে মতভেদ করে, সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

দ্বিতীয় সবক উক্ত আদেশে এই দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানে ইসলামের প্রাধান্যের জন্য বড় কুরবানী পেশ করার প্রয়োজন হবে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যদি বরফের পাহাড়ের ওপরে হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হয়, তাহলেও এইরূপ কুরবানী হতে পশ্চাদপদ হবে না। এটি সুস্পষ্ট যে, উদ্দেশ্য যত বড় হবে, এর জন্য প্রচেষ্টা ও কুরবানীও তত বড় আকারে করতে হবে। ঐশী তকদীর আকাশমালায় এবং জমিনে পরিবর্তন সাধন করতেছে এবং সত্যের অনুকূলে সাহায্যের বাতাস বইতে শুরু করেছে। সেই দিন দূরে নয়, যখন প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের অধিবাসীগণ এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপাসক হয়ে যাবে এবং তাঁর পবিত্র কালাম এবং পবিত্র রসূলে করীম (সা.)-এর যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করবে এবং সারা বিশ্বে সেদিন একই খোদা হবে এবং একই রসূল হবে। সকল উম্মত নিজেদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে বিলীন করে এক উম্মতে মিশে যাবে এবং উৎপীড়িত মানবমণ্ডলী পুনরায় প্রেম, সৌহার্দ, শান্তি ও শান্তিপ্রিয়তার দৃশ্য অবলোকন করবে। ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত পরিবর্তন সাধনের জন্য ঐশী তদবীর কর্মতৎপর হয়ে ওঠেছে। এখন

আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, এর দিকে আমাদেরকে পূর্ণ মনোসংযোগ করতে হবে। আকাশ যে ধ্বনিকে উচ্চ করতে চাহে, আমাদের রসনা যেন এর প্রকাশে মূক না হয়ে থাকে। বরং সত্যের প্রচারের কাজ যেন পূর্ণভাবে চালু থাকে। দ্বিতীয় কথা এই যে, শুধু আমাদের রসনাই ইসলামের সহি এবং সুন্দর শিক্ষার দাওয়াত দিতে থাকবে, তাই নয়, বরং আমাদের আমল এবং আমাদের কীর্তি দর্পনে এর সৌন্দর্য প্রতিফলিত হতে হবে। আজ দুনিয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন নেক নমুনা। আমাদের জামা'তের জন্য ফরয যে তারা এই নেক নমুনা পেশ করবে। যদি আমাদের ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই বিষয়টির গুরুত্বকে স্মরণে জাগরুক রাখে এবং এর ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলে, তা হলে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাজে দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হবে।

আমি দোয়া করতেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এবং আমাদের বংশধরদেরকে স্ব স্ব দায়িত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার এবং যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দিন এবং আমাদের সম্মেলনসমূহকে সকল দিক দিয়ে বরকতপূর্ণ এবং ফলপ্রসু করুন। আমীন।

মির্যা নাসের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস[৭]

বাংলাদেশ জামা'তের আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব ৪ মার্চ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তিনি ভাষণে বলেন–

আল্লাহ্ তা'লার পরম অনুগ্রহে দীর্ঘ ৬ বছর পর গত ডিসেম্বর মাসে রাবওয়া মোকামে আমাদের বিশ্ব সালানা জলসায় যোগদান করার সৌভাগ্য এ অধমের হয়। তদুপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)-এর সাথে এই আজেযের সাক্ষাতের সময় হুযূর আকদাস এই আজেকে দু'টি আদেশ দেন।

(১) ঢাকায় মসজিদ নির্মাণ করা এবং (২) জামা'তকে সালাম জানিয়ে দোয়া করতে বলা, যেন হুযূর আকদাস (আই.) বাংলাদেশ জামা'ত পরিদর্শনে আসতে পারেন।

আমি এই দু'টি আদেশ আপনাদেরকে জানিয়ে আমার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করলাম। কিন্তু এই দু'টি কথা আপনাদেরকে শুনিয়ে বা আপনারা এই দু'টি কথা শুনে আমার বা আপনাদের কর্তব্য শেষ হল না। বস্তুতঃ উক্ত দুটি

আদেশের ফলে দোয়া ব্যতিরেকে আমাদের ওপর দুটি গুরু কার্যভার ন্যস্ত হয়েছে। একটি হল মসজিদ নির্মাণ এবং অপরটি হল হুযূর (আই.)-এর এস্তেকবালের জন্য প্রস্তুতি। দুটিই বড় মোবারক কাজ। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমাদের সকলের বিশেষ দোয়া, কুরবানী ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে।

মসজিদ নির্মাণের কাজ ও হযরত আকদাস (আই.)-এর এস্তেকবাল যেহেতু একটি অপরটির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাই উভয় কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি করা হল:

তাঁরা হলেন:

১। ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী– চেয়ারম্যান
২। জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান– সেক্রেটারি
৩। জনাব ভিজির আলী– সদস্য
৪। জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী– সদস্য
৫। জনাব শহীদুর রহমান– সদস্য
৬। জনাব মকবুল আহমদ খান– সদস্য
৭। জনাব বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, চট্টগ্রাম– সদস্য
৮। জনাব আব্দুস সাত্তার, ঢাকা– সদস্য
৯। জনাব তবারক আলী– সদস্য
১০। জনাব শামসুর রহমান, বারএট ল– সদস্য
১১। জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী– সদস্য
১২। জনাব নূরুদ্দীন আহমদ খান, ঢাকা– সদস্য

সকল ভ্রাতা ভগ্নির নিকট আবেদন, হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)-এর পয়গামের আলোতে ও অনুসরণে আপনারা আপনাদের ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পূর্ণভাবে দ্রুত পালনে ও পূরণে সচেষ্ট হবেন এবং সদা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়ায় রত থাকবেন, যাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব সুষ্টভাবে ও যথাসময়ে যথাযোগ্যভাবে পালনে সক্ষম হই। আমীন। (সংক্ষিপ্ত)[৮]

কর্মসূচি অনুযায়ী ৪ মার্চ বিকালে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদ। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আহমদ

সাদেক মাহমুদ। নযম পাঠ করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ। অতঃপর হুযূর সালেস (রাহে.)-এর প্রেরিত বাণী পাঠ করে শুনান আমীর সাহেব। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ভিজির আলী সাহেব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ভাষণ দান করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা এ. কে. মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ, মকবুল আহমদ খান এবং জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর গুরুত্ব ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব, আহমদীয়া জামা'তের আকায়েদ, সীরাতে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.) এবং জামা'তে আহমদীয়া ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার।

৫ মার্চ দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফারুক আহমদ এবং নযম জনাব নুর-এ এলাহী। বক্তৃতা করেন মওলানা ফারুক আহমদ, আলী কাশেম খান চৌধুরী, অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দীন খাদেম, বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার এবং বাংলাদেশ জামা'তের আমীর সাহেব। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামা'তের আমীর জনাব মকবুল আহমদ খান। বিষয়বস্তু ছিল– দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ ও মা'জুজ-এর পরিচয় ও পরিণাম, কুরবানীর গুরুত্ব, বারাকাতে খিলাফত, ঈমান ও আমল এবং তাহরিকাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)।

৬ মার্চ তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, জনাব গোলাম আহমদ খান, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া এবং মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্। বিষয়বস্তু ছিল– কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য, কেয়ামে নামায ও কবুলিয়তে দোয়া, সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক এবং ওফাতে হযরত ঈসা (আ.)।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন জনাব খন্দকার সালাহ উদ্দীন, বিষয়– খেদমতে দ্বীন, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী বিষয়– হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান বিষয়– আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

এ জলসায় বিদেশ থেকে ক'জন শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। তাঁরা হলেন (১) কাশ্মীর হতে জনাব আব্দুল হামিদ টাক, (২) সুইজারল্যান্ড হতে জনাব মোস্তাক আহমদ বাজওয়া, (৩) সিঙ্গাপুর হতে জনাব মোহাম্মদ আমীন, ৪। সিয়েরালিওন হতে জনাব নাসিম সাঈদ এবং ৫। ঘানা হতে জনাব আব্দুল ওহাব। তাঁদের বাণী জলসায় পাঠ করে শুনানো হয়।

১৯৭৮

৩-৫ মার্চ ১৯৭৮ তারিখ ৫৫তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বাংলাদেশে শুভাগমনের আশা ছিল। সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐশী নেতা হযরত আমীরুল মুমিনীনের আসার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রয়োজন তা সৃষ্টি হয়নি। ফলে তাঁর শুভাগমন সম্ভব হয় নি।

বাঙালি আহমদীরা তাঁর সাক্ষাৎ ও দোয়া লাভের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়। তবে হুযূর (রাহে.) দয়াপরবশ হয়ে জলসা উপলক্ষ্যে বাণী প্রেরণ করেন। তা নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

পয়গাম

বাংলাদেশবাসী ভাইসকল!

আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমাকে জানানো হয়েছে যে, এ বছর আপনাদের সালানা সমাবেশ ৩, ৪ ও ৫ মার্চ ১৯৭৮ অনুষ্ঠিত হবে। জামা'তের এই প্রকারের সমাবেশ পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি এবং জামা'তের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করার উপলক্ষ্য হয়ে থাকে। আমি আশা করি নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে এই উপলক্ষ্য হতে পুরাপুরি ফায়দা হাসিল করবেন এবং এক দৃঢ় সংকল্পে, নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহ নিজেদের কাজকে জারী রাখবেন এবং নিজেদের জিম্মাদারীকে পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে আঞ্জাম দানে সচেষ্ট থাকবেন।

এতদুপলক্ষ্যে আমি আপনাদের দৃষ্টি দুই/তিনটি বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করতে চাই :

প্রথম কথা–

চতুর্দশ শতাব্দী হিজরী শেষ হতে চলছে। সুতরাং স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নতুন শতাব্দীর শিরোভাগে কি নতুন মোজাদ্দিদ আবির্ভূত হবেন। এ সম্পর্কে এটা স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, যদিও আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীম শরীয়তকে কামেল করে দিয়েছেন এবং দুনিয়ার শেষ এবং পূর্ণ শরীয়ত হিসেবে এর জামানা কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির সকল প্রকার সম্ভাব্য সমস্যার সমাধানের জন্য যে হেদায়েতের প্রয়োজন, সে সকলই এর মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু জামানার আবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সমাধান যদি সময়ের পূর্বে বলে দেওয়া হয়, তা হলে বুঝা কঠিন হয়ে পড়ে, সে জন্য কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞান এবং যুগ-সমস্যাবলীর সমাধান খোদা তা'লার এরূপ পবিত্র বান্দাগণের ওপর প্রকাশিত হতে থাকে, যাঁরা আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুগমনে বিলীন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য উচ্চ মোকাম লাভ করে থাকেন।

বর্তমানে আমরা যে জামানার মধ্য দিয়ে পার হচ্ছি, তা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ ও মাহদী মাওউদ (আ.)-এর জামানা এবং এটা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ যুগ এবং এর মধ্যে ইসলামের প্রাধান্য নির্ধারিত আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমি কেবল চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ নই, বরং আমি শেষ হাজার বছরের মোজাদ্দেদ। অর্থাৎ আগামী এক হাজার বছরব্যাপী আমার জামানা চলবে।" তিনি আরও বলেছেন, "আমার মৃত্যুর পর কুদরতে সানিয়া অর্থাৎ নবুওয়তের তরীকায় খিলাফতের সিলসিলা জারী হবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামা'তে খিলাফতের প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছে এবং এই খিলাফত মোজাদ্দেদসুলভ জরুরী উপাদান ও উপকরণসহ ইনশাল্লাহুল আজিজ বিরতিহীন ধারায় কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। সেই জন্য এরূপ মোজাদ্দেদের প্রয়োজন নাই, যিনি খিলাফতের ঊর্ধ্বে হবেন। এখন প্রত্যেক জামানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের দ্বারা ধর্মের সংস্কার এবং ইসলাম প্রচারের কাজ চলে যেতে থাকবে। সুতরাং যে কেউ চিন্তা করছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দী খিলাফতে আহমদীয়া হতে পৃথক এবং এর ঊর্ধ্বে কোন মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হবেন, সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে এবং সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মোকাম এবং পয়গামকে উপলব্ধি করে নি।

দ্বিতীয় কথা–

যা এখন আমি আপনাদের স্মৃতিফলকে অংকিত করে দিতে চাই, এটা এই যে, কুরআন করীম এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সকল বাতিল ধর্মের ওপর ইসলামের প্রাধান্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট আছে। আকাশে এটা স্থিরীকৃত হয়ে আছে যে, তাঁর মাধ্যমে মানবমণ্ডলীকে এক উম্মত বানিয়ে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিভূত করে দেওয়া হবে। ইসলামের এই বিশ্বজোড়া প্রাধান্য এবং সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বীর এক উম্মত হয়ে যাবার জন্য এমন এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজন আছে। যিনি এই রূহানী নেযামকে সামগ্রিকভাবে পরিচালিত করে যান এবং সারা দুনিয়ার জন্য সততা ও হেদায়াতের উপকরণ পরিবেশন করেন। একমাত্র খলীফাই এইরূপ ব্যক্তি হতে পারেন। এতে সন্দেহ নাই যে মহানবী (সা.)-এর পর খিলাফতে-রাশেদা কায়েম হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা বেশি দিন কায়েম থাকতে পারে নি। এখন আল্লাহ্ তা'লা চৌদ্দ শত সাল পরে স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর মহান আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে খিলাফতের সিলসিলা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্ তা'লার এক বড় নেয়ামত। এর যথাযোগ্য মর্যাদা করা কর্তব্য। প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও স্ত্রীর কর্তব্য, আল্লাহ্র এই রজ্জুকে নিজেরাও মজবুতির সঙ্গে ধরে থাকবে এবং স্ব স্ব ভবিষ্যৎ বংশধরগণকেও এর তাকিদ ও ওসীয়্যত করে যেতে থাকবে।

তৃতীয় কথা–

এই যে, বর্তমান যুগের জটিল সমস্যা সমূহের সমাধান, যেরূপ আমি পূর্বে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তা পূর্বে জ্ঞাত করেছেন এবং কুরআন করীমের নতুন তত্ত্বাবলী ও মর্ম তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত করেছেন। এই সমস্ত নতুন জ্ঞান এবং প্রকাশিত তথ্যসমূহ, যা প্রচ্ছন্ন কেতাবের ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচিত পুস্তকসমূহ এবং অমৃতবাণীর মধ্যে স্থানে স্থানে কোথাও বিস্তারিতভাবে এবং কোথাও বীজ আকারে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন করীমের জ্ঞানাবলী বুঝবার এবং এটা হতে সঠিক আলোক লাভ করার জন্য এটা প্রয়োজনীয় যে–

প্রথম দফায়– সদা কুরআন করীমের তর্জমাসহ তিলাওয়াত করতে হবে এবং এর জন্য তফসীরে সগীর হতে ফায়দা উঠাতে হবে।

দ্বিতীয় দফায়– হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী বার বার এবং গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক পরিবারের মেম্বারগণ প্রত্যেক তিন মাসের মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অন্ততঃ একটি পুস্তক খরিদ করবে এবং পড়ে শেষ করবে। এইভাবে প্রত্যেক ঘরে যেন এই সকল পুস্তকের সম্পদ গড়ে ওঠে এবং এগুলি সদা অধ্যয়নের মধ্যে থাকে।

তৃতীয় দফায়– প্রত্যেক আহমদী পরিবারে এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করা উচিৎ যে, পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির যেন উর্দু পড়ালেখা জানা থাকে। এই প্রোগ্রামের ওপর পুরা আমল হতে থাকা চাই।

হে প্রিয় ভাই ও ভগ্নিগণ!

ইসলামের বিজয়ের দিন অতি সন্নিকট। এর জন্য যে কুরবানী এবং আত্মত্যাগের প্রয়োজন, এর যেন কোন ত্রুটি না হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বড় সঠিক কথা বলেছেন যে, নৈকট্য লাভের ময়দান আপনাদের জন্য খালি পড়ে আছে। প্রত্যেক জাতি দুনিয়ার সাথে প্রেম করেছে এবং খোদা যাতে সন্তুষ্ট, সেদিকে দুনিয়ার নজর নাই। তোমরা এতায়াত এবং বিশ্বস্ততার এমন নমুনা প্রদর্শন কর, যেন আকাশে ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রশংসা করে। তোমরা সিলসিলার মরকযের সাথে এরূপ এখলাস এবং আত্মবিলীনতার সম্বন্ধ রাখ যেন, শয়তান তোমাদের মধ্যে কোন ভাঙন ধরাতে না পারে। স্মরণ রেখ যে, এতায়াতের মৌখিক স্বীকৃতির কোন মূল্য নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমল এর তসদীক করে। যদি তোমরা সম্পূর্ণভাবে খোদার দিকে ঝুঁক এবং আপন আপন উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থিবতার সংমিশ্রণ না রাখ, তাহলে তোমরা খোদার এক মনোনীত জাতি হয়ে যাবে এবং খোদা তোমাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তোমাদের জন্য বড় বড় আশ্চর্যজনক কার্য দেখাবেন। খোদা করুন যেন তোমরা বর্ণিত কথাগুলি বুঝ এবং খোলা মনে এবং বিশ্বস্ততার সাথে এর ওপর আমল করো। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হোন। তোমাদের জান ও মালে বরকত দিন এবং তোমরা সদা তাঁর নিরাপত্তা লাভে ধন্য হও। আমীন।

মির্যা নাসের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস
১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮



৫৫তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর
মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এবং মঞ্চে ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরীসহ অন্যান্যরা।

কর্মসূচি অনুযায়ী ৩ মার্চ জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর সাহেব। তিনি হুযূর (রাহে) এর প্রেরিত পয়গাম পাঠ করে শুনান। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত পাঁচটি অধিবেশনে জামা'তের বিভিন্ন বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় অধিবেশন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জন্য হয়। এছাড়া খোদ্দাম ও আনসারের অধিবেশন হয়। জলসায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। তিনজন ভ্রাতাভগ্নি বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

১৯৭৯

বাংলাদেশ জামা'তের ৫৬তম সালানা জলসা ৯-১১ মার্চ ১৯৭৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত রাবওয়া থেকে চারজন প্রতিনিধির শুভাগমন হয়। সেই বুযূর্গ আলেমগণ হলেন– (১) মওলানা আব্দুল মালেক খান নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, (২) জনাব চৌধুরী জহুর আহমদ নাযের দেওয়ান, (৩) এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক আমীর পশ্চিম পাঞ্জাব এবং (৪) এডভোকেট মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট। তাদের শুভাগমনে জলসা আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। কর্মসূচি ঢেলে সাজানো হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের আহমদীরা প্রাণের টানে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ছুটে আসেন। ফলে উপস্থিতির সংখ্যা অন্যান্য বছর থেকে অধিক হয়। জলসা আলোকোজ্জ্বল ঝলমলে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাদের নসিহতমূলক ভাষণে বাঙালি আহমদীদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মন পুলকিত হয়। সকলের মাঝে নব উদ্দ্যম ও প্রেরণা জেগে ওঠে।

৯ মার্চ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে মওলানা ফারুক আহমদ ও জনাব মাজহারুল হক। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী অভ্যর্থনা জানান। বক্তৃতামালায় মির্যা আব্দুল হক সাহেব আল্লাহ্ তা'লার সীফতে রবুবিয়ত, জনাব মকবুল আহমদ খান সীরাতে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.), জনাব গোলাম আহমদ খান সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং মওলানা আব্দুল মালেক খান বিশ্বের বর্তমান অবস্থা ও আহমদীয়া জামা'ত বিষয়ে ভাষণ দান করেন।

১০ মার্চ দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আনোয়ার আলী, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান এবং মওলানা আব্দুল মালেক খান। বক্তৃতার বিষয়াবলী ছিল যথাক্রমে কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও শান্তি, ওফাতে ঈসা (আ.) ও ইসলামের পুনর্জীবন, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী ও ইসলামের পুণর্জাগরণ এবং খতমে নবুওয়তের চিরস্থায়ী আশিস।

তৃতীয় অধিবেশন ১১ মার্চ ইবাদত ও একামতে সালাত– মওলানা ফারুক আহমদ, কুরবানীর গুরুত্ব– জনাব ভিজির আলী, খিলাফতে ইসলামী– জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী, এতায়াত ও এর প্রয়োজনীয়তা– মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, তরবিয়তে আওলাদ ও জাতীর ভবিষ্যৎ– জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া এবং ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা– জনাব চৌধুরী জহুর আহমদ বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মওলানা আব্দুল মালেক খান ভাষণ দান করেন। তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে মুসলমানের

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামে মতবিরোধের সূচনা ও এর কারণসমূহ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও নিদর্শনাবলী এবং সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)। সবশেষে সভাপতি মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৯৮০

৫৭তম সালানা জলসা ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। সেই অমরবাণীটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

পয়গাম

প্রাণাধিক প্রিয় ভাই ও ভগ্নিগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি শুনে খুব আনন্দিত হলাম যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা, ১৫, ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে অশেষ বরকতমণ্ডিত করুন এবং এতে যোগদানকারীদেরকে তৌফিক দান করুন যেন তাঁরা এর বরকত ও কল্যাণ দ্বারা ভূষিত হন।

এই সুযোগে আমি আপনাদের দৃষ্টি এমন দুটি বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করতে চাই যেগুলি হতে সাবধান থাকার জন্য শেষ যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচনা, অমৃতবাণী এবং কবিতাসমূহের মধ্যে পুনঃপুনঃ উপদেশ দান করেছেন। এই দু'টি মন্দ বিষয় হচ্ছে অহংকার এবং কু-ধারণা। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, যখন যুগ-ইমাম এবং আল্লাহ্র মনোনীত নবী নিজ অনুগামীদেরকে কোন মন্দ বিষয় সম্বন্ধে সাবধান থাকবার জন্য উপদেশ দেন তখন এর মর্ম এই হয় যে, সেই মন্দ বিষয় ঐ যুগে অধিক বিস্তার লাভ করেছে বা করবে।

অহংকার সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বহু উপদেশ রয়েছে। একস্থানে তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন:

'আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা অহংকার হতে দূরে থাক, কারণ অহংকার আমাদের প্রতাপশালী খোদার দৃষ্টিতে অতীব নিন্দনীয়।

কিন্তু হয়ত তোমরা বুঝ না যে অহংকার দ্বারা কি বুঝায়? সুতরাং তোমরা আমার নিকট হতে বুঝিয়ে লও, কারণ আমি আল্লাহ্‌র প্রেরণায় জেনে থাকি।'

অতঃপর অহংকার কি জিনিস এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে এইজন্য হেয় মনে করে যে সে তা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বা পারদর্শী, সে-ও অহংকারী, কারণ সে খোদাকে বুদ্ধি-জ্ঞানের উৎস বলে বিশ্বাস করে না। খোদার কি এই ক্ষমতা নেই যে তাকে উন্মাদ করে দিতে পারেন এবং তার ভাইকে যাকে সে তুচ্ছ মনে করেছে, অধিক বুদ্ধিমান, অধিক জ্ঞানী ও অধিক পারদর্শী করে দিতে পারেন? এভাবে যে ব্যক্তি নিজ ধনসম্পদ বা সম্মান ও ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভর করে নিজের ভাইকে হেয় জ্ঞান করে, সে-ও অহংকারী। কারণ, সে এই কথা ভুলে গিয়েছে যে, এই সম্মান ও ঐশ্বর্য আল্লাহ্ তা'লাই তাকে দান করেছেন। সে অন্ধ, সে জানে না যে খোদা তা'লা সর্বশক্তিমান, তিনি তার ওপর এমন বিপদ অবতীর্ণ করতে পারেন যার ফলে সে মুহূর্তের মধ্যে রসাতলে যেতে পারে এবং তার ভাইকে, যাকে সে হেয় জ্ঞান করে, তা অপেক্ষা অধিক ধনসম্পদ দান করতে পারেন। এভাবে ঐ ব্যক্তিও অহংকারী যে নিজ শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর অহংকার করে যা নিজ রূপ ও সৌন্দর্য এবং শক্তি ও ক্ষমতার ওপর গৌরব করে এবং তার ভ্রাতাকে হাসি বিদ্রূপ করে অপমানজনক নাম ধরে ডাকে এবং তার শারীরিক দোষ-ত্রুটি লোকের নিকট বলে বেড়ায় এবং সে সেই খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ, যিনি নিমিষের মধ্যে তার দেহকে এমন বিকৃত করে দিতে পারেন যার ফলে সে তার ভ্রাতা অপেক্ষা কুৎসিত হয়ে যেতে পারে এবং যাকে সে ঘৃণা করেছিল তার দেহকে তিনি এমন আশিসমণ্ডিত করতে পারেন যা সদা অক্ষুণ্ন থাকবে, কারণ তিনি যা চান তা-ই করেন। এইভাবে ঐ ব্যক্তিও অহংকারী যে নিজ শক্তিসমূহের ওপর ভরসা করে দোয়া করার ব্যাপারে অলস, কারণ সে শক্তি ও ক্ষমতা সমূহের উৎসকে চিনে নি, বরং নিজেকে বড় বলে মনে করে। অতএব, হে প্রিয় ভাইগণ! তোমরা এই কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও যাতে তোমরা তোমাদের অজ্ঞাতসারে খোদার দৃষ্টিতে অহংকারী হয়ে না যাও।'

তিনি পুনরায় বলেছেন– 'যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার ভ্রাতার কোন ভুল শব্দের সংশোধন করে সে-ও অহংকারে অংশগ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার কথা বিনয়ের সাথে শ্রবণ করতে চায় না বরং মুখ ফিরিয়ে লয়, সে-ও

অহংকারে অংশ গ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ভাই নিকটে বসলে ঘৃণা বোধ করে, সে-ও অহংকারে অংশগ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি দোয়ায় রত ব্যক্তিকে হাসি-বিদ্রুপের দৃষ্টিতে দেখে, সে-ও অহংকারে অংশগ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মনোনীত ও প্রেরিত বান্দার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে চায় না, সে-ও অহংকার করেছে। যে আল্লাহ্‌র মনোনীত ও প্রেরিত বান্দার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে না এবং তাঁর পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে না, সে-ও অহংকারে অংশ গ্রহণ করেছে। সুতরাং চেষ্টা কর যাতে কোন প্রকারের অহংকার তোমাদের মধ্যে পাওয়া না যায়, যেন তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও এবং যেন তোমরা পরিবারবর্গ, সন্তান-সন্ততিসহ নাজাত পাও।'

দ্বিতীয় মন্দ বিষয় হল কুধারণা, যা হতে দূরে থাকার জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আমাদেরকে পুনঃপুন উপদেশ দান করে বলেছেন:

'আমি সত্য সত্যই বলছি কুধারণা একটি ভয়াবহ বিপদ যা মানুষের ঈমানকে বিনাশ করে দেয়, সততা ও সাধুতা হতে দূরে সরিয়ে ফেলে এবং মিত্রকে শত্রু করে দেয়। সিদ্দীকের মর্যাদা লাভের জন্য এটা একান্ত প্রয়োজনীয় যেন মানুষ কুধারণা হতে বহু দূরে থাকে। যদি কারো সম্বন্ধে অন্তরে কুধারণা জন্মে থাকে, তাহলে বহুল পরিমাণে ইস্তেগফার পাঠ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করা উচিত যেন সে কুধারণাপ্রসূত পাপ ও এর মন্দ পরিণাম হতে রক্ষা পেতে পারে।'

এটি কোন সময়ই সাধারণ ব্যাপার মনে করা উচিত নয়। বস্তুতঃ এটি অতি মারাত্মক ব্যধি যাদ্বারা মানুষ শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যায়। মোটের ওপর, কুধারণা মানুষকে বিনাশ করে ফেলে, এমন কি বলা হয়েছে যে জাহান্নামবাসীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বলবেন যে তোমরা খোদা সম্বন্ধে কুধারণা করেছিলে।

তিনি আরো বলেছেন– 'কুধারণা এমন এক ব্যধি এবং গুরুতর বিপত্তি যে এটি মানুষকে অন্ধ করে ধ্বংসের অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এই কুধারণার কারণেই জাহান্নামের এক বড় অংশ বরং যদি বলি যে সম্পূর্ণই ভরে যাবে, অত্যুক্তি হবে না।'

তিনি তাঁর কবিতায় এ সম্বন্ধে বলেছেন–

‘যারা কুধারণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাক্ওয়া হতে তারা অনেক দূরে সরে যায়॥

কথায় তারা অসতর্ক হয়ে পড়ে এবং সর্বজ্ঞ খোদাকে অসন্তুষ্ট করে॥

একটি কথা বলে তারা সব কাজ নষ্ট করে; পরে তারা অহংকারের বীজ সদা বপন করে।’

অতঃপর তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে:

‘মন্দকে দেখেও তোমরা কুধারণা হতে দূরে থাক; বিশ্ব-স্রষ্টার অসন্তুষ্টিকে তোমরা সদা ভয় কর॥

তোমাদের চক্ষু ভুল করতে পারে। আসলে যা মন্দ তোমরা তা মন্দ বলে না-ও ভাবতে পার॥

হয়তো তোমাদের বুঝবার ত্রুটি হতে পারে বা তোমাদের পরম গৌরবান্বিত রবের পক্ষ হতে পরীক্ষা হতে পারে॥

তোমরা নিজেদের কুধারণায় নিজেরাই ধ্বংস হলে। পবিত্র খোদার ক্রোধ তোমাদের নিজেদের মস্তকে নিজেরাই টেনে আনলে॥’

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুগামী হওয়ার জন্য আমাদের ওপর মহান কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে, যেন আমরা আমাদের অঞ্চলকে উল্লেখিত দুই প্রকার মন্দ হতে মুক্ত ও পবিত্র রাখি; একে অপর সম্বন্ধে কুধারণা না করি; এক ভাই অপর ভাইকে যেন অহংকার ও ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখি; একে অপরের সঙ্গে যেন মহব্বত ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করি; পরস্পর স্নেহ, মমতা, নম্রতা, উদারতা এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলি।

খোদার দিকে ঝুঁকে পড় এবং পৃথিবীতে কাউকে যত ভয় করা সম্ভব, তত ভয় তোমরা সর্বশক্তিমান খোদাকে করো। পবিত্র-চিত্ত হও এবং পবিত্র ইচ্ছা-কামনা পোষণ করো। বিনয় ও দীনতা অবলম্বন কর এবং অন্যের ক্ষতি সাধন হতে বিরত থাক, যেন আমাদের করুণাময় খোদা আমাদের ওপর রহম ও মহব্বতপূর্ণ সদয় দৃষ্টিপাত করেন।

আপনাদের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির জন্য আমি হৃদয়ে পরম স্নেহ-মমতা ও মহব্বত পোষণ করি। বস্তুতঃ যদিও আমরা একে অপর হতে অনেক দূরে

অবস্থিত, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আমরা পরস্পর একান্ত নিকটে আছি। কেননা আমাদের সত্তা অভিন্ন এবং আমরা সকলেই হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পবিত্র বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা; আপনারা উদ্বিগ্ন হলে আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি ; আপনাদের উদ্বিগ্নতায় আমি আকুল হয়ে উঠি। আমি আপনাদের সকলকে দোয়ার মধ্যে স্মরণ করি। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সর্ব প্রকার অশান্তি ও দুঃখ হতে নিরাপদে রাখুন এবং ইহকালের ও পরকালের সকল কল্যাণ দ্বারা ভূষিত করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম

মির্যা নাসের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

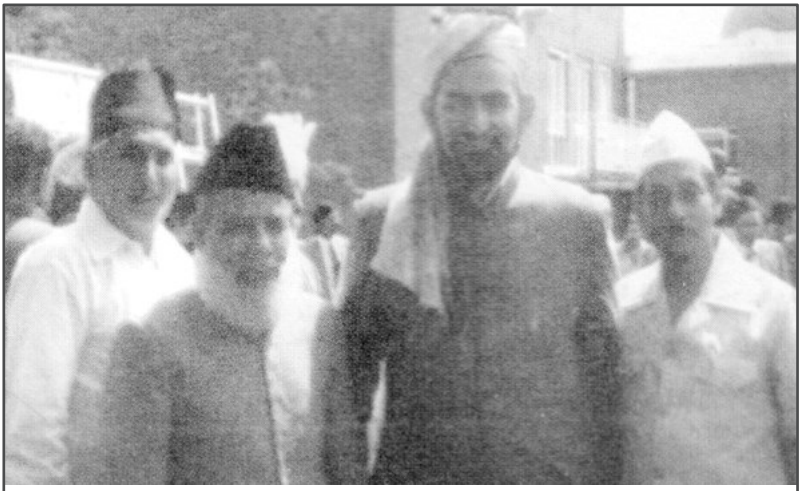
০৯/০২/১৩৫৯ হি. শা., ১৯৮০ খ্রী.[১০]

এ জলসায় রাবওয়া থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল আসেন। সেই বুযূর্গরা হলেন (১) মওলানা আব্দুল মালেক খান, (২) এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক এবং (৩) জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ। ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। হুযূর (রাহে.) কর্তৃক প্রেরিত পয়গাম পাঠ করে শুনান মওলানা আব্দুল মালেক খান। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব বিষয়ে মির্যা আব্দুল হক সাহেব, আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম বিষয়ে মওলানা আব্দুল মালেক খান, কুরআন ও বিজ্ঞান বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং আহমদীয়া জামা'তের দায়িত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ।

১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্র সম্মিলিত অধিবেশন হয়। এতে বক্তাগণ নসিহতমূলক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম আহমদ খান প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম জামা'ত। বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ– সীরাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.), জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ– নেযামে ওসীয়্যত ও ইসলামী অর্থনীতি, জনাব মির্যা আব্দুল হক– সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), জামা'তে আহমদীয়া ও ইসলাম প্রচার– অধ্যাপক

আমীর হোসেন এবং মওলানা আব্দুল মালেক খান– ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার।



মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব (মাঝে), তাঁর ডান পাশে মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, বাম পাশে গোলাম আহমদ খান এবং জামা'তের অন্যান্যরা।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। ওফাতে মসীহ্ (আ.), কবুলিয়তে দোয়া, কুসংস্কার ও বেদাতের বিরুদ্ধে জিহাদ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী। অতঃপর বারাকাতে খিলাফত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম মওলা খাদেম, প্রেসিডেন্ট, খড়মপুর। কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব, খানা-এ কাবার মাহাত্ম্য বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মির্যা আব্দুল হক, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান। অতঃপর মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব মাকামে খাতামান্নাবীঈন (সা.) ও খতমে নবুওয়তের তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শেষ বক্তা ছিলেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। এ জলসায় ১৩ জন বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

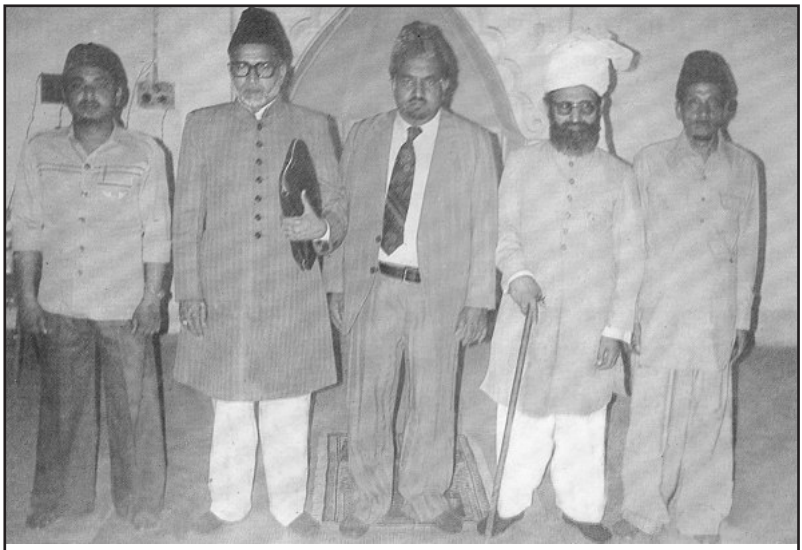
১৯৮১

২০-২২ মার্চ ১৯৮১ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৫৮তম সালানা জলসার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। তখন রাবওয়া থেকে মজলিসে শুরা ও জলসা উপলক্ষ্যে শুভাগমন করেন মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমান। কিন্তু অনিবার্য কারণে জলসা স্থগিত করা হয়। ফলে আগত বুযূর্গগণ শুরার অনুষ্ঠানের পর চট্টগ্রামসহ ক'টি জামা'ত সফর করে রাবওয়া চলে যান। পরবর্তীতে ৮-১০ মে ১৯৮১ তারিখ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ মে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী। তিনি হুযূর (রাহে.)-এর প্রেরিত পত্রটি পাঠ করে শুনান। হুযূর বলেন– জলসার জন্য নতুন তারিখ অনুমোদন দেয়া হল। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সাফল্য দান করুন এবং আপনাদের সাথী ও সহায় হউন, আমীন।

অধিবেশনে বক্তা ছিলেন সর্বজনাব মকবুল আহমদ খান, আলী কাশেম খান চৌধুরী, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্।

বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য, জামা'তে আহমদীয়ার আকায়েদ, নজুলে মসীহ্ (আ.) এবং কুরআন ও বিজ্ঞানের যুগপৎ শিক্ষার মহাপরিকল্পনা।



বামদিক থেকে– জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, মোহতরম মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ এবং জনাব গোলাম আহমদ খান।

৯ মে তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। বক্তা ছিলেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, গোলাম আহমদ খান এবং ভিজির আলী সাহেব। এ অধিবেশনের পূর্বে সকালে মজলিস আনসারুল্লাহ ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, মওলানা ফারুক আহমদ, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং জনাব এ. কে. রেজাউল করীম।

শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তব্য রাখেন

জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, অধ্যাপক আমীর হোসেন, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান এবং অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দীন খাদেম। হুযূর (রাহে.) তাহরীক অনুযায়ী চট্টগ্রাম থেকে চার জন এবং কুমিল্লা থেকে দুই জন খাদেম বাই সাইকেলে জলসায় উপস্থিত হন।

১৯৮২

৫৯তম সালানা জলসা ১২-১৪ মার্চ ১৯৮২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। নিম্নে বাণীটি পত্রস্থ করা হলো:

প্রতি
আমীর সাহেব,
বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া,
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ১২, ১৩ ও ১৪ মার্চ ১৯৮২ তারিখ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছে জেনে খুশি হলাম। আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে এবং যারা এতে শরীক হয়েছেন সকলকে বরকত ও কল্যাণে ভূষিত করুন।

এ উপলক্ষ্যে আপনাদের জন্য আমার পয়গাম এই যে, যুবক বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলই ইসলামের বিজয়ের জন্য সব কিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আপনাদের সাথী হোন এবং ইসলামের সেবার জন্য শক্তি ও সাহস দান করুন।

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস
রাবওয়া, তাং ৯/৩/১৯৮২ খ্রী.[১১]

তখন রাবওয়া থেকে তিনজন বুযূর্গ আসার প্রোগ্রাম থাকলেও করাচী জামা'তের আমীর চৌধুরী আহমদ মোখতার সাহেবের শুভাগমন হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী হুযূর (রাহে.)-এর পয়গাম পাঠ এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বক্তব্য রাখেন ১) মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, ২) মওলানা ফারুক আহমদ, ৩) অধ্যাপক আমীর হোসেন এবং ৪) জনাব

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। বিষয়বস্তু ১। সিফাতে আযীযের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ, ২। সত্যবাদিতার আলোকে সীরাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.), ৩। ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার এবং ৪। কুরআন ও বিজ্ঞান।

১৩ মার্চ দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মকবুল আহমদ খান। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী এবং করাচী জামা'তের আমীর জনাব চৌধুরী আহমদ মোখতার। ঐ দিন সকালে খোদ্দাম ও আনসারের অধিবেশন হয়।

১৪ মার্চ সকালের অধিবেশনে জনাব গোলাম মওলা খাদেম সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার বিষয় হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী, গোলাম আহমদ খান বিষয় এতায়াত ও এর গুরুত্ব, এ কে রেজাউল করীম বিষয় ইসলামী অর্থনীতি ও মালী কুরবানী এবং এ টি এম হক সাহেব বিষয় কুসংস্কার ও বেদাত।

সমাপ্তি অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আনোয়ার আলী বিষয় সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), আলী কাশেম খান চৌধুরী বিষয় খিলাফত এবং মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ বিষয় কালামুল্লাহ্র উচ্চ মর্যাদা। অতঃপর হুযূর (রাহে.) কর্তৃক বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে প্রদত্ত তোহ্ফা চৌদ্দ কোণ বিশিষ্ট তারকা খচিত পতাকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বারণ ছিল। দুই হাজার পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য জলসায় বাইসাইকেল চড়ে চট্টগ্রাম থেকে দুইজন, কুমিল্লা থেকে চার জন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া একজন যোগদান করেন।

১৯৮৩

৪-৬ মার্চ ১৯৮৩ বাংলাদেশ জামা'তের ৬০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। রাবওয়া থেকে আগমন করেন এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আমীর, মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি এবং মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ প্রাক্তন মোবাল্লেগ ইন্দোনেশিয়া। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ, জনাব মোহাম্মদ

হাবীব উল্লাহ, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মকবুল আহমদ খান। বক্তৃতা করেন জনাব গোলাম আহমদ খান, এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম আহমদ খান প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম। বক্তব্য রাখেন জনাব খন্দকার সালাহ উদ্দীন, মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি এবং মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসুর রহমান প্রেসিডেন্ট সুন্দরবন। বক্তৃতা করেন জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী এবং জনাব তবারক আলী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তব্য রাখেন জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া, মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ, এ. কে. রেজাউল করীম এবং মির্যা আব্দুল হক সাহেব। অতঃপর সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। সাতশত বছর পর ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক স্পেনে প্রথম মসজিদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভি সি আর দেখানো হয়। এ জলসায় তিন হাজার উপস্থিত ছিলেন। মহিলাদের অংশগ্রহণ বারণ ছিল।

১৯৮৪

১৯৮৪ সালের ৯-১১ মার্চ বাংলাদেশ জামা'তের ৬১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এ অমূল্য বাণীটি নিম্নরূপ:

পয়গাম

আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ৯, ১০ ও

১১ মার্চ ১৯৮৪ ঢাকাতে তাদের ৬১তম সালানা জলসার আয়োজন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে অত্যন্ত বরকত মণ্ডিত করুন এবং আপনাদের সকলকে যারা এই জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে এসেছেন, তাঁর ফজল ও রহমতের দ্বারা ভূষিত করুন। আমীন।

এ উপলক্ষ্যে আমি আপনাদের মনোযোগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর আল-ওসীয়্যত পুস্তকে বলেছেন:

'খোদা তা'লা চাহেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি, যারা ইউরোপে বাস করুন বা এশিয়াতে বাস করুন, যেন তৌহিদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর ভক্তদাসদেরকে এক ধর্মে আনয়ন করেন। এটিই খোদা তা'লার অভিপ্রেত। এর জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এ উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর, বিনম্র ব্যবহার, নৈতিকতা ও দোয়ার সহযোগে।'

সুতরাং এই সালানা জলসা উপলক্ষ্যে যখন বাংলাদেশে বিস্তৃত আহমদীয়া জামা'তসমূহ হতে প্রতিনিধিরা একস্থলে একত্রিত হচ্ছেন, আমি আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভক্তদাস ও আত্মনিবেদিত অনুসারীবৃন্দ হিসেবে আপনাদের বিবেচনার বিষয় হল এই যে আপনারা সকলে আপনাদের আকা ও মওলা (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে কি চেষ্টা করছেন? আপনাদের মধ্যে কি প্রত্যেকেই এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে কর্মতৎপর রয়েছেন? আপনাদের মধ্যে কি প্রত্যেকেই 'সাধু প্রকৃতি-বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকেই তৌহিদের দিকে আকৃষ্ট করার এবং এক ধর্মে আনয়নের জন্য' নিজের নেক নমুনা উত্তম নৈতিকতা এবং দোয়ার সাথে সাথে দাওয়াত এবং তবলীগের কর্তব্য পালনে আত্মনিয়োজিত আছেন? আপনাদের মধ্যে কি প্রত্যেকেই সত্যিকার অর্থে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' তথা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের হক্ আদায় করে দিয়েছেন?

আমার খিলাফতের প্রথম হতেই আমি জামা'তের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করছি এবং বিভিন্ন সময়ে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি আপনাদের মনোযোগ

আকর্ষণ করেছি। আমি সন্তুষ্ট যে, জামা'ত কিছু পরিমাণ এদিকে মনোযোগও নিবদ্ধ করেছে এবং জামা'তের একটি অংশ 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'-এর পবিত্র কর্তব্য পালনে চেষ্টা-প্রয়াস আরম্ভ করে দিয়েছে। কিন্তু এখনও সমগ্র জামা'তের সকল ব্যক্তি এদিকে মনোনিবেশ করে নি এবং আমাদের মাঝে প্রত্যেকেই নিজের এই জিম্মাদারীটি পূর্ণরূপে অনুধাবন করেন নি।

সুতরাং এখন আমি আপনাদেরকে এটিই বলতে চাই যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি অনুধাবন করুন এবং এই পবিত্র কর্তব্যটি প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে নিজদেরকে প্রস্তুত করুন। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল এই যে আমরা যেন নিজেদের প্রভুর অনুসরণ বা অনুগমনে পথভ্রান্ত মানব সকলকে এবং পথহারা জাতিসমূহকে খোদা এবং তাঁর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে আহ্বান করি এবং কুরআন করীমে উল্লেখিত পবিত্র হেদায়েত ও নির্দেশাবলীর দিকে পথপ্রদর্শন করি। আর এটি তখনই সম্ভবপর, যখন আমরা নিজেরা আমাদের প্রভুর প্রদত্ত নূর ও জ্যোতি হতে ফয়েজ ও কল্যাণ আহরণ করে নিজেদের আত্মাকে আলোকিত করি এবং ইমাম আখেরুজ্জামান (আলাইহিস্ সালাম)-এর আনীত শিক্ষাসমূহ পালন করে আমরা স্বয়ং নিজেদেরকে খোদা তা'লার দর্পন স্বরূপ করে তুলি। তখনই আমরা সেই দুনিয়াকে সেই সরল, সত্য ও স্বচ্ছ পথ দেখাতে সামর্থ হব, যা কি না খোদা তা'লার সন্তোষ ও তাঁর নৈকট্যের পথ। আর তখনই আমরা সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লার দিকে আহ্বানকারী বলে নিরূপিত হব।

সুতরাং এই জলসা উপলক্ষ্যে আমার পয়গাম এই যে, আপনারা সৌভাগ্যশালী, কেননা আপনারা সেই যুগকে লাভ করেছেন, যার অপেক্ষা করতে করতে অগণিত মানব বংশধর গত হয়ে গিয়েছে এবং অসংখ্য আত্মা এর আগ্রহ পোষণ করেই বিদায় গ্রহণ করেছে। আপনারা সেই সময়কে পেয়েছেন। এখন এর কদর করুন এবং এই মহা সৌভাগ্যের জন্য খোদা তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞ হোন এবং নিজেদের কর্ম দ্বারা নিজেদেরকে এই ঐশী-কৃপা ও এহ্সানের যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করুন এবং এক বিশেষ কল্যাণময় ও পবিত্র পরিবর্তন নিজদের মধ্যে সৃষ্টি করুন। প্রত্যেক প্রকারের নফসানিয়ত (আত্মকলুষ) এবং প্রত্যেক ধরনের পার্থিব লিপসা ও সংসারাসক্তি হতে নিজেদের অন্তকরণকে পবিত্র করে এবং অযথা হিংসা-বিদ্বেষ, কার্পণ্য ও

সংকীর্ণতা হতে নিবৃত্ত থেকে এরূপ তাক্ওয়ার পথে পরিচালিত হউন যেন সেই রহীম ও করীম খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যান। মানবজাতির মঙ্গল ও কল্যাণের এক জোশ ও উদ্দীপনা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন এবং এরূপ সহানুভূতিশীল হউন, যেন গরীবদের আশ্রয়স্থল এবং এতীমদের জন্য পিতৃতুল্য হয়ে যান এবং খোদা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পথে প্রতিটি কুরবানীর জন্য সদা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকুন এবং এক আত্মহারা প্রেমিক ও আশিকের ন্যায় তাদের উদ্দেশ্যে আত্মবিসর্জনে স্বতঃপ্রবৃত্ত থাকুন। আপনারা যখন নিজেদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হবেন, তখনই আপনারা যথার্থ ও সত্যিকার অর্থে 'দায়ী ইলাল্লাহ্' হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার হকদার বলে সাব্যস্ত হবেন এবং আপনাদের কাজে ও কথায় বরকত দান করা হবে এবং মানব হৃদয় তখন আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট ও মনোযোগী হবে এবং তারা আপনাদের কথা শ্রবণ ও গ্রহণ করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পড়বে।

আমি আশা করি যে, আপনারা নিজেদের এই গুরুদায়িত্বের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন এবং এটি প্রতিপালন ও সুসম্পাদনের জন্য শীঘ্র প্রচেষ্টা শুরু করবেন এবং এই জলসা চলাকালীন সময়েই, যখন কি-না সকল জামা'তের প্রতিনিধিগণ এসেছেন, নিজেদের দেশের অবস্থা ও পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করে সত্যের প্রচার ও তবলীগের এক বিস্তারিত ও সাধ্যসম্মত এবং আমলযোগ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তদনুযায়ী কর্মতৎপর হয়ে পড়বেন।

বার বার জামা'তকে যেমন আমি জানিয়ে আসছি যে, এই জামানা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাওয়াত বরণীয় হওয়ার যুগ, মানুষের হৃদয় সত্যকে কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে এবং সেই দিন দূরে নয়, যখন দলে দলে মানুষ জামা'তে দাখিল হবে। প্রয়োজন শুধু এটুকুরই যে, আমরা যেন আমাদের দায়িত্বগুলি অনুধাবন করি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি এবং যথার্থ ও সত্যিকার অর্থে দায়ী ইলাল্লাহে পরিণত হয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে ও বন্দরে এবং প্রতিটি পল্লী ও গ্রামে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেই।

খোদা তা'লা আপনাদের সাথী ও সহায়ক হোন এবং আপনাদের অন্তরে সত্যের দাওয়াত ও আহ্বানের জন্য সেই জোশ ও উদ্দীপনা এবং সেই জয্বা ও প্রেরণা সৃষ্টি করে দিন, যা আমার হৃদয়ে উদ্বেল ও উচ্ছল। খোদা তা'লা

আপনাদেরকে এই মহান অভিযানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্যে ভূষিত করুন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম
খাকসার
মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ রাবে
তারিখ ২৭-০২-১৯৮৪ খ্রি.[১২]

তখন জলসায় রাবওয়া থেকে তিন সদস্যের প্রতিনিধি আসেন। তারা হলেন– এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তার উদ্বোধনী ভাষণের পর হুযূর রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রেরিত পয়গাম পাঠ করে শুনান মির্যা আব্দুল হক সাহেব। অতঃপর ভাষণ দান করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মওলানা ফারুক আহমদ, অধ্যাপক আমীর হোসেন এবং মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। বক্তব্য রাখেন জনাব গোলাম আহমদ খান, মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ, জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ এবং জনাব তবারক আলী। তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী। বক্তৃতা করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক। চতুর্থ অধিবেশন জনাব গোলাম আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া, জনাব মাজহারুল হক এবং মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ।

১১ মার্চ সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় ১০ জন বয়আত করেন। ঢাকার বাইরের মহিলাদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। দুই হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।

১৯৮৫

৬২তম সালানা জলসা ১-৩ মার্চ ১৯৮৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন– (১) এডভোকেট চৌধুরী আনোয়ার হোসেন, আমীর, শেখপুরা, (২) জনাব চৌধুরী শাব্বির আহমদ, ওয়াকিলুল মাল আউয়াল এবং (৩) মির্যা মোহাম্মদ দ্বীন নাজ নায়েব সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযিয়া। ১ মার্চ প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। সভাপতিত্ব করেন জনাব ভিজির আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের, নযম চৌধুরী সাব্বির আহমদ। বিশ্বধর্ম এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), ইসলামী খিলাফত এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ ইত্যাদি বিষয়ে মওলানা ফারুক আহমদ, প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান, জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ এবং নাজির আহমদ ভূঁইয়া বক্তব্য রাখেন।

২ মার্চ সকালে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. আনোয়ার হোসেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, নযম জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্। এরপর কুরআন শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব– অধ্যাপক আমীর হোসেন, নামায ও দোয়ার গুরুত্ব– ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, হযরত ঈসা (আ.)-এর ওফাত– মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং ইসলামী তালিম ও তরবিয়তের গুরুত্ব– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ এবং নযম পেশ করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ। দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ– মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, ঈমানের পরীক্ষা ইস্তেকামাত ও ঐশী নিদর্শন– মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং ইসলাম ও বিবেকের স্বাধীনতা– বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। কলেমা ও এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মির্যা মোহাম্মদ দ্বীন নাজ এবং ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ওসীয়্যতের গুরুত্ব জনাব তবারক আলী বক্তৃতা করেন।

৩ মার্চ চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, নযম জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ। অতঃপর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা জনাব গোলাম আহমদ খান, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ইলমে কালামের বৈশিষ্ট্য জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ, বাইবেলের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন জনাব মাযহারুল হক এবং ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত হাফেজ আবুল খায়ের, নযম মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ। ভাষণ দান করেন ইসলামের বিশ্ববিজয়– জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, মোহাম্মদী নবুওয়তের কামালিয়ত ও কল্যাণ– জনাব মির্যা মোহাম্মদ দ্বীন নাজ, আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এলজামের খণ্ডন– আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব– এডভোকেট চৌধুরী আনোয়ার হোসেন। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। নয়জন বয়আত করেন।

১৯৮৬

১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৬৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এটা নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

লন্ডন
৫ তবলীগ, ১৩৬৫ হি. শা.
৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রি.

পয়গাম

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'লার ফজলে জামা'তে আহমদীয়া, বাংলাদেশ ১৪,১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখ নিজেদের ৬৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠানের তৌফিক লাভ করেছে। ফা-আলহামদুলিল্লাহে আলা যালেকা।

বাংলাদেশ অন্যতম বৃহৎ ইসলামী দেশ এবং খেদমতে অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। অর্থনৈতিক, রূহানী ও জেসমানী সকল দিক থেকে সেখানে খেদমতের প্রয়োজন। আপনাদের জামা'ত ক্ষুদ্র। তাই জামা'ত যত দ্রুত বিস্তার লাভ করবে তত শীঘ্রই তাদের অবস্থা শুধরাবে এবং জাতিকে একটি নবজীবন দান করবে। ইসলাম-প্রীতি এবং দেশ-প্রেমের তাগিদ ও চাহিদা এটাই যে, আপনারা যেন সেখানে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'কে দ্রুত বিস্তার দান করেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালামের হাওয়ারীদের ন্যায় নিজেদের দেহ-মন-ধন এই পথে উৎসর্গ করেন।

সৈয়্যদেনা হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালাম বলেন– 'ইসলামের হেফাজতের এবং এর সত্যতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, তোমরা সত্যিকার মুসলমানদের নমুনা হয়ে দেখাও এবং দ্বিতীয় বিষয় হল এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতাকে জগতে বিস্তার দাও।' (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, ৩২৩ পৃ.)

অতএব, আপনারা নিজেদের ইস্তেকামাত ও পবিত্র নমুনার দ্বারা সেই বৃক্ষের হেফাজত করুন, যা ইসলামের পবিত্র বৃক্ষ। কেননা আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এ বৃক্ষের এক একটি শাখা। **আপনারা দরবেশদের ন্যায় রূহানিয়তের লেবাস পরিধান করে বাহির হোন।** কেননা এখানে পূর্বেও দরবেশরাই ছিলেন, যারা ইসলামকে বিস্তার দিয়েছিলেন, কোন সামরিক অভিযান চালান নাই। সেজন্য এ দেশের মাটি অত্যন্ত চাহিদা জানাচ্ছে বুযূর্গ দরবেশ এবং আল্লাহ্ওয়ালাদের। তাদের আত্মা আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অতএব, আপনারা তাকওয়া এবং ধৈর্যের গুণাবলীর দ্বারা সজ্জিত হয়ে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' (আল্লাহর দিকে আহ্বান)-এর আজিমুশ্বান জিহাদে শামিল হোন এবং পবিত্রচেতা লোকদের সেরূপে তালাশ করুন, যেরূপে কেহ হারানো জিনিস তালাশ করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দিন এবং আপনাদের হাফেজ ও নাসের হোন। ওয়াসসালাম।

খাকসার

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে[১৩]

রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– ১। এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক (আমীর পাঞ্জাব), ২। এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙালি (আমীর রাওয়ালপিণ্ডি) এবং ৩। জনাব বশির আহমদ তারেক (জেলা কায়েদ-করাচী)। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। হুযূর রাবে (রাহে) প্রেরিত অমূল্য বাণীটি পাঠ করেন মির্যা আব্দুল হক সাহেব। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন জনাব এ কে রেজাউল করীম। বক্তব্য রাখেন আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব– জনাব গোলাম আহমদ খান আমীর চট্টগ্রাম, সিরাতে হযরত মোহাম্মদ (সা.)– জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, দাওয়াতে ইলাল্লাহ– মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি এবং আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ– জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।



৬৩তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন জনাব শরীফ আহমদ প্রেসিডেন্ট আহমদনগরের সভাপতিত্বে শুরু হয়। একামাতে সালাত, তরবিয়তে আওলাদ, ইসলামী খিলাফত ও ঐশী বিকাশ এবং এতায়াতে নেযাম বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, জনাব মকবুল আহমদ খান এবং অধ্যক্ষ মোসলেহউদ্দীন খাদেম।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আনোয়ার হোসেন প্রেসিডেন্ট

ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন করীমের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং মালী কুরবানীর বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব তবারক আলী, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া।

চতুর্থ অধিবেশন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন-হযরত ঈসা (আ.) এর ওফাত, বিশ্ব সমস্যা সমাধানে ইসলাম, আহমদীয়া বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল এবং মুহাম্মদী নবুওয়াতের চির প্রবহমান ধারা বিষয়ে যথাক্রমে মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, অধ্যাপক আমীর হোসেন, এডভোকেট মুজিবুর রহমান এবং মওলানা ফারুক আহমদ, সদর মুরুব্বী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কার্যাবলী, ভারতে ইসলাম প্রচার, আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ইলজাম খণ্ডন এবং ঈমানের পরীক্ষা ও ইস্তেকামাত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মির্যা আব্দুল হক সাহেব, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মওলানা সুলতান আহমদ জাফর (মিশনারী কোলকাতা), মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমান। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। ১৯ জন বয়াআত করেন।

১৯৮৭

১৯৮৭ সালের ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৬৪তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট এক বাণী প্রেরণ করেন। এটা নিম্নরূপ:

পয়গাম

লন্ডন

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৬

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে

আহমদীয়া আগামী ১১, ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ তারিখ সালানা জলসা করতে যাচ্ছে। আপনি এ অনুষ্ঠানে আমাকে পয়গাম পাঠাতে বলেছেন।

আজ এ কথা সত্য যে, আল্লাহর ফজলে আহমদীয়াতের সূর্য অস্তমিত হয় না। সারা দুনিয়া জুড়ে আহমদীয়া জামা'ত ইসলাম বিস্তার তথা আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের কাজে নিয়োজিত। আমাদের জীবনে তবলীগের ক্ষেত্রে এ সালানা জলসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ কাজে আমাদের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এ সুযোগে আমাদেরকে নিজেদের অতীত কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারি। আজ আমাদের বসে বসে ভাবার অবকাশ নেই, আমাদেরকে দ্রুতগতিতে চলতে হবে এবং সাথে সাথে সুচিন্তিত কর্মপন্থাও গ্রহণ করতে হবে এবং সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অতি দ্রুতবেগে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

আমি অধিক জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আমরা যদি 'দায়ী ইলাল্লাহ' না হই,তাহলে আমাদের কোন মূল্য নেই। আজ সবকিছু এ ধারায় প্রবহমান। আপনারা দোয়া ও ইস্তেকামাতের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াত তথা ইসলামের আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ফজল ও অনুগ্রহ দিয়ে আপনাদের প্রচেষ্ঠাকে কামিয়াবী করুন এবং সমগ্র মহাদেশে ইসলামের এ রূহানী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ুক।

আর একটি অতীব জরুরী বিষয় সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। **আপনারা কখনও আপনাদের ভবিষ্যত বংশধর-যুব সম্প্রদায়কে উপযুক্ত দ্বীনি তালিম দেয়ার বিষয়টি ভুলবেন না।** এটা আপনাদের অবশ্য কর্তব্য তাদেরকে এ মহান কাজের তালীম দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিবেন, কেননা ভবিষ্যতে তারাই জামা'তের গুরুদায়িত্ব বহন করবে। আপনারা সকল আহমদী সত্যিকার ইসলামী ধারায় জীবন যাপন করবেন এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশকে দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজে প্রতিফলিত করবেন। আপনারা এমন নমুনা পেশ করুন যাতে অন্যেরা আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আপনাদেরকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তাহলেই আপনাদের দৈনন্দিন

জীবনের সহজ, সরল ও উত্তম ধর্মীয় গুণাবলী দেখে বাইরের লোকেরা আহমদীয়াতের পতাকাতলে সমবেত হবে।

আমি আপনাদের জলসায় সাড়া জাগানো কামিয়াবীর জন্য দোয়া করছি। যারা এ জলসায় যোগদান করেছেন ও যারা একে সফলকাম করার কাজে নিয়োজিত-আল্লাহ্ তাদের সবার মঙ্গল করুন। জলসায় আগত সকলকে আমার মহব্বত ভরা 'আসসালামু আলাইকমু'।

ওয়াসসালাম

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে[১৪]

রাবওয়া থেকে আগত হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর প্রেরিত প্রতিনিধিরা হলেন– ১। হাফেজ মোজাফ্ফর আহমদ এবং ২। এডভোকেট মালিক মাহমুদ মজিদ। ১১ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। হুযূর (রাহে)-এর প্রেরিত পয়গাম পাঠ করেন জনাব এ কে রেজাউল করীম। অতঃপর সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। পবিত্র কুরআন শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হাফেজ মোজাফ্ফর আহমদ, সীরাতুন্নবী (সা.)-জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত-অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন খাদেম এবং ইসলামী খিলাফতের গুরুত্ব-জনাব গোলাম আহমদ খান।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। দাওয়াতে ইলাল্লাহ ও আহমদীয়া জামা'ত, নামায ও দোয়ার গুরুত্ব, মালী কুরবানী ও আহমদীয়া জামা'ত এবং সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে হাফেজ মোজাফ্ফর আহমদ, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ। নাইজেরিয়ার JOS বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ড. আহমদ খালিদ নাইজেরিয়া জামা'তের কর্মতৎপরতার উপর বক্তব্য রাখেন।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ, কলেমা তাইয়্যেবা ও আহমদীয়া জামা'ত, ইসলাম ও মানবাধিকার, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর

নবুওয়াতের চিরস্থায়ী কল্যাণ বিষয়ে ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, জনাব মালিক মাহমুদ মজিদ, জনাব এ কে রেজাউল করীম এবং মাজহারুল হক প্রমুখ।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, ধর্মের বিরোধিতা, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রচনার বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া, জনাব মালিক মাহমুদ মজিদ, মওলানা ফারুক আহমদ এবং সভাপতি সাহেব।

সমাপ্তি অধিবেশনে ইসলাম ও পরমত সহিষ্ণুতা, আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপূরুষের দাবির সত্যতা, আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়ে জামা'তে আহমদীয়ার খেদমত বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক আমীর হোসেন, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং হাফেজ মোজাফ্ফর আহমদ। অতঃপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। ১৭ জন ভ্রাতা বয়আত করেন।

১৯৮৮

১৮-২০ মার্চ ১৯৮৮ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৬৫ তম সালানা জলসার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। তখন সারাদেশে মোখালেফাতের ঝড় বিরাজ করে। আহমদীদেরকে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণা করার তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। দেশে এইচ এম এরশাদ প্রেসিডেন্ট এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. আব্দুল মতিন, ধর্মমন্ত্রী ছিলেন মওলানা আব্দুল মান্নান। তারা আন্দোলনে নতি স্বীকার করে। তখন আহমদীয়া জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবকে ডেকে নিয়ে আমাদের জলসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এমনকি এরশাদ সরকার পাকিস্তান সরকারের ন্যায় এদেশে আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। অবশেষে এর কদিন পর থেকেই এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে শৈরাচার বিরোধী তীব্র আন্দোলন শুরু হয় এবং আন্দোলনের চাপে তিনি কয়েকমাস পরেই ক্ষমতাচ্যুত হন। তার পতন ঘটে। তিনি গ্রেফতার হন। আদালতে তার বিচার হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– যারা তোমাকে অপমান অপদস্ত করতে চাইবে তাকে বা তাদেরকে আমি ব্যর্থ করবো এবং অবশ্যই লাঞ্ছিত করবো। তোমার প্রতি যে তীর নিক্ষেপ করবে, সে তীর দিয়েই আমি তার ভবলীলা সাঙ্গ করবো (ইলহাম)। ফলে আমরা বাস্তবে দেখি প্রেসিডেন্ট এরশাদের বাকী জীবন জেল ও মামলা মোকদ্দমার মাঝেই অতিবাহিত হয়। বুদ্ধিমানদের জন্য এটি এক ঐশী নিদর্শন।

১৯৮৯

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ঐশী নির্দেশে ২৩ মার্চ ১৮৮৯ তারিখ থেকে বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। ফলে ২৩ মার্চ, ১৯৮৯ তারিখ আহমদীয়া জামা'তের শতবর্ষপূর্তি হয়। তাই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে খোদার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনে সারা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ১৯৭৩ সালে শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে এক রূহানী কর্মসূচি প্রদান করেন। এতে কতগুলি নির্ধারিত দোয়া প্রত্যহ পাঠের তাহরিক করেন এবং তা যথাযথ পালন করা হয়। ফলে দীর্ঘ ষোল বছর পর শতবর্ষ পূর্তিতে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এ ছাড়া শতবর্ষ পূর্তিতে জামা'তের অনেক প্রকাশনা এবং মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ জামা'ত কর্তৃক ১৯৮৯ সালে পবিত্র কুরআন শরীফ বাংলা তরজমা প্রথম প্রকাশনা শতবার্ষিকী প্রকাশনারই ফসল।

প্রতি বছর বাংলাদেশ জামা'ত কর্তৃক সালানা জলসা তিন দিন ব্যাপী হলেও শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩১ মার্চ-৩ এপ্রিল ১৯৮৯ চারদিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উদযাপন করা হয়। সারা বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত জুবিলী উৎসবের সাথে একত্বতায় বাঙালি আহমদীরা আনন্দ উৎসবের সাথে উৎফুল্ল হয়ে জলসা পালন করেন। ফলে এ জলসা আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় জলসা।

এ জলসা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জামা'ত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ কর্তৃক এক মনোরম শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বাণী প্রদান করেন। সেই অমূল্য বাণীটি নিম্নরূপ:

শুভেচ্ছা বাণী

১৯৮৯ সালের ২৩ মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তার দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। বিগত একশত বছরের বিরুদ্ধাচরণ, প্ররোচনা এবং সংকটগুলোকে একত্র করে দেখা যায় যে, অখ্যাত কাদিয়ান নামক পল্লীর এক ব্যক্তিকে ইলহামের মাধ্যমে খোদা তা'লা জানান যে, "আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।" তখন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এটি এক পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তারপর আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এ জামা'ত সমস্ত পৃথিবীতে আজ বিস্তার লাভ করেছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ ঘোষণা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ ছিল।

রূহানী জামা'তের সাথে আল্লাহ্ তা'লা যেরূপ আচরণ করেন, সেরূপ আচরণ এ জামা'তের সাথেও হবে। একদিকে যেমন বিরুদ্ধবাদীরা তাদের অপকর্ম চালাতে থাকবে এবং শয়তানী-সৈন্যরা রাহমানী-সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, তেমনি অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাহায্য এবং ভালোবাসার নিদর্শন দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে সহযোগিতা ও সান্ত্বনা প্রদান করেন। পরিশেষে সত্যেরই জয় হবে। সুতরাং যারা বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করেন তারাই আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতের অংশীদারী হবেন।

বেশ কিছুদিন যাবৎ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্নভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফজলে জামা'তের সামান্যতম ধৈর্যচ্যুতিও ঘটেনি। বরং জামা'ত সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লোকজন আহমদীয়া জামা'তের সত্যতাকেও অনুধাবন করতে পারছে। জামা'তের নারী-পুরুষ সকলেই আজ উন্নতির পথে অগ্রগামী।

বিরুদ্ধবাদীরা জামা'তের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না, বরং জামা'তেরই উন্নতির জন্য দিন দিন পথ আরও প্রশস্ত করে দিবে। বিরুদ্ধবাদীরা চায় যে, এ জামা'ত ধ্বংস হোক। বাহিরের বিশেষ শক্তিগুলোও তাদেরকে এ ব্যাপারে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যাতে তারা এই রূহানী জামা'তের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তারা হয়ত জানে না যে, এ জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার স্বহস্তে রোপিত চারা। কাজেই এরূপ কেহ নেই যে, এর ক্ষতিসাধন করতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "পৃথিবী আমাকে জানে না, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি জানেন। ঐ সমস্ত

ব্যক্তিদের জন্য এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ যারা আমার ধ্বংস ও বিনাশ কামনা করে। আমি ঐ বৃক্ষ যা খোদা তা'লা নিজ হাতে রোপন করেছেন। .....

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা অবশ্যই জেনে নাও যে, আমার সাথে সেই হস্ত রয়েছে যা শেষ সময় পর্যন্ত বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। যদি তোমাদের স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, ছোট-বড় সবাই মিলে আমার ধ্বংসের জন্য সিজদা করতে করতে নাক গলিয়ে দাও এবং তোমাদের হাতও অবশ হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের দোয়া কখনও শুনবেন না যতক্ষণ না তাঁর কার্য সিদ্ধ হয়...। অতএব নিজের প্রাণের উপর যুলুম করিও না। মিথ্যাবাদীদের কার্যকলাপ সত্যবাদীদের কর্যকলাপ হতে ভিন্নতর। খোদা তা'লা কোন জিনিসের ফয়সালা ব্যতিরেকে ছেড়ে দেন না। যেমনভাবে আল্লাহ্ তা'লা পূর্ববর্তী মা'মুরদের এবং মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পূর্বে ফয়সালা করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি এ সময়েও ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ তা'লা মা'মুরদের আসারও এক নির্দিষ্ট সময় থাকে এবং যাওয়ারও এক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত থাকে। অতএব অবশ্যই জেনে নাও যে, না আমি অসময়ে এসেছি না অসময়ে চলে যাব। আল্লাহ্ তা'লার সাথে লড়াই করিও না। আমাকে ধ্বংস করা তোমাদের কাজ নয়।" (তোহ্ফা গুলড়াবিয়া, পৃ. ১২ ও ১৩)

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে জামা'ত শান-শওকত, প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি এবং খোদা তা'লার প্রশংসার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করছে। এই শতাব্দী জামা'তের জন্য আরও এক বরকতময় এবং পুণ্যের শতাব্দী হবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। সুতরাং এ শতাব্দীতে পদার্পন করার সময় নিজের হৃদয়কে দীনের জন্য আরও বেশি বেশি কুরবাণী করতে দৃঢ় অঙ্গীকার করুন, যার ফলশ্রুতিতে আপনারা যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহকে নিজেদের জীবনেই পূর্ণ হতে দেখেন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে জয়যুক্ত করুন।

ওয়াস্সালাম

খাকসার

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে[১৫]

কর্মসূচি অনুসারে ৩১ মার্চ ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। তিনি উদ্বোধনী প্রাণবন্ত ভাষণ প্রদান করেন এবং বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর পুস্তক দ্যা স্যাটানিক ভার্সেস-এর সমালোচনা করেন। অতঃপর মওলানা বশিরুর রহমান শানে খাতামান্নাবীঈন (সা.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দাওয়াতে ইলাল্লাহর বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন কুমিল্লা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভূঁইয়া।



শতবর্ষের একটি অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করছেন
হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)।

দ্বিতীয় অধিবেশনে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। খৃষ্টধর্মের প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতার বিষয়ে অধ্যাপক আমীর হোসেন বক্তব্য রাখেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের আমীর জনাব সালাহউদ্দীন চৌধুরী এবং আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ দাওয়াতে ইলাল্লাহর বাস্তব অভিজ্ঞতা আলোচনা করেন। ওহী এলহামের উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান। মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সুলতানুল কলম শীর্ষক আলোচনা করেন। অতঃপর রাবওয়া থেকে আগত আহমদীয়া

জামা'তের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব শতবর্ষে আহমদীয়া জামা'তের সাফল্য তুলে ধরেন।

১ এপ্রিল সকালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আনসারুল্লাহর উদ্দেশ্যে তৃতীয় অধিবেশন হয়। এতে মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব বক্তব্য রাখেন। চতুর্থ অধিবেশন বিকালে অনুষ্ঠিত হয়। সীরাতে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দীন খাদেম। মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন বৃত্তান্ত, মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ আহমদীয়া জামা'তের উজ্জল ভবিষ্যৎ, ড. তারিক সাইফুল ইসলাম ইসলামী অর্থনীতির মূলকথা, জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ নারায়ণগঞ্জ দাওয়াতে ইলাল্লাহর বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জনাব মোহাম্মদ মতিউর রহমান প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ওফাত সংক্রান্ত আপত্তি বিষয়ে আলোকপাত করেন।



আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

২ এপ্রিল সকালের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ-এতায়াতে নেযাম, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী-ইসলামে নারীর মর্যাদা,

জনাব এ কে রেজাউল করীম-মালী কুরবানী, জনাব গোলাম আহমদ খান-যিকরে হাবীব, মওলানা সালেহ আহমদ-মোবাহেলা কি ও কেন, ডা. আহমদ আলী প্রেসিডেন্ট তারুয়া-দাওয়াতে ইলাল্লাহর বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী– আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন।

পরবর্তী অধিবেশনে জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া– বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত সংস্কারক, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী– তাহরীকাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আই.), জনাব শেখ জোনাব আলী মাস্টার– হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান– আহমদীয়া জামা'ত ও ইসলামের বিশ্ব বিজয়, জনাব খালেদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ– দাওয়াতে ইলাল্লাহর বাস্তব অভিজ্ঞতা, জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া– আহমদীয়া জামা'ত ইংরেজদের তাবেদার নয় এবং মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ– মাকামে খতমে নবুওয়াত বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন।

৩রা এপ্রিল সকালের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন জনাব তবারক আলী– উসওয়ায়ে হাসানা, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ– দা'জ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ, মওলানা দোস্ত মোহম্মদ শাহেদ– বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, জনাব হাবিবুর রহমান মিলন– ইসলাম ও শান্তি, জনাব বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার– দাওয়াতে ইলাল্লাহ, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী– বিশ্বব্যাপী আজাব ও এর পরিত্রাণ এবং জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী– আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধে আপত্তির খণ্ডন।

সমাপ্তি অধিবেশনে মওলানা সালেহ আহমদ– নেযামে খিলাফত, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান-ইসলামে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর অবদান, জনাব মকবুল আহমদ খান-ইসলামী জিহাদ, মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ-আহমদীয়াতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী-দাওয়াতে ইলাল্লাহ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে সভাপতি ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী (১৮৮৯-১৯৮৯) উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা জামা'ত কর্তৃক 'মৌলিক মানবাধিকার' শীর্ষক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়।



'মৌলিক মানবাধিকার' শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য প্রদান করছেন
ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।



'মৌলিক মানবাধিকার' শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে দোয়া পরিচালনা করছেন
ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

১৯৯০

বাংলাদেশ জামা'তের ৬৬তম সালানা জলসা ২-৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে হুযূর রাবে (রাহে) এক বাণী প্রেরণ করেন। নিম্নে তা পত্রস্থ করা হল:

পয়গাম

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত, বাংলাদেশের ৬৬তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে অতীব আনন্দিত হলাম। আল্লাহ্ তা'লা সর্বাঙ্গীনভাবে এ জলসাকে অসাধারণ সফলতা দান করুন। জলসায় যোগদানকারী সকলকে এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কল্যাণে ভূষিত করুন। এই শুভ মুহূর্তে আপনাদের সকলকে আমার পয়গাম এই যে, খোদা তা'লা স্বীয় করুণায় আহমদীয়াতের রূপে (প্রকৃত ইসলাম) আপনাদেরকে সত্যের যে জ্যোতিঃ দান করেছেন এর দ্বারা আপনাদের পরিবেশকেও আলোকিত করার জন্য পূর্ণরূপে সচেষ্ট হোন। কেননা খোদা তা'লা এই যুগে ইসলামের পূনর্জীবন এবং আল্লাহর বাণী বিস্তারের দায়িত্ব জামা'তে আহমদীয়ার উপর অর্পিত করেছেন। সে পদ্ধতি কি যাদ্বারা আমরা আমাদের এই সকল দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করতে পারি, এই সেই পথ যার অনুসরণ করার ফলে আমাদের জ্যোতিঃ সকল জ্যোতিঃর উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে।

সাইয়্যেদনা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) এই মহতী পথকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন:

'এসো, আমি তোমাদেরকে এমন এক পথের সন্ধান দেই যাদ্বারা তোমাদের জ্যোতিঃ সকল জ্যোতির উপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং তাহল এই যে, তোমরা সকলে হীন-বিদ্বেষ এবং হিংসাকে পরিত্যাগ কর ও মানবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। খোদার মধ্যে বিলীন হয়ে যাও এবং সাথে সাথে তোমরা সর্বতোভাবে পবিত্র হয়ে যাও। কেননা এটিই সেই পদ্ধতি যাদ্বারা অলৌকিক বিষয়াবলী প্রকাশিত হয়, দোয়া গৃহীত হয় এবং ফেরেশতাগণ সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এটি একদিনের কাজ নয়। উন্নতির পথে অগ্রসর হও। ঐ ধোপা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর, যে কাপড়কে প্রথমে ভাট্টিতে সিদ্ধ করে এবং এমনকি শেষ পর্যন্ত আগুনের প্রভাবে সকল ময়লা এবং দাগকে কাপড় থেকে দূর করে দেয়। সে প্রভাতে উঠে ও পানিতে যায় এবং তখন কাপড়গুলিকে পানিতে ভিজিয়ে বারবার ঐগুলোকে পাথরের উপরে আছড়াতে থাকে। তখন সেই ময়লা যা কাপড়ের সাথে ছিল এবং কাপড়ের অংশ বিশেষ হয়ে

গিয়েছিল, তা আগুনের তাপে উঠে যায় আর কিছু পানিতে ধোপার বাহুর আঘাতে ত্বরিত পৃথক হতে আরম্ভ করে, কাপড় সেইরূপ পরিষ্কার হয়ে যায় যেমন পূর্বে ছিল। এটাই মানুষের আত্মশুদ্ধির উপায় ও তোমাদের সকল ধরনের মুক্তি এই পবিত্রতার উপর নির্ভরশীল এবং এটাই সেই কথা যা কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেছেন– ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা (৯১:১০) অর্থাৎ অবশ্যই সে সাফল্যমণ্ডিত হয় যে নিজেকে পবিত্র করে।' (গভর্মেন্ট ইংরেজী আওর জেহাদ-পুস্তক)

অতএব, আজকে যখন পৃথিবী খোদাবিমুখ হয়ে পার্থিব জগতের প্রতি আকৃষ্ট তখন আপনাদের জন্য সুযোগ যে আপনারা দৃঢ় পদক্ষেপে, সততা এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে এই পথে অগ্রসর হোন যেন আপনাদের জ্যোতিঃ সকল জ্যোতিঃর উপর প্রধান্য লাভ করে এবং জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী তার প্রভুর জ্যোতিঃতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো (৩৯:৭০) এর দৃশ্য অবলোকন করতে পারে। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সাথী হোন এবং প্রতি পদক্ষেপে তাঁর পথনির্দেশনা আপনাদের সহায় থাকুক।

আহমদীয়াতের উন্নতির পথ রুদ্ধ করার জন্য বিরুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক যে ষড়যন্ত্র ও দূরভিসন্ধির জাল বিছানো হচ্ছে, এগুলোর প্রকৃত ও শক্তিশালী প্রতিকার এটাই যে, 'খায়রুল মাকেরীন' (উত্তম পরিকল্পনাকারী) খোদার সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় করুন, যেন তিনি উত্তম তদবীর দ্বারা আপনাদের শত্রুর সকল দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ, বিফল ও অকৃতকার্য করেন এবং প্রতিমুহূর্তে সকাল হোক বা সন্ধ্যা, আপনাদের হেফাজত করেন এবং ফেরেশতাদের ফৌজ আপনাদের সাহায্যের জন্য অবতরণ করেন। আল্লাহতালা আপনাদের সহায় ও সাহায্যকারী হোন এবং অতি শীঘ্র আপনাদেরকে মানব হৃদয়ের উপর বিজয় দান করুন।

ওয়াসসালাম

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে

২৮-১-১৯৯০[১৬]

এ জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি। কর্মসূচি অনুযায়ী ২

ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তার উদ্বোধনী ভাষণের পূর্বে হুযূর রাবে (রাহে) প্রেরিত বাণী পাঠ করে শুনানো হয়। অতঃপর বক্তব্য রাখেন উসওয়ায়ে হাসানা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, হযরত ঈসা (আ.) এর পুনরাগমন-মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ইসলাম ও মানবাধিকার-অধ্যাপক আমীর হোসেন, দাওয়াতে ইলাল্লাহ-জনাব আব্দুর নুর মোল্লা, প্রেসিডেন্ট মহারাজপুর।

পরবর্তী দিন বক্তৃতা করেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ-দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ, জনাব মকবুল আহমদ খান- শান্তির বার্তা, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী-শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন, জনাব এ কে রেজাউল করীম-ওসীয়্যতের নিয়মাবলী, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ-আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার খণ্ডন, মওলানা বশিরুর রহমান-নামায ও দোয়ার গুরুত্ব, মওলানা ফিরোজ আলম-ইসলাম ও পরমত সহিষ্ণুতা, খন্দকার মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান-বিশ্বব্যাপী নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিকার এবং জনাব লুৎফর রহমান-সত্যের পথে আহ্বান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আহমদ আলী প্রেসিডেন্ট তারুয়া।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেন্ট, নারায়ণগঞ্জ। এটা ওসীয়্যতকারীদের উদ্দেশ্যে ছিল। বক্তব্য রাখেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। অতঃপর খোদ্দাম ও আনসারের বিশেষ অধিবেশন হয়।

৪ তারিখ চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। জনাব বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার-শানে হযরত মুহাম্মদ (সা.), মওলানা মাহমুদ আহমদ-সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), ড. তারিক সাইফুল ইসলাম-ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী-যুবকদের নৈতিক সংশোধন, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী-যিকরে হাবীব এবং জনাব লুৎফর রহমান প্রেসিডেন্ট উল্লাপাড়া-দাওয়াতে ইলাল্লাহ বিষয়ে প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ভাষণ দান

করেন আল্লাহর অস্তিত্ব ও তৌহিদ-অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব-মওলানা সালেহ আহমদ, বর্তমান যুগে ইসলামী খিলাফত-জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)-মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। অতঃপর সভাপতির ভাষণে ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৯৯১

৮-১০ ফেব্রুয়ারি১৯৯১ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৬৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এটা নিম্নরূপ:

পয়গাম

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৬৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। আল্লাহুমা যিদ ফাযিদ ওয়া বারেক (হে আল্লাহ! তুমি উন্নতির পর উন্নতি এবং বরকত দান কর)। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এ জলসায় জ্ঞানে, চরিত্রে ও আধ্যাত্মিকতায় ভূষিত করুন। আর আপনাদেরকে তাঁর নিজ ভালোবাসা ও নৈকট্যের নিদর্শন দান করুন। মনে রাখবেন, যেখানে মোমেন ভাই ভাই এক হয়ে একে অপরের সাথে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হয় সেখানে আল্লাহ্ তা'লাও তাদের সাথে গভীরতর সম্পর্ক রাখেন। যাদের হৃদয় বিভেদে ভরা এবং সদা একে অপরের প্রতি অভিযোগ প্রবন আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এই সময় ইসলামী বিশ্ব কঠিন ও জটিল সমস্যাবলীর সম্মুখীন এবং অত্যন্ত দুঃখজনক সময় অতিক্রম করছে। এদের বিপদাবলী দিন দিন বেড়েই চলছে এবং আগামীতে যে কি হবে তা অজানা। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থার জন্য বড়ই পরিতাপ যে, তারা উত্তম উম্মত হয়েও ইসলামের শত্রুদের হাতে নিষ্প্রাণ গুটির ন্যায় ক্রীড়াণক হয়ে আছে। নিজেরা একতাবদ্ধ হবার পরিবর্তে দিন দিন বিভক্ত হয়ে চলছে এবং আপোষে মতানৈক্যের শিকার হয়ে চলছে। না তাদের মাঝে রহমাতুল্লীল আলামীনের গোলামীর কোন চেতনা আছে, আর না ইসলামের আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধের কোন অনুভূতি আছে। নিঃসন্দেহে এই

অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য বিনীত দোয়ার দাবি রাখে। বাৎসরিক জলসার মাধ্যমে আপনারা আল্লাহকে স্মরণ করার যে সুযোগ পেয়েছেন তা ব্যবহার করে ইসলাম ও মানবতার বিজয়ের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। ইতিপূর্বে যেভাবে খুতবার মাধ্যমে সদকা ও দান খয়রাত করার জন্য তাহরীক করেছি, সে দিকে দৃষ্টি রাখুন এবং নিজ বিনীত দোয়া ও সদকার দ্বারা ইসলামের উপর থেকে উল্লেখিত বিপদাবলী দূর করার চেষ্টা করুন, যাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা অভুতপূর্ব মর্যাদার সাথে আমাদের জীবনে যেন পূর্ণ হয়।



৬৭তম সালানা জলসায় সভাপতিত্ব করছেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

আপনারা বহুবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, খোদা তা'লা আপনাদেরকে কখনও অসহায় ও সাহায্যহীন অবস্থায় ত্যাগ করেন নি। শত্রুরা যখনই জামা'তের বিরুদ্ধে কোন জঘণ্য ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছে এবং জামা'তের ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা করেছে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে তাঁর সাহায্য ও নৈকট্যের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়েছেন এবং এমনভাবে আপনাদের সাহায্যের জন্য এসেছেন আপনারা যার কল্পনাও করতে পারেন নি। আলহামদুলিল্লাহ

সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই) সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ। (আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রশংসাসহ পবিত্র, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি বহুলভাবে রহমত ও বরকত নাযিল কর)।



৬৭তম সালানা জলসার এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন
নায়েব ন্যাশনাল আমীর ভিজির আলী সাহেব।

আপনাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের এই দৃশ্যাবলী নিশ্চয় অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু খোদাতা'লা সর্বদা নিজ অঙ্গীকার অনুযায়ী যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের হেফাযত করেছেন। আগামীতেও তাঁর এই বিনয়ী ও দুর্বল কিন্তু নিষ্ঠাবান বান্দারা প্রত্যেক বিপদ ও পরীক্ষার সময় তাঁর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং কোন অবস্থাতেই গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও) সামনে মাথা নত করবে না।

খোদার শপথ! আহমদীয়াত সত্য এবং এটাই ইসলাম যা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে, ওয়ালাও কারিহাল কাফেরুন (যদিও কাফেররা অপছন্দ করুক)। খোদা

তা'লার অবধারিত বিধানে পৃথিবীর তকদীর এখন আহমদীয়াতের সাথে সংযুক্ত। এমন কেউ নেই যে খোদাতা'লার ইচ্ছাকে নিজ পরিকল্পনার দ্বারা পরিবর্তন করে দেবে। সুতরাং আপনাদেরকে আমার এই নসিহত যে, আপনারা সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করুন এবং সদকা ও দোয়ার দ্বারা ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থাকুন। বিপদ আপদ দেখে ঘাবড়াবেন না বরং এর দ্বারা নিজের ভিতরে ইসলামের জন্য আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধ, কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি করুন যা আজ অন্যান্য মুসলমানদের হৃদয় হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার ঐ সকল উপদেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিন যা আমি বিভিন্ন সময়ে আপনাদেরকে দিয়েছি। আপনাদের সবাইকে আমার তরফ হতে ভালোবাসাপূর্ণ সালাম। আমার আপনাদের সাথেই কেবল নয় বরং সমগ্র বাঙালিদের সাথেও ভালোবাসা আছে এবং আমি তাদের কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সাথী হোন। খোদা হাফেজ।

ওয়াসসালাম

মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ রাবে
জানুয়ারি ২৮, ১৯৯১[১৭]

এ জলসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ ক'জনের প্রেরিত বাণী নিম্নরূপ:

কাদিয়ানের আমীর সাহেবের তারবার্তা

৬৭তম সালানা জলসার সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ সকল আহমদীকে আশিসমণ্ডিত করুন এবং হুযুর (আই.)-এর নসিহতসমূহ পালন করার তৌফিক দান করুন।

অস্ট্রেলিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোহতরম শাকিল আহমদ মনির-এর পত্র

আমরা জামা'তে আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়ার সদস্যগণ আপনাদের সুখী ও সমৃদ্ধ নববর্ষ কামনা করছি। জলসায় যোগদানকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে মহা আধ্যাত্মিক বরকতের উপকরণ করুন।

এ জলসায় আমাদের জামা'তের সকল সদস্যের জন্য দোয়াতে বিশেষ স্মরণ

রাখার অনুরোধ রইল। এতদসঙ্গে সিডনীতে আমাদের নতুন মসজিদ বায়তুল হুদা-এর একখানা ফটো গ্রথিত থাকলো।

শ্রীলংকা জামা'তের জাতীয় সভাপতি জনাব এন.এ.এম জাফরুল্লাহ'র পত্র

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর মহতী ৬৭তম জলসার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি এবং শ্রীলংকার জামা'তের সকল সদস্য দোয়া করছি যেন আপনাদের জলসা মহান সাফল্য অর্জন করে। আমরা আশা করি, আপনাদের জলসায় উপস্থিত সকল আহমদী ভাই, বর্তমানের উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে মুসলিম উম্মাহ যে বিপজ্জনক অনৈক্য ও ধ্বংসের সম্মুখীন সে জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তাদেরকে যেন সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

দোয়া করি আল্লাহ্ যেন বাংলাদেশের জামা'তকে অফুরন্ত আশিস বর্ষিত করেন। আমীন।

ইন্দোনেশিয়া জামা'তের আমীর-এর তারবার্তা

আপনাদের সালানা জলসা অনুষ্ঠানের পত্র পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। জলসায় যাঁরা উপস্থিত হয়েছে তাঁদের সবাইকে আমার আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জলসাকে সঠিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমাদের এখানকার জামা'তকেও যেন উন্নতি দান করেন সেজন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ্ তা'লা উপসাগরীয় যুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় সূচিত করুন।

কর্মসূচি অনুযায়ী ৮ ফেব্রুয়ারি জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ এবং মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। এ ভাষণের পূর্বে হুযুর রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। তিনদিনব্যাপী সম্মেলনে মোট ৫টি অধিবেশনে ৩৩ জন বক্তা নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন–

বর্তমান বিশ্বে পবিত্র কুরআনের প্রচার ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি, রসুলে আকরাম মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বর্তমান যুগ, আল্লাহর পথে আহ্বান, নামাযের গুরুত্ব, মজলিস আনসারুল্লাহ কি এবং কেন, ইসলাম ও মৌলিক মানবাধিকার, খিলাফতের মর্যাদা ও

কল্যাণ, বিশ্বব্যাপী নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিকার, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আই.)-এর তাহরীক, দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ এর ফেতনা হতে পরিত্রাণ, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আপত্তির খণ্ডন, শান্তি ও যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা, বর্তমান সময়ের ঘটনাবলীর আলোকে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, সীরাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), আহমদীয়া যুব সংগঠন কি এবং কেন, লাজনা ইমাইল্লাহ কি এবং কেন, সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, সন্তানের চরিত্র গঠন, কবুলিয়তে দোয়া, হযরত ইসা (আ.)-এর নুযুলের তাৎপর্য, খাতামান্নাবীঈন (সা.), ঐশী নির্দশনের ক'টি ঝলক, মালী কুরবানী এবং নেযামে ওসীয়্যত ইত্যাদি।

বক্তৃতায় যারা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন– সর্বজনাব ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, চৌধুরী সাব্বির আহমদ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, আজিজুল হক, মওলানা বশিরুর রহমান, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, মওলানা ফিরোজ আলম, মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন, এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন আহমদ, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, ড. তারিক সাইফুল ইসলাম, মওলানা সালেহ আহমদ, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ডা. আব্দুল আজিজ, মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, অধ্যাপক আমীর হোসেন, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, ভিজির আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, এ কে রেজাউল করীম, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী এবং কাসেম আলী খান প্রমুখ। সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। এতে তিন হাজার জন উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯২

৭-৯ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ জামা'তের ৬৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলীর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন হয়। তিনি এক হৃদয়গ্রাহী উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। জলসা উপলক্ষ্যে হযরত আমিরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রেরিত পয়গাম পাঠ করে শুনানো হয়। উপস্থিত শ্রোতারা আবেগাপ্লুত হয়ে তা শ্রবণ করেন। সেই অমূল্য বাণীটি নিম্নরূপ:

পয়গাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের আমার প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এটি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আপনাদের বার্ষিক জলসা কল্যাণমণ্ডিত ঐতিহ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে ঐ সকল কল্যাণ হতে বেশি বেশি অংশ দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ অত্যন্ত চৌকষ ও সাহসী এবং সব ধরণের বিরোধিতার তুফানে খোদাতা'লার উপর নির্ভরশীল জামা'ত। বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে খোদাতা'লা স্বীয় সাহায্য ও অদৃশ্যের নিদর্শন দেখিয়েছেন। প্রত্যেক বিরোধিতার সময় এটি ঈমানকে অত্যাধিক দৃঢ়তা দান করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে নসিহত করেছেন যে, প্রজ্ঞা ও সৎ উপদেশ দ্বারা যেন দাওয়াতে ইলাল্লাহর কাজ করা হয়, ফলে আমলের মধ্যে যেন ঐশী শক্তির সঞ্চার হয়। আর তার প্রভাবে মানবমণ্ডলী আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন সময়ে আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিয়েছি এবং বর্তমানে আমার উপদেশ এই যে, দোয়ার মাধ্যমে ঐ সকল উপদেশগুলোর উপর আমল করুন এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে ঐ সমস্ত হেদায়েতের প্রতিটি দিক অবলম্বন করুন এবং দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং উদ্দীপনার পরিবেশে খোদার হেফাযতে, খোদার স্মরণে এবং রসুলে করীম (সা.) এর উপর দরূদ পাঠের মাধমে এই দিনগুলোকে অতিবাহিত করুন। খোদা তা'লার হেফাজতে আপনারা ঘরে ফিরুন।

আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে[১৮]

জলসার প্রথম অধিবেশনের শুরুতে বিরুদ্ধবাদী মৌলবাদীরা আক্রমণ করে। তারা রাস্তা থেকে জলসাগায়ের প্যাণ্ডেলে ইট পাথর নিক্ষেপ করে। আহমদীরা দোয়া ও ধৈর্যের সাথে তা মোকাবিলা করে। তবে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর

আলোকে বর্তমান যুগে শান্তির একমাত্র পথ ইসলাম এবং আহমদীয়াতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব মকবুল আহমদ খান এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙালি।

৮ ফেব্রুয়ারি এডভোকেট আলহাজ্ব মির্যা আব্দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন হয়। বক্তব্য রাখেন আহমদী মায়েদের কর্তব্য ও দায়িত্ব, ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং ইসলামী পর্দা বিষয়ে ন্যাশনাল আমীর, আলহাজ্জ তবারক আলী এবং অধিবেশনের সভাপতি।

তৃতীয় অধিবেশন চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর জনাব নূরউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ– মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন– মওলানা সালেহ আহমদ, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা– এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙালি। অতঃপর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত বাণী পাঠ করে শুনানো হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামা'তের আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। বক্তৃতা করেন শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.), ইসলামের খেদমতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং খিলাফতের কল্যাণ যথাক্রমে মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। বক্তৃতা করেন শততম সালানা জলসা ও আহমদীয়াতের সত্যতা-আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, খাতামান্নাবীঈন এর প্রকৃত তাৎপর্য-এডভোকেট মুজিবুর রহমান। সবশেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। ১৬ জন ভ্রাতা বয়আত করেন।

২৯ অক্টোবর ৪নং বকশী বাজার রোড দারুত তবলীগে উগ্র-ধর্মান্ধরা আক্রমণ করে। ৭৫ বছরের পুরাতন লাইব্রেরি ও জামা'তের অফিসকক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআন শরীফ ও জামা'তের মূল্যবান পুস্তক এবং মাইক্রোবাসসহ কোটি টাকার সম্পদ ভস্মীভূত করা হয়। এতে ৩৫জন আহত হন। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমকর্মী আমাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। তারা প্রতিবাদ জানান এবং উপযুক্ত বিচার দাবি করেন।

১৯৯৩

১০-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৬৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় মহিলাদের ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। এ জলসার একটি বিশেষত্ব ছিল জলসার শেষ দিন ১২ ফেব্রুয়ারি জুমুআর নামাযের খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে) বাংলাদেশ জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বাঙালিদের উদ্দেশ্যে এমটিএ-র মাধ্যমে হুযূর রাবে (রাহে.)-এর প্রদত্ত এটি প্রথম বক্তব্য।

বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় তাঁর খুতবায় বাংলাদেশের আহমদী এবং জনগণের প্রশংসা করেন। ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে এই খুতবা পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে সম্প্রচার হয়।

হুযূর (রাহে.) বলেন, বাংলাদেশের আহমদীরা অত্যন্ত সাহসী। বিগত দিনে চার নম্বর বকশী বাজারে মোল্লাদের সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক লোক আক্রমণ চালায় এবং মসজিদে হামলা চালিয়ে নামাযীদেরকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। লাইব্রেরির মূল্যবান পুস্তকাদিসহ বহু সম্পদ ধ্বংস করে ফেলা হয়। কিন্তু ওখানকার আহমদীরা এতে ভীত না হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে এই আঘাতকে কাটিয়ে ওঠেন।

হুযূর (রাহে.) আরো বলেন, বাঙালি জাতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন। ওখানকার বুদ্ধিজীবি এবং সাংবাদিকরা অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভিক। তারা মোল্লাদের জঘন্য কার্যকলাপের নিন্দা করে বিবৃতি দেন এবং সংবাদ পরিবেশন করেন। সংখ্যাগুরু নিজ সমাজের অপকর্মের বিরুদ্ধে এভাবে স্পষ্টভাবে নিন্দা করা সহজ কাজ নয়। বাঙালি জাতি যেহেতু মূলতঃ সত্যপরায়ণ এবং ইনসাফের অধিকারী সেজন্যই তারা এভাবে বক্তব্য বিবৃতি দিলেও সরকার কিন্তু এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বরন করেন। অপরদিকে দেশের জ্ঞানী গুণীজন-সত্যের খাতিরে এহেন ন্যায়বাক্যও উচ্চারণ করেছেন যে, বাবরী মসজিদ ভাঙা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি বকশীবাজারে এবং রাজশাহীতে আহমদীয়া মসজিদ ভাঙাও অপরাধ। বাবরী মসজিদ ভাঙা যেমন অন্যায় তেমনি আহমদীয়া মসজিদ ভাঙাও অপরাধ।

হুযূর (রাহে.) সবশেষে বাংলাদেশের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন এবং

বলেন যে, যে জাতি এহেন ন্যায়পরায়ণ সেই জাতি ভবিষ্যতে অবশ্যই উন্নতি করবে, অবশ্য যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সরকারের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার উন্মেষ ঘটে এবং সত্য প্রকাশে কার্পণ্য না হয়।[১৯]

১০ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। এছাড়া জামা'তের বিশিষ্ট আলেম বক্তাগণ নসিহতমূলক অনেক বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

১৯৯৪

৪,৫,৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৭০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। তিনি অনেক তথ্যবহুল ভাষণ দান করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং ৬ ফেব্রুয়ারি বিকালে সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ছিল নিম্নরূপ:

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক সম্মেলন শুরু

গতকাল শুক্রবার থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন জামা'তের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গন ৪, বকশীবাজার রোড ঢাকায় শুরু হয়েছে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

জনাব মোস্তফা আলী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য হল কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে ভিত্তি করে ব্যক্তি সমষ্টির জীবনকে কলুষ মুক্ত করা এবং বিশ্বময় প্রকৃত ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠা করা। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের যে চারটি বিশেষ উপাদানের আশ্রয় নিতে হবে তা হলো– প্রচেষ্টা, প্রেম, প্রযুক্তি ও প্রার্থনা।

প্রচেষ্টা হতে হবে বিরামহীন, ব্যাপক সুসংগঠিত। আর আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি বিশেষ করে মানুষের জন্য অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের সব প্রচেষ্টা বৃথা বাক্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, প্রেম দ্বারা বাহিত না হলে কোন কথা কানের ভিতর প্রবেশ করলেও তা মরমে স্থান

পাবে না। এ জন্যই 'ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই' বলে কুরআনে নির্দেশ রয়েছে।

জনাব মোস্তফা আলী বলেন, প্রচারের কাজে আধুনিক প্রযুক্তিকে কেন গুরুত্ব দিতে হবে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে। কেননা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কারণ নয়। এর মূল কারণ হলো মানুষের নিজের মন ও মানসিকতা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি নিজ থেকে মানুষের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে পারে না। এগুলো আমাদের শক্তি ও সুযোগ যোগায় মাত্র। সে শক্তি ও সুযোগকে কল্যাণ বা অকল্যাণে ব্যবহার করা মানুষের ইচ্ছার উপরে পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল বিধায় মানুষই এ জন্য দায়ী।

তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিজ্ঞান ও ধর্মকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হলো বিজ্ঞান স্রষ্টার কর্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ও তা নানাভাবে কাজে লাগায়। অপরদিকে ধর্মে স্রষ্টার ইচ্ছার প্রকাশ। একই স্রষ্টার কর্মে ও ইচ্ছায় বিরোধ থাকতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা বা উদ্দেশ্যের দীনতা হীনতাই অযথা এ দুয়ের মাঝে বিরোধ ঘটায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান ভিজির আলী এবং আলোচনায় অংশ নেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং আজিজুল হক।

জুমুআর নামাযের পর বেলা ৩ টায় শুরু হয় দ্বিতীয় অধিবেশন। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব তবারক আলী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামায়াত ঢাকা। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা সালেহ আহমদ, শহিদুর রহমান এবং মওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী।[২০]

সফল জলসা সমাপ্তির পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ছিল নিম্নরূপ:

সালানা জলসায় বক্তাগণ
আহমদী মুসলমানরা খতেম নবুওয়তে বিশ্বাস করে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের তিনদিন ব্যাপী ৭০ তম সালানা জলসা শেষ হয়েছে। এতে দেশের ৮০ টি শাখা থেকে তিন হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেন। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বক্তারা উল্লেখ করেন

যে, শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আহমদীয়া জামা'ত পৃথিবীব্যাপী উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করছে। এ পর্যন্ত ১৩৭টি দেশে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আহমদীগণ খতমে নবুওয়ত বিশ্বাস করে না– এই অপবাদ খণ্ডন করে বক্তারা বলেন, আহমদী মুসলমানরা প্রকৃত অর্থে খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস রাখে এবং সারা বিশ্বে হাজার হাজার মসজিদ ও মিশন স্থাপন করে ইসলাম ও খাতামান্নাবীঈন (সা.) এর প্রকৃত শিক্ষাকে প্রচার করে যাচ্ছে।

জলসার সমাপ্তি ভাষণে জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেন, কুরআন পাক এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত, হাদীস আমাদের শিক্ষা ও আদর্শের মূল উৎস।[২১]

১৯৯৫

বাংলাদেশ জামা'তের ৭১তম সালানা জলসা ২০-২২ জানুয়ারি ১৯৯৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। তখন সারা দেশে আহমদীদেরকে অমুসলমান করার দাবিতে তীব্র আন্দোলন বিরাজ করে। এরই মাঝে আশেকে রসূলরা ঐশী প্রেমের টানে দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে ঢাকার বকশীবাজারস্থ দারুত তবলীগে ছুটে আসেন। সকলে ঐশী প্রেরণায় দোয়ার রত হন এবং জলসার কর্মসূচি সার্থক ও সফল করতে সবাই কাজ করেন।



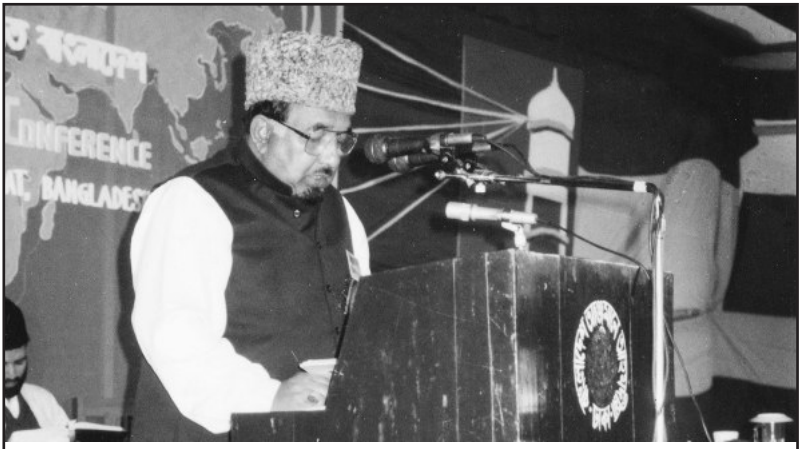
৭১তম সালানা জলসায় নযম পরিবেশন করছেন জনাব নুরুল হক।



৭১তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



৭১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

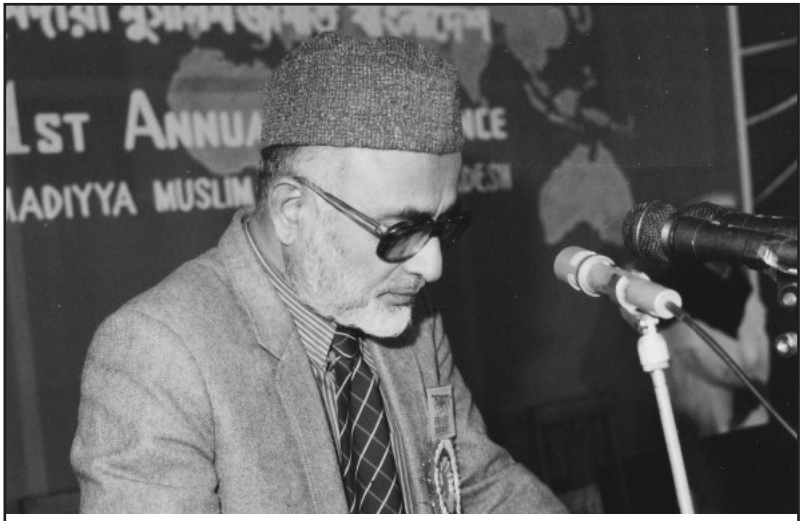


৭১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান।



৭১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব খন্দকার মাহমুদুল হাসান।

২০ জানুয়ারি প্রথম অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব এক প্রাণবন্ত উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন এবং ২২ জানুয়ারি সমাপ্তি অধিবেশনে ঐতিহাসিক নসিহতমূলক অনেক তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন। এছাড়া জামা'তের বিজ্ঞ আলেমগণ অনেক মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে সকলের আবেগাপ্লুত দোয়ায় জলসা সমাপ্ত হয়।



৭১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব তবারক আলী।

১৯৯৬

৫-৭ জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৭২তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষ্যে হুযূর রাবে (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।

হুযূর (রাহে)-এর প্রতিনিধি হিসেবে রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন জনাব চৌধুরী মোবারক মুসলেহ উদ্দীন আহমদ। হুযূর রাবে (রাহে.)-এর প্রেরিত বাণীটি নিম্নে পত্রস্থ হল:

মোহতরম

ন্যাশনাল আমীর সাহেব

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনার ৩

জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখের পত্র পেয়ে বিস্তারিত অবগত হলাম। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই সর্বদা মু'মিনদের জামা'তকে সাহায্য করে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের সালানা জলসা সকল দিক থেকে বরকতপূর্ণ হোক। জলসায় আগত সমস্ত মেহমানদেরকে মহব্বত ভরা সালাম ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনারা এই জলসা থেকে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে ফিরে গিয়ে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি করে জামা'তের কার্যক্রমে প্রাণ চাঞ্চল্যে উদ্যোগী হবেন। পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা বজায় রেখে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ এবং দোয়ার মাধ্যমে দাওয়াতে ইলাল্লাহর ময়দানে এগিয়ে চলুন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সর্বদা তাঁর রহমতের ছায়ায় রাখুন। আমীন।

ওয়াসসালাম

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে[২২]



৭২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম চৌধুরী মোবারক মুসলেহ উদ্দীন আহমদ।



৭২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান।



৭২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।



৭২তম সালানা জলসায় কবি শামসুর রাহমান এবং জামা'তের সদস্যবৃন্দ।

হুযূর (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ জামা'তের বিজ্ঞ আলেমদের প্রাণবন্ত বক্তব্যে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৯৯৭

৭৩তম সালানা জলসা ৩-৫ জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর রাবে (রাহে) প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। জলসায় বিভিন্ন দেশের জামা'তের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাণী প্রেরণ করেন। তা নিম্নরূপ:

(ক)

তারিখ: ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর ৭৩ তম সালানা জলসায় আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়ে কৃতজ্ঞ।

আমি জলসার সাফল্যের জন্য বিনীতভাবে দোয়া করছি। সকল আহমদী ভাইদেরকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবেন, বিশেষ করে মওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেবকে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সাথী হউন।

আপনার একান্ত
মির্যা আবদুল হক
প্রাদেশিক আমীর, পাঞ্জাব, পাকিস্তান

(খ)

তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জার্মানী জামা'তের আমীর মি. আবদুল্লাহ ওয়াগিস হাওযার এর উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৭৩তম সালানা জলসায় আপনার দাওয়াতের জন্য ধন্যবাদ।

মি. ওয়াগিস হাওযার ইতোমধ্যে ১৮-১২-১৯৯৬ তারিখ কাদিয়ানের জলসার উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। বর্তমানে তিনি কাদিয়ানে আছেন। তিনি জার্মানীতে ফেরার পথে পাকিস্তানে রাবওয়া যাবেন। জানুয়ারি ১৯৯৭ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জার্মানীতে ফিরে আসবেন।

আমরা আপনাদের সালানা জলসার সফলতার জন্য দোয়া করি এবং আশা করি যে, এটা কেবল আপনাদের আশা আকাঙ্খাই পূরণ করবে না, বরং এটা আপনাদের আশা আকাঙ্খার বাড়তি পাওনা হিসাবে বাংলাদেশ জামা'তের চাহিদা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনার সকল কাজে সফলতা দিন। আমীন।

আপনাদের ভ্রাতৃপ্রতীম
এ শাকুর আসলাম খান
ভারপ্রাপ্ত আমীর, জার্মানী

(গ)

তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬

প্রিয় ভাই তৌফিক সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

১৯৯৭ সালের ৩-৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আপনাদের ৭৩তম সালানা জলসায় যোগদানের দাওয়াত পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এখানে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারছি না বলে দুঃখিত। দোয়া করি আপনাদের এ মহতী জলসা সকল দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত হোক।

ওয়াসসালাম

ডা. অলি আহমদ শাহ

ন্যাশনাল আমীর, যুক্তরাজ্য

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত জলসার প্রতিবেদন ক'টি নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক সম্মেলন শুরু

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৩দিন ব্যাপী ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন গত ৩ জানুয়ারি বকশীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। উদ্বোধনী ভাষণে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেন, রাজনীতির মাধ্যমে কোন দেশে গদি দখল করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আমাদের কাম্য নয়। এই উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো বক্তব্য রাখেন মওলানা আবদুল আউয়াল চৌধুরী, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।[২৩]

আহমদীয়া জামা'তের সম্মেলন শুরু

আমরা মুরতাদ হত্যা ও পাথর মেরে হত্যায় বিশ্বাসী নই

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেছেন, আমরা মুরতাদ হত্যা ও পাথর মেরে হত্যায় বিশ্বাসী নই। আমাদের ইসলাম হল– প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে মানব হৃদয় জয় করা।

গতকাল শুক্রবার বকশীবাজারে সংগঠনের তিন দিনব্যাপী ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। সম্মেলনে আরো বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী।[২৪]

Jalsa of Ahmadiyya Muslim Jamaat begins

The 373rd (73rd-Editor) annual gathering of ahmadiya Muslim Jamaat, Bangladesh began on Friday at 4, Bakshi Bazar Road, The session started with the recitation from the Holy Quran. The Chairman of the Jalsa Committee Meer Mobaswar Ali delivered the welcome Address.

Presided over by the National Ameer Alhaj Ahmad Tawfiq Chowdhury, the inaugural session was addressed among others by Moulana Abdul Awwal Khan Chowdhury, Prof. Shah Mustafizur Rahman and Moulana Sultan Mahmud Anwar.

Over three thousand delegates from all overe the country are now joining the three-day Jalsa.[25]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সম্মেলনঃ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে পবিত্র কুরআনের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলন শেষ হয়েছে।

গত ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪নং বকশী বাজার আহমদীয়া কমপ্লেক্সে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল আমীর, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার প্রতিনিধি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।

৩ দিনব্যাপী সম্মেলনে ৫ টি অধিবেশনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে ১১ জন বক্তা বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, একজন সত্যিকার মুসলমানের মধ্যে যা বিকশিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে দোয়া, ভালোবাসা, আনন্দ, পরোপকার, নম্রতা-ভদ্রতা ও মানব সেবার গুণাবলী অর্জন করা। তিনি আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে তাকে নিজে আদর্শবান হতে হবে।

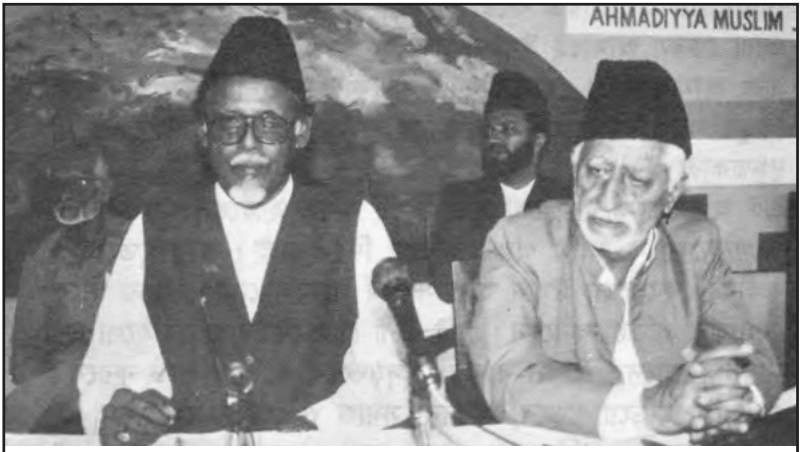
তিন দিনের এ সম্মেলনে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান: হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.); আধ্যাত্মিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় খিলাফতের গুরুত্ব, পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য; সাম্য, মানবতা ও ইসলাম এবং যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের উন্নতি সম্ভব নয় ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জামা'তের বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদগণ আলোচনা করেন।

সম্মিলিত দোয়ায় বাংলাদেশের শান্তি-সমৃদ্ধি, বিশ্বশান্তি ও মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সম্মেলনে দেশের ১০২টি শাখা জামা'ত থেকে প্রায় তিনহাজার সদস্য যোগদান করেন।[২৬]

১৯৯৮

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৭৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর রাবে (রাহে)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হাই। এ জলসায় দ্বিতীয় দিনে হুযূর রাবে (রাহে) এমটিএ-এর মাধ্যমে বাঙালি আহমদীদের উদ্দেশ্যে এক অমূল্য ভাষণ দান করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোহাম্মদ আলী। তিনি ঐশী খিলাফতের গুরুত্ব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। পরদিন ১৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। এ অধিবেশন লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিল। বক্তব্য রাখেন হুযূর রাবে (রাহে.)-এর প্রতিনিধি মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হাই, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, মওলানা বশিরুর রহমান এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেব।



৭৪তম সালানা জলসায় উদ্বোধনী ভাষণদানরত ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, পাশে উপবিষ্ট হুযূর রাবে (রাহে)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম সৈয়দ আবদুল হাই।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। জীবনার্দশের আলোকে খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, বাংলাদেশের আহমদীয়াতের উপর অপবাদসমূহ ও এর খণ্ডন, নামাযের গুরুত্ব এবং আমি কেন আহমদী হলাম শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা সালেহ আহমদ, সর্বজনাব বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং আজিজুল হক। আফ্রিকা মহাদেশে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের ওপর বক্তব্য রাখেন ঘানার চিকিৎসক ডাক্তার গোলাম কবীর।

এ পর্যায়ে হুযূর রাবে (রাহে.) তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। তিনি পাকিস্তান আমলে এ দেশে তার সফরের স্মৃতি বিজরিত অনেক ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযূর বলেন–

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি প্রথমে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। এমন সময়ের কথা বলছি যখন বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয় নি। বাংলাদেশ তো অবশ্যই ছিল। ঐ যুগ থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর

ভালোবাসা আছে। আমি বেশ ক'বার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র গিয়েছি– সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু অংশ যেমন রাঙামাটি পর্যন্ত গিয়েছি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল যা বার্মার সাথে মিশেছে সেই উপকূল অঞ্চল খুবই মনোরম। এই সকল অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এমন কোন অঞ্চল নেই যা আজও আমার মনে পড়ে না।

আল্লাহ্ আপনাদের খুবই সুন্দর দেশ দিয়েছে। এমন দেশ যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর। দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। আমি দর্শনীয় স্থান দেখতে যেতাম না; যদিও তা দেখার আমার শখ আছে, আমি মানুষের সাথে দেখা করতে যেতাম। বাংলাদেশের মানুষ আমাকে মনে রেখেছে। আমার এখনও স্মরণ আছে কে কেমন লম্বা, তাদের বাচনভঙ্গী কেমন ইত্যাদি। এছাড়াও তাদের সকল কথাই আমার জানা আছে। আমার স্মৃতিপটে এখনও (এসব স্মৃতি) অংকিত আছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়াতের বিস্তার হতে পারে। এমনই যেন হয় এটাই আমার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমদের হুমকি সাধারণ ও নিরীহ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তারা তাদের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। সুতরাং এ কারণে প্রচার ও বিস্তারে বেশ কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমার অনুরোধ হলো– আপনারা কেবল আল্লাহকে ভয় করুন। মানুষের ভয়ে ভীত হবেন না। কাউকে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্র ভয়ে হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এমন কথা বলুন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করে রেখাপাত করে। ভাল কথা বলুন। শত্রুকে ভয় করবেন না। মনে রাখবেন শত্রুর প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারের ফলে মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। অতএব আপনাদের জন্য জরুরী বিষয় এই যে, আপনারা সাধারণ জনতার কাছেই (দাওয়াত) পৌঁছাবেন। আমার ধারণা হল– আল্লাহ্র ইচ্ছায় বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেমের মন স্বচ্ছ আছে। তাঁরা সত্যিই ধর্মকে ভালোবাসেন। তারা পাঞ্জাবী আলেমদের মত কট্টর ও দুষ্ট নন। এর প্রমাণ হল– পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন।

হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবের আলেমরা যদি আসলেই কট্টর না হত তাহলে সেখানে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আসতেন না। সবচেয়ে খারাপ লোক যেখানে

থাকে আল্লাহ্ তা'লা সে স্থানকেই তাদের সংশোধনের জন্য সতর্ককারী পাঠাবার স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন। পাঞ্জাব থেকে এত বেশি 'মূর্খ' আলেম সৃষ্টি হয় যে, সাধারণ মানুষ ভুলক্রমে মনে করেন, এ সকল আলেম গোটা হিন্দুস্থান থেকে তৈরী হচ্ছে। সমগ্র হিন্দুস্থানে বেশি ভারী সংখ্যায় যে মৌলবি সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ পাঞ্জাবী। হাযারা থেকে হোক বা লুধিয়ানা থেকে হোক, এরা আসলে সকলেই পাঞ্জাবের অধিবাসী এবং এরা রুটি রুজির ব্যবস্থা করার জন্যই ধর্ম শিখে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে– 'তোমরা কি আল্লাহর বান্দার বিরোধিতা করে নিজেদের রুটি রুজির ব্যবস্থা করবে?' এরা দ্বীনের শিক্ষা কেবল রুটি-রুজির কারণেই করে থাকে। এরা সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে আছে। খোঁজ করলে দেখতে পাবেন, এই সকল মৌলবিদের সিংহভাগই পাঞ্জাবী। সবচেয়ে কট্টর ও দুষ্ট মৌলবি পাঞ্জাব থেকেই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'লা এই পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আমি যেসব কথা বলছি তা কুরআন এবং হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই বলছি। বাংলাদেশের আলেমরা কখনো অনিষ্ট সাধনে পাঞ্জাবী আলেমদের সাথে পারবে না। কোনক্রমেই পাঞ্জাবীদের সাথে অনিষ্ট সাধনে পাল্লা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। যত ইচ্ছা প্রতিযোগিতা করে দেখতে পারেন। আমি যখন বাংলাদেশে যেতাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতাম তখন আমার সাথে (প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর) মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব ও অন্য যারা থাকতেন তাদেরকে বলতাম, আপনারা দেখে শুনে সবচেয়ে কট্টর আলেমকে আমার সাথে দেখা করার জন্য, কথা বলার জন্য নিয়ে আসুন।

কিন্তু তারা এই ভেবে ভয় পেতেন, সে মৌলবি না আবার আমার সাথে বেয়াদবী করে বসে। আমি বলতাম, ভয় করবেন না বরং সবচেয়ে দুষ্টজনকে ডেকে আনুন। ডাকার পর যখন আমি তার সাথে কথা বলতাম, তখন সেই দুষ্ট মৌলবি আমার বন্ধু হয়ে ফিরে যেতেন। যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তি-সঙ্গত কথা বলা হয়, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগ্র প্রকৃতির মৌলবিও নমনীয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, যাদের ভাগ্যে সংশোধন নেই এমন লোক সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। যারা কথার মাঝে শোরগোল করে উঠে যায়, এদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। যারা শোরগোল করে উঠে যায় তাদেরকে পরিহার করুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, অধিকাংশ আলেমদের নিকট যাওয়া আপনাদের দায়িত্ব ও

কর্তব্য। তাদের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও ভালোবাসার সাথে কথা বলুন। বুঝাতে চেষ্টা করুন, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। দেখবেন কত বিপুল সংখ্যক আলেম আমাদের সমর্থনে এসে যাবে। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের নিকট গিয়েও কথা বলুন, যা উলামাকে বলেছেন। ফলে এমন অনেক শ্রেণী আপনাদের সমর্থনে এসে যাবে। আর তখন আহমদীরা নির্ভয়ে আহমদীয়াতের কথা প্রচার করার সুযোগ পাবেন।

অতএব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব তাঁরা যেন আহমদী ভাইদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যেভাবে যুদ্ধের সময় ওপর থেকে ভারী বোমা ফেলে যুদ্ধাঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে দেয়া হয়। আর তখন সাধারণ পদাতিক সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, এখন অগ্রসর হও। যে এলাকায় গোলাগুলি চলতে থাকে ঐ এলাকায় সাধারণ লোক গেলে তারা গুলির সম্মুখীন হয়ে মারা পড়ে। অতএব যুদ্ধে জয়ী হতে হলে প্রথমে ঐ এলাকার পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, তারপর সাধারণ সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিতে হয়, 'যাও, এবার অঞ্চল দখল করে নাও।' আমাদের অঞ্চল তো মানুষের হৃদয়। আমাদের অঞ্চল কোন ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। অতএব হৃদয় জয় ও দখল করার পূর্বে আধ্যাত্মিক বোমাবর্ষণ অত্যাবশ্যক। প্রথমে আলেমদের হৃদয় জয় করুন, জন প্রতিনিধিদের মন জয় করুন, তারপর জনসাধারণদের মন জয় করুন।

এটিই আমার বাণী ও কথা, যা আমি বিভিন্ন মাধ্যমে আপনাদের প্রথম থেকেই বলে আসছি। আপনারা সবাই ঠিকমত জানতে পেরেছেন কি না তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। কিন্তু আজ আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। এইরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। এমন হলে বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে যেখানে খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

উগ্র-মৌলবিরা ইসলামের নামে সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা মানুষকে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা রাখে না। মানুষেরা অনাহারে মরলেও এদের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথা ব্যথা। ইসলামী রাষ্ট্র মাত্রই এমন ব্যবস্থা বুঝায়

যেখানে মানুষের দারিদ্রতা দূর করা হবে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক খোরাকেরই চিন্তা করা হবে না বরং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালোবাসা ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করছে, তাই আমি আপনাদের বলছি, আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়াত। দেশের দারিদ্র, নৈতিক অধ:পতন, সামাজিক অশান্তি, জুলুম-অত্যাচার– এসব কিছুর হাত থেকে একমাত্র আহমদীয়াতই আপনাদের নিষ্কৃতি দিতে পারে, উদ্ধার করতে পারে।

আপনারা তো মৌলবিদের প্রথম থেকেই লালন করে রেখেছেন। প্রথম থেকেই মৌলবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। মৌলবিদের পিছনে চলছেন। মৌলবিরা কোথায় কি এমন পরিবর্তন সাধন করেছে? কোথায় তারা ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছে? কোথায় পূণ্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করেছে? সারা বাংলাদেশ তো আগের মত দিশেহারা, অথচ সেখানে মৌলবিদের রাজত্ব। এই রাজ্য থেকে আপনারা কী পেতে পারেন? যে রাজ্য বিগত পঞ্চাশ বছরে আপনাদের কিছুই দিতে পারে নি, আগামীতেই বা তারা কী দিবে? কিন্তু যে গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে সেই গ্রামকে দেখুন কত ভাল পরিবেশ সেখানে বিরাজমান। তাঁরা পরস্পর কত সুন্দর হৃদ্যতাপুর্ণ পরিবেশে বাস করছেন? আপনাদের জন্য আমার এই বাণী– এই পয়গাম।

এখন অন্য প্রোগ্রামে যেতে হচ্ছে, আমি আশা করি আপনারা আমার এই বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নিন যা আমি বলছি। যে ব্যবস্থাপত্র আমি দিয়েছি এটাই সঠিক ব্যবস্থাপত্র। এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আমি বাংলাদেশের মন জয় করতে চাই। যতশীঘ্র সম্ভব এই মহা বিপ্লব সাধন করতে হবে। পাকিস্তানের মৌলবিরা বার বার বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ করছে, যেন এদেশও পাকিস্তানের মত হয়। এমনিতেই আপনারা অনেক কষ্টে আছেন। আপনারা পাকিস্তানীদের মতোই যদি হতে চান তাহলে কেন আপনারা এথেকে পৃথক হয়েছিলেন? পাকিস্তানের কথা ছেড়ে দিন। পাকিস্তানে যে নোংরা আবর্জনা ছেয়ে আছে তা আপনারা কিছুতেই গ্রহণ করবেন না।

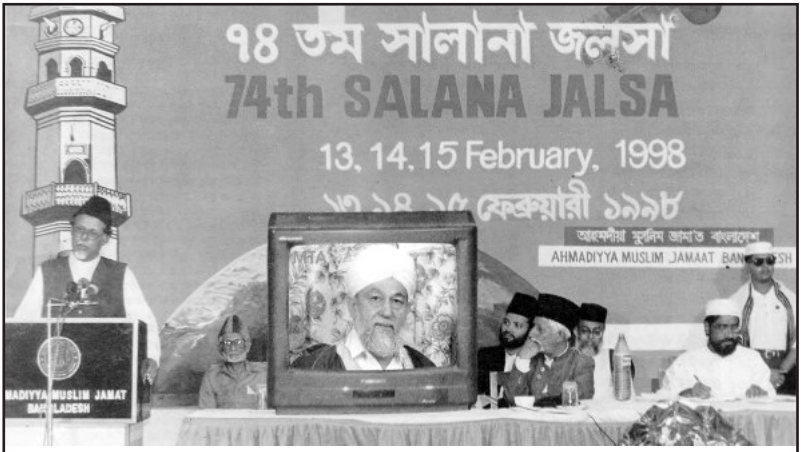
আহমদীয়াত এখনো আপনাদের ওখানে তেমন বিস্তার লাভ করে নি। আর

যেখানেই বিস্তার লাভ করেছে সেখানেই এটি সুন্দর দৃষ্টান্তও সৃষ্টি করেছে। একটি পৃথক (নজরকাড়া) মনোরম দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বীপ প্রেম ও ভালোবাসায় সিক্ত ও সঞ্চিত। আপনারা সমগ্র দেশকে এরূপ একটি আহমদী দ্বীপে পরিণত করুন। আপনাদের এখানে বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা বসে আছেন, পত্রিকার প্রতিনিধিরাও। বড় বড় মিডিয়ার প্রতিনিধিরাও আছেন। বড় সম্মানীত জ্ঞানীরাও বসে আছেন। আমি জানি তাদের হৃদয় সাক্ষ্য দেবে, আমি সত্য বলছি। অতএব আমার আবেদন হল, আমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমার কথার সমর্থন করুন। আমার এই বাণীটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হোন। (এরপর হুযূর বাংলায় বলেন) আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।[২৭]



৭৪তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

এ জলসার তৃতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসুর রহমান। আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব, আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জাগরণ, জাতি গঠনে যুবকদের ভূমিকা, কেন এবং কেমন করে আহমদী হলাম বিষয়ে সর্বজনাব এ কে রেজাউল করীম, নাজির আহমদ ভূঁইয়া, হাফেজ সেকান্দর আলী এবং মাহবুব আজম রেজা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।



৭৪তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোহাম্মদ আলী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার, বিশ্বব্যাপী দাওয়াতে ইলাল্লাহ ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান মাকাম এবং হেদায়েত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ড. তারিক সাইফুল ইসলাম, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, এবং মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হাই। এ জলসায় ৯২টি জামা'ত থেকে সাড়ে তিন হাজার লোক যোগদান করেন।

১৯৯৯

বাংলাদেশ জামা'তের ৭৫ তম সালানা জলসা ৫-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন এবং জলসা কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। দোয়ার কবুলিয়ত ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য, খিলাফত ও তার কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে হুযূর (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান এবং মওলানা সালেহ আহমদ।



৭৫তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। মঞ্চে ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ অন্যান্যরা।



সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম।



সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী,
ন্যাশনাল আমীর। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব এ. কে. রেজাউল করিম।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন লাজনাদের জন্য হয়। এতে ভাষণ দান করেন মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, ন্যাশনাল আমীর এবং অধিবেশনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য-মওলানা সালেহ আহমদ, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা-মওলানা বশিরুর রহমান, নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য-জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ ও এর খণ্ডন-আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকের অধিকার, আর্থিক কুরবানী ও নেযামে ওসীয়্যত, আনসারুল্লাহর দায়িত্ব, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন এবং সমাজ ও জাতি গঠনে যুব সমাজ বিষয়গুলির উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে ড. তারিক সাইফুল ইসলাম, জনাব এ কে রেজাউল করীম, জনাব মোহম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, হাফেজ সেকান্দর আলী এবং ডা. মোহাম্মদ সেলিম খান।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। দাওয়াতে ইলাল্লাহ ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান ও মাকাম এবং একজন আদর্শ আহমদীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

২০০০

৮ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখ আমাদের খুলনা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে ৭জন নামাযীকে শহীদ করা হয়। মসজিদের ইমাম মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকীসহ ৩০জন আহত হন এবং অনেকে পঙ্গু হয়ে যান। অতঃপর ঢাকায় ৪, ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৭৬তম সালানা জলসা। এ জলসায় হুযূর রাবে (রাহে.) এর প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ। ৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর পবিত্র কালাম এবং ইসলামী খিলাফত ও তার কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান এবং মওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব।

৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। আহমদী মহিলাদের দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ, ঐশী জামা'তে মোখালেফাত বিষয়ে মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান ও মাকাম বিষয়ে মওলানা বশিরুর রহমান, তরবীয়তে আওলাদ বিষয়ে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং বর্তমান সময়ে যুবকদের দায়িত্ব বিষয়ে জনাব ডা. মোহাম্মদ সেলিম খান বক্তব্য রাখেন।



৭৬তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ
এবং বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা সালেহ আহমদ।

এ জলসা উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট বিদেশী ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাণী প্রেরণ করেন। তাঁরা হলেন–



জনাব আব্দুল্লাহ্ ওয়াগিস হাওযার
জার্মানী জামা'তের ন্যাশনাল আমীর



জনাব নাসিম মাহদী
কানাডা জামা'তের ন্যাশনাল আমীর



স্যার ড. ইফতিখার আহমদ আয়াজ
যুক্তরাজ্য জামা'তের ন্যাশনাল আমীর

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ বিষয় সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান বিষয় নামায ও দোয়ার কবুলিয়ত, পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের আমীর জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা বিষয় ভারতে আহমদীয়াত, আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী বিষয় মৌলবাদ ও ইসলাম এবং আলহাজ্ব এ. কে. রেজাউল করীম বিষয় মোখালেফাত ও আমরা।



৭৬তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, পাশে মওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর সাহেব। বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বিষয় দাওয়াতে ইলাল্লাহ ও আমাদের কর্মপন্থা, ড. তারিক সাইফুল ইসলাম বিষয় ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত, জনাব এ কে রেজাউল করিম বিষয় আর্থিক কুরবানী ও নেযামে ওসীয়্যত, হাফেজ সেকান্দর আলী বিষয় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ও আহমদীয়া জামা'ত। নাসেরাবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী, বকশীগঞ্জের ওয়াকফে নও শিশু সালেহ মোহাম্মদ সায়েম মোখালেফাত ও আমরা বিষয়ে হৃদয় বিদারক বক্তব্য প্রদান করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বিষয় ফতোয়াবাজীর অন্তরালে এবং মওলানা রাজা নাসির আহমদ বিষয় সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণে আহমদীয়া জামা'ত। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব।

২০০১

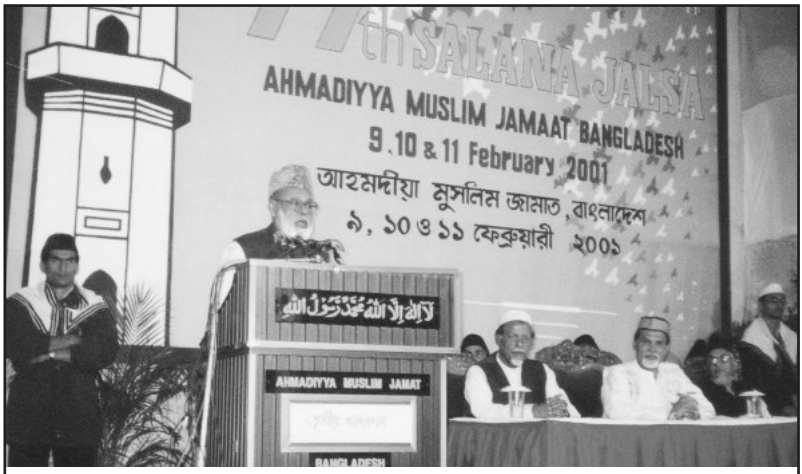
৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৭৭তম সালানা জলসা। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণের পর বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বিষয় মহান আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁর পবিত্র গুণাবলী এবং মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী বিষয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরমত সহিষ্ণুতা।



৭৭তম সালানা জলসায় নযম পেশ করছেন জনাব তৌফিক আহমদ।

১০ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোবাশশের উর রহমান, আমীর চট্টগ্রাম। বক্তব্য রাখেন ইসলামে নারীর মর্যাদা বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ, বিশ্ব মানবের মিলনক্ষেত্র জলসা সালানা বিষয়ে অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সত্য গ্রহণের অন্তরায়- জনাব আবুল কালাম আজাদ।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।
মঞ্চে অন্যান্যগণ।



জলসায় বক্তৃতা করছেন জনাব আবুল কালাম আজাদ, সদর খোদ্দাম।
মঞ্চে অন্যান্যগণ।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম। বক্তব্য রাখেন হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু বিষয়ে হাফেজ সেকান্দর আলী, ইসলামী খিলাফত ও তার কল্যাণ বিষয়ে মওলানা বশিরুর রহমান, তৃতীয় সহস্রাব্দের শুভযাত্রা ও আহমদীয়া জামা'ত বিষয়ে জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, যিকরে হাবীব বিষয়ে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং আমি কেন আহমদী হলাম বিষয়ে জনাব আব্দুর রউফ।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান।
মঞ্চে অন্যান্যগণ।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। বক্তব্য রাখেন ইকামাতে সালাত বিষয়ে অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে অধ্যাপক ড. তারিক সাইফুল ইসলাম, আর্থিক কুরবানী ও নেযামে ওসীয়্যত বিষয়ে জনাব এ কে রেজাউল করীম, মোখালেফাত ও আমরা বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান, খুলনা।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তৃতা করেন নতুন শতাব্দী ও ইমাম মাহদী (আ.) বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ, ভারতে ইসলামের পুণজাগরণ বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। চার হাজার উপস্থিত ছিলেন।

জলসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল আমীরগণ শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেছিলেন। নিম্নে এর একটি উদ্বৃতি করা হল:

আমীর, যুক্তরাজ্য জামা'তের বাণী

Thank you for your very kind invitation dated 14th January 2001 to attend the 77th Jalsa Salana of Ahmadiyya Muslim Jama'at Bangladesh due to be held in Dhaka from 9th February, 2001.

I regret that owing to the short time available to make travel arrangements, it would not be possible for me to attend this Jalsa.

Please accept our very best wishes for the success of your Jalsa. Allah shower His choicest blessings on those who participate in it. May you all witness the acceptance of the prayers of the promised Messiah, Amin.

Please convey the salaam of all members of UK Jamaat to the participants and request them to pray for the attainment of the objectives that the UK Jama'at has set itself for this year.

Iftikhar Ayaz
AMIR UK[২৮]

২০০২

বাংলাদেশে জামা'তের ৭৮তম সালানা জলসা ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হুযূর রাবে (রাহে.) এর প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। কাদিয়ানের নাযের আলা ও আমীর মোকামী বাণী প্রেরণ করেন। তা নিম্নরূপ:

পয়গাম

আমি জেনে অত্যাধিক আনন্দিত হলাম যে, জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশ

তাদের ৭৮ তম সালানা জলসা ৬,৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখ উদযাপন করতে যাচ্ছে এবং এ শুভ উপলক্ষ্যে জামা'তের উত্তম চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাসমূহ সংবলিত একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ বরকতপূর্ণ জলসাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, সে জন্য আমি খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, কতক কার্য-ব্যস্ততা ও গুরুত্বপূর্ণ কারণে অপারগতা হেতু জলসাতে যোগদান করতে পারবো না। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এ নিমন্ত্রণের উত্তম পুরষ্কার দান করুন।

সাইয়্যেদেনা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) জামা'তে আহমদীয়ার এই লিল্লাহী সালানা জলসার সূচনা ১৮৯১ সালে পরম দারিদ্র ও সম্বলহীন এবং কঠোর বিরোধিতা ও বিরূপ অবস্থার ভিতর দিয়ে করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'এর বুনিয়াদি ইট স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে স্থাপন করেছেন।' আজ যখন জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার একশ বছরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হয়েছে তখন ঐশী সাহায্য ও স্বর্গীয় আশিসসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ এই আধ্যাত্মিক জলসাও স্বীয় ব্যাপকতা ও প্রসারের ক্ষেত্রে অপূর্ব উন্নতি ও উৎকর্ষের পথ অতিক্রম করেছে; আর এখন কাদিয়ানের এই জলসার শাখা-প্রশাখা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশসমূহে বড় শান ও শওকতের সাথে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যগণ এবং অপরাপর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বন্ধুগণ একদিকে ঐশী ও স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছেন এবং অপরদিকে সাইয়্যেদেনা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বরকতপূর্ণ লঙ্গর দ্বারা তাঁরা পূর্ণ মাত্রায় উপকৃত হচ্ছেন।

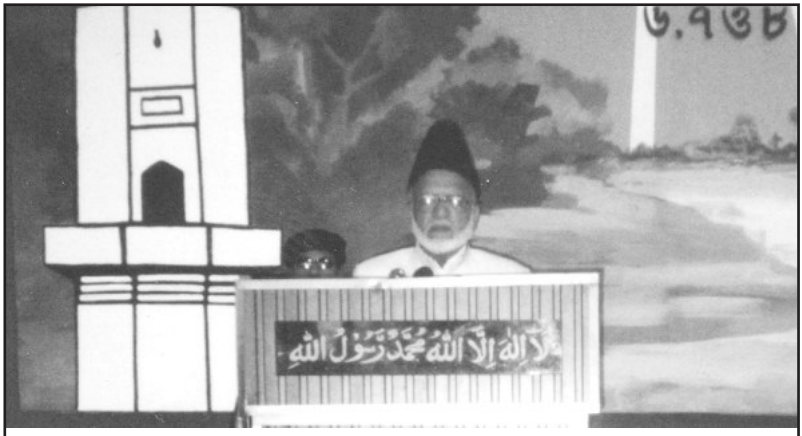
প্রিয় বন্ধুগণ! এটা আল্লাহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহ যে, সাইয়্যেদেনা হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ রাবে আইয়াদাহুল্লাহু তা'লা বিনাসরিহিল আযীযের বরকতপূর্ণ খিলাফতকালে গোটা দুনিয়ার প্রায় সকল আহমদী দাওয়াত ইলাল্লাহর পবিত্র দায়িত্ব পালনে রাতদিন ব্যতিব্যস্ত আছেন। যদিও বাংলাদেশের ভাইয়েরাও হুজুরের এ আওয়াজের উপর লাব্বায়েক বলছেন, তথাপি কেবল সওয়াবের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাবো যে, এ সালানা জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেক আহমদী যেন তাঁর প্রিয় প্রভুর আওয়াজে লাব্বায়েক বলতে বলতে নিজের সকল যোগ্যতা এ পথে উৎসর্গ করে দেন; এটাই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এটাই স্বস্তিপ্রাপ্ত আত্মা লাভ করার প্রকৃত উপায়।

প্রিয় ভাইয়েরা! বর্তমানে বড় দ্রুত বেগে দুনিয়ার অবস্থা বদলে যাচ্ছে। দুনিয়া এখন বাধ্য হচ্ছে, সেই আওয়াজের উপর লাব্বায়েক বলতে যা আজ হতে একশত বছর পূর্বে সাইয়্যেদেনা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহর আদেশক্রমে উত্তোলন করেছিলেন এবং দুনিয়াবাসী আজ এ কথা মানতে বাধ্য হচ্ছে এখন তরবারির জেহাদ শেষ এবং কলমের জেহাদ পূর্ণ উদ্যমের সাথে জারী হয়েছে। এমন আশাব্যঞ্জক পরিবেশে আমাদের একান্ত কর্তব্য আমরা পরম প্রজ্ঞা ও হিকমত এবং সদুপদেশের সাথে আমাদের লেখনী ও যুক্তির জেহাদের মাধ্যমে মানব জাতির অন্তরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য জয় করি এবং আমাদের মাথাকে স্বীয় স্রষ্টা ও প্রভুর সমীপে প্রণত করে দেই। এ কাজ আল্লাহর তৌফিকে হবে এবং পরম পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত থাকলো। এখন এখানেই বিদায় নিলাম।

ওয়াসালাম

মির্যা ওয়াসীম আহমদ

নাযেরে আ'লা কাদিয়ান[২৯]



৭৮তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর রাবে (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।

৬ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বব্যাপী

জামা'তের উন্নতি আলোকপাত করেন এবং দোয়া করান। এর আগে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক ও নযম পেশ করেন কাজী আব্দুস শাকুর। এ অধিবেশনে আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়্যত ও রহমানিয়্যত, মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং আহমদীয়াতের পরিচয় বিষয়ে যথাক্রমে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, হুযূর রাবে (রাহে.)-এর প্রতিনিধি। নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

৭ ফেব্রুয়ারি দু'টি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক তারিক সাইফুল ইসলাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর ঢাকা। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের ও হাফেজ মনসুর আহমদ। নযম পেশ করেন সর্বজনাব সুলতান আহমদ, তৌফিক আহমদ, এস এম রহমতুল্লাহ ও ইব্রায়েতুল হাসান। দোয়ার তাৎপর্য ও তরবীয়তে আওলাদ, ইসলামে নারীর গুরুত্ব, বিবাহ ও সামাজিক আচার, যুব সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রচলিত জিহাদ বনাম ইসলামী জিহাদ, যিকরে হাবীব সীরাতুল মাহদী (আ.), বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস ও ইসলামের আদর্শ এবং একই ধর্ম যুগে যুগে বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ

মুতিউর রহমান, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মাহবুবুর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা বশিরুর রহমান, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী এবং আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ ও সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। দু'টি অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন মওলানা বেলাল আহমদ, হাফেজ কারী মওলানা মুজিবুর রহমান, সর্বজনাব মোহাম্মদ পানাহউল্লাহ, এহসানুল হাবিব জয়, আব্দুল ওয়াদুদ ও এস এম মাহমুদুল হক। ওয়াকফে নও ও আমাদের দায়িত্ব, মালী কুরবানী, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর কতিপয় সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামা'ত, ইসলামী খিলাফত ও তার কল্যাণ বিষয়গুলোর ওপরে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, এ. কে. রেজাউল করীম, মওলানা সালেহ আহমদ, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং হুযূর রাবে (রাহে.)-এর প্রতিনিধি সাহেব। এর পর

চেয়ারম্যান জলসা কমিটি জনাব মীর মোবাশ্বের আলী বিভিন্ন দেশের আমীর সাহেবদের বাণী পাঠ করেন। সেক্রেটারি জলসা কমিটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। সবশেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দেন এবং হুযূর রাবে (রাহে.)-এর প্রতিনিধির দোয়া করানোর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এ জলসায় প্রায় ৪,০০০ জন যোগদান করেন। ১০৭ জন খোদা প্রেমিক বয়াআত করে এ পবিত্র সিলসিলায় দাখিল হন।

২০০৩

৫,৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৭৯ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন ওয়াকিল ওয়াকফে নও মোহতরম সৈয়দ কমর সোলায়মান। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত প্রভৃতি দেশ থেকে বিশিষ্ট বুযূর্গগণ জলসায় যোগদান করেন। ফলে এটা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যোগদান করেন।



৭৯তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মোহতরম সৈয়দ কমর সোলায়মান
পাশে বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

৫ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন হুযূর আকদাস (রাহে.)-এর প্রতিনিধি। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। নযম পেশ করেন জনাব কাজী আব্দুশ্ শাকুর।

উদ্বোধণী ভাষণ দান ও দোয়া পরিচালনা করেন হুযূর (রাহে.)-এর প্রতিনিধি। 'সিফতে বারীতাআলা-রহিমীয়ত ও মালেকিয়াত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ। জামা'তে আহমদীয়ার সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার উপর বক্তব্য রাখেন মওলানা মাহমুদ আহমদ, আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, অস্ট্রেলিয়া।



৭৯তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা নাসিম মাহদী, আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, কানাডা। পাশে বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা সালেহ আহমদ।

৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মওলানা নাসিম মাহদী, আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, কানাডা। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয আবুল খায়ের। নযম পেশ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। ওয়াকফে নও এবং তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, নযম পেশ করেন জনাব এস. এম. আব্দুল হক। ইসলামে পারিবারিক জীবন বিষয়ে বক্তৃতা করেন আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, অস্ট্রেলিয়া। ইসলামী বিবাহ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার এবং একজন আদর্শ খাদেম-এর দায়িত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আবূ তাহের মন্ডল, মোবাল্লেগ, পশ্চিমবঙ্গ।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন কানাডার মোবাল্লেগ
মওলানা মোবারক আহমদ নাজির।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা মাহমুদ আহমদ।

৬ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, অস্ট্রেলিয়া। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মনসুর আহমদ। নযম পেশ করেন জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। প্রচলিত জিহাদ বনাম ইসলামী জিহাদ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, যিকরে হাবীব সীরাতুল মাহদী (আ.) বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান এবং ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম বিষয়ে আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।



জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ।

৭ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান। নযম জনাব তৌফিক আহমদ ও তার দল। ইসলামী খিলাফত ও তার কল্যাণ বক্তব্য রাখেন মওলানা মোবারক আহমদ নাজির, মোবাল্লেগ, কানাডা। নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ পানাহউল্লাহ। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলবি হাফেজ সেকান্দর আলী, ভারতে আহমদীয়াত বিকাশ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মাশরেক আলী মোল্লা এবং মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তৃতা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমীর ও সিঙ্গাপুর জামা'তের আমীরের নিকট থেকে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করা হয়।

Ahmadiyya Movement in Islam, INC, USA

January 11, 2003

No: 3007/2003

Mohtaram Meer Mohammad Ali Sahib

National Ameer, Bangladesh

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatohu.

I am very thankful for your gracious invitation to attend the 79th Jalsa Salana of Jamaat Ahmadiyya Bangladesh.

Although I am unable to come, my heart is with all the Ahmadies of Bangladesh on this joyous occasion. May Allah bless all those who are participating as well as those who are unable to participate for some reason.

Wassalam.

Ahsanullah Zafar
Ameer Jamaat, USA

অনুবাদঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৭৯ তম সালানা জলসায় আমন্ত্রণ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যদিও আমি আসতে অপারগ, কিন্তু এ আনন্দঘন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের আহমদীদের সাথে আমার অন্তর অবস্থান করছে। যারা এতে যোগদান করেছেন, আর যারা যোগদান করতে পারেননি সকলের ওপর আল্লাহর আশিস বর্ষিত হোক।

ওয়াসসালাম

আহসানুল্লাহ জাফর
আমীর, ইউএসএ জামা'ত

Ahmadiyya Muslim Mission, Singapore

20 January 2003

Meer Mohammad Ali Sahib
National Ameer

Dear Brother,

Assalamo Alaikum Warahmatullah Wabarakatohu.

Hope by the Grace of Allah, you are doing fine, Amin. I have received your letter of invitation for your jam'at's Jalsa Jazakumullah.

Due to planned National programs during the said period, I regret to inform you that I am not able to attend this blessed gathering. Nevertheless, I have announced to Jama'at members and will keep you informed should there be anyone else attending. I pray for the success of your Jalsa and may Allah shower His abundant Blessings on the participants, amin.

Please remember this humble one in your prayers.

Wassalam.

Abdul Aziz Bin A. Majid
President

অনুবাদঃ

আশা করি খোদার আশিসক্রমে আপনারা ভালো আছেন, আমীন।

আমি আপনাদের জামা'তের সালানা জলসার আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি, জাযাকুমুল্লাহ।

এ সময়ে পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী জাতীয় কর্মসূচি থাকায় দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমি এ আশিসমন্ডিত সমাগমে যোগদান করতে পারছি না। জামা'তী সদস্যদেরকে অবহিত করেছি যদি কেউ যোগদান করতে পারে তাহলে তা আপনাকে জানানো হবে।

আমি আপনাদের জলসার সফলতা কামনা করছি। জলসায় যোগদানকারীদের ওপরে আল্লাহর অজস্র আশিস বর্ষিত হোক, আমীন।

দোয়ায় আমাদের কথা স্মরণ রাখবেন।

ওয়াসসালাম

আব্দুল আজিজ বিন এ মজীদ

প্রেসিডেন্ট, সিঙ্গাপুর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত[৩০]

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (রাহে.)-এর প্রতিনিধি সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মুজিবুর রহমান। নযম জনাব এহসানুল হাবিব জয়। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামা'ত বক্তব্য রাখেন মওলানা নাসিম মাহদী। নযম পেশ করেন এস. এম. মাহমুদুল হক।

সবশেষে সমাপ্তি ভাষণ দান ও দোয়া পরিচালনা করেন হুযূর (রাহে.)-এর প্রতিনিধি সাহেব। ৬৫ জন বয়আত করেন।



জলসার পর বিদেশ থেকে আগত হুযূর (রাহে.)-এর প্রতিনিধিসহ
অন্যান্য মেহমান এবং এদেশের সুশীল সমাজের সুহৃদ বন্ধুগণের সম্মানে
সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় মঞ্চে বসা
বামদিক থেকে সর্বজনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা,
মীর মোহাম্মদ আলী, মওলানা নাসিম মাহদী,
সৈয়দ কমর সোলায়মান, মওলানা মাহমুদ আহমদ,
মওলানা মোবারক আহমদ নাজির।

২০০৪

১৬,১৭ ও ১৮ জানুয়ারি, ২০০৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮০তম সালানা জলসা। এ উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এক অমূল্য বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি নিম্নরূপ:

পয়গাম

প্রিয় বন্ধুগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আলহামদুলিল্লাহ্, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্। প্রতিকূল ও সংকটাপন্ন অবস্থায়ও আহমদীয়া জামা'ত, বাংলাদেশ নিজেদের সালানা জলসা করার সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছে। জলসায় যোগদানকারীদেরকে এবং অন্যান্য সব আহমদীকে, যারা বিভিন্ন কারণে জলসায় উপস্থিত হতে পারেন নি আল্লাহ্ তা'লা নিজ সুরক্ষার ছায়ায় রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জলসাকে সবদিক থেকে শুভ কল্যাণের কারণ করুন। আর আপনাদের সকলকে জলসার কল্যাণে অভিসিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

ঐশী জামা'তের ওপরে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের পালাও আসতে থাকে; কিন্তু স্মরণ রাখুন, আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে এসব বিপদ-আপদকে দূর করে থাকেন। আর নিজ নিষ্ঠাবানদেরকে সব সময় হেফাযত এবং সাহায্য সহযোগিতা করেন। যখন থেকে নবীদের (আ.) আগমনের ধারা শুরু হয়েছে, কখনও খোদার নবী ও তাঁদের মান্যকারীগণ বিফল হন নি। তারা সব সময় বিজয়ী হয়েছেন এবং সফলতা তাদের পদ-চুম্বন করেছে। শত্রুরা নিজেদের ধারণাবশতঃ মনে করে থাকে যে, তারা তাদের বিরোধিতাপূর্ণ চক্রান্ত ও চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ঐশী সেলসেলাকে নির্মূল করে দেবে; কিন্তু তাদেরকেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়ে থাকে।

জামাতে আহমদীয়া একটি ঐশী জামা'ত। এ জামা'তের সাথে খোদার অঙ্গীকার, তিনি একে পরিশেষে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। আর শত্রু ব্যর্থতার মুখ দেখবে। খোদা তা'লা তাঁর বান্দা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বার বার এবং বিপুল ওহীর মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর জামা'তকে বিরাট মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দিবেন, আর বিশ্বের কোণে কোণে এর

খ্যাতি পৌঁছাবেন। বাধা-বিপত্তি এবং পরীক্ষা অবশ্যই আসবে; কিন্তু খোদা তা'লা পরীক্ষা ও বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যশীলগণকে আর সেই সত্তাকে যারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং শত্রুরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "আমার এমন রাত খুব কমই অতিবাহিত হয় যাতে আমাকে এ সান্ত্বনা দেয়া না হয় যে, আমি তোমার সাথে আছি, আর আমার ঐশী-বাহিনী তোমার সাথে আছে। যদিও পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে খোদাকে দেখবেন। কিন্তু আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। দুনিয়া আমাকে চিনে না। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে জানেন। এটা সেসব লোকের ভ্রান্তি এবং একেবারেই দুর্ভাগ্য যে, তারা আমার ধ্বংস দেখতে চায়, আমি সেই বৃক্ষ যা প্রকৃত প্রভু নিজ হাতে রোপণ করেছেন। যে ব্যক্তি আমাকে কেটে ফেলতে চায় সে কেবল কারূন, ইহুদাস্ত্রুতি ও আবূ জাহলের হতভাগ্য পরিণতি থেকেই কিছু অংশ নিতে চায়।" (রূহানী খাযায়েন, ১৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০)

পুনরায় আরেক স্থানে তিনি লিখেন: "খোদা তা'লা আমাকে বার বার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আমাকে অনেক মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দিবেন আর মানবের অন্তরে আমার ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আমার সেলসেলা ও জামা'তকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবেন।

আর এ জামা'ত প্রবল বেগে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে, এমন কি বিশ্বকে ঘিরে ফেলবে। অনেক বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সব দূরীভূত করে দিবেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।" (রূহানী খাযায়েন, ২০ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৯-৪১০)

এসব উদ্ধৃতিতে আপনাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে যে, আপনারা বিজয়ী হওয়ার জন্যে সৃষ্টি হয়েছেন, আর পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যা আপনাদেরকে পরাজিত করতে পারে। অতএব আপনাদের জন্য আমার বাণী:

এসব বিরোধিতায় বিচলিত হবেন না, এসব তো এজন্যে আসে যেন খোদা তা'লার ওপরে ঈমান শক্তিশালী হয় এবং নিজেদের আত্মায় পবিত্র পরিবর্তনের সুযোগ লাভ হয়। আপনারা খোদার প্রতিশ্রুতির ওপরে পরিপূর্ণ ও দৃঢ়-বিশ্বাস

রাখুন। সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথে পদক্ষেপ রাখতে থাকুন। ধৈর্যের পন্থা অবলম্বন করুন। ধৈর্যের অস্ত্র এমনই, কামান দিয়েও সে কাজ হয় না যা ধৈর্য দিয়ে হয়ে থাকে। ধৈর্যই অন্তরগুলোকে জয় করে থাকে। দোয়ার ওপরে জোর দিন এবং খোদা তা'লার দোর গোড়ায়া ঝুঁকে থাকুন। নামাযের পাবন্দ বা নিয়মিত নামায আদায়কারী হয়ে যান। বিনয় ও নম্রতার জীবন যাপন করতে থাকুন।

হুযূর (আ.) বলেন: "খোদার দিকে ঝুঁকে এবং দুনিয়ায় কাউকে যতটা ভালোবাসা সম্ভব ততটা কেবল তাঁকেই ভালোবাস আর পৃথিবীর কোন মানুষকে যতটা ভয় করা যেতে পারে ততটা কেবল তোমরা তোমাদের খোদাকেই ভয় করো। পবিত্র আত্মা ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হও। দ্বীন-হীন ও নিরীহ হও যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।" (নযূলে মসীহ, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)

আবার তিনি (আ.) বলেন: "খোদা তা'লার দিকে পদ-বিক্ষেপ রাখো এবং ধর্ম নিষ্ঠার সূক্ষ্ম পথে চলো। সব কিছুর আগে নিজের প্রাণে বিনয়, পরিচ্ছন্নতা, নিষ্ঠা সৃষ্টি করো এবং সত্যিকার অর্থে মনের দিক থেকে সহিষ্ণু ও সরল হও এবং বিনয়ী হয়ে যাও। সব রকমের মঙ্গল এবং অনিষ্টের বীজ প্রথমে অন্তরেই জন্মে থাকে। তোমার অন্তর অনিষ্ট-শূন্য হলে তোমার কথাও অনিষ্ট-শূন্য হবে। আর তোমার চোখ ও সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থাও এমন। আলো এবং অন্ধকারও প্রথমে অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে আর ধীরে ধীরে সমস্ত দেহকে আবিষ্ট করে ফেলে। সুতরাং নিজেদের অন্তরকে প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করতে থাকো। যারা পান চিবোয় তারা যেভাবে পানকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ময়লা অংশকে কেটে ফেলে দেয় সেভাবে নিজেদের অন্তরের গুপ্ত ধ্যান-ধারণা মন্দ-অভ্যাস আবেগ-উচ্ছ্বাস ও সুপ্ত-বৃত্তিনিচয়কে নিজেদের দৃষ্টির সামনে এনে পরখ করতে থাকো এবং যেসব ধ্যান-ধারণা বা বদ-অভ্যাস বা বৃত্তিনিচয় ত্রুটিযুক্ত পাও এগুলো কেটে ফেলে দাও। সেগুলো তোমাদের গোটা অন্তরকেই অপবিত্র করে দেয় ফলে তোমরাই কর্তিত হও এমন যেন না হয়।" (ইযালায়ে আওহাম, পৃষ্ঠা ৮২৭)

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এসব উপদেশকে কাজে পরিণত করার সৌভাগ্য দান করুন। আপনারা খোদার বিনীত বান্দায় পরিণত হোন। তাঁর সন্তুষ্টির পথে বিচরণকারী হোন। আর

আপনাদের পরিবার-পরিজনসহ নাজাত ও মুক্তি পেয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে মঙ্গল ও সুস্থাবস্থায় নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কল্যাণ ও অনুগ্রহ ঝুলি ভরে নিয়ে যান। আমার দোয়া ও ভালোবাসা আপনাদের সাথে রয়েছে এবং আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হোন, আমীন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস
১লা জানুয়ারি, ২০০৪

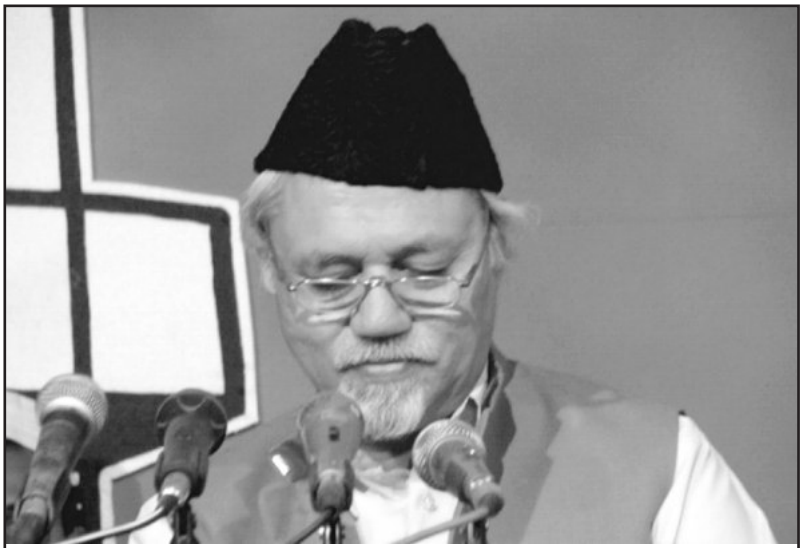
হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন ওয়াকিলুত তবশির নওয়াব মনসুর আহমদ খান। এর মাত্র ৮ দিন পূর্বে ৮ জানুয়ারি তৎকালীন সরকার কর্তৃক আহমদীয়া জামা'তের প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। সারাদেশে মোখালেফাত বিরাজ করে।

তখন অনেক বাধা-বিপত্তি ও এক শ্রেণির উগ্র মোল্লা-মৌলবির কঠোর বিরোধিতা এবং আহমদীয়া জামা'তের প্রকাশিত পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করার সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও এ জলসা সার্বিকভাবে সফল হয়। প্রায় ৩ হাজার প্রতিনিধি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলের নৈতিকবল ও উৎসাহ ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ের।

যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের ভ্রাতা জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া ও ভ্রাতা হাসান হাকীম এবং রাওয়ালপিন্ডির এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙালি সাহেব জলসায় যোগদান করেন। ভ্রাতা হাসান হাকীম যিয়ন জামা'তের প্রেসিডেন্ট। এসব কারণে এবারকার সে জলসা ঐতিহাসিক রূপ লাভ করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৬ জানুয়ারি জুমুআর নামাযের পর উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। এ অধিবেশন ছিল ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয়। কেননা ১০/১২ জন সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এ সংকটকালে জামা'তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা আহমদী জামা'তের প্রকাশনার সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করে অবিলম্বে তা তুলে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বলেন, কারো স্বার্থে নয়

মানবাধিকারের প্রয়োজনে এখানে এসেছি এবং একাত্মতা ঘোষণা করছি। বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ সোশালিষ্ট পার্টির সভাপতি মঈনুদ্দীন খান বাদল, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও হিউম্যান রাইটস কর্মী কে এম সোবহান, লেখক-সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর, ইউনিভার্সিটি অব ঢাকার ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী নজরুল ইসলাম, হিউম্যান রাইটস কর্মী ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, ড. ফস্টিনা পেরেরা এবং এডভোকেট সুলতানা কামাল তাদের অন্যতম।

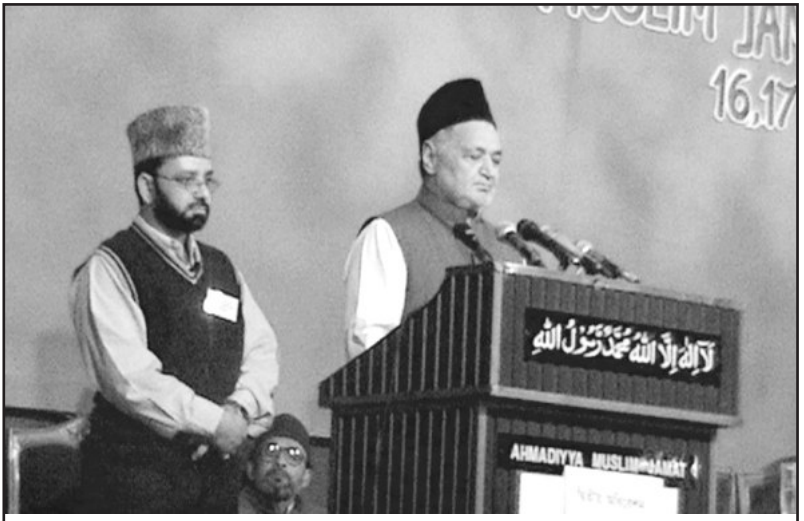


৮০তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম নওয়াব মনসুর আহমদ খান।

আমেরিকা জামা'তের ভ্রাতা জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া ও ভ্রাতা হাসান হাকীম বাংলাদেশ জামা'তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, বিশ্বের প্রায় ১৮০টি রাষ্ট্রের প্রায় ২০ কোটি আহমদী বাংলাদেশে নির্যাতিত আহমদী ভ্রাতাদের জন্য দোয়া ও সমর্থনে এগিয়ে আসছেন। ভ্রাতা হাকীম আমেরিকার তথাকথিত এলীয় নবী আলেকজান্ডার ডুই-এর ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রসঙ্গে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।



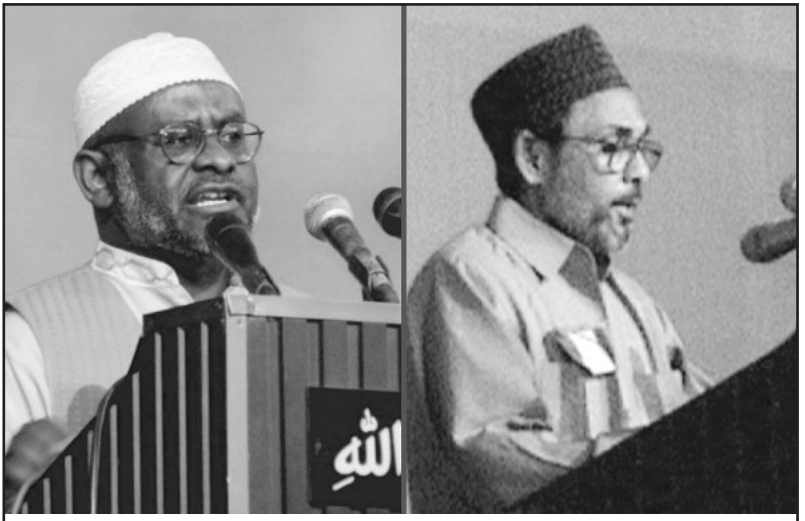
৮০তম সালানা জলসায় রেজিস্ট্রেশনের কাজে নিয়োজিত
জামা'তের খাদেমগণ।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া।
পাশে বঙ্গানুবাদ করছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।



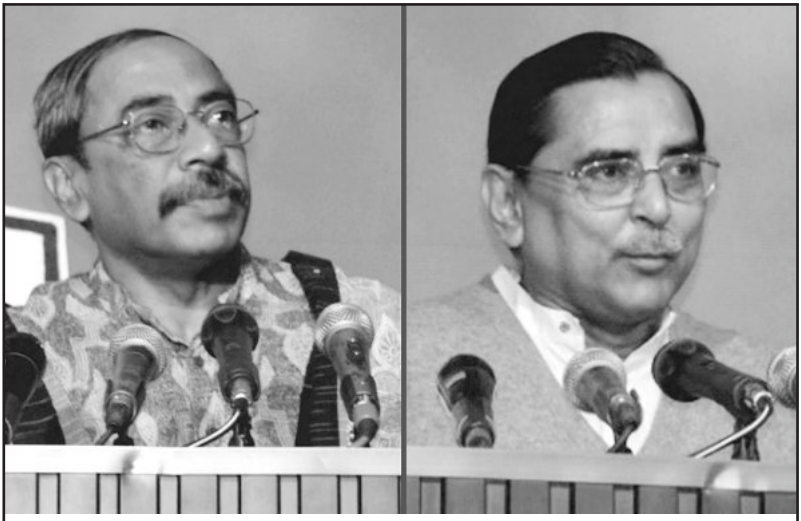
জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ আফজাল চৌধুরী (বামে)
এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমান (ডানে)।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন যুক্তরাষ্ট্রের জনাব হাসান হাকীম (বামে)
এবং জনাব কওসার আলী মোল্লা (ডানে)।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মঈনুদ্দীন খান বাদল (বামে)
এবং জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম (ডানে)।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব শাহরিয়ার কবীর (বামে) এবং জনাব রাশেদ খান মেনন (ডানে)।



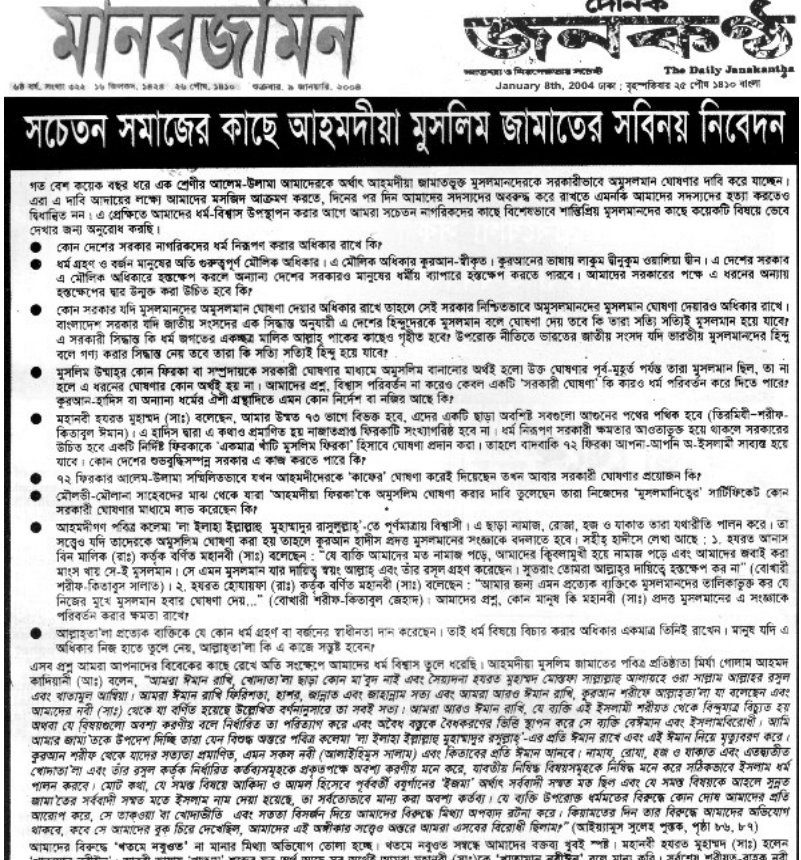
জলসায় বক্তব্য রাখছেন
এডভোকেট সুলতানা কামাল (বামে) এবং ব্যারিষ্টার সারা হোসেন (ডানে)।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি কে.এম. সোবহান।

তিন দিনের জলসায় আরও যারা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন তারা হলেন– মোকাররম নওয়াব মনসূর আহমদ খান, ন্যাশনাল আমীর মোবাশশের উর রহমান, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ড. তারিক সাইফুল ইসলাম, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা বশিরুর রহমান প্রমুখ। বিষয়বস্তু ছিল: খিলাফতে আহমদীয়া, খাতামান্নাবীঈন (সা.) ও আহমদী জামা'ত, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম, ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা, ইসলামে আর্থিক কুরবানী, ইসলামে নারীর স্থান ও মর্যাদা ইত্যাদি। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়। তখন ৮

জানুয়ারি দৈনিক জনকণ্ঠ ও ৯ জানুয়ারি দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় জামা'তের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ:



দৈনিক মানবজমিন

৬ষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা ৩২২ | ১৬ ডিসেম্বর, ১৪২৪ | ২৬ পৌষ, ১৪১০ | শুক্রবার, ৯ জানুয়ারি, ২০০৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সপক্ষে

The Daily Janakantha

January 8th, 2004 ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৫ পৌষ ১৪১০ বাংলা

সচেতন সমাজের কাছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সবিনয় নিবেদন

গত বেশ কয়েক বছর ধরে এক শ্রেণীর আলেম-উলামা আমাদেরকে অর্থাৎ আহমদীয়া জামাতভুক্ত মুসলমানদেরকে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণার দাবি করে যাচ্ছেন। এরা এ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের মসজিদ আক্রমণ করতে, দিনের পর দিন আমাদের সদস্যদের অবরুদ্ধ করে রাখতে এমনকি আমাদের সদস্যদের হত্যা করতেও দ্বিধান্বিত নন। এ প্রেক্ষিতে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস উপস্থাপন করার আগে আমরা সচেতন নাগরিকদের কাছে বিশেষভাবে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের কাছে কয়েকটি বিষয়ে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

- কোন দেশের সরকার নাগরিকদের ধর্ম নিরূপণ করার অধিকার রাখে কি?
- ধর্ম গ্রহণ ও বর্জন মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। এ মৌলিক অধিকার কুরআন-স্বীকৃত। কুরআনের ভাষায় লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন। এ দেশের সরকার এ মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে অন্যান্য দেশের সরকারও মানুষের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। আমাদের সরকারের পক্ষে এ ধরনের অন্যায় হস্তক্ষেপের দ্বার উন্মুক্ত করা উচিত হবে কি?
- কোন সরকার যদি মুসলমানদের অমুসলমান ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখে তাহলে সেই সরকার নিশ্চিতভাবে অমুসলমানদের মুসলমান ঘোষণা দেয়ারও অধিকার রাখে। বাংলাদেশ সরকার যদি জাতীয় সংসদের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দেশের হিন্দুদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয় তবে কি তারা সত্যি সত্যিই মুসলমান হয়ে যাবে? এ সরকারী সিদ্ধান্ত কি ধর্ম জগতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্ পাকের কাছেও গৃহীত হবে? উপরোক্ত নীতিতে ভারতের জাতীয় সংসদ যদি ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দু বলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তারা কি সত্যি সত্যিই হিন্দু হয়ে যাবে?
- মুসলিম উম্মাহর কোন ফিরকা বা সম্প্রদায়কে সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে অমুসলিম বানানোর অর্থই হলো উক্ত ঘোষণার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তারা মুসলমান ছিল, তা না হলে এ ধরনের ঘোষণার কোন অর্থই হয় না। আমাদের প্রশ্ন, বিশ্বাস পরিবর্তন না করেও কেবল একটি 'সরকারী ঘোষণা' কি কারও ধর্ম পরিবর্তন করে দিতে পারে? কুরআন-হাদিস বা অন্যান্য ধর্মের এরূপ কোন নির্দেশ বা নজির আছে কি?
- মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে, এদের একটি ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলো আগুনের পথের পথিক হবে (তিরমিযী-শরীফ-কিতাবুল ঈমান)। এ হাদিস দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় নাজাতপ্রাপ্ত ফিরকাটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না। ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারী ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকলে সরকারের উচিত হবে একটি নির্দিষ্ট ফিরকাকে 'একমাত্র খাঁটি মুসলিম ফিরকা' হিসাবে ঘোষণা প্রদান করা। তাহলে বাদবাকি ৭২ ফিরকা আপনা-আপনি অ-ইসলামী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কোন দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সরকার এ কাজ করতে পারে কি?
- ৭২ ফিরকার আলেম-উলামা সম্মিলিতভাবে যখন আহমদীদেরকে 'কাফের' ঘোষণা করেই দিয়েছেন তখন আবার সরকারী ঘোষণার প্রয়োজন কি?
- মৌলভী-মৌলানা সাহেবদের মাঝ থেকে যারা 'আহমদীয়া ফিরকা'কে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি তুলেছেন তারা নিজেদের 'মুসলমানিত্বের' সার্টিফিকেট কোন সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে লাভ করেছেন কি?
- আহমদীগণ পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-তে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী। এ ছাড়া নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত তথা যথারীতি পালন করে। তা সত্ত্বেও যদি তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয় তাহলে কুরআন হাদীস প্রদত্ত মুসলমানের সংজ্ঞাকে বদলাতে হবে। সহীহ্ হাদীসে লেখা আছে : ১. হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের মত নামাজ পড়ে, আমাদের কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে এবং আমাদের জবাই করা মাংস খায় সে-ই মুসলমান। সে এমন মুসলমান যার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ কর না" (বোখারী শরীফ-কিতাবুস সালাত)। ২. হযরত হোযায়ফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (সাঃ) বলেছেন : "আমার জন্য এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুসলমানদের তালিকাভুক্ত কর যে নিজের মুখে মুসলমান হবার ঘোষণা দেয়..." (বোখারী শরীফ-কিতাবুল জেহাদ)। আমাদের প্রশ্ন, কোন মানুষ কি মহানবী (সাঃ) প্রদত্ত মুসলমানের এ সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে?
- আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা দান করেছেন। তাই ধর্ম বিষয়ে বিচার করার অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। মানুষ যদি এ অধিকার নিজ হাতে তুলে নেয়, আল্লাহ্তা'লা কি এ কাজে সন্তুষ্ট হবেন?

এসব প্রশ্ন আমরা আপনাদের বিবেকের কাছে রেখে অতি সংক্ষেপে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস তুলে ধরেছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেন, *"আমরা ঈমান রাখি, খোদাতা'লা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়াদনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি ফিরিশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সাঃ) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা আরও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলো অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলামবিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'-এর প্রতি ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ থেকে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ে আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদী সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদী সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এই অন্তীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এসবের বিরোধী ছিলাম?"* (আইয়্যামুস সুলেহ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৬, ৮৭)

আমাদের বিরুদ্ধে **'খতমে নবুওত'** না মানার মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। খতমে নবুওত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন 'খাতামান নবীঈন'। আরবী ভাষায় 'খাতাম' শব্দের যত অর্থ আছে সব অর্থেই আমরা মহানবী (সাঃ)কে **'খাতামান নবীঈন'** বলে মান্য করি। সর্বশেষ শরীয়ত-বাহক নবী হিসেবেও তিনি 'শেষ নবী' আর নবুওতের উৎকর্ষের শেষ মার্গ অর্জনকারী হিসেবেও তিনিই **'শেষ নবী'**। আমরা 'খাতামান নবীঈন' উপাধির সেই একই ব্যাখ্যা মান্য করি যা উম্মুল মু'মেনিন হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করে গেছেন। দেওবন্দী মাদ্রাসা ও মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী সাহেব 'খতমে নবুওতের' যে বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন তার সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

সুধী পাঠক, উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত তথা ইসলামের সব মৌলিক শিক্ষা মানি ও পালন করার চেষ্টা করি। কেবল তাই নয়, সারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র আমরাই এক খলীফার নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারে রত আছি এবং বিপুল সংখ্যায় অমুসলমানকে মুসলমান বানাচ্ছি। আমাদের সাথে অন্যান্য মুসলমানদের পার্থক্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকে কেন্দ্র করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলে গেছেন, শেষ যুগে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, সারা পৃথিবীতে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে রসূলুল্লাহর উম্মতে এক মহান নেতা 'ইমাম মেহেদী (আঃ)'-এর আবির্ভাব ঘটবে। আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে, মহানবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মেহেদী ইতোমধ্যে আবির্ভূত হয়ে পরলোক বরণ করেছেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। আর অন্যান্য মুসলমানরা বিশ্বাস করেন ইমাম মেহেদী (আঃ) আসবেন ঠিকই কিন্তু এখনও আসেন নাই। একদল বলছে হযরত ইমাম মেহেদী (আঃ) এসে গেছেন আর অন্য দল বলছে এখনও আসেন নাই। বিষয়টি এতটুকুই। তিনি এসেছেন কি আসেন নাই এ প্রশ্নের সমাধান দোয়া, গবেষণা, পড়াশুনা ও নিদর্শন প্রত্যক্ষের মাধ্যমে করা সম্ভব। মিছিল, আন্দোলন, ভাংচুর বা কোন সরকারী ঘোষণা এ প্রশ্নের সমাধান দিতে পারে কি না তা শান্তিপ্রিয় ও ধর্মভীরু নাগরিকদের ভেবে দেখতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবার কাছে বিনীত নিবেদন, বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে, আমরা কি বিশ্বাস করি আর কেন করি দয়া করে তা আমাদের কাছ থেকে জেনে নিন। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সুমতি দান করুন।

প্রচার সম্পাদক

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

২০০৫

২০০৫ সালের ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮১তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষ্যে হুযূর (আই.) এক বাণী প্রেরণ করেন। হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। সেই বাণীটি নিম্নরূপ:

পয়গাম

বাংলাদেশ জামা'তের প্রিয় বন্ধুগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আলহামদুলিল্লাহ!

প্রতিকূল ও কঠিন সময়ে আপনারা আপনাদের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা আধ্যাত্মিক জলসায় আপনাদের সমাগম সকল দিক থেকে কল্যাণ ও আশিসমণ্ডিত করুন এবং এই জলসা আপনাদের মাঝে সবরকম নেক ও পবিত্র পরিবর্তনের মাধ্যম হোক। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলকে নিজ সুরক্ষার ছায়াতলে আশ্রিত রাখুন। আমীন।

আল্লাহর অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনের খাতিরে বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী থাকারও দরকার আছে। তাই ঐশী জামা'তের উপর পর্যায়ক্রমে পরীক্ষার অবস্থাও এসে থাকে। তাই মু'মিন কখনো কখনো অর্থ, প্রাণ, সন্তান-সন্ততি ও ফসলাদি ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো বিপদ ও পরীক্ষা ঈমানের শর্তবিশেষ। এছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং পরীক্ষা ছাড়া কোন বড় আশিস লাভ করা সম্ভব নয়। জগতে সাধারণভাবে এ নিয়মই চলে যে, জাগতিক ভোগসামগ্রী ও কল্যাণরাজি লাভের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয় তবেই সাফল্যের মুখ দেখা যায়। এর পরেও এটা আল্লাহর আশিসের উপর নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে খোদা তা'লার মত অতুলনীয় নেয়ামত পরীক্ষা ছাড়া কীভাবে পাওয়া সম্ভব' (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং প্রত্যেক নবী ও তাঁর জামা'তের উপর বিপদ ও কাঠিন্যের যুগ এসেছে। আঁ-হযরত (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণকে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়েছে। হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাঁর ওপর আবর্জনা ফেলা হয়েছে, গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। সাহাবীগণকে নির্দয়ভাবে মারপিট ও শহীদ করা হয়েছে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর জন্য প্রত্যেক ধরণের দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছেন এবং প্রত্যেক বিপদের সময়ে নিজ প্রভু ও অভিভাবকের সামনে সদা বিনত থেকেছেন। সবসময় এই আবেদনই করেছেন– ইন্নামা আশকু বাস্‌সি ও হুযনি ইলাল্লাহ" অর্থাৎ আমি আমার সকল দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌র সমীপে নিবেদন করি। আপনারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্যকারী, তাই আপনাদের উপরও পরীক্ষা আসা আবশ্যক। আপনাদের এই পরীক্ষার সময়ে আপনাদের প্রতি আমার একই পয়গাম যা কুরআন করীম চৌদ্দশ' বছর পুর্বে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মান্যকারীদের দিয়েছিল– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুসতাঈনু বিস্‌সাবরি ওয়াস্ সালাত' অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহ্‌র) সাহায্য কামনা কর। তাই খোদার আঁচল ধরুন, নিজ সিজদার জায়গাকে ভিজিয়ে দিন আর মনে রাখবেন খোদার প্রতি বিনত লোকদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। যারা খোদার আঁচল ধরে থাকেন তারা কখনো বিফল ও অকৃতকার্য হয় না। খোদা তা'লা যার সাহায্যকারী ও বন্ধু হন সারা পৃথিবী যদি তার শত্রু হয়ে যায় তবুও কোন পরওয়া নেই। খোদার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক থাকলে পৃথিবী তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়আতের এ-ও একটি শর্ত রেখেছেন, 'সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সব অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সব অবস্থায় তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সব অবস্থায় তাঁর মীমাংসা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাৎপদ হবে না বরং সামনে এগিয়ে যাবে।' সুতরাং এই কষ্টের সময়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়ে সামনে এগিয়ে যান, আর নিজ

ইবাদতকে আগের তুলনায় বাড়িয়ে দিন। রাতে উঠে নিজ প্রভুর সমীপে কান্নাকাটি করুন। কেননা, তিনিই সব ধরনের সম্মান দেন এবং সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করে থাকেন।

"শত্রু যখন চারদিকে তার শত্রুতার হট্টগোল ছড়িয়ে দিল
আমরাও তখন আমাদের অদৃশ্য বন্ধুর মাঝে আত্মগোপন করলাম।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, 'তোমরা এখন খোদা তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিলসিলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছ তাই এটা আবশ্যক যে, তোমাদেরকে দুঃখ দেয়া হবে, কষ্ট দেয়া হবে, তোমাদের গাল-মন্দ শুনতে হবে আর জাতি ও গোষ্ঠী হতে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়া হবে। কিন্তু তোমরা যদি এ সব কষ্ট, বিপদ ও ক্ষতিকারক বস্তুকে খোদা বলে গণ্য না কর বরং আল্লাহ তা'লাকে খোদা মান্য করে থাক তবে এসব কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকো। আর প্রতিটি বিপদ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা কর। আল্লাহ তা'লার নিকট শক্তি ও সাহায্য চাও। তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চিতকরে বলছি, তোমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খোদা তা'লার মত মহান নেয়ামতকে লাভ করবে এবং সব বিপদ আপদের উপর জয়যুক্ত হয়ে দারুল আমানে (অর্থাৎ- নিরাপদ আবাসে) প্রবেশ করবে।' (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

অতএব এ পরীক্ষার সময়ে খোদা তা'লার দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করুন এবং খোদা তা'লার সূক্ষ্ম পথের দিকে লক্ষ্য রাখুন। নিজেদের অন্তরে বিনয় ও নিষ্ঠা সৃষ্টি করুন। খোদা তা'লার নিকট থেকে শক্তি ও সাহস চান। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং তাঁর প্রতাপকে নিজের দৃষ্টির সামনে রাখুন। আল্লাহ তা'লা এ প্রিয় জামা'তকে কখনো বিনষ্ট করবেন না। তিনি একে অনেক বিস্তৃতি দান করবেন এবং হাজারো সত্যবাদীদের এর অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ। বিপদ ও পরীক্ষার সময় পূর্ণ হেদায়েতদাতা হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি খুব বেশি করে দুরূদ প্রেরণ করাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ যুগে বিজয় লাভ করতে হলে এবং বিপদ ও পরীক্ষার সময়কে কৃতকার্য ও সফলতার সাথে অতিক্রম করতে হলে বাংলাদেশের পরিবেশকে দুরূদ শরীফ দিয়ে ভরে দিন।

প্রত্যেক আহমদী যেন খুব বেশি করে দুরূদ শরীফ পাঠ করে। আপনাদের যদি ইসলামী কল্যাণের প্রতীক হতে হয় তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সবাইকে আমার নসিহতের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন এবং নিজ সুরক্ষার ছায়ায় স্থান দিন। আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ

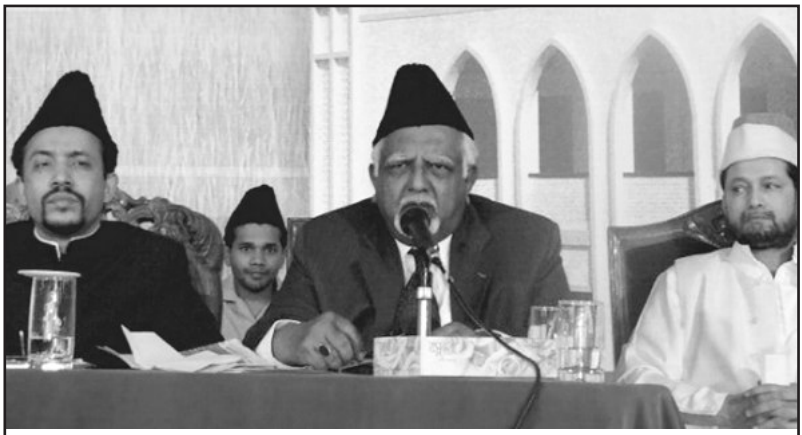
খলীফাতুল মসীহ আল খামেস[৩১]



৮১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।

এছাড়া হুযূর (আই.) ১১ ফেব্রুয়ারি জুমুআর খুতবার শেষাংশে (সানী খুতবায়) বাংলাদেশ জামা'তের জলসা উল্লেখ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি বিকালে মওলানা

ফিরোজ আলম সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। এতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করেন আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। হুযূর (আই.) এর বাণী পাঠ করে শুনান জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী, সেক্রেটারী জলসা কমিটি। উদ্বোধনী ভাষণ এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। এরপর বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সম্মানিত অতিথিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলী এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ শীর্ষক বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী।



৮১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
এডভোকেট মুজিবুর রহমান ও মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

১২ ফেব্রুয়ারি সকালে মোহতরম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। নযম পেশ করেন জনাব এনামুর রহমান। মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন হুযূর আকদাস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। কুরআন শরীফ এক অভূতপূর্ব ঐশী নিয়ামত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। নযম পেশ করেন জি. এম সাব্বির আহমদ। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও দায়িত্ব এবং একামাতে সালাত

বিষয়ে যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম ও মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।



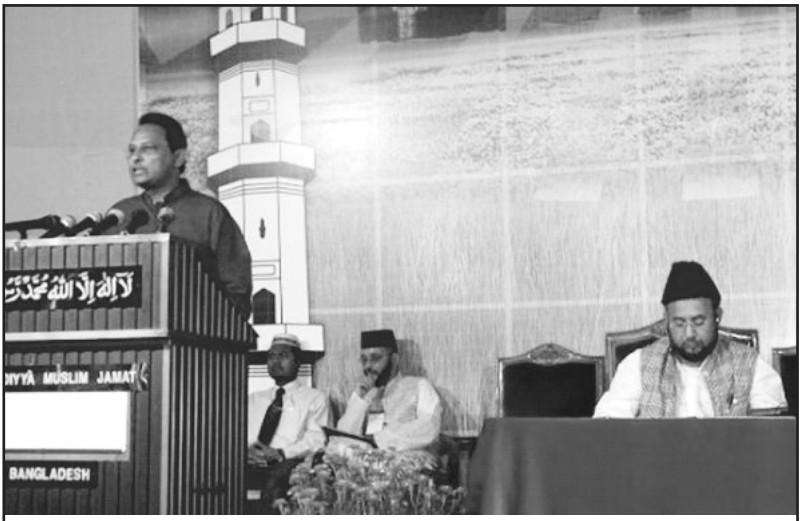
জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব আব্দুল খালেক বাঙালি।



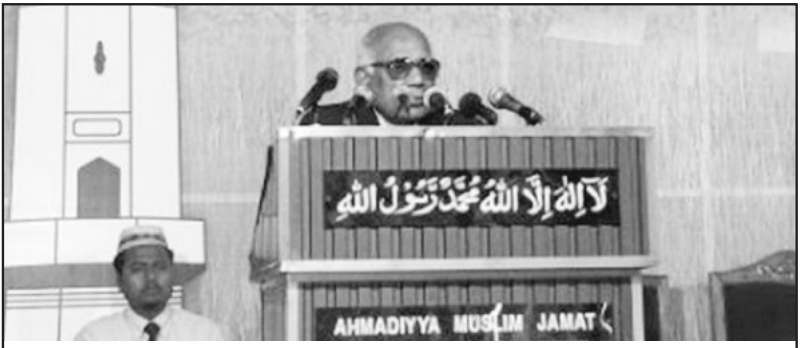
জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।
পাশে জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব মঈনুদ্দীন খান বাদল।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব হাসানুল হক ইনু।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি কে.এম. সোবহান।



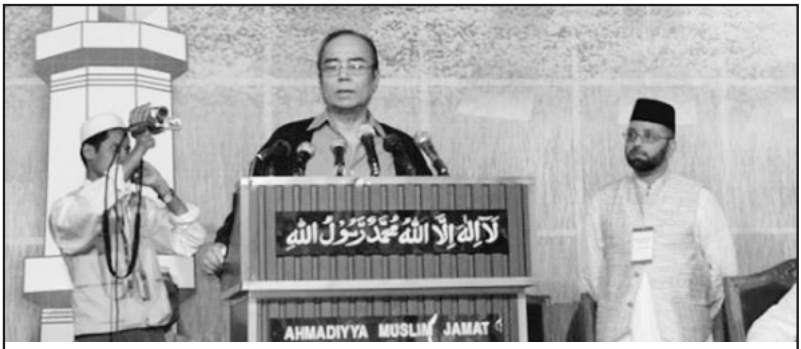
জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব ব্যারিস্টার সারা হোসেন।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব শাহরিয়ার কবীর।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দীন তারেক আলী।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব এনায়েত উল্লাহ খান
(হলিডে ও নিউ এইজ পত্রিকার সম্পাদক)।

১২ ফেব্রুয়ারি বিকালে মোহতরম ড. তারিক সাইফুল ইসলাম নায়েব ন্যাশনাল আমীর এর সভাপতিত্বে জলসার তৃতীয় অধিবেশন হয়। পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করেন ক্বারী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। নযম পেশ করেন জনাব এস.এম আরমান। এ পর্যায়ে সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবীগণ বক্তব্য রাখেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ। জনাব ইব্রায়েতুল হাসান নযম পেশ করেন। ইসলাম ও মানবাধিকার এবং আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কয়েকটি আপত্তির খণ্ডন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান ও আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

জলসার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম নাজির আহমদ, আমীর, চট্টগ্রাম। পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করেন মওলানা হাফেজ মুজিবুর রহমান। নযম পেশ করেন জনাব মনির আহমদ ভূইয়া। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন সম্ভব নয় এবং আহমদীয়া জামা'তে আর্থিক কুরবানী এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থা বিষয়ে যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহবুবুর রহমান, সদর-খোদ্দাম এবং মওলানা বশিরুর রহমান।

ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান এর সভাপতিত্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকালে সমাপনী অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসীহ উর রহমান। দ্বৈত কণ্ঠে নযম পেশ করেন মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় ও সিবগাতুর রহমান মুকুল। আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান। নযম পেশ করেন জনাব জিকরে এলাহী। খিলাফত ইসলামী ঐক্যের একমাত্র পন্থা বিষয়ে বক্তৃতা করেন হুযূর আকদাস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর স্মরণে বক্তব্য রাখেন, জনাব আব্দুল খালেক বাঙালি। সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসা সমাপ্তি হয়।

২০০৬

১০-১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮২তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষ্যে হুযূর (আই.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এ বাণীটি নিম্নরূপ:

জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮২ তম সালানা জলসা শুরু হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের এই জলসাকে আল্লাহতালা সবদিক হতে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং প্রতিটি আহমদীকে এর কল্যাণ হতে উপকৃত হবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহতালা প্রত্যেক আহমদীকে নিজ নিরাপত্তায় রাখুন

এবং ধৈর্য ও দোয়ার সাথে নিজেদের পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তৌফিক দান করুন। এখানকার কঠিন অবস্থা সত্ত্বেও আমি এই শুভ সংবাদ পেয়ে থাকি, জামা'তের সদস্যবৃন্দের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় এবং তারা আহমদীয়াতের জন্য সকল ধরনের কুরবানী দিতে সদা প্রস্তুত। আল্লাহতালা আপনাদের এই মনোবলকে সুউন্নত রাখুন ও আহমদীয়াতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

বিরোধিতা যখন চরমে থাকে তখন এই বিরোধিতার দরুন তবলীগের ময়দানও প্রশস্ত হয়। আজকাল বাংলাদেশে এই অবস্থা বিরাজমান। এ বিরোধিতার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের পরিচিতির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং এই সুযোগ কাজে লাগান। আহমদীয়াতের পয়গাম নিজ দেশবাসীর নিকট পৌঁছানোর সাথে সাথে নিজেদের আমলকে সেই উত্তম আদর্শে রূপান্তরিত করুন যা আমাদের প্রিয় প্রভু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোত্তম আদর্শ রূপে আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তবলীগের সাথে সাথে আপনারা যদি নিজেদের জীবনাচরণ সেই উত্তম আদর্শ অনুযায়ী পেশ করেন তবে ইনশাআল্লাহ্ বিরোধিতার এ ঝড় নিজেই নিস্তেজ হয়ে যাবে। আহমদীয়াতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী দেয় যখনই বিরোধিতা হয়েছে জামা'ত এক নতুনরূপে উত্থিত ও সুশোভিত হয়েছে। তবলীগ ও নিজেদের উত্তম আদর্শ দ্বারা এদেশের অধিকাংশ মানুষকে আহমদীয়াতের সুশীতল ছায়ায় আনার আপনারা যোগ্য হয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ্। তবে এই বিষয় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত প্রেমিক হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এই আকুতি ও আকাঙ্খাকে সর্বদা নিজেদের সামনে রাখবেন। তিনি (আ.) বলেন, 'আমার সাধ্য থাকলে আমি ফকিরদের ন্যায় ঘরে ঘরে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সত্য ধর্ম প্রচার করতাম এবং বিনাশী শিরক ও কুফর থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতাম। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যদি ইংরেজী ভাষা শিখাতেন তবে আমি নিজে ঘুরে ঘুরে এবং ভ্রমন করে তবলীগ করতাম। আর এ তবলীগের কাজে আজীবন ব্যয় করে দিতাম। প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলে তাই দিতাম।' (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃ.)

দেখুন কেমন আশা ও আকাঙ্খা যে নিজের জীবনেরও কোন পরওয়া করছেন না। হৃদয়ে শুধু এই বাসনা যে কিভাবে খোদা তা'লার সত্য ধর্মের প্রচার হবে। প্রতিটি আহমদীর হৃদয়ে এই আকুতি সৃষ্টি হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই তৌফিক দান করুন।

বয়আত নবায়নের সম্বন্ধে আমি এই রিপোর্ট পেয়েছি খোদা তা'লার ফজলে

তিন হাজারেরও অধিক ব্যক্তি বয়আত নবায়নের তৌফিক পেয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে দৃঢ়তা দান করুন এবং তাদের নিষ্ঠা ও তাকওয়া অনেক বাড়িয়ে দেন। বয়আত নবায়নের সাথে একটি বিষয়ের গভীর সম্পর্ক আছে আর তা হলো খিলাফতের সাথে ভালোবাসা ও পূর্ণ বিশ্বস্থতা। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ খিলাফতের মাধ্যমে তিনি আপনাদেরকে একত্বের সুতোয় গেঁথে দিয়েছেন। তিনি একজন ইমাম দান করেছেন। যাঁর বয়আত করে আপনারা সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় হয়ে গেছেন। তাই আপনাদের জন্য আমার এই পয়গাম যে প্রতিটি মূহূর্ত ও সকল সময় যুগ খলীফার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। এতেই আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবন ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাঁর আনুগত্যের ও অনুসরণে আপনারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অর্জন করবেন এবং আপনারা পাপ থেকে বেঁচে থাকবেন। সকল সফলতা আনুগত্যের চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। যে জাতির মাঝে আনুগত্যের প্রাণ থাকে সে জাতি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সফলকাম হয়ে থাকে। অতএব বিনয়ের সাথে নিজ কাঁধে আনুগত্যের জোয়াল উঠিয়ে জীবন অতিবাহিত করুন এবং নিজেদেরকে যুগ খলীফার সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হৃদয়ে ইসলাম আহমদীয়াত ও খিলাফতে আহমদীয়ার ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। আহমদীয়াতের উন্নতি দৃঢ়তার ক্ষেত্রে আপনারা যেন অবদান রাখতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় ও সাহায্যকারী হোন এবং রূহুল কুদুস দ্বারা আপনাদের সাহায্য করুন। আপনাদের সবাইকে আমার ভালোবাসাপূর্ণ সালাম।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস[৩২]

জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। ১০ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত প্রতিনিধি। হুযূর (আই.)-এর বাণী পাঠ করে শুনান ন্যাশনাল আমীর সাহেব। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী বিষয় আল্লাহর

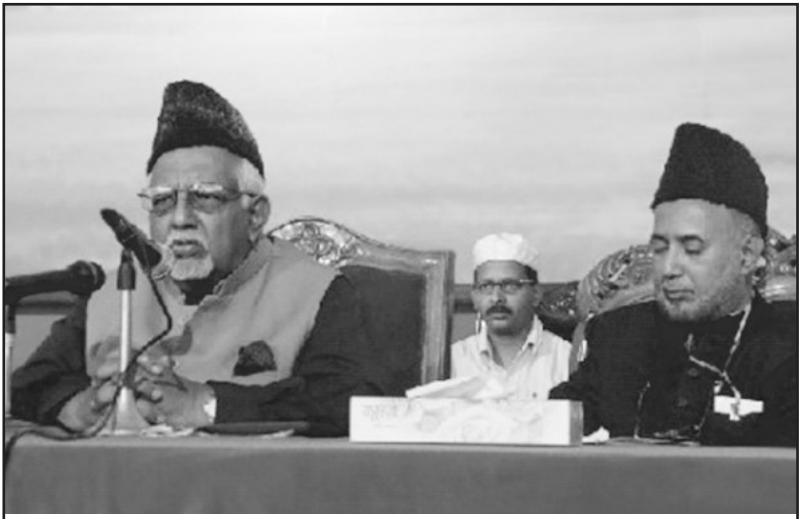
অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এবং দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য। মহানবী (সা.)-এর পরমত সহিষ্ণুতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। ইসলামে খিলাফত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ।



৮২তম সালানা জলসায় ভাষন দিচ্ছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।



জলসার স্টেজে নারাহ্ দিচ্ছেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম। মঞ্চে মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবসহ জামা'তের অন্যান্যগণ।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



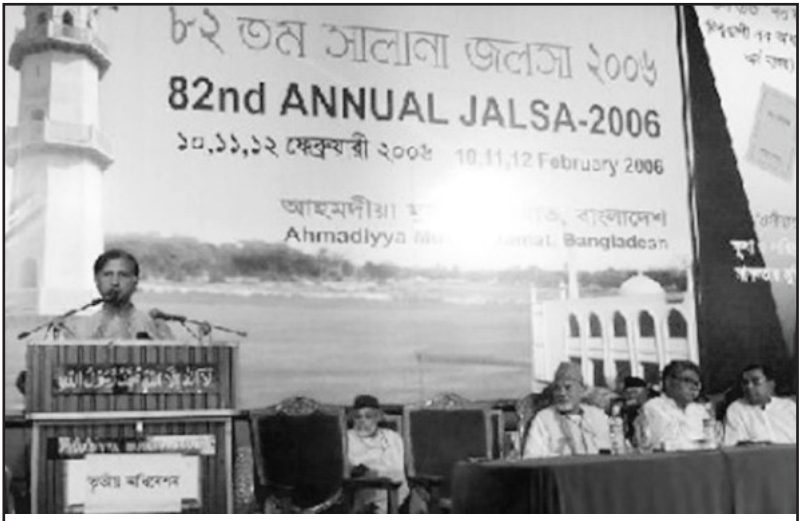
জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
জনাব মাহবুবুর রহমান।



নযম পরিবেশন করছেন পিছনে দাঁড়ানো আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী। সামনে দাঁড়ানো বাম দিক থেকে মোহাম্মদ শাফি হোসাইন, মোহাম্মদ আহতার আহমদ, ইমরানুল হাকিম সৌরভ এবং আহমদ তৌসিফ চৌধুরী।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব মঈনুদ্দীন খান বাদল।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব মঞ্জুরুল আহসান খান।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ সরদার, আমীর সুন্দরবন। কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। জামা'তের অগ্রগতিতে আনসারুল্লাহর কর্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী। ইসলামে নারীর ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর ঢাকা। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মঈনুদ্দিন খান বাদল এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. সৈয়দ তারিকুজ্জামান। এরপর ইসলামে জিহাদ ও এর তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



জলসায় উপস্থিত সাংবাদিকদের একাংশ।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া।একামাতে সালাত বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ

মুতিউর রহমান, যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন সম্ভব নয় বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মাহবুবুর রহমান। হজ্বের দর্শন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব এ কে রেজাউল করিম। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মঞ্জুরুল আহসান খান সি পি বি-এর সভাপতি। আহমদীয়া জামা'তের আর্থিক কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান। আহমদীয়া খিলাফত ও খিলাফতের প্রতি আনুগত্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। বিশিষ্ট আইনবীদ ড. কামাল হোসেন এই জলসায় উপস্থিত হতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরন করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এতে ৪২৮২ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০০৭

৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮৩ তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষ্যে হুযূর (আই.)এক বাণী প্রেরণ করেন। এটা নিম্নরূপ:

পয়গাম

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হিস সালামের আশিস ধন্য বাংলাদেশের হে চির সবুজ চারাবৃক্ষ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর সাহেব আপনাদের সালানা জলসার উদ্দেশ্যে একটি বাণী পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আমাদের বাংলাদেশ জামা'তের প্রিয় সদস্যগণ,

আপনাদের সকলকে আর জলসায় যোগদানকারী অতিথিবর্গকে আমার আন্তরিক সালাম ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। আমি এটা জেনে আরও আনন্দিত হয়েছি যে সালানা জলসা উপলক্ষ্যে 'পাক্ষিক আহমদী' এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে তাই আমার এ বাণী এ পত্রিকার পাঠকবৃন্দের উদ্দেশ্যেও প্রদত্ত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার সাথে ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

সাল্লামের সাথে নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর বিশেষভাবে প্রত্যেককে স্মরণ করাতে চাই যে, প্রত্যেকেরই উচিত হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হিস সালামের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক প্রকাশ করা আর খিলাফতের সাথে আনুগত্যের উচ্চমার্গে উন্নীত হওয়া। এ দিকনির্দেশনার উপর আমল করুন এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমলের একই পথ দেখাতে থাকুন।

নবীগণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌তা'লার সাথে মানুষের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা ও মানবজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করা। এ সম্পর্কের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা নবীগণের দ্বারা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আমাদের প্রিয় ও মহান রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত ও দোয়াসমূহ নবুওয়ত লাভের পূর্বকাল থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনে তাকে ধাবিত করছে। এমনকি তাঁর ঘোরতর শত্রুদেরও এটা স্বীকার করতে হয়েছিল যে, 'মুহাম্মদ তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের এক খাঁটি প্রেমিক'। এ যুগে তাঁর (রসুল সা.) একনিষ্ঠ প্রেমিক যিনি, তিনি হলেন হযরত মসীহ মাওউদ (আলায়হিস সালাম)। তিনি (আ.) সেই একই পথ অনুসরণ করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লার সাথে কেবল নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কই গড়েননি বরং তাঁর জামা'তকেও শিখিয়েছেন কীভাবে এ ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার লাভ করা যায়।

এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "পরম সত্তার সাথে তোমাদের সম্পর্ক যদি প্রগাঢ় হয় তবে জগত তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না ...। আমাদের খোদা-ই আমাদের স্বর্গ, আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ কেননা আমি তাঁর দর্শন লাভ করেছি এবং তাঁকে সব সৌন্দর্যেও অধিকারী পেয়েছি। মহামূল্যবান এ সম্পদ নিজ প্রাণের বিনিময়েও লাভ করার যোগ্য। অমূল্য এ মণি ক্রয় করতে যদি নিজেকে বিসর্জনও দিতে হয় তবুও তা অর্জন করা উচিত। হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এ প্রস্রবণের পানে ছুটে এসো, এটা তোমাদের পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করে দেবে। এটাই জীবনের উৎস ধারা যা তোমাদের সঞ্জীবিত করবে। আমি কী যে করি আর কেমনেই বা লোকদের এ শুভ-সংবাদ হৃদয়ঙ্গম করাই! কোন জয়ঢাক বাজিয়ে ঘোষনা দিই যাতে মানুষ উৎকর্ণ হয়ে শুনে যে 'ইনিই তোমাদের খোদা'! তাদের কর্ণযুগলে আরোগ্যদায়ী কোন ঔষধ আমি প্রয়োগ করি যাতে তারা শুনতে পায়!

যদি প্রকৃতই তোমরা আল্লাহ্‌র হয়ে যাও তবে নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহ্‌ও তোমাদেরই হবেন। তোমরা ঘুমিয়ে থাকলে তিনি তোমাদের জন্য জেগে রইবেন। যে শত্রু সম্পর্কে তোমরা নিজেরা উদাসীন থাকবে সে শত্রুর প্রতিও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন এবং তার সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিবেন।" [রূহানী খাযায়েন, ১৯ তম খণ্ড, কিশতিয়ে নূহ্ পৃষ্ঠা ১৬-১৭]

সর্বদা স্মরণ রাখুন যে আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম উপায় হলো মহানবী (সা.)-এর প্রতি সুগভীর ভালোবাসা যেমনটি রসূল করীম (সা.)-কে আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিতে বলেছেন, 'যদি তুমি আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে থাকো, আমার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্‌ও তোমাকে ভালোবাসবেন...।' (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং-৩২)

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হিস সালাম এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করে বলেন, "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান এটা যে বিশ্বস্ততাপূর্ণ অন্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর অনুবর্তিতা করা ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা স্বভাবতঃই এক ব্যক্তিকে খোদার প্রেমিক বানিয়ে দেয়। আর সেই ঐশী-প্রেম লাভের আকাঙ্খায় তার অন্তরে দহন ঘটতে থাকে। এতে সে নিজ অন্তর থেকে অন্যান্য সব কিছু তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করে বিনয়াবনত অবস্থায় স্বীয় খোদার সমীপে নিজেকে সমর্পন করে দেয়। আর সবকিছু ছেড়ে সর্বশক্তিমান খোদার প্রতিই তার সার্বিক সংস্পর্শ, সান্নিধ্য ও সর্বাত্মক আকর্ষণ নিবদ্ধ হয়ে যায়।" [হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৬৫]

হে আমার প্রিয়গণ! সৌভাগ্যবান তারা যুগ ইমাম হিসেবে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হিস সালামকে শনাক্ত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যারা। আর তা পারার কারণে আপনারা তাঁর সম্প্রদায়ভুক্তও হয়েছেন। এ কল্যাণ লাভ করায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন সাধন করুন আর আপনাদের সন্তানদের সর্বদা সৎকর্মের পথ দেখান। পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হিস সালামের শিক্ষার সাথে নিজেকে গভীরভাবে জড়িয়ে রাখুন যাতে প্রতিশ্রুত মসীহ আলায়হিস সালামের প্রতি আপনি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার বাস্তব নমুনা হোন আর আত্মরক্ষাকারী নিরাপদ সেই

দুর্গে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান লাভ করেন যার শুভ সংবাদ হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হিস সালামকে নিম্নোক্ত পংক্তি যোগে জানানো হয়েছে–

সততার সাথে আমার পানে
অগ্রসর হও, এতেই কল্যাণ নিহিত
চতুর্দিকে হিংস্র প্রাণীর বিচরণ,
আমি হলাম দুর্ভেদ্য দূর্গ।

সেই সাথে আমি আপনাদের আরও স্মরণ করাতে চাই যে খিলাফতের সাথে আপনাদের সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করা উচিত আর খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের এক ছাপচিত্র আপনাদের নিজেদের মাঝে ধারণ করে নেয়া উচিত। অন্য মুসলামনদের থেকে আমাদের যা স্বকীয়তা দান করেছে তা হল খিলাফতের আশিস। যদি আপনারা এর কদর করেন তবে আপনাদের সকল পদক্ষেপের সফলতা লাভ হবে। স্মরণ রাখুন যে আপনাদের সকল সাফল্য 'খিলাফত'-এর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। মহাপরাক্রমশালী খোদা আপনাদের মাঝে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দান করে একজন ইমাম দ্বারা আপনাদের অনুগৃহীত করেছেন। এতে বাস্তব সত্য এটাই যে, যুগ খলীফা আর তার জামা'তের মাঝে ভালোবাসা ও আন্তরিক টানের যে সম্পর্ক তার সমকক্ষ অন্য কোন জাগতিক আত্মীয়ের সম্পর্কে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এ হলো সেই প্রেমপূর্ণ সুগভীর সম্পর্ক যা মুমিনদের জামা'ত-মাঝে শিকড় গাড়ে ও বিস্তৃতি লাভ করে। প্রেমময় এ সম্পর্কের দাবী যে আপনারা আপনাদের আনুগত্যে উন্নতি সাধন করে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হোন।

যুগ খলীফার পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে যে নির্দেশনা আসে তা আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে পালন করুন, আর তিনি যা নিষেধ করেন তা পরিহার করে চলুন। শ্রদ্ধা ও বিনম্র ব্যবহারের সাথে আপনাদের কর্মকর্তাদের মেনে চলুন। আল্লাহ আপনাদের তা করার সামর্থ্য দান করবেন।

পরিশেষে আমি দোয়া করি আপনাদের সালানা জলসা অসাধারন সাফল্য লাভ করুক। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হিস সালামকে দেয়া আশিসপূর্ণ প্রতিশ্রুতি বর্ষিত হোক তাদের উপর, যারা এ মহতী জলসায় যোগদান করেছেন এবং আধ্যাত্মিক এ সম্মেলন থেকে আপনারা যে শিক্ষা লাভ করলেন তা আপনাদের মাঝে চির বিরাজমান থাকুক। আপনারা সৎকর্মে উন্নতি

সাধনের এ ধারা অব্যাহত রাখুন। আর দোয়া করি, আল্লাহ যেন এ জলসা পূর্বাবস্থার চেয়ে আপনাদেরকে উন্নততর অবস্থায় দেখতে পান।

আল্লাহ তাআলা আপনাদের এ জলসাকে সেই নিমিত্ত করুন যা সর্বদাই মঙ্গলময় ও আশিসমণ্ডিত। আল্লাহ আপনাদের সাথী হোন, আর তাঁর অগণিত কল্যাণে ভূষিত করুন। আমীন!

ওয়াসসালাম

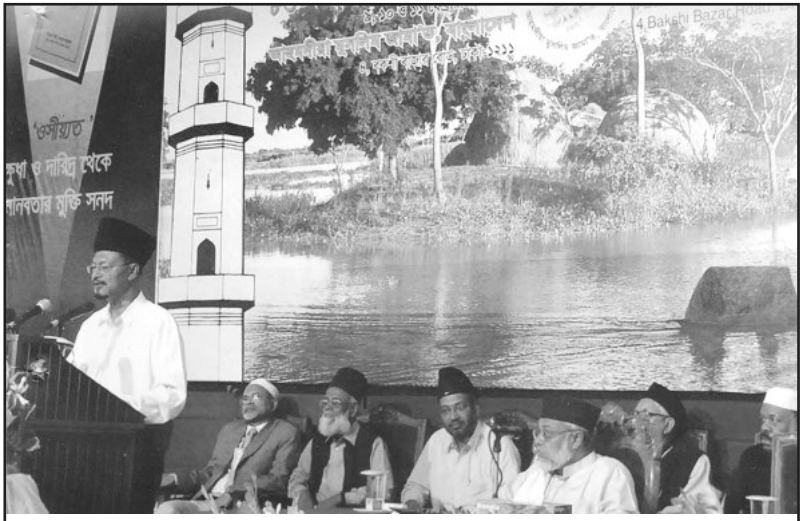
মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস[৩৩]

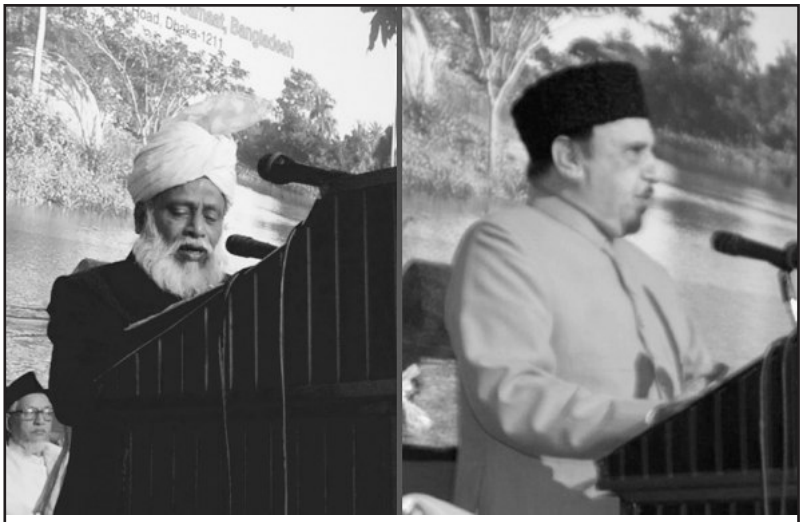
উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসীহ উর রহমান। নযম পেশ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। জলসা উপলক্ষ্যে হুযূর (আই.)-এর বাণী পাঠ করে শুনান ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অতঃপর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি সাহেব। জীবন্ত খোদার অস্তিত্ব ও তাঁর প্রমাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান জীবনাদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। মওলানা সালেহ আহমদ এর বক্তৃতার বিষয় ছিল প্রতিশ্রুত ইসলামী খিলাফত ও ইসলামের বিশ্ব বিজয়।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য প্রদান করেন মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। তাঁর বক্তৃতায় বিষয় ছিল নামায ও দোয়া আধ্যাত্মিক জীবনের মূলমন্ত্র। জনাব সিবগাতুর রহমানের কণ্ঠে নযম পরিবেশনের পর কুরআন মজীদের অপার সৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা বশিরুর রহমান। নবদীক্ষিত আহমদীদের পরিচর্যায় আমাদের দায় দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী । পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী। তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় ১০ ফেব্রুয়ারি বিকালে। এতে চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা নওশাদ আহমদ। এস এম এরফান পরিবেশন করেন একটি নযম।



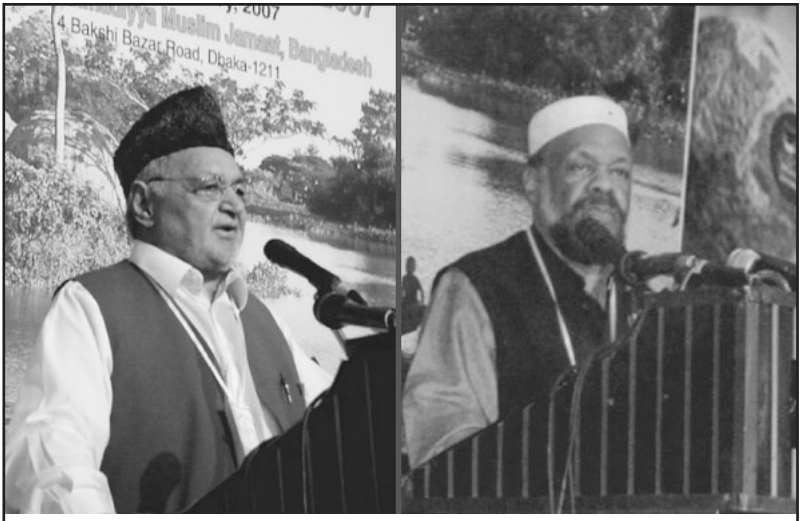
৮৩তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব।



ভাষণ দিচ্ছেন (বামে) মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং (ডানে) স্যার ড. ইফতিখার আহমদ আয়াজ।



ভাষণ দিচ্ছেন (বামে) জনাব আব্দুল খালেক বাঙালি এবং
(ডানে) মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



ভাষণ দিচ্ছেন (বামে) জনাব জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া এবং
(ডানে) ব্রাদার মুনির হামিদ (যুক্তরাষ্ট্র)।



ভাষণ দিচ্ছেন (বামে) জনাব ওয়াসিম বার্কলে (জার্মানী) এবং
(ডানে) জনাব এ. কে. রেজাউল করিম।



ভাষণ দিচ্ছেন (বামে) এডভোকেট মুজিবুর রহমান এবং
(ডানে) জনাব সৈয়দ নাঈম শাহ।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) ফাদার বেঞ্জামিন ডি কষ্টা,
(মাঝে) অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং (ডানে) জনাব হাসানুল হক ইনু।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী,
(মাঝে) জনাব রাশেদ খান মেনন এবং (ডানে) জনাব মঈনুদ্দীন খান বাদল।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) বিচারপতি কে. এম. সোবহান,
(মাঝে) অধ্যাপক আসিফ নজরুল এবং (ডানে) মোহাম্মদ শরীফ এ কাফি।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম,
(মাঝে) ভদন্ত সুন্দরানন্দ ভিক্ষু এবং (ডানে) অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

এ অধিবেশনের আকর্ষণীয় ও সময়োপযোগী বিষয় ব্লাসফেমী আইন ও ইসলামের শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য থেকে আগত বিশেষ অতিথি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ডক্টর ইফতিখার আহমদ আয়াজ। তিনি ইংরেজী ভাষায় বক্তব্য রাখেন, যার সারসংক্ষেপ বাংলায় উপস্থাপন করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা বক্তৃতা করেন। এছাড়া আমেরিকা থেকে আগত ব্রাদার মুনির হামিদ নায়েব আমীর, আমেরিকা এবং জার্মান জামা'তের প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

অতঃপর আমন্ত্রিত বাংলাদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ-অধ্যাপক কবির চৌধুরী, বিচারপতি কে এম সোবহান, ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, জাসদের নির্বাহী সভাপতি মঈন উদ্দীন খান বাদল, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আসিফ নজরুল, মানবাধিকার কর্মী শরীফ এ কাফি এবং নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন ডি কষ্টা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারা সকলেই বলেন, কতিপয় বিপথগামী ধর্মান্ধ উগ্রবাদী মৌলবাদী স্বার্থান্বেষী মহলের অশুভ তৎপরতার জন্য দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং দেশ-বিদেশের নিকট বাংলাদেশের ভাবমূর্তি হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। তারা সকলেই আহমদীয়া জামা'তের শান্তিপূর্ণ কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেন এবং স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ ধর্ম পালন ও প্রচারে নৈতিক সহায়তা দানের আশ্বাস দেন।

জলসার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আব্দুল অজিজ সাদেক এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব নাসির আহমদ। বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ ওয়াকফে নও-এর আহ্বান এক মহান ঐশী পরিকল্পনা। আলহাজ্ব এ. কে. রেজাউল করীম ওসীয়্যত ব্যবস্থা কি এবং কেন? মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ খিলাফত ব্যবস্থা সংরক্ষনে ঐশী সমর্থন ও নিদর্শন: ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী ও সত্যস্বপ্ন। নির্ধারিত বক্তাদের বক্তৃতার পর আমন্ত্রিত অতিথিগণ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় ১১ ফেব্রুয়ারি বিকালে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাঁর সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। সত্যের বিরোধিতা এক চিরন্তন রীতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি যুগ খলীফার পূর্ণ আনুগত্য সাফল্যের মূলকথা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর সমাপ্তি ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

২০০৮

১-৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৮৪ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হুযূর (আই.) এক বাণী প্রেরণ করেন। নিম্নে এটি পত্রস্থ করা হল।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশের প্রিয় আহমদী ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আলহামদুলিল্লাহ, বছর শেষে আপনাদের ৮৪তম সালানা জলসা সন্ধানীদের জন্য সমুদয় কল্যাণরাজী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জামা'তের সদস্যদের নসিহত করতে গিয়ে বলেছেন, 'এটি কোন পার্থিব মেলা নয় বরং এর ভিত্তি স্বয়ং আল্লাহ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। এ জলসার উদ্দেশ্য, এমন এক পরিবর্তন আনয়ন, যার কল্যাণে জামা'তের সদস্যদের হৃদয় পরকালের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে; তারা ধর্মভীরু, তাকওয়া, খোদাপ্রেম, পরহেজগারী, সহানুভূতি,পারস্পারিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় হবে আর একই সাথে তাদের মধ্যে নম্রতা, বিনয় ও সততা সৃষ্টি হবে।'

সুতরাং এ দিনগুলোতে আপনারা খোদাপ্রেম এবং তাকওয়ায় নতুন করে সজ্জিত হন। পার্থিব সকল দুর্বলতা ও কলুষিতা ধুয়ে-মুছে ফেলুন। পারস্পারিক মনোমালিন্য পরিহার করতঃ একে অন্যের সত্যিকার শুভাকাঙ্খি

হোন। পরকালের যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিন। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি পদক্ষেপে চিন্তা করুন, এ পর্যায়ে খোদা আমার কাছে কি চান ; মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে কি করার শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরম মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে আমরা বয়আতে অঙ্গীকার করেছি। বয়আতের শর্তাবলীকে পুনরায় স্মরণ করুন আর নিজেদেরকে প্রশ্ন করুন যে, আমরা খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ মান্য করতঃ যে শর্তে যুগ মসীহ ও মাহদীর হাতে বয়আত করেছি সে সকল শর্ত মেনে চলছি কি না?

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে কুদরতে সানীয়া তথা খিলাফতের মত অমূল্য দানে ধন্য করেছেন। খোদা আমাদেরকে এর কল্যাণে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। এ পৃথিবীর সকল ধনসম্পদের বিনিময়েও এ রত্ন ক্রয় করা যায় না। খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই; তিনি পৃথিবীর সব মানুষের মধ্য থেকে কেবল আমাদের মত দুর্বলদেরকে এ নিয়ামতের জন্য বেছে নিয়েছেন। রাতের শেষ প্রহরের যখন গোটা পৃথিবী নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে তখন খোদার সামনে দাঁড়িয়ে মিনতি করুন, হে খোদা! আমাদেরকে এমন স্খলন থেকে রক্ষা কর যা আমাদেরকে এ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

আপনারা খলীফার হাতে বয়আত নবায়নের মাধ্যমে খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারও বাস্তবায়ন করেছেন। এ অঙ্গীকার করেছেন যে, এ সম্পর্কে অন্যান্য জাগতিক সম্পর্কের উপর প্রাধ্যান্য পাবে। জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে নিভৃতে চিন্তা করবেন, এ অঙ্গীকার কতটা বস্তুনিষ্ঠ?

খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যেক মানুষের উপর তবলীগের পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। একজন আহমদীর এ বিষয়ে দুর্বলতা প্রদর্শন করা কোন ভাবে শোভনীয় নয়। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তবলীগের ক্ষেত্রে কোন আহমদীর অবহেলা প্রদর্শন সঠিক নয়। আপনাদের পরিবেশ তবলীগের জন্য অনুকুল আর ক্ষেত্র উর্বর ; একে কাজে না লাগানো নির্বুদ্ধিতার শামিল। বাংলাদেশে কিভাবে তবলীগ করতে হবে, সে বিষয়ে আমি বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দিয়েছি। কর্মকর্তাদের উচিত, সে মোতাবেক পুরো জামা'তকে সাথে নিয়ে তবলীগের কাজে ঝাঁপিয়ে পরা।

তবলীগ তরবীয়তের কার্যক্রমকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জামা'তের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী যৎসামান্য অর্থ দিয়েও এ জামা'তকে সাহায্য করে না তার কাছে আর কি-ই বা প্রত্যাশা করা যায়। আর তার দ্বারা জামা'তের কি-বা উপকার হতে পারে?' হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'লা এমন এক প্রিয় জামা'ত দান করেছেন, যখনই কোন ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তারা সেক্ষেত্রে সাধ্যাতীত ত্যাগ স্বীকার করে ধর্মের প্রয়োজনে অর্থ সম্পদ খরচ করেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের আর্থিক কুরবানীর দৃষ্টান্ত আমি বারংবার জামা'তের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ জামা'তও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জামা'তের কর্মকর্তারা সাধারণ সদস্যদেরকে সঠিক সময়ে যথাযথভাবে স্মরণ করান না। ত্যাগের যে মহান দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে, উন্নতির জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

আহমদীয়া খিলাফতের নতুন শতাব্দী তার সকল কল্যাণ ভাণ্ডারসহ আমাদের দোরগোড়ায় অপেক্ষমান। দু'শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হবে, হে খোদা! প্রথম শতাব্দীতে আমাদের মাঝে যে দুর্বলতা ছিল তা যেন দ্বিতীয় শতাব্দীকে প্রবেশ না করে আর নতুন শতাব্দীর কোন কল্যাণ থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই। নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণা নিয়ে খিলাফতের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করুন।

দোয়ার প্রতি আমরা বারংবার জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'দোয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'লা অত্যাধিক শক্তি রেখেছেন। খোদা তা'লা ইলহামে আমাকে বার বার জানিয়েছেন, যা কিছু হবে দোয়া দ্বারাই হবে। আমাদের একমাত্র হাতিয়ার হলো দোয়া, দোয়া ছাড়া আমাদেরকে আর কোন অস্ত্র দেয়া হয়নি।' সুতরাং পুরো জামা'ত দিবারাত খোদার দরবারে জামা'তী এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য দোয়া করুন, এর পাশাপাশি খিলাফত জুবিলীর দোয়াগুলোর প্রতি মনোযোগী হোন।

এ জলসা আপনাদের সবার জীবনের প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনুক। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সমুদয় দোয়া খোদার সান্নিধানে গৃহীত হোক। আল্লাহ তা'লা জলসার সকল কার্যক্রমকে

আশিসমণ্ডিত করুন এবং জলসার ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীকে পুরস্কৃত করুন। খোদা তা'লা আপনাদের সবার হাফেয, নাসের ও হাদী হোন। আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ খামেস

২৩ জানুয়ারি, ২০০৮[৩৪]

হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। ১ ফেব্রুয়ারি বিকালে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি। ৫ হাজার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও আরো ক'টি দেশ থেকে বিশেষ অতিথিরা যোগদান করেন। এছাড়া এই জলসা উপলক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও অফিসার জলসা সালানা পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেছেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, নযম (কোরাস) পাঠ করেন, পিয়াস, তৌকিদ, আমের ও পুলক। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন এবং প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। বিশ্বব্যাপী খিলাফতের কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী আমীর চট্টগ্রাম। সালাত সৃষ্টির সমীপে নিজেকে সমর্পণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। বিয়ে-শাদী প্রসঙ্গে যুগ-খলীফার দিক নির্দেশনা প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা ও নেযামে ওসীয়্যত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন। বিদেশ থেকে আগত পোর্টল্যান্ড জামা'তের

প্রেসিডেন্ট জনাব রশিদ রেনো এবং যুক্তরাষ্ট্রের নায়েব আমীর জনাব জালাল উদ্দীন আব্দুল লতিফ শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন।



৮৪তম জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

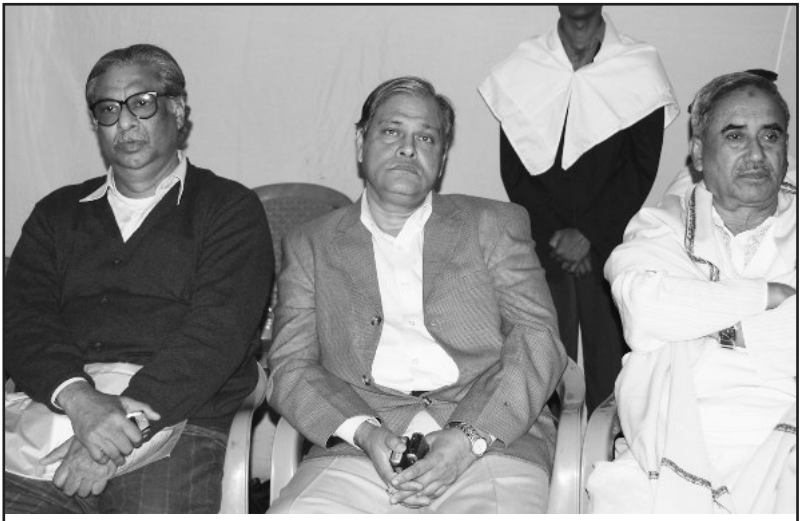
জলসার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অতঃপর সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি সিপিবি-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বি ডি পি সি-এর সভাপতি জনাব শরীফ এ কাফি, মানবাধিকার কর্মী ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পারভীন হাসান, মানবাধিকার কর্মী সিষ্টার রোজলিন ডি কষ্টা, কাজী রেহান সোবহান, কাজী আদনান সোবহান, আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ, জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঈনুদ্দীন খান বাদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি আ আ ম স ড. আরেফিন সিদ্দিক, ওয়ার্কার্স পার্টির সহসভাপতি হায়দার আকবর খান রনো এবং ড. শওকত আরা হোসেন প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে আহমদীয়াত বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা (কোলকাতা)।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া। পাশে দাঁড়ানো বাম দিকে জনাব জালাল উদ্দীন আব্দুল লতিফ ও জনাব রশিদ রেনো। বঙ্গানুবাদ করছেন আহমদ তবশির চৌধুরী।



জলসায় মঞ্চে উপবিষ্ট বাম দিক থেকে জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ, জনাব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন, জনাব আবুল কালাম আজাদ (প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী)।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, (মাঝে) জনাব রাশেদ খান মেনন, (ডানে) অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) এডভোকেট মুজিবুর রহমান,
(মাঝে) জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এবং (ডানে) ড. শওকত আরা হোসেন।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) প্রফেসর পারভীন হাসান,
(মাঝে) ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম এবং (ডানে) জনাব মোবাশশের-উর রহমান।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) জনাব নাজির আহমদ ভূইয়া,
(মাঝে) মঈনউদ্দীন খান বাদল এবং (ডানে) হায়দার আকবর খান রনো।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) মোহাম্মদ শরীফ-এ কাফি,
(ডানে) সিষ্টার রোজলিন ডি কষ্টা।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আব্দুল মজিদ সরদার, আমীর সুন্দরবন। পবিত্র কুরআন মজীদের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন জনাব নাজির আহমদ ভুঞা। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাকে মান্য করার গুরুত্ব, ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম। ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের তাৎপর্য, মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের নায়েব আমীর জনাব জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে ঐশী জামা'তের সদস্যদের সুনিবিড় সম্পর্ক প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

বলাবাহুল্য, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খিলাফত ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ২০০৮ সালের ২৭ মে শতবর্ষ পূর্তিতে সারা বিশ্বব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে খিলাফত শতবার্ষিকী পালিত হয়। ঢাকায় ব্যাপক আয়োজনে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সুশীল সমাজে আমাদের অনেক সুহৃদ বন্ধুকে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়। তাদের ক'জন হলেন–



ন্যশনাল আমীর সাহেবের নিকট থেকে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী স্মারক উপহার গ্রহণ করছেন জনাব রাশেদ খান মেনন।



ন্যশনাল আমীর সাহেবের নিকট থেকে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী স্মারক উপহার গ্রহণ করছেন জনাব মঈনউদ্দীন খান বাদল।



ন্যশনাল আমীর সাহেবের নিকট থেকে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী স্মারক উপহার গ্রহণ করছেন জনাব শাহরিয়ার কবীর।

এছাড়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর ২০০৮ তারিখ হোটেল শেরাটনে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণে এক নৈশ্য ভোজের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত অনেকের মধ্যে ক'জন হলেন–



অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল
জনাব কে.এম. শফিউল্লাহ-এর সাথে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



জনাব হাসানুল হক ইনু এবং মঈনউদ্দীন খান বাদলসহ
অন্যান্যরা।



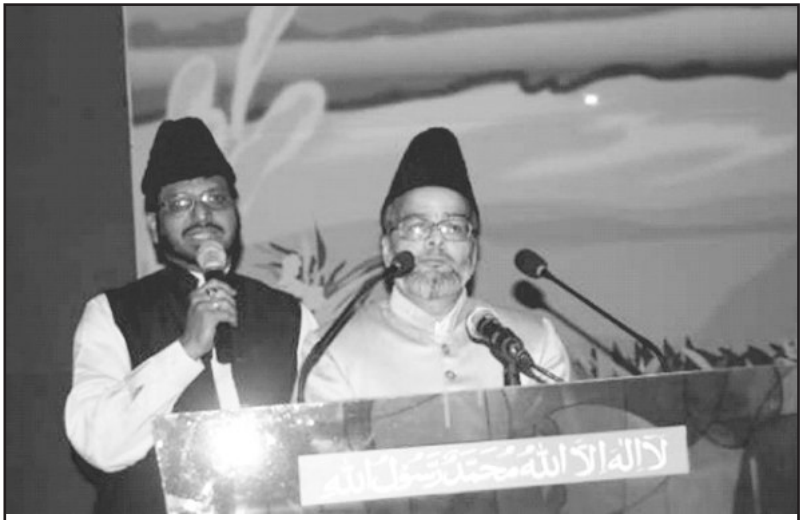
জনাব প্রমোদ মানখিন এম.পি., ড. হামিদা হোসাইন, ব্যারিস্টার জাফর আহমদ এবং শাহরিয়ার কবীরসহ অন্যান্যরা।



জনাব অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রোকেয়া প্রাচী এবং কর্নেল ফারুক খান (পরবর্তীতে এম.পি. ও মন্ত্রী)।

২০০৯

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৮৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.)এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে কাদিয়ান থেকে শুভাগমন করেন মোহতরম মওলানা মোহাম্মদ ইনাম গওরী নাযেরে আলা ও আমীর মোকামী কাদিয়ান। ১৩ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ হুযূর (আই.) এর প্রতিনিধির সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশিরউদ্দীন আহমদ এবং নযম জনাব মামুন উর রশীদ। সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অতঃপর স্বাগত বক্তৃতা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা সকল গুণের আধার বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ।



৮৫তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোহাম্মদ ইনাম গওরী। অনুবাদ করছেন মওলানা সালেহ আহমদ।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী, আমীর চট্টগ্রাম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা শেখ শরীফ আহমদ। ইবাদত: মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখেন মওলানা

শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মুসলিম নারীর অবদান বক্তৃতা করেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। নযম পরিবেশন করেন গাজী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। নেযামে খিলাফত ও এর আনুগত্য বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান।



জলসায় ভাষণ প্রদান করছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মঞ্চে অন্যান্য বুযূর্গগণ।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন (বামে) অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী
এবং (ডানে) এডভোকেট মুজিবুর রহমান।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোবাশশের উর রহমান।



জলসায় শুভেচ্ছ বক্তব্য রাখছেন
অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।



জলসায় শুভেচ্ছ বক্তব্য রাখছেন
এডভোকেট সুলতানা কামাল।



জলসায় শুভেচ্ছ বক্তব্য রাখছেন
জনাব নাঈম মোহাইমেন।



জলসায় হুযূর (আই.)-এর ভাষণের অপেক্ষায়
মঞ্চে উপস্থিত জামা'তের কর্মকর্তাগণ।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং নযম জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়। মদীনা সনদের আলোকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এডভোকেট মুজিবুর রহমান ইসলাম ধর্মের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে বক্তৃতা করেন। অতঃপর সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারা হলেন– এডভোকেট সুলতানা কামাল সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, জনাব নাঈম মোহাইমেন মানবাধিকার কর্মী, এডভোকেট কাজী আদনান সোবহান, জনাব শাহরিয়ার কবীর বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি এবং অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। তারা মৌলবাদ ও জামা'তে ইসলামীর কর্মকান্ড তুলে ধরেন এবং এ দেশ থেকে মৌলবাদ নির্মূল করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

জলসার তৃতীয় দিনের চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আমীর খুলনা। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা

আব্দুল আজিজ সাদেক এবং নযম জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। খিলাফতে খামেস (আই.)–এর মোবারক তাহরীক সমূহ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব বক্তব্য রাখেন মৌলবি মোহাম্মদ আবু তাহের, ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের তাৎপর্য মওলানা মোহাম্মদ জহির উদ্দীন আহমদ।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। আহমদীয়া খিলাফতের আশিস ও বরকত বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। বাংলাদেশের জলসার আদলে লন্ডনে স্টেজ তৈরী করে জলসাগাহ তৈরী করা হয়। এতে বাঙালি আহমদীসহ অনেক শ্রোতা উপস্থিত হন। হুযূর (আই.) স্টেজে জলসার সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তখন ঢাকা ও লন্ডন একাকার হয়ে যায়। বাংলা ও লন্ডনের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে ইসলামী নারার প্রতিধ্বনিতে। এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেন হুযূর (আই.) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে ভাষণ দিচ্ছেন এবং এমটিএ এর মাধ্যমে সারা বিশ্ব দেখছেন। হুযূর (আই.) তাঁর আসনে বসেই সকলকে সালাম জানান। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। নযম পরিবেশন করেন এস এম এ জুবায়ের। অতঃপর হুযূর (আই.) তাঁর অমূল্য ভাষণ দান করেন। হুযূর (আই.)-এর ভাষণটি নিম্নরূপ:

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর বলেন: "আল্লাহ্ তা'লা এ যুগের আধুনিক আবিষ্কারাদি ব্যবহার করার এবং এগুলোকে কাজে লাগানোর যে সুযোগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তকে দান করেছেন-এটা তাঁর বিরাট কৃপা ও বিশেষ অনুগ্রহ। বরং বলা উচিত, এ যুগের কল্যাণকর আধুনিক প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের কারণই হলো এগুলোর মাধ্যমে যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'ত যেন উপকৃত হতে পারে। বর্তমান যুগে ধন-সম্পদের আধিক্য লক্ষ্য করে দেখুন, দেখা যাবে কোন-কোন মানুষের কাছে লক্ষ-লক্ষ বা কোটি কোটি বরং শত-শত কোটি ডলার আছে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সার্বিক আর্থিক সঙ্গতি এদের একজনের গচ্ছিত সম্পদের কাছাকাছিও নয়। এ সত্ত্বেও আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার যে অশেষ অনুগ্রহ রয়েছে, এই সীমাবদ্ধ সঙ্গতিতে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রাচুর্য্য দান করেন এবং স্বল্প পুঁজির সর্বোত্তম বিনিয়োগের যে ব্যবস্থা

আল্লাহ্ করে দেন, যেসব ফলাফল প্রকাশ করেন, এই সামান্য অর্থ-সম্পদ মানুষের আত্মিক ও জাগতিক কল্যাণ সাধনে যে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে-জগতের এসব বস্তুবাদী মানুষ এর ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে না। এরা অঢেল সম্পদ লাভ করে ঠিকই, কিন্তু তা জাগতিক আমোদ-প্রমোদের কাজেই নিঃশেষ হয়ে যায় কিংবা পৃথিবীতে বিভিন্ন যুদ্ধ ও বিবাদে নিঃশেষিত হয়। ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের কথা বাদ দিলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও কোন দেশ বা সরকারও নিজেদের আর্থিক সম্পদ ও সঙ্গতিকে সেভাবে মানবকল্যাণের কাজে লাগাতে পারছে-না যেভাবে সীমিত সম্পদ ও সঙ্গিতর মধ্যেও আহমদীয়া জামাা'ত মানবজাতির উপকার সাধন করার সুযোগ পাচ্ছে। MTA (Muslim TV Ahmadiyya)-এর কথাই ধরুন। মহান আল্লাহ্ আহমদীয়া জামা'তকে এটা পরিচালনা করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এই টিভি চ্যানেল দিবানিশি ২৪ ঘন্টা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে যাচ্ছে এবং এর সম্প্রচারের গন্ডি পৃথিবীর সব ক'টি মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই প্রচার মাধ্যম যে কত স্বল্পব্যয়ে পরিচালিত হচ্ছে, কোন ধরনের ভোগ-বিলাসের অনুষ্ঠান আমোদ-প্রমোদের মোহ ছাড়াই যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে-বস্তুবাদী মানুষ এর সঠিক ধারণা বা কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমরা এই প্রযুক্তিগত আবিষ্কারকে (ইসলাম সেবায় নিয়োজিত করার জন্য) আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখতাম (যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর অপব্যবহারই হয়েছে)। আজ আমরা যখন জগতের মানুষকে আমাদের টিভি চ্যানেল বিনা বিজ্ঞাপনে ও পেশাগত দক্ষতা ছাড়াই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে বলে জানাই, তখন উল্টো তারা আমাদেরকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে।

অতএব আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহরাজির মধ্যে এটাও এক বিশাল অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে এ যুগের প্রযুক্তিগত আবিষ্কারাদি কাজে লাগানোর সুযোগ দিয়েছেন। আমি আজ এই নিয়ামতের মাধ্যমেই বাংলাদেশের বার্ষিক জলসার সমাপনী অনুষ্ঠানে আপনাদের-অর্থাৎ বাঙালি আহমদীদের সম্বোধন করছি। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রেও এভাবে নিয়মিত সরাসরি ও বহুমুখী গণ-সংযোগের ব্যবস্থা হয় না। যেখানে একটি সভায় বসে অপর একটি সমাবেশকে সম্বোধন করার ব্যবস্থা থাকে, কিংবা এক ধর্মীয় জলসায় বসে অপর দেশে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সমাবেশের দৃশ্য দেখার সুযোগ থাকে। সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা সব দেশে অবশ্যই থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা

তাদের নিজ দেশের গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে কিংবা সে বিষয়ে উৎসাহী গুটিকয়েক মানুষের মাঝেই তা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে একস্থলে মানুষ একত্র হয়েছে আর একই উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য আরেকটি দেশে সমাবেশ হচ্ছে আর উভয়ের মাঝে গণমাধ্যমের মধ্যস্থতায় এমন সংযোগ অতি বিরল। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথমে আমরা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কেননা তিনি বাহ্যিক দূরত্ব সত্ত্বেও পারস্পরিক ভালোবাসায় আবদ্ধ মানুষগুলোকে এভাবে মিলিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমরা এভাবে একে অপরের সামনাসামনি বসে কিছুটা হলেও নিজেদের মনের পিপাসা নিবারণ করছি। বাংলাদেশের আমীর সাহেব ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন, এভাবে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারলে আমরা বড়ই উপকৃত হব। কেননা বাংলাদেশ জামা'ত থেকে চার/পাঁচ হাজার আহমদীর একটি প্রতিনিধি দল এবার কাদিয়ান জলসায় যোগদানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। অনিবার্য কারণে হঠাৎ সেই জলসা পিছিয়ে দেয়ার কারণে তারা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আহমদীয়া জামা'তের স্বভাবচরিত্রে নৈরাশ্য বলতে কিছু না থাকলেও সাময়িকভাবে আশাহত হবার প্রবণতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই মর্মপীড়া দোয়ার রূপ লাভ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন একটি নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা জামা'তের সদস্যদের মাঝে সৃষ্টি হতে থাকে। আমি এ ধরনের অভিব্যক্তি সম্বলিত চিঠিপত্র পাকিস্তান ও ভারতের আহমদীদের কাছ থেকে নিয়মিত পাচ্ছি। আমি নিশ্চিত, আপনারা যারা কাদিয়ান জলসায় যেতে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তারা নিশ্চয়ই দোয়ার ক্ষেত্রে একটি নবচেতনা সৃষ্টি করেছেন, যেন কাদিয়ানে কিংবা ভারতের কোন একটি নগরীতে গিয়ে নয়, আমি যেন আপনাদের দেশে গিয়ে আপনাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারি– সে ব্যবস্থা হয়। বাংলাদেশের বার্ষিক জলসায় প্রথমবারের মত আমার এভাবে সরাসরি সম্প্রচারিত বক্তব্যের মাধ্যমে যোগদান করা যেন আল্লাহ্ তা'লার এমন বিশেষ অনুগ্রহ লাভের কারণ হয়- যার ফলে পথের সমস্ত বাধা অপসারিত হয়ে আমি যেন আপনাদের দেশে গিয়ে আপনাদের সম্বোধন করতে পারি। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্ সেই সময়ও দেখাবেন এবং অবশ্যই দেখাবেন যখন আহমদীয়া খিলাফতকে পৃথিবীর সবদেশে, প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে, উত্তরে, দক্ষিণে-সবখানে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং এর যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। কিন্তু আমাদের দোয়া করা

উচিত, এই সুযোগ ও শুভক্ষণ মহান আল্লাহ্ যেন আমাদের জীবদ্দশায় দান করেন। এ উদ্দেশ্যে আগের থেকে অনেক বেশি আমাদের মহান স্রষ্টার সামনে বিনত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এক মহাবিপ্লব সাধন করা ও আমাদের সেজদার স্থানগুলোকে নিজেদের অশ্রুজলে সিক্ত করা প্রয়োজন। আমাদের যাবতীয় দোয়ার এমন আকুতি ও আবেগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যেন আরশের পা-ও দুলে ওঠে। আমাদের দোয়ার মধ্যে সেই বিগলন সৃষ্টি করা আবশ্যক যার মাধ্যমে দোয়া শ্রবণকারী খোদা আমাদের একেবারে কাছে চলে আসেন। আর আমরা যেন 'ইন্নি কারিব' অর্থাৎ 'আমি তোমাদের অতি নিকট' এ সঞ্জীবনী শব্দ শুনতে পাই। আর 'উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দায়ানি' অর্থাৎ 'আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমায় ডাকে' প্রত্যেক আহমদী যেন এক নতুন আঙ্গিকে এই বাণীর পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করে।



জলসায় লন্ডন মঞ্চে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছেন
মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।

অতএব এই দৃশ্য দেখার জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই অগ্রসর হতে হবে। এরপর আপনারা দেখতে পাবেন, সেই রহীম ও রহমান খোদা, যাঁর কৃপা সবকিছু ছেয়ে

আছে, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অতীব দয়ালু, তিনি কীভাবে আমাদের সাহায্যকল্পে দৌড়ে আসেন। আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি খোদা, ক্ষতিসাধনে সচেষ্টদের বিরুদ্ধে তিনি কীভাবে তাঁর প্রিয়দের সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসেন আপনারা তা প্রত্যক্ষ করবেন। অতএব আমাদের সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব হলো এবং এ কথাটা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই, আপনারা আপনাদের সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খোদার সাথে এমন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলুন যার তুলনায় জগতের অন্য সব সম্পর্ক তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। জগতের সমস্ত ধন-সম্পদ সম্মিলিতভাবেও এই ঐশি সম্পর্কের তুলনায় যেন একবারে নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। আমরা আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র সাথে যদি এই প্রেমবন্ধন রচনা করতে পারি তাহলে মনে রাখবেন প্রকৃতপক্ষে সেটাই হবে আমাদের মহা সাফল্যের দিন। অতএব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই একথা ভালভাবে জেনে নিন, মহান আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জন এবং তাঁর সমীপে বিগলিত চিত্তে বিনত হওয়াই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আর এই লক্ষ্য স্বয়ং খোদা তা'লা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন: ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন। অর্থাৎ, আমি জ্বিন এবং মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি তারা যেন আমায় সনাক্ত করে এবং আমার ইবাদত করে। অতএব এটিই সেই মূল বিষয় যা প্রত্যেক আহমদীকে অবম্বন করতে হবে এবং এটিই সেই মূল লক্ষ্য– যা অর্জনের জন্য এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "আমি মানুষের ঈমানকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার এবং আল্লাহ্ তা'লার মহান অস্তিত্বকে জগতের কাছে সাব্যস্ত করে দেখানোর উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছি। কেননা প্রত্যেক জাতির ঈমানী চেতনা দুর্বল হয়ে পড়েছে আর পরকালের বিষয়টিকে নিছক একটি গল্প বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিটি মানুষ তার ব্যবহারিক আচরণ দ্বারা ঘোষণা দিচ্ছে, সে ইহজগতের প্রতি এবং জাগতিক সম্মান ও প্রতিপত্তির প্রতি যে ধরনের আস্থা রাখে এবং জাগতিক উপকরণের প্রতি সে যতটা বিশ্বাস রাখে সেই ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা সে মোটেও আল্লাহ্ ও পরকালে রাখে না।"

এই হচ্ছে সেই লক্ষ্য– যা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আবির্ভূত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তাঁর বয়আত করার সৌভাগ্য দান করেছেন।



৮৫তম সালানা জলসায় লন্ডন মঞ্চে
নযম পেশ করছেন জনাব এস এম এ জুবায়ের।



৮৫তম সালানা জলসায় লন্ডন মঞ্চ থেকে আমাদের
প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) সরাসরি ভাষণ প্রদান করছেন।

আমাদের ঘোষণা হলো আমরা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাঁর সাহায্যকারী। আর এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে নিজেদের জীবনকে এই শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করব। এই উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যেই আমরা বয়আতের অঙ্গীকার করেছি। তাই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজেদের ইবাদত প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়া আমাদের একটি বড় দায়িত্ব। আমি আশা করি, জলসার দিনগুলোতে আপনারা যেভাবে দোয়া এবং ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন এখন এটাকে আপনাদের জীবনের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করবেন। একজন আহমদী কেবল সমস্যা ও বিপদের সময়েই যেন খোদাকে স্মরণ না করেন বরং ইবাদত ও দোয়ার অভ্যাসই যেন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। আর আমরা যখন সর্বাবস্থায়- স্বাচ্ছন্দে বা কষ্টে একনিষ্ঠচিত্তে খোদার সাহায্যপ্রার্থী হবো তখন খোদা তা'লা আমাদের সমস্ত বিপদ-আপদ দেখতে দেখতে অপসারিত করে দিবেন। আর এসব কথা আমি আপনাদের সাময়িকভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করার জন্য বলছি না, বরং সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের জামা'ত সেসব সৌভাগ্যবান জামা'তগুলোর একটি– যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের সপক্ষে ঐশী সাহায্য সমর্থনের নিদর্শন দেখেছে। অনেক দিন পূর্বের কথা আমি বলছি না, বরং আপনারা নিকট অতীতেই এসব ঐশী সমর্থনের নিদর্শন দেখেছেন। আপনাদের মধ্যে উপস্থিত অনেকেই আছেন যারা আমার এ কথাগুলোকে শুনছেন, তারা নিজ চোখে শত্রুপক্ষের ভয়ানক ষড়যন্ত্র এবং ভয়াবহ আক্রমণকে এক সর্বগ্রাসী ঝড় হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রশ্ন হলো, শত্রুপক্ষ কি শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে? আপনাদের প্রত্যেকে একথার সাক্ষী, শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কালবৈশাখী ঝড়তুল্য এই বিপদের মধ্যখানে আল্লাহ্ তা'লা রহমতের মেঘ প্রেরণ করেছিলেন। এগুলো তাঁর কৃপার বারি বর্ষণ করে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে নির্মল ও সুন্দর করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের ভীতিপ্রদ অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন।

আমাদের জামা'তভুক্ত নন এমন অনেক সুশীল ও গুণবান ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা ঐশী জামা'তের স্বপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন– যারা জগতের পার্থিব প্রলোভনকে ত্যাগ করে চরম বিপদের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে ন্যায় ও সত্যের সমর্থন করে গেছেন। এটি মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ছিল না। এটি ছিল সেই সর্বশক্তিমান ও সর্বাধিরাজ খোদার সমর্থন যিনি ভদ্র, শালীন ও

নীতিপরায়ণ মানুষদের ভদ্রতা ও শালীনতার স্বপক্ষে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তাদের সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার ও লেখার শক্তি যুগিয়েছেন। তা না হলে আমাদের মত নগণ্য বান্দাদের ক্ষমতাই বা কী? একটু আগেই বলেছি, আমাদের কাছে বাহ্যিক ধন-সম্পদও নেই আর জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তিও নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের কাছে একটি সম্পদ আছে। আর সেই সম্পদ মহানবী বিশ্বনবী (সা.)-এর কাছ থেকে লাভ করে তাঁর সত্য প্রেমিক যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের দান করেছেন। আর সেই সম্পদ হলো, আল্লাহ্ তা'লাকে প্রকৃত অর্থে এক-অদ্বিতীয়, অতুলনীয় জ্ঞান করে তাঁরই সমীপে অবনত হওয়া। সেই খোদার দরবারে অবনত হওয়া- যিনি বিশ্ব-জগতের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। সেই খোদার সম্মুখে নত হওয়া– যার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় প্রত্যেকটি বস্তু রয়েছে। মানব হৃদয়ের পরিবর্তন সাধনকারী সেই খোদার কাছে সমর্পিত হওয়া আবশ্যক। তাই আল্লাহ্‌র অপর অনুগ্রহের কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে-করতে আমরা যদি আমাদের সমগ্র জীবনও অতিবাহিত করে দেই তবুও তাঁর প্রতি যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্ভব নয়। এসব পরীক্ষা ও বিপদাবলীতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে এবং হয়েছেও। কিন্তু এই ঐশী জামা'তকে নিশ্চিহ্ন ও নির্মুল করে দেয়ার যে মূল উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষ লালন করে থাকে সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সে কখনও সফল হয়নি এবং কখনও হবেও না। প্রত্যেক বিরোধিতার পর ঐশী জামা'ত এক নতুন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। আর এ কথাটি কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সত্য নয় বরং পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এবং অঞ্চলে আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই নিজ অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করেছেন এবং করে চলেছেন। আর এটি আজকের বিষয় নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে আল্লাহ্‌র এই রীতিই কার্যকর। বরং এরও আগে আমাদের নেতা ও পথ-প্রদর্শক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ থেকেই এভাবে হয়ে এসেছে। তখনও বিরোধিতা ও ঈর্ষার আগুনে ভস্মীভূত হৃদয়ের মানুষ মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উস্কানী দিয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠাতো। এরা বিষাক্ত ক্ষুরধার তরবারি মহানবী (স.)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য সঙ্গে নিয়ে আসতো। তারা মহানবী (সা.)-এর নাগাল পাবার আগেই তিনি নিজে থেকেই অথবা ঐশী জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদেরকেই যখন তাদের আগমনের দুরভিসন্ধি জানিয়ে দিতেন তখন তারা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেতো। তারা তাৎক্ষণিকভাবে

উপলব্ধি করতে পারতো, আমরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আর আমাদের দলনেতাদের প্ররোচণায় আমরা ঈর্ষা ও বিরোধিতার আগুনে জ্বলছি। নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা সত্য এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একইভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও অনেক মানুষ মৌলবি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী ও মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর বিরোধিতাপূর্ণ বক্তব্য শুনে কাদিয়ান আসতেন এবং সত্যকে অনুধাবন করে তা অবলীলায় গ্রহণ করে নিতেন। এরা অকপটে হুযূর (আ.)-এর কাছে স্বীকারোক্তি দিয়ে বলতেন, আমার আহমদী হবার কারণ কোন ব্যক্তির তবলীগ বা কোন গ্রন্থ পাঠ নয়। বরং আমার আহমদী হবার কারণ হচ্ছে অমুক মৌলবি সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ। আপনাদের নিজেদের দেশ বাংলাদেশেও এমন অনেক উদাহরণ বিদ্যমান। অনেকে বিরুদ্ধবাদীদের লেখা বই-পত্র পড়ে সত্যান্বেষণ করেছেন এবং পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবিকে সত্য জানতে পেরে গ্রহণ করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাথমিক যুগের আহমদীর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কথা বলা যায়– যিনি বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন। তিনি বিরোধীদের হৈ চৈ এর ফলশ্রুতিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা গ্রন্থাবলী আনিয়ে পড়েছেন এবং পরিণামে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। Review of Religions-এর একটি প্রবন্ধ পড়ে তাঁর কাছে সত্য উদঘাটিত হয়েছে। যদিও তাঁর (অর্থাৎ সৈয়দ সাহেবের) মন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত ছিল। তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বয়আত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগে কাদিয়ান গিয়ে বয়আত করতে হয়। পরবর্তিতে তিনি অনেকের জন্য হেদায়েত লাভের কারণ হয়েছিলেন। তিনি পবিত্র-চিত্ত একজন আলেম ছিলেন, তিনি আন্তরিকভাবে সত্য অনুসন্ধান করেছিলেন। আজকাল যে ধরনের তথাকথিত আলেম-উলামা দেখতে পাওয়া যায় যারা কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করতে শিখেছে-তিনি তাদের মত ছিলেন না। হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব বয়আত করে যখন ফেরত গেলেন তখন তাঁরও প্রচন্ড বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এতে দমে যাননি। বরং তিনি তাঁর প্রচার অব্যাহত রাখেন যার ফলশ্রুতিতে অনেকে সত্য পথ লাভ করার সৌভাগ্য পায়। তাঁর

মাধ্যমে হাজার-হাজার মানুষ (ইমাম মাহদীর) বয়আত করেন। এই নবদীক্ষিতদেরও অনেক বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তারা যেহেতু বুঝে-শুনে সত্য গ্রহণ করেছিলেন তাই তারা সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন এবং নিজেদের সত্য বিশ্বাস স্পষ্টভাবে ঘোষণাও করতে থাকেন। আপনারা যারা আমার চোখের সামনে বসে আছেন আপনাদের কেউ কেউ হয়তো সেই প্রাথমিক যুগের আহমদীরেই সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্ম। অতএব আপনাদের পিতৃপুরুষদের বয়আত করার ঘটনা আপনাদের পরিবার পরিজনের কাছে বার বার তুলে ধরুন যেন ভবিষ্যত প্রজন্মের ঈমানে আরও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। পরবর্তী প্রজন্মের ঈমানও যেন উন্নতি করে। আর সাময়িক বিরোধিতায় তারা যেন উদ্বিগ্ন না হয়। বরং এরা যেন বিরোধিতাকে আধ্যাত্মিক জামা'তের জন্য এক ধরনের 'সার' বলে মনে করে। ক্ষেতের জমিতে সার দিলে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঠিক তেমনই বিরোধিতার কারণে আহমদীয়াত উৎকর্ষ সাধন করে এবং বৃদ্ধি পায়। আপনাদের মত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আহমদীরা একথার সাক্ষ্য প্রদান করছেন, বিরোধিতা জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করে না বরং আহমদীয়াতের চিরসবুজ বাগান আরও সতেজ হয় এবং এর মাঝে এক নব জীবন সঞ্চারিত হয়। আজ আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদাই জীবন্ত খোদা আর তিনি সমস্ত শক্তির আধার। তিনি পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের কাছে সত্য প্রকাশ করে থাকেন। আজ আমরা সবাই সাক্ষ্য দান করছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদাই হলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খোদা। যিনি নিজ যাবতীয় সমর্থন ও প্রতিশ্রুতিসহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। আর সেই খোদা-ই তাঁর এই প্রেরিত পুরুষের মাধ্যমে দ্বার্থহীন ভাষায় এ ঘোষণা করিয়েছেন: 'ঐশী সাহায্য আমাদের স্বপক্ষে রয়েছে।' আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন: "আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সাথে আছি।"

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আপনারা তাঁর সাথে ভালোবাসায় যে সম্পর্ক করেছেন এই সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করুন। আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকুন যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয়দের মাঝে গণ্য করে সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকেন। আপনারা বিগত কয়েক বছর যাবত চরম বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রিয় ও স্বজনদের খোদার পথে জীবন বিসর্জন

দিতে দেখেছেন। নিজেদের ধন-সম্পদ ক্ষয়-ক্ষতি খোদার পথে সহ্য করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু আপনারা নিজেদের ঈমানকে কোনক্রমেই কলুষিত হতে দেননি। এর মাধ্যমে আপনারা ঈমানের দৃঢ়তার এমন এক মান প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকার কাজ করবে এবং তাদের ঈমানকে আরও সুদৃঢ় করবে। আপনারা সাক্ষ্য দিন বিগত কয়েক বছর ধরে যেসব আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন হয়েছে এগুলোর কারণে আহমদীয়াতের ভিত কি নড়ে গেছে? কখনো না, বরং এতে আরও বাড়তি শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। আমি প্রতিদিন যে চিঠি-পত্র পাই সেগুলেতে বাংলাদেশের নিষ্ঠাবান সদস্যদের পত্রাদিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। সেগুলোতে তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ও ঈমানের উন্নতি উল্লেখ থাকে, আর থাকে নিজেদের জন্য দোয়ার আবেদন। বিপরীত দিকটিও লক্ষণীয়। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যারা নিজেদের জাগতিক শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তিতে আহমদীয়া মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়েছিল মহান আল্লাহ্ তাদের কীভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন! এদের দেখার মত চোখ থাকলে এরা দেখতে ও বুঝতে পারতো। কারও লাঞ্ছনা ও অবমাননা দেখতে আমরা আগ্রহী নই বা এর সাথে আমাদের কোন স্বার্থ জড়িত নয়। আমরা আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের জন্যও আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে থাকি। আমরা হলাম সেই মুহাম্মদ মসীহ্র অনুসারী যিনি ঘৃণা পরিহার করে সবাইকে ভালোবাসার শিক্ষা দান করেছেন। আমাদেরকে শেখানো হয়েছে, তোমরা যদি শত্রুর প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ কর এবং তার জন্য দোয়া না কর তাহলে তোমাদের দোয়াও গৃহীত হবে না। অতএব আমরা শান্তি ও ভালোবাসার দূত। এই বাণীটিকে আপনারা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিন। দেশবাসীদের জানিয়ে দিন, ইসলামের অর্থই হলো প্রেম ও ভালোবাসা। এতে মহান স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি-উভয়ের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করার শিক্ষা দেয়া হয়। মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে ইসলাম ধর্মের এই সৌন্দর্য তুলে ধরুন। এদের বলুন, মুহাম্মদী মসীহ্ তরবারি ব্যবহার করবেন না, হত্যাযজ্ঞও সংঘটিত করবেন না। তবে তিনি প্রেম ও ভালোবাসার তীর নিক্ষেপ করে সবার মন জয় করবেন, যেন মমতাময় খোদার সাথে মানুষের পরিচয় ঘটে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সাথে আত্মিক প্রেম ও ভালোবাসার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেন মানুষ নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। দুঃখী মানবতার তাই আজ এই শিক্ষার বড়ই

প্রয়োজন। আর এই শিক্ষা প্রদান করা আর একে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেয়া প্রতিটি আহমদীর পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, মানবতার শত্রু এবং ধর্মের নামে রক্তপাতকারীরা আপনাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবে; বিরোধিতাও হবে। পুনরায় সুযোগ পেলে এই তথাকথিত ধর্মরক্ষীরা আহমদীদের প্রতি অত্যাচার করার সুযোগ কোনমতেই হাতছাড়া করবে না। কিন্তু আপনাদের কাজ হবে, পূর্ণমাত্রায় ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করা, আর "রাব্বানা আফরিগ আলায়না সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা" এই দোয়ার ছায়াতলে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে থাকা। নিজেদের ঈমানকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করে যেতে হবে। একাধারে ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও দোয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। জলসার এ দিনগুলোতে আপনারা যতটুকু আত্মিক উন্নতি সাধন করেছেন, যে-যে বক্তব্য আপনাদের হৃদয়পটে গভীর রেখাপাত করেছে- এগুলোকে আপনাদের মনে স্থায়ীরূপ দান করুন। এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করার সময় নবাগত বা পুরাতন উভয় ধরনের আহমদী এক পবিত্র পরিবর্তন সহকারে এখান থেকে বিদায় নিন। বাঙালি আহমদীর মাঝে যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয় এদের বেশীরভাগের মধ্যে আমি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ছাপ প্রত্যক্ষ করি। এদের একাংশ আমার সম্মুখে এই হলে এখন বসে আছেন। আর ক্যামেরার মাধ্যমে হাজার-হাজার সংখ্যায় বাংলাদেশের জলসায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আলোকোজ্জ্বল মুখাবয়বেও আমি নিষ্ঠা ও আন্তরকিতার ছাপ প্রত্যক্ষ করছি। এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে কখনও ম্লান হতে দিবেন না। খিলাফতের প্রতি আপনাদের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসা ও আন্তরকিতা যেন কখনও না কমে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার যেন কোনমতেই দুর্বল না হয়ে যায়। আপনাদের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে কখনও মন্দ কর্মে ব্যয় হতে দিবেন না। আপনাদের মহান স্রষ্টা খোদার সাথে আপনারা সর্বদা সততা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখবেন। পারস্পারিক সোহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আগত ঐশীবাণী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিন। আপনারা তাঁর প্রকৃত অনুসারী হয়ে যান। তবলীগের কাজে প্রজ্ঞার মাধ্যমে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করুন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এসব কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন। আপনাদের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করুন। আপনাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায়

উত্তরোত্তর উন্নতি দিন। আর আপনাদের জন্য আমার হৃদয়ে সঞ্চিত ভালোবাসাকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিজ জামা'তভুক্তদের জন্য যেসব দোয়া করে গেছেন আপনারা সেই সব দোয়ার ভাগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে তাঁর নিরাপত্তার ও শান্তির ছায়াতলে রাখুন। শত্রুর সমস্ত অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা করুন। শত্রুর পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটি তীর যেন উল্টো তাকেই আঘাত করে। আপনারা সবাই যেন আল্লাহ্ তা'লা অপার অনুগ্রহ কৃপা ও স্নেহের ভাগীদার হন। (আমীন)[৩৫]

এরপর হুযূর (আই.) দোয়া করান এবং আবেগাপ্লুত হয়ে উচ্চস্বরে নারা দেয়া হয়। ঢাকায় ক'টি দল নযম পরিবেশ করেন। এরই মাঝে জলসা সমাপ্ত হয়। এটি অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক জলসা।



হুযূর (আই.) ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়া করছেন।

দেশের কয়েকটি টিভি চ্যানেলে জলসার খবরে ক্লিপস দেখানো হয় এবং প্রতিদিনের বিকালের অধিবেশনগুলো এমটিএ- এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এক যোগে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।



বাংলাদেশের জলসাগাহ থেকে হুযূর (আই.)-এর উদ্দেশ্যে
আবেগাপ্লুত হয়ে উচ্চস্বরে নারা দেয়া হয়।

২০১০

৫-৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮৬ তম সালানা জলসা। এ জলসায় হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। সমাপনী ভাষণ হুযূর (আই.) লন্ডন থেকে সরাসরি প্রদান করেন। লন্ডনে ঢাকার অনুরূপ স্টেজ তৈরী করা হয়। এতে অনেক শ্রোতার উপস্থিতিতে হুযূর (আই.) অমূল্য ভাষণ দান করেন। যা লন্ডন ও ঢাকাসহ এমটিএ-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে একই সাথে সম্প্রচারিত হয়। এতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে আশেকে রসূলরা হৃদয়ের টানে ঢাকায় ছুটে আসেন। এছাড়া আমেরিকা, বাহরাইন, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান, ভারত এবং পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গরা যোগদান করেন। ঢাকায় ছয় হাজার উপস্থিত ছিলেন।

৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ ও নযম জনাব মামুন উর রশীদ। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। স্বাগত

বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অতঃপর আল্লাহ জাল্লে জালালুহুর স্বরূপ তথ্য ও উপলব্ধি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের জীবন্ত প্রকাশ বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা শেখ শরীফ আহমদ এবং নযম জনাব এস এম রহমতউল্লাহ। কুরআনের আলোকে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। ওসীয়্যত ব্যবস্থা একটি ঐশী পরিকল্পনা– জনাব কওসার আলী মোল্লা। ঈসা (আ.) এর দ্বিতীয় আগমন– মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। ইসলাম প্রচারে নারীর অবদান অতীত ও বর্তমান বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। অতঃপর তিনি বাংলাদেশের কৃর্তী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করেন।



উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি
মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব এবং
বাংলায় অনুবাদ করছেন মওলানা আহমদ তারেক মোবাশ্বের।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব সেলিম আহমদ এবং নযম মোহাম্মদ এহসানুল

হাবিব জয়। বসনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন বসনিয়া থেকে আগত জনাব এমীর বাইরামোভিচ। এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙালি বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অতঃপর আমন্ত্রিত অতিথি সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন। তারা হলেন- ড. ফ্যাস্টিনা পেরেরা, ড. আসিফ নজরুল, অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব শরীফ এ কাফি- বি ডি পি সি এর সভাপতি, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, শ্রী কাজল দেবনাথ, জনাব জিয়া উদ্দীন তারেক আলী, জনাব কাজী রেহান সোবহান এবং শ্রী সুজিত ব্যানার্জী। বক্তাগণ ধর্ম নিরপেক্ষতা, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনে সম অধিকার এবং দেশ থেকে মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ উচ্ছেদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। উপরন্তু আহমদীয়া জামা'তের উপর আক্রমণের নিন্দা জ্ঞাপন করে সহমর্মীতা প্রকাশ করেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা ও তাকে মান্য করার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
জনাব মোবাশশের উর রহমান।



জলসায় শুভেচ্ছ বক্তব্য রাখছেন জনাব এমীর বাইরামোভিচ।
বাংলায় অনুবাদ করছেন জনাব খালেদ আব্দুল বারি।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আজহার হানিফ (যুক্তরাষ্ট্র)।
বাংলায় অনুবাদ করছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।



বক্তব্য রাখছেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান (বামে) এবং
মালিক বশির উদ্দীন খান, মধ্যপ্রাচ্য (ডানে)।



বক্তব্য রাখছেন জনাব আলহাজ্জ হাবীব শাফিক (বামে) এবং
বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়া উদ্দীন তারেক আলী (ডানে)।



বক্তব্য রাখছেন ড. ফষ্টিনা পেরেরা (বামে) এবং
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ডানে)।



বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল (বামে) এবং
জনাব শরীফ এ কাফি (ডানে)।



বক্তব্য রাখছেন শ্রী কাজল দেবনাথ (বামে) এবং
জনাব কাজী রেহান সোবহান (ডানে)।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আমীর খুলনা। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, নযম জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। বক্তৃতা পর্বে কুরআন ও জীবন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বক্তৃতা করেন মওলানা আজহার হানিফ রিজিওনাল মিশনারী ও নায়েব আমীর যুক্তরাষ্ট্র। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা কোলকাতা, মালিক বশির উদ্দীন খান মধ্যপ্রাচ্য এবং জনাব মালিক হাফিজ খান যুক্তরাষ্ট্র।

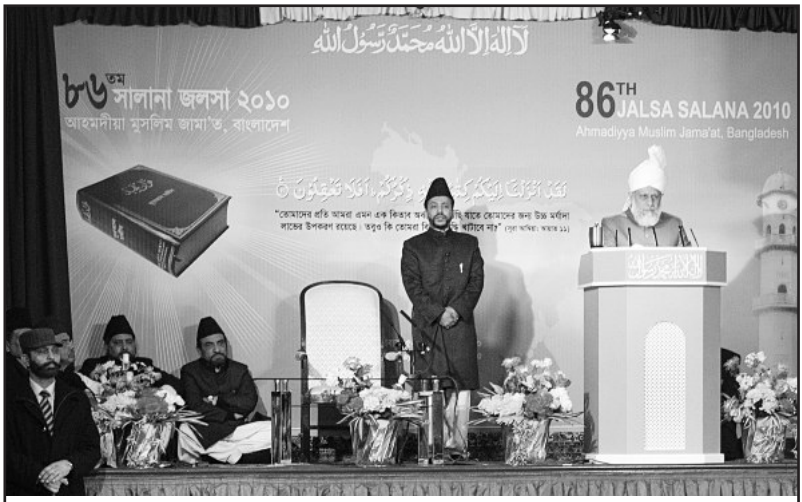
পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন। দলীয় কোরাস পরিবেশন করেন আহমদ তৌকিদ ও তার দল। কুরআন এক অতুলনীয় অলৌকিক নিদর্শন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। অতঃপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং সকলকে কুরআন পাঠের আহ্বান করেন।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন লন্ডন থেকে হুযূর (আই.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। নযম পরিবেশন করেন জনাব এস এম এ জুবায়ের। এরপর হুযূর তাশাহুদ, তাআউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন–

আজ আল্লাহ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জলসা সালানা সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। গত বছর জলসার সময় এখান থেকে আমি বাঙালিদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বক্তব্য প্রদান করেছিলাম। এরপর বাঙালিদের পক্ষ থেকে অগণিত পত্র আসে। এতে তারা ব্যক্ত করেছেন যে, আপনার সরাসরি বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল যেন আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আমাদের সম্বোধন করে বক্তব্য দিচ্ছেন। যারা চিঠি পাঠিয়েছেন তারা একান্ত নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় বাংলাদেশ জামা'ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতিকারী একটি জামা'ত। এবছর জলসায় পুনরায় বক্তব্য দিব বলে আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু প্রায় একমাস পূর্বে বাংলা ডেস্কের ইনচার্জ আমার সামনে আবেদন উপস্থাপন করেন। প্রথমে আমি না করছিলাম আর বলেছিলাম গত বছর শতবার্ষিকী জলসার কারণে প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছিল আর অনেক বাঙালি আহমদী কাদিয়ান এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে কাদিয়ানের জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি, প্রোগ্রাম বাতিল করতে হয়েছিল। তাই এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে জলসায় সরাসরি বক্তব্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। এছাড়া একটি বড় সংখ্যা যারা কাদিয়ান জলসায় যেতে না পেরে নিরাশ হয়েছিল তারা যেন কিছুটা আশ্বস্ত হন। কিন্তু এরপর তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে হল, গত বছর সরাসরি সম্প্রচারিত আমার বক্তৃতার পর বাংলাদেশ জামাতের নারী-পুরুষ তাদের চিঠিপত্রে যে আনন্দ এবং নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেছে তা এ বিষয়ের দাবিদার যে, তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত হলেও কিছু বলি এবং বাঙালিদের মনতুষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। তাই আমি অনুরোধ মেনে নিলাম।

আর আমি আশা করি, জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারীরা প্রোগ্রামগুলো থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হয়েছেন আর আজ এ জলসার শেষ দিন। কিন্তু এ উপকৃত হওয়া যেন সাময়িক না হয়। জলসা তখনই কল্যাণকর হতে পারে যখন

জলসার অনুষ্ঠানমালা শুনার পর নিজেদের জীবনে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের জন্য এক অসাধারণ প্রেরণার সৃষ্টি হয়। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জলসা উদযাপনের এটিই মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যেই আজ পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং দুর্বল আহমদীরাও নিজেদের মাঝে একবিপ্লব সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা-সংগ্রাম করুন। আর যারা জামা'তের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রেখে নিজেদের মাঝে জামা'তের জন্য নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান কুরবানী করার প্রেরণা দেখতে চান তারা আল্লাহ তা'লার দিকে ঝুকে এই প্রেরণা ও আবেগকে ধরে রাখার জন্য খোদা তা'লার নিকট এর দৃঢ়তা কামনা করুন।



লন্ডন থেকে সমাপ্তি ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। বাংলায় অনুবাদ করছেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।

সর্বদা স্বরণ রাখবেন! শয়তান মোটেও এটি পছন্দ করে না, মানুষ খোদা তা'লার প্রতি বিনত হয়ে তার জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়ে যাক। তাই শয়তান দুর্বল এবং শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী উভয় প্রকার মানুষের ওপর কোন না কোন দিক থেকে আক্রমণ করে। অনেক সময় একজন নিষ্ঠাবান

সদস্য সারা জীবন জামাতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখে, কিন্তু নিজ সন্তানদের কামনা বাসনা পূরণার্থে অবশেষে সে দুর্বলতা প্রদর্শন করে ফেলে আর জামা'ত থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। সুতরাং একদিকে যেমন জামা'তের সাথে নিজের দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করবেন অপরদিকে নিজেদের সন্তানদের এমনভাবে তরবিয়ত করবেন যেন তাদের কামনা বাসনা তাদেরকে জামা'ত থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে না যায়। অধিকন্তু একজন প্রকৃত মুমিনের অন্যতম কাজ হলো, নিজ দুর্বল ভাইকে হীন দৃষ্টিতে না দেখে বা কোন ধরণের অহংকার প্রদর্শন না করে তাদেরকেও সাথে নিয়ে পথ চলা।আর ধর্মীয় বিষয়েও তাদের তরবিয়তের খেয়াল রাখা। কোন প্রকার অহংকার প্রদর্শন না করে তাদের তরবিয়ত করা। ফাসতাবিকুল খাইরাত-এরও এটিই অর্থ, নিজে পুণ্যকাজে অগ্রসর হওয়ার পাশাপাশি দুর্বল এবং নতুন আহমদীদের হাত ধরে তাদের সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে।

যদি আপনারা পুণ্যের সোপানে আরোহন করছেন আর দুর্বলরা পেছনে রয়ে যাচ্ছে তাহলে দাঁড়িয়ে দুর্বলদের হাত ধরে তাদেরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর জামাতে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেলে জামা'ত এক সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় হয়ে যায়, এক সুদৃঢ় মজবুত পাহাড়ের মত হয়ে যায়–যার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে প্রত্যেক বিরোধী নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে। সুতরাং এই চেতনা নিয়ে যদি আপনি জামাতের ব্যবস্থাপনাকে বুঝতে সক্ষম হয়ে থাকেন এবং এতে আমল করেন বা করার চেষ্টা করেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে নিজের ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়নের প্রতিজ্ঞা করে থাকেন আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের আদর্শকে নিজেদের সামনে রেখে থাকেন, আপনারা যদিএই উক্তিকে সামনে রেখে থাকেন যে, মুমিন এক দেহের ন্যায় যার একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে পুরো শরীর ব্যথিত হয়ে ওঠে। তাহলে নিশ্চিয় আপনারা এমন একটি জামা'তে পরিণত হবেন, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউ করতে পারবে না। শত্রুরা যতই আপনাদের ধ্বংস করতে চাইবে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। বাংলাদেশ জামা'তের প্রত্যেক আহমদী জানেন আর খুব ভালোভাবে জানেন, বিরোধিরা এ জামাতকে ধ্বংস করার জন্য এমন কোন কাজ নেই যা করে নি। বিরোধীরা কি এক্ষেত্রে সফল হয়েছে? গত ২০-২৫বছর ধরে বিরোধিতা তুঙ্গে ছিল। শত্রুরা এ যুগে আহমদীয়াতকে নির্মুল করার কোন

সুযোগ হাত ছাড়া করে নি। জামা'তের ধনসম্পদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে এবং ক্ষতি করেছেও, প্রাণের ক্ষতি করেছে, কিন্তু আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় জামা'তে আহমদীয়া নিজেদের সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও উন্নতির রাজপথে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং উন্নতির গতি কখনো স্তিমিত হয় নি।



জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ বাংলাদেশ জলসাগাহ থেকে হুযূর (আই)-এর ভাষণ শুনছেন।

সর্বদা স্বরণ রাখুন! আমরা জগতের দৃষ্টিতে দুর্বল, কিন্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমি তোমার সাথে আছি এবং তোমার অনুসারীদের সাথে আছি। সুতরাং যার সাথে খোদা তা'লা থাকেন তাকে পৃথিবীবাসী কী ক্ষতি সাধন করতে পারে? সুতরাং আপন প্রভু আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করুন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। যারা আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে স্থান পায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'লার ইবাদতকারী এবং ইবাদতের উন্নত মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করুন। তাদের ন্যায় হয়ে যান যারা আল্লাহ তা'লার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে

প্রস্তুত। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব ততদিন কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এটি আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি যার উল্লেখ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বালিল্লাহু মাওলাকুম ওয়া হুয়া খায়রুন নাসিরীন অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লাই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী। সুতরাং যার সাথে আল্লাহ আছেন তার কি চিন্তা?

আর যেমনটি আমি বলেছি, বাংলাদেশ জামা'তের এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রাখেন, শত্রুদের দম্ভকে আপনারা চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখেছেন। প্রতিবার জামাতকে ধ্বংস করার প্রয়াশ নিয়ে যে-ই দণ্ডায়মান হয়েছে সে-ই লাঞ্ছিত হয়েছে। আপনারা কি এবিষয়ের সাক্ষী নন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং অন্যান্য স্থানের কত মসজিদ মোল্লারা দখল করেছে? আপনারা কি জানেন না,আহমদীদের ব্যবসা বাণিজ্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের পথ আটকে দেয়া হয়েছে, পানাহার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এতে কি জামাতের উন্নতির গতি থেমে গেছে? আপনারা তো এতে আনন্দিত আর আনন্দিত হওয়াই উচিত, শত্রুরা আপনাদেরকে অবরুদ্ধ করে সেই ঘটনার সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে দিয়েছে যেখানে ইসলামের শত্রুরা মহানবী (সা.)-কে আবু তালিবের ঘরে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। যদিও সেই বয়কটের এক ঝলক আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সেই কল্যাণের কিছু অংশ তো অবশ্যই পেয়ে গেছেন। যার পরম বিকাশ মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর জাগতিক যে ক্ষতি হয়েছে বাহ্যতদৃষ্টিতেও মসজিদ থেকে খোদা তা'লা আপনাদেরকে বঞ্চিত রাখেন নি। বরং সরকার তো মোল্লাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আমাদের মসজিদসমূহ তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'লা সেই মসজিদের নিকটেই এর চেয়েও উত্তম মসজিদ বানানোর তৌফিক দিয়েছেন। অতিসম্প্রতি মোল্লাদের অধিকৃত মসজিদের পাশেই জামাতকে তিন তালা মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন। শত্রুরা জামা'তে আক্রমণ করে ক্ষতি করেছে, আগুন লাগিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তা'লা পূর্বের তুলনায় জামাতকে অনেক বেশি দিয়েছেন। এটি হল, নি'মুল মাওলা ও নি'মুন নাসীর খোদা তা'লার কাজ। আর কেবলমাত্র মসজিদ এবং বিল্ডিংই দান করেননি, বরং এসব বিরোধিতা ও প্রতিকুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সৎপ্রকৃতির মানুষকে এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিকও দিয়েছেন।

বাংলাদেশ জামা'তের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ফসল নষ্ট করা হয়েছে, শহীদ করা হয়েছে। এসব বর্ণনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। এগুলোর সবই পাকিস্তানী মোল্লাদের কুশিক্ষায় এবং ইশারায়ই হয়েছে। নিজ দেশকে এসব মোল্লারা আহমদীয়াতের বিরোধিতা করে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে রেখেছেই, এখন অন্যান্য মুসলমান দেশের সাথেও তারা একই ব্যবহার করতে চায়। বাংলাদেশকে তারা সহজ টার্গেট মনে করে। বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীদের এতটুকু সাধুতা রয়েছে যে, প্রতিটি বিরোধিতার সময় তারা আওয়াজ তুলেছেন। শিক্ষিতশ্রেণী, এমনকি বিচারকরাও এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন এবং মোল্লাদেরকে তারা সফল হতে দেন নি। এটি তাদের ভদ্রতা এবং সাধুতা। আল্লাহ তা'লা তাদের সকলকে পুরস্কৃত করুন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই সাধুতা-সৌজন্যতা অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহ তা'লা এই দুস্কৃতকারীদের দুস্কৃতি থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখবেন।ধর্মীয় বিরোধ ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যখন মানবতাকে পদদলীত করা হয়, যখন খোদা তা'লার সীমা অতিক্রম করা হয় তখন খোদার শাস্তি নেমে আসে। হায়! পাকিস্তানের মূক ভদ্ররা বাংলাদেশের এই সুশীল সমাজের কাছে যদি কিছু শিখত এবং পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের কাছে কিছু শিখত তাহলে নিজ দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের মাধ্যম হত! সেই দেশের ভাগ্যের কথা বলছি যে দেশের আমিও একজন নাগরিক এবং আমি সে দেশকে অত্যন্ত ভালোবাসি।

আমি যেমন শহীদদের উল্লেখ করেছি, খুলনার এক মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে সাতজন শহীদ হয়েছেন। কিন্তু এই শাহাদত এবং অন্যান্য সময়ের শাহাদতের ঘটনাবলী জামাতের ঈমানকে আল্লাহর কৃপায় দুর্বল করেনি বরং বাংলাদেশ জামা'ত ঈমানের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর উন্নতি করছে। শত্রুরা মনে করে, আহমদীদের শহীদ করে তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করবে। কিন্তু তারা জানে না, আহমদীরা নিজেদের ধন-প্রাণ-সময় এবং সম্ভ্রমকে কুরবানী করার অঙ্গীকার করে রেখেছে। সুতরাং এই কুরবানী, কষ্ট, শাহাদতবরণ আহমদীদের ঈমানের উন্নতির কারণ হয়। সুতরাং হে বাংলাদেশে বসবাসকারী আহমদীগণ! এই সাহসিকতাপূর্ণ চেতনা, এই নিষ্ঠাপূর্ণ প্রেরণা, এই বীরত্বপূর্ণ মনোভাবকে কখনো ম্লান হতে দিবেন না। স্বরণ রাখবেন! এই কুরবানীসমূহ কখনো বৃথা যাবে না। শহীদদের রক্ত পূর্বেও

কখনো বৃথা যায়নি আর এখনো বৃথা যাবে না। শহীদদের রক্তের প্রতিটি বিন্দু ফুলে ফলে সুশোভিত হবে আর এই বিরোধিতার ঝড় সর্বদা উন্নতির দিকে ধাবিত করে। জামাত পূর্বের তুলনায় অধিক উন্নতি করে আর আজও করবে। এই উন্নতির ধারা ইনশাআল্লাহ অব্যাহত থাকবে, চিরকাল অব্যাহত থাকবে। সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে আপনারাও অসাধারণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এদেরই মধ্য থেকে কতকের শত্রুতার বিষ আপনাদের জন্য গভীর ভালোবাসায় রূপ নিবে।

কিন্তু স্বরণ রাখবেন! বিপ্লব সর্বদা ত্যাগ এবং কুরবানীর মাধ্যমেই আসে। ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে স্বদেশবাসীকে এই সত্যের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে থাকুন। অত্যাচার কখনো উন্নতি করে না। ভালোবাসা সর্বদা মানুষের মনকে জয় করে। সত্যতার সামনে মিথ্যা একটি খড়কুটার ন্যায় উড়ে যায়। সুতরাং সর্বদা নিজেদের প্রকৃত চেতনা, ভালোবাসাপূর্ণ আবেগকে চিরসবুজ রাখুন, এগুলোকে কখনো ম্লান হতে দেবেন না। খোদা তা'লার ধর্মের জন্য সকল প্রকারের কুরবানীর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকুন। ভালোবাসার বাণীকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিন। তবলীগের কাজে কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। আল্লাহ তা'লা বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো তবলীগ। দাওয়াত ইলাল্লাহর কারণে শত্রুরাও ক্ষেপে উঠবে, শত্রুতা বাড়বে। কিন্তু আপনারা সবধরণের কঠোরতার জবাব নম্রতার মাধ্যমে দিবেন। প্রত্যেক অত্যাচারের পর খোদা তা'লার সামনে ঝুকুন। কেননা প্রকৃত শক্তির উৎস খোদা তা'লা যিনি মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তন করে দেন। যদি আমরা খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি, তার সন্তুষ্টির খাতিরে তার ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করি, আমরা নিজেদের কথা ও কর্মকে যদি খোদা ও তাঁর রসুলের শিক্ষার অধীনস্ত করি, তাহলে শত্রু শত চেষ্টা করেও আমাদের উন্নতির গতি স্তিমিত করতে পারবে না। এটি খোদার অমোঘ তকদীর, শত্রুর ফুৎকারে কখনো খোদা তা'লার জ্যোতি নির্বাপিত হয় না। যেমন স্বয়ং খোদা তা'লা কুরআনে বলেছেন, ইউরিদূনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বেআফওয়াহিহিম অর্থাৎ,তারা খোদার নূরকে নিজেদের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু খোদা তা'লা বলেন, তাদের এই বাসনা কখনো পূর্ণ হয় না আর হবেও না। ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা যেকোন মূল্যে নিজের নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দেবেন। সেই নূর যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে তা মানুষের ফুৎকারে কীভাবে নিভাতে পারে?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, মুখের ফুৎকার কাকে বলে? এটিই যে, কেউ প্রতারক বলে দিল বা কেউ দোকানদার, কাফের বা বেদ্বীন বলে দিল; মোটকথা এরা এসব কথা বলে আল্লাহর নূরকে নিভাতে চায়। কিন্তু তারা কখনো সফল হতে পারে না। আল্লাহর নুর বা জ্যোতিকে নিভাতে গিয়ে তারা নিজেরাই জ্বলে পুরে ছাড়খাড় হয়ে যায় ও লাঞ্ছিত হয়। এ যুগেও আমরা এ বিষয়ের সাক্ষী যে, কত ফেরাউনকে আমরা এযুগেও ধ্বংস হতে দেখছি। সে সমস্ত লোক যারা বাংলাদেশকে নির্মূল করতে চেয়েছিল এবং জাগতিক ক্ষমতাকে নিজেদের সব মনে করে নিজেদের জয়গান গেয়ে বেড়াতো তারা আজ কোথায়? তাদের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আহমদীদের কাফেলা আজও উন্নতি করে যাচ্ছে।

স্বরণ রাখবেন! ঐশী জামাতে সবসময় বিরোধিতা ওতপরোতভাবে জড়িত থাকে আর এই বিরোধিতা তাদের ভেতর নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য হয়ে থাকে। ভবিষ্যতেও যদি শত্রুরা আহমদীয়াতের বিরোধিতা করে পরিণামে তারাই ধ্বংস হবে। আমাদের আর্থিক ক্ষতি, আমাদের শাহাদতবরণ পূর্বেও কখনো আমাদের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয় নি, আর ভবিষ্যতেও হবে না। প্রতিটি পরীক্ষা এক নতুন বিজয়ের শুভসংবাদ নিয়ে আসে। সুতরাং নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার জ্যোতিকে নিজেদের মাঝে রপ্ত করুন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার জ্যোতিকে ধারণ করুন। সর্বদা স্বরণ রাখবেন! খোদা তা'লার জ্যোতি মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যোতির মাধ্যমেই আমরা লাভ করতে পারব। আর এ যুগে মুহাম্মদ (সা.)-এর নূরের প্রকৃত জ্ঞান তাঁর সত্যিকার প্রেমিক হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের হৃদয়ে রসুল (সা.)-এর ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নতুন নতুন পন্থা তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তা'লার নূর থেকে অংশ লাভের রীতি শিখিয়েছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কথার এক একটি শব্দ খোদা তা'লা ও মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালোবাসায় সিক্ত ও পূর্ণ। এযুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ই রসুলপ্রেমে বিলীন হওয়ার কারণে খোদা তা'লার নূরের বিকাশস্থলে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং কে আছে যে এই নূরকে নিজের ফুৎকারে নিভাতে পারে?

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে খোদা তা'লা স্বয়ং ইলহাম করে বলেছেন,

ইউরীদূ আই ইউতফিউনূরাল্লাহ। কুলিল্লাহু হাফিযুহু ইনায়াতুল্লাহি হাফিযুকা। অর্থাৎ, বিরোধীরা খোদার নূরকে নিভিয়ে দিতে চাইবে,তুমি বলে দাও, খোদা স্বয়ং সেই নূরের হিফাজতকারী। আল্লাহর সাহায্য তোমার সুরক্ষা করবে। প্রত্যেক আহমদী সাক্ষী যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরোধীরা নতুন নতুন বিজয়ের সূচনা করেছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার বিরোধীরা কখনো তার মিশনের অগ্রগতিকে রুখতে পারে নি। আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের নূরকে আল্লাহ তা'লা ক্রমশ প্রসারিত করছেন এবং ইনশাআল্লাহ এটি অবশ্যই বিস্তৃত হবে। সুতরাং নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন করে আমরা যদি এই নূর থেকে অংশ লাভ করতে থাকি তাহলে সহস্র বিরোধিতাও আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আর জামাতে আহমদীয়ার উন্নতিকে রুখতে পারবে না।

অতএব, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে স্বদেশবাসীদের কাছে যুগ ইমাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের কথা ও বাণী পৌঁছাতে থাকুন। এই নূর বা জ্যোতি থেকে অংশ লাভের মাধ্যমে আপনারা ঘৃণাকে ভালোবাসায় রূপান্তরিত করতে থাকুন। আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি আজ না হয় কাল অবশ্যই পরিপূর্ণতা লাভ করবে। আহমদীয়াতের বিজয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসী দেখবে। ঐশী সমর্থনের যে দৃশ্য আজও দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে তা আরো স্পষ্টভাবে পৃথিবীবাসী দেখবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ তা'লার হেফাজত ও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থেকে আহমদীয়াতের এই কাফেলা এগিয়ে যেতে থাকবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, তোমরা আনন্দিত হও এবং আনন্দে উচ্ছসিত হও, কেননা খোদা তালা তোমাদের সাথে আছেন। যদি তোমরা সততা ও ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে ফেরেশতা তোমাদেরকে শিখাবেন এবং স্বর্গীয় প্রশান্তি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হবে এবং রুহুল কুদ্দুসের মাধ্যমে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে খোদা তোমাদের সাথে থাকবেন আর কেউ তোমাদের ওপর জয়যুক্ত হতে পারবে না। ধৈর্য্যের সাথে ঐশী কৃপার অপেক্ষা করতে থাক। গালি শুনে নীরব থাক। মার খেয়েও ধৈর্য্য ধারণ কর। যতদুর সম্ভব দুর্ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া থেকে বিরত থাক যেন উর্ধলোকে তোমরা গৃহিত হতে পার। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! যারা খোদা তা'লাকে ভয় করে এবং খোদার ভয়ে যাদের হৃদয় বিগলিত হয় তাদের সাথেই খোদা থাকেন। তিনি তাদের শত্রুদের শত্রু হয়ে যান। পৃথিবীবাসী

সত্যবাদীকে চেনে না, কিন্তু খোদা যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা তিনি সত্যবাদীকে চিনেন এবং নিজ হাতে তাকে রক্ষা করেন। খোদা ভালোভাবে জানেন, তার সত্যিকার বিশ্বস্ত বন্ধু কে? আর বিশ্বাসঘাতক এবং কে বস্তুবাদিতাকে প্রাধান্য দেয়? সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বস্ত হয়ে যাও তাহলে তিনি তোমাদের ও তোমাদের বিরোধীদের মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেখাবেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, একথা স্মরণ রাখার যোগ্য, খোদা তা'লা এ জামাতকে প্রমাণহীন ছাড়বেন না। তিনি স্বযং বলেন, পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন এবং অত্যন্ত জোরালো ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মাধ্যমে তার সত্যতা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যারা অস্বীকার করেছে, যারা অস্বীকারে অভ্যস্ত তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা অবধারিত। তারা এটিও ভাবে নি, এটি যদি মানুষের বানানো হত তাহলে এটি কবেই ধ্বংস হয়ে যেত!কেননা খোদা তা'লা এক মিথ্যবাদী প্রতারকের এমন শত্রুতা রাখেন যা অন্য কারো প্রতি রাখেন না। সেই নির্বোধ এটিও ভাবে না, এমন অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততা কি কোন মিথ্যাবাদীর মাঝে সৃষ্টি হতে পারে? এই নির্বোধেরা এটিও জানে না, যে ব্যক্তি এক অদৃশ্য হাতের সমর্থনে কথা বলে কেবল এ ব্যক্তিকেই এ বিশেষত্ব দেয়া হয় যে, তার কথায় এক বিশেষ ধরনের প্রতাপ এবং প্রভাব থাকে। এত বড় কলিজা বা সাহস কেবল তারই থাকে যে একা সারা পৃথিবীর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। নিশ্চিতভাবে অপেক্ষা কর! সেদিন আসছে বরং তা অতি সন্নিকট যখন শত্রুর মুখ কালিমাযুক্ত হবে এবং তার সঙ্গী-সাথিরা প্রফুল্লচিত্ত হবে। সুতরাং এই দৃশ্য দেখার জন্য আপনারা দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করে যান। নিজেদের ইবাদতের মানকে ক্রমশঃ উন্নত করতে থাকুন। এ জলসার যে ইতিবাচক প্রভাব আপনাদের ওপর পড়েছে তা চিরস্থায়ী করুন। নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে খোদাতালার নির্দেশের অধীনস্ত করে তার ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকুন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন এবং আমরা যেন পুর্বের চেয়ে অনেক বেশি বিজয় আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ তা'লা জলসায় অংশগ্রহনকারী প্রত্যেককে নিজের নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন এবং নিরাপদে তাদেরকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং সর্বদা নিজ সাহায্য ও সমর্থনের দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'লা দেখাতে থাকুন। (আমীন)[৩৬]



হুযূর (আই.)-এর ভাষণের পর ঢাকায় নযম পরিবেশন করেন নাসেরাতগণ।

সারা বিশ্বের সকলের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করেন। দোয়ার পর পর বাংলাদেশ থেকে উচ্চস্বরে নারা ও সম্মিলিত নযম পরিবেশন করা হয়, যা হুযূর (আই.) গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন। সবার আত্মার প্রশান্তি লাভের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় জলসার কার্যক্রম।

২০১১

বাংলার মাটিতে জলসা ১৯১৭ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সাল থেকে ঢাকার বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগে ২০১০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠানে ক্রমাগত উপস্থিতি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে স্থান সংকুলানের অভাবে ২০১১ সালের জলসা বকশী বাজারের বাহিরে করার সিদ্ধান্ত হয়। গাজীপুরের বাহাদুরপুরে অবস্থিত রোভার স্কাউটস ট্রেনিং ক্যাম্পে অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ৮৭তম জলসা বৃহৎ আকারে দশহাজার লোকের সমাগমে প্রস্তুতি নেয়া হয়। ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের জামা'ত থেকে আশেকে রসূলরা ঐশী প্রেমের টানে জলসাগাহে এসে উপস্থিত হন। কর্মসূচি ছিল ৬ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করবেন আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদী মোল্লারা জলসা বন্ধ করার জন্য মিছিল শুরু করে এবং স্থানীয় প্রশাসনের উপর চাপ প্রয়োগ করে।

অবশেষে ৬ ফেব্রুয়ারি প্রশাসন জলসার অনুমতি বাতিল এবং ১৪৪ ধারা জারী করে। তখন প্রশাসনের সাথে অনেক আলোচনার পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হুযূর (আই.) কর্তৃক ভাষণ প্রদান বিকাল ৫টা পর্যন্ত অধিবেশন চালানো হয়। অতঃপর উপস্থিত আহমদী সদস্যরা বাসযোগে বকশীবাজার চলে আসেন। জলসার পরবর্তী দুইদিনের কার্যক্রম বকশী বাজার দারুত তবলীগের খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।



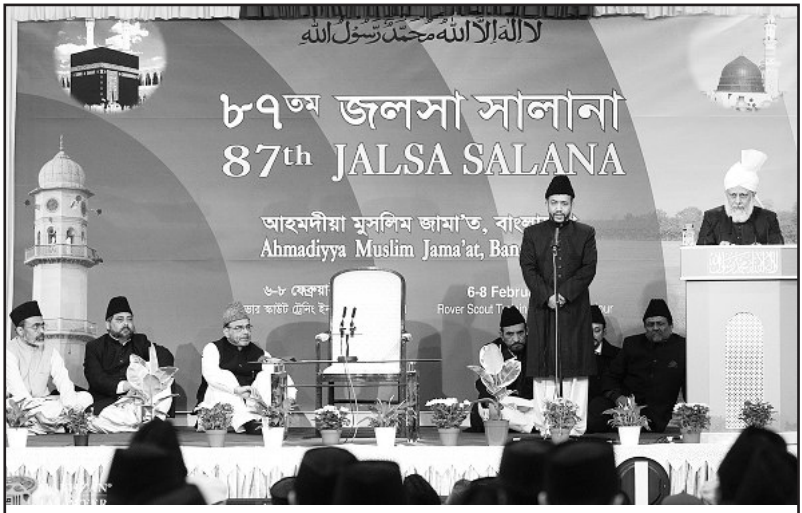
গাজীপুরে জলসাগাহে প্রবেশের গেট।

এ জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন। জলসায় হুযূর (আই.) কর্তৃক গাজীপুরে প্রদত্ত ঐতিহাসিক উদ্বোধনী ভাষণটি নিম্নে প্রদত্ত হল–

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, এখন আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর সালানা জলসায় প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদানের জন্য দাঁড়িয়েছি। বাংলাদেশে জামা'তের এই সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি নতুন স্থানে। এটি এজন্য ভাড়া নেয়া হয়েছে যাতে অধিক সংখ্যক লোক জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিরোধীদের একটি দল সেখানে জলসা বন্ধ করানোর দুরভিসন্ধি নিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিছিল বের করেছে,

আর তাদেরকে জলসা বন্ধ করতে বাধ্য করেছে। আসলে এটা জাতির দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কেননা, আমাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রতিকূল অবস্থাকেই আমাদের অনুকূলে নিয়ে আসেন। মোটকথা সেখানকার চিত্র হলো, প্রশাসন আমাদেরকে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য জলসার কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছে। তাই এই অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে নযমও সংক্ষিপ্ত করিয়েছি। আর এখন আমি বক্তৃতাও সংক্ষিপ্ত করব। এদের জন্য দোয়া করুন, যেন সেখানকার বৈরী পরিস্থিতিকে আল্লাহ তা'লা সহজ করে দেন। আমি বলেছি, পুলিশ ও প্রশাসন আমাদেরকে কিছুক্ষণ সময় দিয়েছে অর্থাৎ ৫টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে বলেছে। আমরা আহমদীরা সর্বদা আইন মান্য করে থাকি, আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের এটিই শিখিয়েছে। ইনশাআল্লাহ তা'লা এই সময়ের মধ্যেই জলসা বা অনুষ্ঠান আমরা সমাপ্ত করব। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি, কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমরা শান্তিপ্রিয় ও শান্তিকামী মানুষ। তাই সরকারের সকল নির্দেশের প্রতি আনুগত্য করা এবং তা মেনে চলা আমাদের জন্য আবশ্যক, যেন দেশে সার্বিক শান্তি বিরাজ করে।



জলসায় লন্ডনে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। বাংলায় অনুবাদ করছেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।



৮৭তম সালানা জলসায় লন্ডনে ভাষণ দিচ্ছেন
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এবং শ্রোতারা মনোমুগ্ধ হয়ে শুনছেন।

আমরা সেই মহানবী (সা.)-এর অনুসারী, যিনি শান্তি ও মীমাংসার লক্ষ্যে কাফেরদের একতরফা শর্তকেও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কোন প্রকার অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নি। এ স্থানে যেহেতু জলসা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, তাই হয়ত জামা'তের নিজস্ব জায়গায় জলসা স্থানান্তরিত হবে, আর সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে। এতটা পরিব্যাপ্ত না হলেও জলসা সীমিত পরিসরে চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ তা'লা। বাইরে থেকে যারা এসেছেন তারা এতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু এই প্রসস্থ জায়গায় জলসা করে জামা'তের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের সুন্দর বাণী পৌঁছানোর যে ইচ্ছা আমাদের ছিল, এদের দুর্ভাগ্য, এরা তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

প্রথম কথা আমি এটি বলতে চাই, বাংলাদেশে যারা জলসার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন, তাদের উচিত হবে এই দিনগুলিতে নিজেদের সময়কে, প্রতিটি মুহূর্তকে, দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করা। আর সারা বিশ্বের আহমদীদেরও উচিত হবে তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখা। ইনশাআল্লাহ তা'লা একদিন অবশ্যই আমাদের দোয়ার ফল প্রকাশিত হবে, আর এ সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। কিন্তু এ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে

চলা একান্ত আবশ্যক। আর তা হলো, আল্লাহর দিকে আহ্বান বা তবলীগের কাজ। এ কাজ আমাদেরকে সর্বাবস্থায় করে যেতে হবে, ইনশাআল্লাহ তা'লা, আর তা কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।



গাজীপুরে অনুষ্ঠিত জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।

এ লক্ষ্যে আমি বিশেষ করে বাংলাদেশের জামা'তের প্রশাসন ও অঙ্গসংগঠনগুলোর উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করুন। একটি বাস্তবধর্মী ও উৎকৃষ্ট কর্মসূচি হাতে নিন এবং আহমদীয়াতের তবলীগ বা সত্যের বাণী দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিন। আর এই কাজের সুফল তখনই আসবে যখন বাণী পৌঁছানোর পাশাপাশি আমরা নিজ নিজ কর্মের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেবো। আমাদের শিক্ষা ও বাণীর সাথে আমাদের কর্মের মিল থাকলেই কেবল এটি সম্ভব হবে। অন্যথায় পৃথিবীবাসী বলবে, তুমি আমাকে কি উপদেশ দিচ্ছ? আমাকে কোন মুখে তবলীগ করছ? কোন মুখে আমাকে ইসলামের বাণী শোনাচ্ছ? আমার সামনে ইসলামের কোন্ সৌন্দর্যের বুলি আওড়াচ্ছ? কোন মুখে আমাকে বলছ, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী–

'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হা বিহীম' অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ

(আ.) এসে গেছেন? যেসব বিষয়ের দিকে তুমি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছ আর গর্বের সাথে বলছ, বল দেখি, সেসব কথা তোমার মাঝে কি পরিবর্তন এনেছে? এজন্য আল্লাহ তা'লা বলেন, শুধু আল্লাহ তা'লার প্রতি আহ্বানকারী হলেই মানুষ শ্রেষ্ঠভাষী হয় না বরং সৎকর্মের দৃষ্টান্ত বা স্বাক্ষর রাখাও আবশ্যক। কেননা সে কথাই অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে যা বর্ণনাকারী নিজে মেনে চলে। যে ব্যক্তি নিজেই মিথ্যার আশ্রয় নেয় সে কীভাবে অন্যকে সত্যের উপদেশ দিতে পারে?

কাজেই আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রচার করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করতে হবে। প্রত্যেক আহমদীর নিজেকে আহমদীয়াতের দূত মনে করতে হবে। আমাদের কর্ম ও আচরণ সেই শিক্ষা সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় যা আমরা প্রচার করছি। আর তা হল, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ শরিয়তের শেষ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন, যাঁর আগমনে শরিয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে। পবিত্র কুরআনে শত শত আদেশ-নিষেধ আছে যা একজন মুমিনকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা এর অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের সকল নির্দেশনা মেনে চলার চেষ্টা কর, তবেই সৎকর্মশীল আখ্যা পাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ রেখে এটি প্রমাণ করেছেন যে, যেসব কথা বা কাজ করার নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে এর সবচেয়ে মহান মানদণ্ড তোমাদের সামনে রয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে থাকে। কারো কারো সামর্থ বা যোগ্যতা কম হয়ে থাকে সত্য, কিন্তু সবার জন্য এসব নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং এ সকল কাজ করার চেষ্টা করা আবশ্যক, আর খোদা তা'লা এটি বাধ্যতামূলক করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত রসুল করীম (সা.) এর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, 'সকল আদেশ-নিষেধ, নৈতিক শিক্ষা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'মহানবী (সা.) এর চারিত্রিক উৎকর্ষকে প্রতিবিম্ব আকারে ধারণ করার ক্ষমতা যদি আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতিতে প্রথিত না থাকত তাহলে কখনোই এই নির্দেশ দেয়া হত

না যে, তোমরা এই সম্মানিত রসূলের অনুসরণ কর। কেননা আল্লাহ তা'লা কারো কাঁধে সাধ্যাতিত বোঝা চাপান না। তিনি স্বয়ং বলেন, **লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) এর এই উক্তি বড়ই চমৎকার– কুরআনের শিক্ষাই ছিল তাঁর আচরিত জীবন। কাজেই আমরা যখন আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবো এবং আমাদের দূর্বলতাগুলো খতিয়ে দেখব তখন আল্লাহ তা'লার কাছে এ কাজগুলো করার শক্তিও কামনা করবো। আর এভাবেই আমাদের কর্ম ক্রমশ: উন্নততর হতে থাকবে, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সৎকর্মের তৌফিক দিতে থাকবেন, আর নেক কর্মের গন্ডি ক্রমপ্রশারমান রাখবেন।

আমাদের অবস্থা এমন হলে আমরা আল্লাহ তা'লার প্রতি আহ্বান বা তবলীগের কাজ উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই কাজে বরকত দিবেন। আমাদের দাবি নিছক বুলি সর্বস্ব হবে না বরং আমরা আমাদের প্রচারিত শিক্ষার মূর্তিমান রূপ হবো। আর এটি ইনশাআল্লাহ তা'লা আমাদের প্রচার বা তবলীগের কাজের জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ্ তা'লা সত্যের প্রতি আহ্বান এবং এ উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি **'ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন'** অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমি পূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত'– ঘোষণা প্রদান করাও আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন।

যদি কোন সৎকর্ম করা হয়, তাহলে তা আনুগত্যের সুবাদেই করা হবে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, যত উন্নতমানের সৎকর্মই করা হোক না কেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোন বরকত বয়ে আনবে না, আর আমরা তা থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবো না, যতক্ষণ আল্লাহর নির্দেশ মান্য করত; প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য না করবো। আর যদি এ যুগের ইমামকে মান্য করে খোদার নির্দেশাবলী শিরোধার্য করত: এক জামা'তে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা স্বীয় দায়িত্ব পালন করি আর আল্লাহর বাণীর প্রচার করি কেবলমাত্র তাহলেই পূর্ণরূপে আনুগত্য করা হবে। যেহেতু আমরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশানুসারে যুগ ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে তার সালাম পৌঁছিয়েছি, তাই আমাদের উচিত হবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। যখন আমরা হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে তাঁর সালাম পৌঁছিয়েছি, তাই আমাদের উচিত হবে হযরত

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। তাঁর হাতে বয়আত করেছি, তাই আমাদেরকে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

তবলীগের জন্য কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয় বরং একটি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সুসংহত ও সুদৃঢ় পরিকল্পনা করতে হবে। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, একক ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত নেক কর্মের সমষ্টি জামা'তকে দৃঢ়তর করে থাকে। আর যদি এই সৎকর্মশীলরা পূর্ণ আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে এক নেতার কথানুসারে আল্লাহ তা'লার দিকে আহ্বান করতে থাকে তাহলে পৃথিবীতে তারা একটি বিপ্লব সাধনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

মহানবী (সা.) এ যুগের ঈমান আনয়নকারীদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে কল্যাণের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, যারা এক ঐক্যবদ্ধ জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। নাম সর্বস্ব জামা'ত বা সংগঠন অনেক আছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় আমলকারী আর একহাতে বয়আতকারী জামা'ত হলো একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। তাই প্রত্যেক আহমদীকে তার নিজের এই গুরুত্ব অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। আর এ কথা জামা'তের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত পরিচালকদের জন্য ভাবার বিষয়। যদি তাঁরা আমানতের গুরুত্ব অনুধাবন না করে যার সম্পর্কে আমি গত খুতবায় উল্লেখ করেছি তাহলে তারাও জিজ্ঞাসিত হবে। এমন আমানত যা বহন করতে সকলেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের প্রতি বাহ্যত: অবিচার করে, এই আমানতের বোঝা স্বীয় কাঁধে তুলে নেন। আর এই আমানতই শেষ যুগে মুহাম্মদী মসীহর মান্যকারীদের প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর মান্যকারীরা যদি আমানতের ব্যাপারে সচেতন না হয় তাহলে তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এটা বড়ই দুশ্চিন্তার কারণ।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাসহ সকল অঙ্গ-সংগঠনকে বলছি, নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যথাযথভাবে আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। শুধু সদস্যদের কাছে পরিপূর্ণ আনুগত্যের আশায় বসে থাকবেন না বরং নিজেদের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করুন। আমাদের চেষ্টা যদি আরো সুসংহত ও দৃঢ় হয় তাহলে আমরা সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় করতে পারবো। সর্বমুখী চেষ্টা হলে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি

পেতে পারে, সে ক্ষেত্রে এখনও অনেক ঘাটতি আছে। কোন কোন রিপোর্ট দেখে আমার মনে হয়, বাংলাদেশে যতটা কাজ হতে পারে ততটা হচ্ছে না। আশা করি এখন পর্যন্ত যত আলস্য প্রদর্শন করা হয়েছে তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। সফলতা কিংবা বিরোধিতা যে সুযোগই আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দেন না কেন, তা যেন আমাদের অগ্রগতির কারণ হয়, আর তা থেকে যেন আমরা শিক্ষা নেই। আজকেও বিরোধিদের পক্ষ থেকে যে বিরোধিতা হয়েছে, যদি আমাদের প্রচেষ্টা নিরবিচ্ছিন্ন হতো তাহলে হয়ত এই বিরোধিদের অনেকেই এখন আমাদের মাঝে বসা থাকত।

আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশীরা অনেক বেশি মুক্তমনা ও আলোকিত উদার মনমানসিকতার অধিকারী এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন। এরা সত্য অনুধাবন করতে পারলে তা গ্রহণের চেষ্টা করে। এখনও বাংলাদেশে অনেক সুশিক্ষিত মানুষ আছেন যারা আহমদীয়া জামা'তের বাণীকে বুঝেন, এ জামা'তের শিক্ষা অনুধাবন করেন। যদিও তারা আমাদের জামা'তভুক্ত নন, সরাসরি জামা'তের সাথে সম্পৃক্তও নন। কিন্তু জামা'তী শিক্ষার সৌন্দর্য অনুধাবন করেন, যার ফলে সর্বদা জামা'তকে সঙ্গ দিয়ে থাকেন। একইভাবে গ্রাম ও উপশহরে বসবাসকারী ভদ্রব্যক্তিরা জামা'তের শিক্ষাকে বুঝার কারণে বিরোধিতার সময় জামা'তের সঙ্গ দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিরোধিতা অনেক কম এবং জামা'ত ভালো অবস্থানে আছে। আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দাওয়াত ইল্লাল্লাহ বা সত্য প্রচারের কাজ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই আমাদের প্রচার ব্যবস্থা তথা তবলীগকে আরও সুসংহত করা প্রয়োজন। দাওয়াত ইলাল্লাহর বা তবলীগের কাজকে অধিক গতিশীল করার চেষ্টা করুন, যেন আজ যে বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মনে হচ্ছে অচিরেই তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

এই দিনগুলো দোয়ার মাঝে রত থেকে অতিবাহিত করুন। নিজেদের ব্যক্তিগত অভিযোগ ও অনুযোগ পরিহার করুন। একটি মাত্র উদ্দেশ্যই সামনে থাকা উচিত। তাহলো, হযরত রসুল করীম (সা.) এর বাণী আমাদেরকে সারা পৃথিবীতে পৌঁছাতে হবে যা প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বাণী, যা মূলতঃ খোদা তা'লার নিকট নিয়ে যাবার বাণী। যেন আমাদের জাতি প্রকৃত অর্থে উম্মতে মুসলিমা আখ্যা পেতে পারে।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আমাদের ঈমানে যখন দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে, আমাদের

উদ্দেশ্য যখন পবিত্র হবে আর আমরা যদি দৃঢ়চিত্ত সাব্যস্ত হই তাহলে খোদাতা'লা আমাদের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আমাদেরকে অশেষ কল্যাণে ভূষিত করতে থাকবেন। আর আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে যে নির্ধারিত বিপ্লব আছে আমরাও এর অংশীদার হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে সেই সুযোগ দিন।

পারস্পারিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে তোলা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক বর্ণিত জলসার উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত। তাই উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশ গড়ে তুলুন। কেবল এখানে অবস্থানকালেই নয় বরং যখন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাবেন, সেখানেও সর্বদা প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসর পরিবেশ বজায় রাখুন। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। জলসার অবশিষ্ট কার্যক্রম কল্যাণজনকভাবে সমাপ্ত হোক আর আপনারা সবাই মঙ্গলমত ও নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান এটাই কাম্য।[৩৭]

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম আমীর, ঢাকা। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসীহ উর রহমান এবং নযম জনাব মোহাম্মদ এনামুর রহমান। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর প্রেমে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, বিয়ে শাদীতে ও সামাজিক অনাচার পরিহারে আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব কওসার আলী মোল্লা। বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আহমদী তরুণদের কর্তব্য বক্তৃতা করেন ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। অতঃপর বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি সাহেব।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মেজর জেনারেল (অব) মাহমুদুজ্জামান। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি হাফেজ আবুল খায়ের। নযম জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। মানবতার প্রতি মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহ বিষয়ে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সূচিত আধ্যাত্মিক বিপ্লব বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ, ঐশী জামা'তের বিরোধিতা একটি চিরন্তন নিয়ম বক্তব্য রাখেন পাকিস্তান থেকে আগত এডভোকেট মুজিবুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিরিয়া থেকে আগত জনাব মুনির ইদিলবি এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ব্রাদার আব্দুল আলীম।



বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব এবং বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা সালেহ আহমদ।



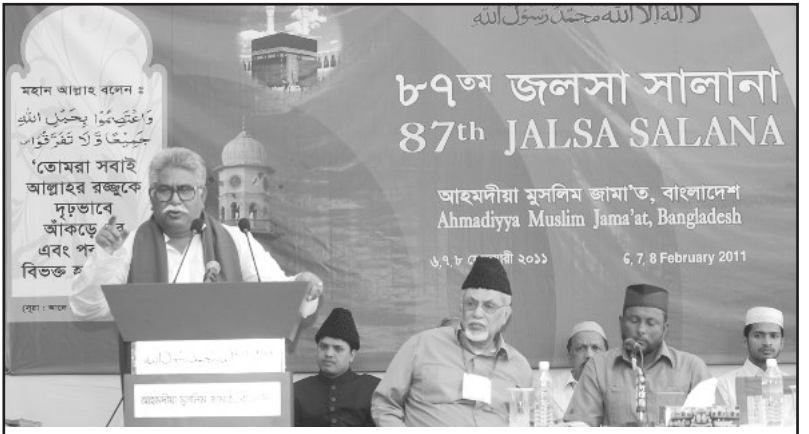
বক্তব্য রাখছেন জনাব মুনির ইদিলবি।
বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



বক্তব্য রাখছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত জনাব আব্দুর রহমান আব্দুল লতিফ এবং বঙ্গানুবাদ করছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।



বক্তব্য রাখছেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান।
বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা সালেহ আহমদ।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব মঈনুদ্দীন খান বাদল।
মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্যগণ।



বকশীবাজারে অনুষ্ঠিত জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ নজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, সৈয়দপুর। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা শেখ শরীফ আহমদ এবং নযম জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। নৈতিক অবক্ষয় রোধে

ইসলামী শিক্ষা বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। নযম পরিবেশন করেন এস এম রহমত উল্লাহ। ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, খাতামান্নাবীঈন ও ঈসা (আ.) এর পুনরাগমন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব কওসার আলী মোল্লা।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ। কাসিদা দলীয় ভাবে পাঠ করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও তার দল। বাংলাদেশে আহমদীয়াত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় দশ হাজার উপস্থিতির কর্মসূচি থাকলেও বাঁধা সৃষ্টির কারণে ৬ হাজার উপস্থিত হন।

উল্লেখ্য, গাজীপুরে আমাদের জলসা বাতিলের প্রতিবাদে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বকশী বাজারে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এতে সুশীল সমাজের আমাদের অনেক সুহৃদ বন্ধু এবং বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ আমাদের প্রতি অমানবিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরোধি কার্যকলাপের জন্য সমালোচনা করেন এবং তীব্র নিন্দা জানান।



সংবাদ সম্মেলনে জামা'তের কর্মকর্তাদের সাথে সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

২০১২

৮৮ তম সালানা জলসা ৩-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ বকশী বাজার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হুজুর (আই.)-লন্ডন থেকে ঢাকার মত তৈরীকৃত স্টেজে সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। যা এমটিএ-র মাধ্যমে সারা বিশ্ব একযোগে শ্রবণ করেন।

৩ ফেব্রুয়ারি মওলানা মাহমুদ আহমদ, অস্ট্রেলিয়ার মিশনারী ইনচার্জ ও আমীর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসিহ উর রহমান। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি। নযম পরিবেশন করেন জনাব মামুন উর রশীদ। স্বাগত ভাষণ দেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের স্বরূপ ও নির্দশন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। খিলাফতের ডাক ও আমাদের কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি।

পরবর্তী দিন দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, ঢাকা। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব সেলিম

আহমদ। নামাযে স্বাদ পাওয়ার উপায় বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা ও আমাদের করণীয় বক্তব্য রাখেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। আদর্শ ইসলামী পারিবারিক জীবন, সন্তানের তরবিয়তের মূল সূত্র প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি। ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. তারিক সাইফুল ইসলাম। বাংলাদেশের আহমদীয়াতের শতবর্ষপূর্তিতে ঐতিহ্য ও অর্জন বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ।

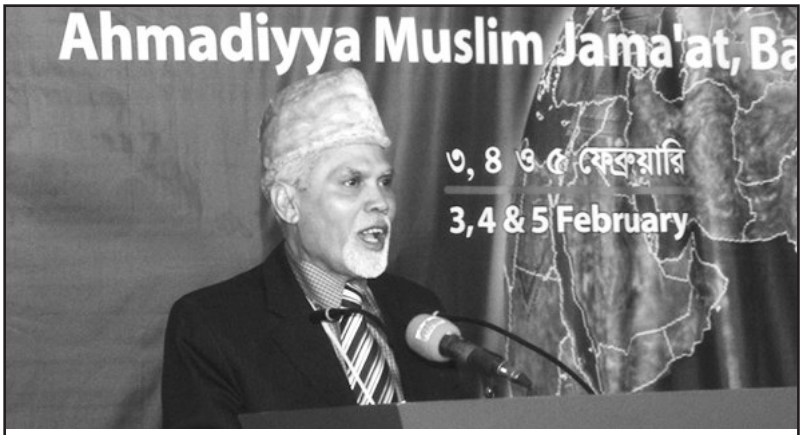


৮৮তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব।

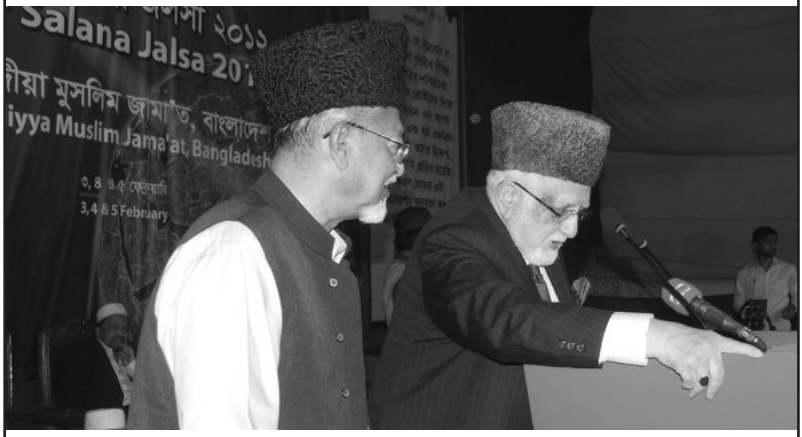
দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব সুলতান মাহমুদ। নযম জনাব নাসের আহমদ। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর চিরস্থায়ী কল্যাণ মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, আখেরী যুগ ও ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহম্মদ নুরুল আমীন। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও আমাদের করণীয় এডভোকেট মুজিবুর রহমান।

তৃতীয় দিনের চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। নযম জনাব মোবারেজ আহমদ সানী। শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর আবির্ভাব ও আমাদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মওলানা

সালেহ আহমদ। বাঙালি মন-মানসে ধর্ম ও মানবতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়। নযম জনাব এস এম রহমতউল্লাহ। বাংলাদেশের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি।



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম।



ভাষণ দিচ্ছেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান।
পাশে দাঁড়ানো মওলানা মাহমুদ আহমদ।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব হাসানুল হক ইনু (বামে),
জনাব রাশেদ খান মেনন (মাঝে) ও জনাব সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ডানে)।



জলসায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।



জলসায় উপস্থিত বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব হাবিবুর রহমান মিলনসহ আরো অনেকে।

সমাপ্তি অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– কোলকাতা থেকে আগত মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা, জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব হাসানুল হক ইনুসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'জন অধ্যাপক।

এরপর হুযূর (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং এস এম এ জুবায়ের নযম পাঠ করেন।

তাশাহহুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আজ বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসা সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। গত বছর বাংলাদেশ জামা'ত একটি উন্মুক্ত স্থানে জলসা আয়োজনের চেষ্টা করেছিল এবং তার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচও করেছিল। এজন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অবগতি সাপেক্ষেই সমস্ত আয়োজন করা হয়েছিল আর কর্মকর্তারা সবকিছু ঠিক থাকার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু জলসার প্রথম দিনেই কিছু উগ্র ধর্মান্ধ লোক যারা নিজেদেরকে ইসলামের জন্য ঠিকাদার মনে করত তারা কিছুটা হইহল্লা করতেই প্রশাসনও তাদের কাছে নতি স্বীকার করে নেয়। অথবা এভাবে বলা যায় যে, প্রশাসন এবং পুলিশ নিজেরাও এসব উচ্ছৃঙ্খল লোকের সাথে যুক্ত

হয়ে আমাদের সালানা জলসা বানচাল করতে চেয়েছিল। যাহোক, বিকাল ৫টা বাজার পূর্বেই প্রথম দিনের জলসা শেষ করার জন্য প্রশাসন আমাদের ওপর চাপ দেয় আর (বলে দেয়) পরবর্তী দুদিনের অনুমতি নেই। আহমদীরা যেহেতু আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইন মান্যকারী তাই তারা লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে প্রথম দিনের পর সালানা জলসার স্থান সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়। পরে নিজস্ব মসজিদ প্রাঙ্গনে যেখানে প্রতি বছর জলসার আয়োজন করা হতো সেখানে জলসা স্থানান্তর করা হয়। পুরোনো এই জায়গায় স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণেই মূলত বাহিরের উন্মুক্ত স্থানে জলসা স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যাতে করে অনেক মানুষ জলসায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু প্রশাসন ও বিরুদ্ধবাদীদের বাধা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা বাংলাদেশ জামা'তকে ৩ দিনের জলসা সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে নিজেদের ঈমানী উদ্দীপনা প্রদর্শন করে যে উদ্দেশ্যে তারা এসেছিল তা পূর্ণ করেই তারা ফিরে যায়। অতএব আহমদীয়াতের বিরোধীরা যতই বলপ্রয়োগ করুক না কেন আমাদের ঈমান হরণ করতে পারবে না। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে বসবাসকারী আহমদীরা এক বার যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত নেয়ার পর আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষী রেখে এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন পৃথিবীর কোনো শক্তিই তার ঈমানের ক্ষতি করতে পারে না। তারা বাংলাদেশী আহমদী হোক বা পাকিস্তানী, ইন্দোনেশীয়ান হোক কিংবা আফ্রিকান, ইউরোপীয়ান হোক অথবা আমেরিকান কিংবা কোনো দ্বীপপুঞ্জেরই হোক না কেন তাদের ঈমানী আত্মাভিমান সর্বত্র একইরকম দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের বার্তা আজ পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে এবং সকল প্রান্তে পৌঁছে গেছে আর এমনটিই হওয়ার ছিল। কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।' অতএব কোনো মানবীয় শক্তি কি আল্লাহ্ তা'লার মোকাবিলা করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বার্তাকে যা আসলে ইসলামেরই বার্তা তা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে ইলহাম করে তাঁকে বলেছেন, আমি একে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব। জগদ্বাসী এখন যতই বলপ্রয়োগ করুক না কেন তারা কখনোই এই বার্তার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা এসব দেখেও নিজেদের কর্মকাণ্ড

থেকে বিরত হয় না। ইসলামের নামে তারা যেসব কর্মকাণ্ড করে থাকে তা কি আদৌ ইসলাম? এটি কি সেই ইসলাম যা আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন? কক্ষনোই না। আমাদের মনিব, যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন তিনি (সা.) সেই বাণী নিয়ে এসেছিলেন যা হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে মানবতার সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। যিনি অসহায় দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল ছিলেন, যিনি এতিমদের ভরসাস্থল, যিনি ক্ষুধার্তদের অন্নদাতা, যিনি নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী এবং তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী আর যিনি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কথা বলার সময় সদুপদেশের দেয়ার শিক্ষা দিতেন, আকর্ষণীয় কথায় মানুষের হৃদয় জয়কারী। এছাড়া পৃথিবীতে যিনি শান্তি, সন্ধি ও সৌহার্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজের অধিকারও জলাঞ্জলী দিতে বলতেন। যিনি বিভিন্ন উপাসনালয়, গির্জা ও ইহুদিদের সিনাগগের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য সেভাবেই তাগাদা প্রদান করতেন যেভাবে মুসলমানদের মসজিদের নিরাপত্তার জন্য করতেন। তিনি (সা.) অমুসলিমদের প্রাণ ও সম্পদের (নিরাপত্তার) সেভাবেই নিশ্চয়তা প্রদান করতেন যেভাবে মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদের নিশ্চয়তা প্রদান করতেন। মোটকথা অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষার যতগুলো দিক থাকা সম্ভব তা ইসলাম নিয়ে এসেছে আর সেই শিক্ষার প্রতিটি অক্ষরকে মহানবী (সা.) নিজ কথা ও কর্মের দ্বারা প্রমাণ করে এমন অসাধারণ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা একজন প্রকৃত মুসলমানের সবসময়ের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। যার অনুসরণ ছাড়া একজন মুসলমান প্রকৃত মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে না। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের মনিব ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণ করে এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্য আবারও একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহে আলাইহিমের মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ তারা কুরআন শরীফের শিক্ষা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২)-এর প্রকৃত মর্ম তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য মহানবী (সা.)-এর আদর্শকে শিরধার্য করেছিলেন। তারা এমন মানুষ ছিলেন যাদের হৃদয়ে তাক্বওয়া ছিল, তারা এমন মানুষ ছিলেন যারা প্রতিটি মুহূর্তে যেন খোদাকে চাক্ষুষ দেখতেন। তাদের হৃদয়ে ছিল খোদার ভয় ও ভীতি।

খোদা পর্যন্ত পৌঁছার এবং তাঁর ভালোবাসা লাভের জন্য তাদের মাঝে এক ব্যাকুলতা ছিল। এছাড়া তারা জানতেন, এই তাক্বওয়া, ভয়ভীতি এবং আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাকুলতা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না এই মহান নবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়, কেননা এই নবীই হলেন পরিপূর্ণ মানব। যাঁকে খোদা তা'লা সমগ্র পৃথিবীর জন্য এক সুমহান দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○

(সূরা আল আহযাব: ২২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে। (আর তা) এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে অধিকহারে স্মরণ করে। এই আদর্শ এবং এই দৃষ্টান্ত কি কেবল সেই যুগের জন্য বা তখনকার জন্যই প্রযোজ্য ছিল যখন মহানবী (সা.) এ পৃথিবীতে জীবনযাপন করেছেন? মোটেও না, আমার নেতা ও মনিব (সা.) সম্পর্কে তো আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য রসূল। মহানবী (সা.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

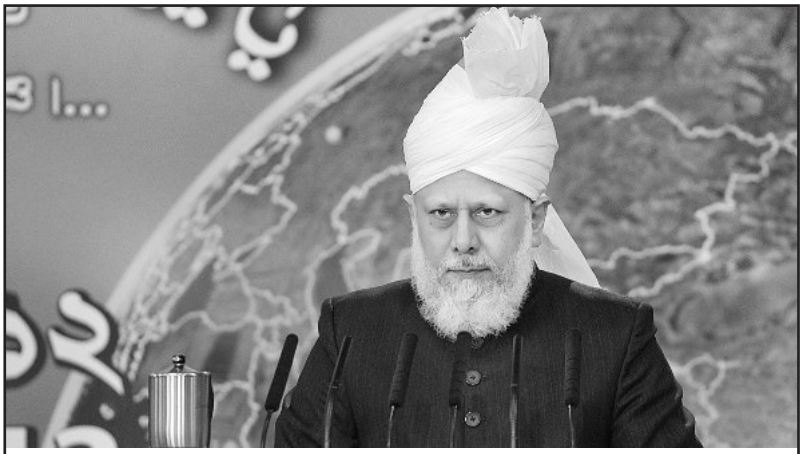
قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(সূরা আল আ'রাফ: ১৫৯)

অর্থাৎ মানুষকে তুমি বলে দাও, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্ তা'লার রসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। অতএব তিনি আল্লাহ্ তা'লার রসূল সমগ্র মানবজাতি এবং সর্বকালের জন্য ছিলেন। এখন তাঁর আদর্শই মুক্তির একমাত্র পথ আর এই আদর্শ অনুসরণের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা আবশ্যক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতি থাকা আবশ্যক। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিটি ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন সেটির সঠিক অনুসরণ করা তাকওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। কাজেই এখনো সাহাবীদের ন্যায় তাকওয়া, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার চেতনা সৃষ্টি করা আবশ্যক। যেহেতু মানব প্রকৃতিতে দুর্বলতা বিদ্যমান, যে সুযোগটি শয়তান কাজে লাগায় এবং তাকে

সে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। চতুরতা ও ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রেম বা নবীর শিক্ষার নামে মানুষকে নবীর মূল শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বিভিন্ন উপমা দিয়ে বলেছেন, বিভিন্ন অবস্থায় শয়তান কীভাবে মানুষকে নিজের কব্জায় নেয়ার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ হযরত আদম (আ.)-কে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টার কথা উল্লেখ রয়েছে। আবার হযরত মূসা (আ.)-এর নামেই তাঁর জাতিকে বাছুরের পূজার প্রতি আকৃষ্ট করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এসবই শয়তানের অস্ত্র যা শয়তান (ব্যবহার) করে আর প্রত্যেক নবীর অনুসারীরাই শয়তানের কব্জায় ধরা পড়েছে। পরিশেষে তারা সঠিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে আর এর ফলে তারা আল্লাহ্ তা'লার হাতে ধৃত হয়েছে। মুসলমানদের সাথেও এমনটি হওয়ার ছিল আর মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) যেহেতু সকল যুগ ও সমগ্র মানবজাতির জন্য রসূল এবং রহমাতুল্লিল আলামীন বা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ আর তাঁর মাধ্যমে ধর্মের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালের যেসব নেয়ামত ছিল তা তাঁর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ○ (সূরা হিজর: ১০)-এর প্রতিশ্রুতি দেয়ার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের সুরক্ষার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এজন্য মুসলমানদের অধঃপতনের যুগেও আল্লাহ্‌র ওলী আউলিয়া এবং মুজাদ্দেদদের মাধ্যমে ধর্মের অনুশাসন পালনের দৃষ্টান্ত এবং তাঁর (সা.)-এর আদর্শের অনুসারীদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। অবশেষে وَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ (সূরা জুমুআ: ৪)-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিক, খাতামুল আউলিয়া, খাতামুল খোলাফা এবং শেষ সহস্রাব্দের মুজাদ্দেদকে প্রেরণ করে এমন একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যারা পুনরায় এ অঙ্গীকার করেছে যে, আমরা তাকওয়া প্রতিষ্ঠা করব এবং মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করব। সুতরাং আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত এবং বুঝা উচিত যে, আমাদের জলসা এ উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর বাণী শ্রবণ করি এবং তাকওয়ার পথে পরিচালিত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করি। মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শের প্রতিটি দিককে নিজেদের জীবনে এক দৃষ্টান্ত বানানোর মাধ্যমে সেগুলোর অনুসরণ ও

অনুকরণের চেষ্টা করি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেছেন, "এটি না থাকলে আমাদের জলসার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই এবং আহমদী দাবি করারও লাভ নেই।" অতএব বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার এই প্রেমিকই পুনরায় আমাদেরকে সে পন্থা শিখিয়েছেন যার মাধ্যমে খোদা তা'লা তাকওয়া ও তাঁর ভয় হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শ অনুসরণের প্রতি পথনির্দেশনা লাভ হয়। আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমানরা এটি কীভাবে বলতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ্! মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের প্রতি আমরা ঈমান রাখি না? আমরা দাবির সাথে বলতে পারি যে, অন্য যে–কোনো মুসলমানের তুলনায় মহানবী (সা.)-এর প্রেম ও ভালোবাসা পোষণের ক্ষেত্রে আমরা অগ্রগামী। মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক কুরবানীর জন্য অন্যদের তুলনায় অধিক প্রস্তুত এবং এসব কুরবানী করে থাকি। কিন্তু এই আত্মাভিমান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা সেই রীতি অবলম্বন করেছি যা যুগের ইমাম (আ.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেমে বিলীন হয়ে আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যার মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীতে প্রস্ফুটিত হয়। আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করি যাতে করে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়।



৮৮তম সালানা জলসায় লন্ডন থেকে সরাসরি ভাষণ দিচ্ছেন
আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কত গভীরভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণাবলী এযুগে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ প্রদান করেছেন এবং কী পন্থা বর্ণনা করেছেন তা অন্যান্য মুসলমানদের দোয়া ও ওজিফার বরাতে তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। বর্তমান যুগে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সময়েও মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিদা'ত প্রচলিত ছিল। পীর-ফকিরদের মাজারে বিভিন্ন যিকির-আযকার ও জলসার আয়োজন করা হয়। সাধারণ নিরীহ মানুষ পীরদের নিকট যায়, তারা তাদেরকে বিভিন্ন ওজিফা বলে দেয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব কর্মকাণ্ডকে বিদা'ত আখ্যা দিয়েছেন। কেননা এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ ও তাঁর যুগ থেকে সাব্যস্ত হয় না। তিনি (আ.) বলেন, যে রীতিনীতি হযরত মুহাম্মদ (সা.) পালন করেন নি তা পালন করা কেবলই অর্থহীন। তিনি (আ.) বলেন, মুনআম আলাইহিম তথা নেয়ামতপ্রাপ্তদের পথ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ছাড়া আর কে সবচেয়ে বেশি সত্যিকার অভিজ্ঞ হতে পারে যাঁর সত্তায় নবুয়্যতের ও সকল পরাকাষ্ঠার সমাপ্তি ঘটেছে। এই পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ আবিষ্কার করা তা যতই আনন্দদায়ক মনে হোক না কেন তা আমার দৃষ্টিতে ধ্বংস। আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও মতামত হলো মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য এবং পদঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত কোনো মানুষ কোনো আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারে না।"

অতএব এই হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি। কিন্তু আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে, নাউযুবিল্লাহ্! আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর পর নবী মেনে তাঁর (সা.) মর্যাদা হেয় করেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কিত আরো একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেন, সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ এবং রিসালতের সত্যায়ন আল্লাহ্ তা'লার প্রেমাস্পদে পরিণত করে আর সেই নেয়ামতসমূহের উত্তরাধিকারী বানায় যা পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যেভাবে তিনি (কুরআন শরীফে) বলেছেন, يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا (সূরা আল আনফাল: ৩০), অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে একটি ফুরকান দান করবেন। তিনি (আ.) বলেন, অতএব অন্যান্য ধর্ম এবং এর মধ্যে এক সুস্পষ্ট

পার্থক্য এ পৃথিবীতেই হওয়া উচিত। বর্তমানে মুসলমানদের যে অবস্থা, বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে যে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও পাপ-পঙ্কিলতা ছড়িয়ে রয়েছে তা সেসব দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবরে এবং কলামের মাঝে খোলাখোলি উঠে আসে। আল্লাহ্ তা'লা কি তাঁর প্রিয় পাত্রদের সাথে এমন আচরণ করেন? কিছু কিছু আলেম এবং লেখক নিজেরাই বলে থাকে যে, মনে হয় আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। বাংলাদেশেও কতক স্বার্থান্বেষী লোক এবং নামসর্বস্ব আলেমের দল পাকিস্তানী দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলে থাকে, আহমদীদেরকে সব দিক থেকে সবকিছু হতে বঞ্চিত করে দাও। তারা কি পাকিস্তানকে দেখে না যে, তারা কী ধরণের সমস্যায় জর্জরিত? তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে কিনা? অতএব জনসাধারণকে আমাদের বুঝাতে হবে যে, এসব আলেম আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার পথে নিয়ে যাচ্ছে না বরং তারা আপনাদের আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। খোদা তা'লা কখনোই তাঁর সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা পছন্দ করেন না। অতএব খোদার নাম ভাঙ্গিয়ে তাঁরই প্রিয় বান্দাদের ওপর অত্যাচার করা হবে–এটি কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ্ তা'লা يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا (সূরা আল আনফাল: ৩০) বলে সত্যিকার মু'মিন এবং অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। উম্মতে মুসলেমাকে সে সকল নবীর বরাবর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন (একথা বলে) যে, আমার এই সর্বশেষ রসূল (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য তোমাদের মর্যাদাকে এত উন্নত করবে যে, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ বিভিন্ন নেয়ামতের তোমরা উত্তরাধীকারী হয়ে যাবে। (এ উম্মতের) প্রকৃত আলেমরা বনী ইসরাঈলের নবীদের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু এসব আলেম তো এ সমস্ত পুরস্কারের পথ রুদ্ধ করছে। বর্তমান যুগের আলেমরা এসব নেয়ামতের দুয়ার বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা যেখানে নিজেরাই স্বহস্তে এসব নেয়ামতের দ্বার রুদ্ধ করছে সেখানে তারা কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় পাত্রে পরিণত হতে পারে? নবীপ্রেমে বিলীন হওয়ার কারণে যুগের সংশোধনকল্পে আল্লাহ্ তা'লা যাকে তাঁর প্রেমাস্পদ বানিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর বিরোধীতায় তারা এতটাই অন্ধ হয়ে রয়েছে যে, তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে নিঃশ্বাস নেয়ার অধিকারটুকুও হরণ করছে। আল্লাহ্র প্রিয় পাত্রদের আচরণ এরূপ হতে পারে না। বরং এগুলো হলো এমন লোকদের আচারব্যবহার যারা নিজেদের খোদা দাবি করে। এগুলো ফেরাউন এবং হামানদের কর্মকান্ড। অতএব বাংলাদেশে যেসব আহমদী বসবাস

করছেন আপনারা প্রত্যেকে স্বজাতির নিরীহ সাধারণ মানুষকে বলুন, এসব তথাকথিত আলেম আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী বানাচ্ছে না। বরং আপনাদেরকে তারা বঞ্চনার পথে পরিচালিত করছে, ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে। (মানুষকে) এটি সুস্পষ্ট করে বলুন যে, শুধু অস্বীকার করলেই আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হন না, বরং যখন আল্লাহ্‌র প্রেরিত বান্দাকে অস্বীকার করার পাশাপাশি তাঁর ওপর সীমাহীন নিপীড়ন ও নির্যাতনের ধারা চালু হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লার রহমত নিজ বান্দাদের জন্য উদ্বেলিত হয়। অস্বীকারের বিষয়ে যতদূর জানা যায় তাতে তো এর সিদ্ধান্ত হবে পরকালে। আমাদের দায়িত্ব হলো মানবতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে তাদেরকে সঠিক পথের পানে পরিচালিত করতে থাকা। এছাড়া আপনাদের মধ্যে থেকে যারা আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা, খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-কে মানার দাবি করেন তাদের জন্য তো আমরা নিজেদের অন্তরে অন্য সবার চেয়ে বেশি দরদ রাখি। হৃদয়ের এই বেদনা এবং রসূলের প্রতি ভালোবাসা আমাদের কাছে দাবি করে আমরা যেন এই উম্মতের নিরীহ জনতাকে এসব যালেম শ্রেণির মৌলবির সাথে যুক্ত হয়ে নির্যাতনের হোলী খেলা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি এবং তাদেরকে যথাসম্ভব বুঝাই। আমাদের বিরুদ্ধে, বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যে আপত্তি হয়, তিনি এবং তাঁকে মান্য করার সুবাদে তাঁর জামা'ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রসূল অবমাননার দায়ে দায়ী। এছাড়া নাউযুবিল্লাহ্! মহানবী (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়াকে আমরা অস্বীকার করি। এসম্পর্কে আমি পূর্বেও কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি আর এখন আরো কয়েকটি লেখা ও ঘটনা উপস্থাপন করছি। যা থেকে অআহমদী শ্রোতামণ্ডলী নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রসূলপ্রেমের দাবি পূর্ণ করেছেন এবং সর্বদাই তিনি (আ.) এ দাবি পূরণ করেছেন আর তাঁর জামা'তও (রসূলপ্রেমের) এ দাবি পূর্ণ করে থাকে। এ থেকে সবাই এটি বুঝতে পারবে যে, তিনি (আ.) এবং তাঁর জামা'ত রসূলপ্রেমিক নাকি রসূল অবমাননার দায়ে দায়ী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এ অধম এক রাতে এত অজস্রধারায় দরূদ শরীফ পাঠ করি যে, আমার মনপ্রাণ এতে সুরভিত হয়ে যায়। এ রাতেই আমি স্বপ্নে দেখি, ঐশী পানীয়রূপে নূরে পরিপূর্ণ মশক এই অধমের গৃহে নিয়ে আসছে, অর্থাৎ ফিরিশতা নিয়ে আসছে। তাদের একজন বলে, এগুলো সেই বরকত যা

আপনি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। হৃদয়ে কারো প্রতি মালিন্য থাকলে কোনো ব্যক্তি কি তাকে সম্মান ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে পারে? কোথায় দেখুন! সারারাত তাঁর (সা.) সৌন্দর্য্য ও অনুগ্রহের কথা মনে করে তাঁর স্মরণে ছটফট করছেন। নামসর্বস্ব আলেম এবং ইসলামের ঠিকাদারদের কেউ কি আল্লাহ্ তা'লাকে হাযের-নাযের জ্ঞান করে এই দাবি করতে পারবে যে, রসূল (সা.)-এর প্রেমে বিভোর হয়ে রাতভর তারা দরূদ শরীফ পাঠ করেছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেবল দাবিই করে নি বরং আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতরাজির যে প্রবল বর্ষণ তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছে এবং তাঁর জামা'তের প্রতি আজ অবধি বর্ষিত হচ্ছে তা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি يُحْيِيْكُمُ اللّٰهُ পূর্ণ করছেন। এ সত্ত্বেও এসব লোক বলে থাকে, নাউযুবিল্লাহ্, আমরা আহমদীরা নাকি রসূল অবমাননার দায়ে দায়ী!

তিনি (আ.) আরো বলেন, "কোন্ ভাষায় যে আমরা খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো! যিনি আমাদেরকে এমন নবীর অনুসরণের সৌভাগ্য দান করেছেন যিনি পুণ্যবানদের আত্মার জন্য এক সূর্যস্বরূপ যেভাবে বস্তুনিচয়ের জন্য রবি (হয়ে থাকে)। তিনি তমসাচ্ছন্ন যুগে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে নিজ আলোয় আলোকিত করেছেন। সমগ্র আরবকে তিনি শিরক্ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত ক্লান্তশ্রান্ত ও ক্ষান্ত হন নি। তিনি নিজেই নিজের সত্যতার প্রমাণ। কেননা তাঁর (সা.) নূর সকল যুগেই বিরাজমান। তাঁর খাঁটি ও পরিপূর্ণ আনুগত্য মানুষকে সেভাবে কলুষমুক্ত করে যেভাবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ নদীর পানি ময়লা কাপড় পরিষ্কার করে।" কোনো বিবেকবান মানুষ কি একথা বলতে পারে যে, এই বাক্যগুলো তাঁর মর্যাদা হানী করছে?

পরে আরো দেখুন! তিনি কেমন বলিষ্ঠভাবে রসূল (সা.)-এর জন্য আত্মাভিমান প্রকাশ করছেন! তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে এতো বেশি নিন্দনীয়, অবমাননাকর ও শত্রুতাপূর্ণ বইপত্র ছাপা হয়েছে এবং প্রচার করা হয়েছে যা পড়লে গা শিউরে ওঠে আর হৃদয় কেঁদে কেঁদে এ সাক্ষ্য দেয় যে, তারা যদি আমাদের চোখের সামনে আমাদের সন্তানসন্ততিকে হত্যা করত এবং পৃথিবীতে আমাদের প্রাণপ্রিয় আত্মীয়স্বজনকে টুকরো টুকরো করে ফেলত আর আমাদেরকে অত্যন্ত লাঞ্ছনার সাথে হত্যা করত এবং আমাদের

সমস্ত ধনসম্পদ করায়ত্ব করে নিত তবুও আল্লাহ্‌র কসম! পুনরায় আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এত কষ্ট পেতাম না। আমাদের হৃদয় এতটা ব্যথিত হতো না যতটা ব্যথিত আমাদের প্রাণপ্রিয় রসূল (সা.)-কে গালি দেয়ায় এবং তাঁর অবমাননার ফলে হয়েছে।"

এসব কথা কেবল কথার ফুলঝুরি নয় বরং ইসলামের সুরক্ষায়, ইসলামের গুণাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার প্রতি আত্মাভিমানের বহিঃপ্রকাশ তিনি অনেক স্থানে তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে করেছেন। তাঁর বইপুস্তক ও বিভিন্ন লেখা এর দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঁর কর্মকাণ্ড এ বিষয়ের সাক্ষী যে, যারা ইসলাম এবং মহনবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করেছে তাদেরকে তিনি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমাদের ঈমান কী আর আমাদের ধর্মের সারাংশ কী? যার ওপর প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায়ই এখন আমি এ বিষয়টি বর্ণনা করছি। তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের ধর্মের সারাংশ ও মূল বক্তব্য হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। আমাদের এই ইহলৌকিক জীবনে আমরা যে বিশ্বাস পোষণ করি এবং যে বিশ্বাস নিয়ে আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করব তা হলো হযরত সৈয়্যদনা ও মওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) খাতামান্নাবীঈন ও খাইরুল মুরসালীন, যাঁর হাতে ধর্ম পূর্ণতা পেয়েছে। এছাড়া সেই নেয়ামত চরম উৎকর্ষপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯-১৭০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রসূলপ্রেম, রসূলের জন্য আত্মাভিমান এবং ঈমানের অবস্থার বিষয়টি তো বর্ণিত হলো। আর তাঁর শিক্ষার বাস্তবায়নই প্রতিটি আহমদীর ঈমানী বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আমরা সর্বান্তকরণে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ আহমদীয়া জামা'তই একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদমর্যাদা সমুন্নত করতে এবং ইসলামকে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ধর্ম প্রমাণের জন্য সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু এটি ধর্মের নামে রক্তপাত ঘটিয়ে নয় আর ধর্মের

ছত্রছায়ায় নিজেদের আমিত্ব ও ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের জন্য নয় এবং ধর্মের নামে নিজেদের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে নয়। বরং সেই খাঁটি শিক্ষার আলোকে যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই উত্তম আদর্শের আলোকে যা মহানবী (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ ছিল কুরআনের শিক্ষারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি এখানে উপস্থাপন করছি। যা দেখে কোনো ভদ্র মানুষ এটি বলতে পারে না যে, এসব নামসর্বস্ব ধর্মের ঠিকাদার এই আদর্শের অনুসরণকারী, অর্থাৎ বর্তমান যুগের মৌলবীরা এ আদর্শের অনুসরণ করে। মহানবী (সা.)-এর আদর্শে আমরা দেখতে পাই তাঁর ইবাদতের মান এবং আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি বান্দার অধিকার প্রদানের বিষয়টিও চরম মার্গে উপনীত। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, ধর্ম হলো হিতাকাঙ্ক্ষার নাম। মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, কিসের হিতাকাঙ্ক্ষা? তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলমানদের নেতা ও তাদের জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা।

এটিই হলো সেই শিক্ষা যার ওপর আমল করে মহানবী (সা.) নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন। বর্তমান যুগের বিভিন্ন ফির্কার আলেমরা কি এ ধরণের হিতাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করছে? বরং আমরা দেখি, প্রত্যেকেই নিজের জ্ঞান এবং মিম্বরের দম্ভে পাগল হয়ে গেছে। তাদের ইচ্ছা খারাপ হয়ে গেছে এবং স্বার্থপরতা চারিপাশে বিরাজমান। কল্যাণ কামনার কোনো বিষয়ই তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তারা বলে, হযরত মসীহ্ মাওউদ কেন এসেছেন? অথবা বলে, দাবিকারী মসীহ্ মাওউদ নন। অথচ এসব আলেমের নিজেদের আচরণই চিৎকার করে ঘোষণা করছে, এটিই সেই যুগ, সেই যথার্থ সময় যা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমণের (জন্য নির্ধারিত) সময় ছিল। তারা বলে, আমাদের জন্য আমাদের রসূল (সা.)-এর আদর্শই যথেষ্ট, কুরআনের শিক্ষাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনারাই বলুন, আজ কারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পালনের তাগিদ দিচ্ছে এবং একই সাথে এর অনুসরণও করছে? আমরা আহমদীরা তো ভালো করেই জানি, এ বিষয়টি আজ অন্য কোনো ফির্কার আলেমদের মাঝেই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু সুশিল সাধারণ মুসলামনরাও যখন তাদের আশপাশের অবস্থা খতিয়ে দেখে তখন তারা এসব

নামসর্বস্ব ধর্মের ঠিকাদার এবং আলেম সম্প্রদায়ের মাঝেই সবচেয়ে বেশি অকল্যাণ কামিতা দেখতে পাবে। পত্রপত্রিকার কলাম অনেক সময় এ বিষয়টি প্রকাশও করে। তাই সাধারণ মুসলমানদের চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, এমন লোকদেরকে আর কতদিন তারা নিজেদের ধর্মীয় নেতা মানতে থাকবে!

এরপর আমার নেতা ও মনিব (সা.)-এর শিক্ষার আরো একটি অনুপম দিক দেখুন! বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) বলেছেন, "মুসলমান সে, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে।" মুসনাদ আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "মু'মিন সে, যার কাছ থেকে অন্য সকল মানুষ নিরাপদ থাকে।" এখন একটু তুলনা করে দেখুন! বতর্মান যুগের ধর্মের ঠিকাদাররা যারা তাদের ঈমানী অবস্থাকে সবচেয়ে উচ্চ মানে অধিষ্ঠিত মনে করে তারা এমন সহজসরল ও নিরীহ মুসলমান যাদের ধর্মীয় জ্ঞান দুর্ভাগ্যবশত কম তাদেরকে যে শিক্ষা দিচ্ছে তা কি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? দেখুন! ইদানীংকার আলেমরা যারা নিজেদেরকে ঈমানের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তারের মনে করে আর নিজেদেরকে মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা জ্ঞান করে তাদের ব্যবহারিক আচরণ কি এমন? এমন সহজসরল ও নিষ্পাপ মুসলমান দুরভাগ্যবশত যাদের ধর্মীয় জ্ঞান কম তারা এসব আলেমের পিছনে চলাকেই নিজেদের স্থায়ীত্বের কারণ মনে করে। অপরদিকে এসব নিরীহ মুসলমানকে এই নাম সর্বস্ব আলেমরা এমন অন্যায়ভাবে নিজেদের বশীভূত করে নেয় যে, এরপর ইসলামের নামে সমস্ত মানবীয় মূল্যবোধকে পদদালিত করার চেষ্টা করা হয়। এমন সব সন্ত্রাসী আক্রমণ করা হয় যা থেকে অন্যান্য মানুষ নিরাপদ থাকবে তো দূরের কথা স্বয়ং কলেমা পাঠকারী মুসলমানরাও যার মধ্যে নিষ্পাপ শিশু, নারী, বয়স্ক, রোগী এবং দরিদ্র মানুষ যারা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তারাও নিরাপদে নেই বরং মারা পড়ে আর তাদেরকে হত্যা করা হয়। এটি কোন্ ইসলাম যার অনুসরণ তারা করছে? বাহ্যত তারা বলবে, এগুলো সন্ত্রাসী সংগঠন আর আমরা এর বিরোধী। অথচ ভেতরে ভেতরে তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং একে অপরকে সাহায্য করে। আমরা আহমদীরা তো এসব সন্ত্রাসবাদের শিকর হয়েই থাকি, যাদেরকে এসব নামসর্বস্ব মুসলমানরা মুসলমানই মনে করে না। এমন আলেমদের কোনো সনদের আমাদের প্রয়োজন নেই যাদের নিজেদের ব্যবহারিক আচরণই ইসলাম পরিপন্থি। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এরা তো আমাদের ছাড়াও কলেমা

পাঠকারী মুসলমানদেরকেও নিজেদের হামলার শিকারে পরিণত করতে দ্বিধা করে না। আমাদের মুসলমান হওয়ার বিষয়ে আমাদের মনিব মহানবী (সা.)-এর এ বক্তব্যই যথেষ্ট যে, কোনো ব্যক্তির মুসলমান অথবা মু'মিন হওয়ার জন্য সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ স্বীকার করবে এতটুকুই যথেষ্ট। মহানবী (সা.) তাঁর এক সাহাবীকে কেবল এজন্য কঠোর ভাষায় জবাবদিহি করেছিলেন যে, তুমি একজন কলেমা পাঠকারীকে হত্যা করেছ? সেই সাহাবী যখন উত্তরে বলে, সে কাফের ছিল আর সে তখন আমার তরবারির ভয়ে কলেমা পড়েছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তার হৃদয় চিঁড়ে দেখেছিলে? অতএব এসব আলেমের যদি খোদা হওয়ার দাবি থাকে, আলেমুল গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার দাবি থাকে অথবা তারা যদি আমাদের হৃদয় চিঁড়ে দেখে থাকে তাহলে (এটি) তাদের এবং খোদার মধ্যেকার বিষয়। তবে হ্যা! এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, হৃদয় চিঁড়ে যদি এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয় যে, এতে প্রকৃত কলেমা আছে নাকি কৃত্রিমতা রয়েছে তাহলে প্রত্যেক আহমদী তার হৃদয় চিঁড়ে দেখাতে প্রস্তুত আছে। যার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের হৃদয়ে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**-এর শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত দেখতে পাবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

(সূরা আল মায়েদা: ৯)

অর্থাৎ কোনো জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ (সূরা আশ্ শূরা: ১৬) অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সুবিচার করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি (সা.) কখনোই এটি দেখেন নি যে, বিচারপ্রার্থী মুসলমান নাকি অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী। মহানবী (সা.)-এর সুমহান আদর্শ দেখুন! একবার তিনি (সা.) কয়েকজন সাহাবীকে তথ্যের জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। কা'বা শরীফের সীমানার মধ্যে কিছু মুশরেকের সাথে সেই সাহাবীদের সাক্ষাৎ হয়। তখন সেই সাহাবীরা ভবেন, আমরা এদেরকে জীবিত ছেড়ে দিলে তারা (আমাদের বিষয়ে) মক্কাবাসীকে জানিয়ে দিবে আর এর ফলে আমরা মারা পড়ব। তাই তারা এসব অমুসলিমের ওপর

আক্রমণ করে তাদের একজনকে হত্যা করেন আর এরপর এই সাহাবীরা মদীনায় ফিরে আসেন। তাঁদের আসার অব্যবহিত পরেই মক্কা থেকে ইসলামের শত্রুদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। (তারা অভিযোগ করে,) হারামের সীমার মধ্যে আপনার লোকেরা আমাদের লোকদের এভাবে হত্যা করেছে। এখন দেখুন! ঘারাম শরীফের অভ্যন্তরে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর যে অন্যায় অত্যাচার হচ্ছিল সেই পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের শত্রুদের বলা যেত যে, তোমরাও তো নিপীড়ন ও নির্যাতন করেছ। সুতরাং এখন তোমরা কোন্ অধিকারে হারাম শরীফের সম্মানের কথা বলছ? কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠা ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক সেই নবীর তরে সব নিবেদিত, তিনি (সা.) বলেন, হ্যা যদি এমনটিই হয়ে থাকে তবে তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। খুব সম্ভব তারা তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য হারাম শরীফে আশ্রয় নিয়েছিল। কাজেই তাদের রক্তপণ দেয়া হবে। অতএব তিনি (সা.) আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী (তাদেরকে দিয়ে) হত্যার রক্তপণ পরিশোধ করান।

একবার এক ইহুদি এক সাহাবী সম্পর্কে অভিযোগ করে, সে আমার ৪ দিরহাম নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছে না। সেই সাহাবী এত দরিদ্র ছিলেন যে, এই ৪ দিরহাম ফেরত দেওয়ারও সামর্থ্য তাদের ছিল না। তিনি (সা.) সেই সাহাবীকে বলেন, তার ঋণ পরিশোধ করো। তিনি (রা.) বলেন, এ অর্থ আমাকে দিতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে দেয়ার মত সামর্থ্য আমার নেই। তিনি (সা.) পুনরায় বলেন, তার ঋণ পরিশোধ করে দাও। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমি এই ইহুদিকে বলেছি যে, কিছু অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা পেলেই আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিব। মহানবী (সা.) বলেন, এখনই তার পাওনা পরিশোধ করো। মহানবী (সা.) কোনো কথা যখন ৩ বার বলতেন তখন সাহাবীরা বুঝে যেতেন, এখন আর কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব এরপর সেই সাহাবী বাজারে গিয়ে নিজের লুঙ্গি, অর্থাৎ সেই কাপড় যা শরীরের নিম্নাঙ্গে পড়াছিল ৪ দিরহামে বিক্রি করেন এবং মাথায় (বাধা) ছোট কাপড়টি নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য তার গায়ে জড়িয়ে নেন। এই ছিল তাৎক্ষনিক সুবিচার যা আমার মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় আদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ (পৃথিবীর) কোন্ ইসলামী রাষ্ট্রে এমন ন্যায়বিচার দৃষ্টিগোচর হয় যারা (নিজেদেরকে) ইসলামের পতাকাবাহী বলে দাবি করে বা মনে করে? প্রতিপক্ষ কলেমা পাঠকারী মুসলমান হলেও ক্ষমতার

নেশায় এসব লোক তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে। দরিদ্রদের ধনসম্পদ মাতৃদুগ্ধের ন্যায় (বৈধ মনে করে) হরণ করে।

ইসলামের খুবই আকর্ষণীয় একটি নির্দেশ হলো প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করা। প্রতিবেশীর সাথে মহানবী (সা.)-এর আচরণ অতি উত্তম ছিল। তিনি (সা.) বলতেন, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণের জন্য জীব্রাঈল (আ.) আমাকে বারবার তাগিদ প্রদান করে। এমনকি আমি মনে করি প্রতিবেশীকে হয়তো উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। এ ধরণের অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও উত্তম আচরণ মহানবী (সা.)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে সেগুলোর সব তুলে ধরা সম্ভব নয়। যে কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই নিবেন তাতে তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শ গগনচুম্বী দৃষ্টিগোচর হবে। বর্তমান যুগের নামধারী আলেম অথবা অন্যদেরকে যারা কাফের আখ্যা দেয় তাদের মাঝে কি এসব নৈতিক গুণাবলী বিদ্যমান আছে? প্রতিবেশীরাও এদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। প্রতিনিয়তই জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যরা বিভিন্ন দেশে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে থাকে যে, তাদের প্রতিবেশীরা তাদেরকে কীভাবে বিভিন্ন কষ্টে নিপতিত করছে। বাংলাদেশেও এ অবস্থা বিদ্যমান আর সেখানকার লোকেরাও এর অভিজ্ঞতা রাখে। যাহোক এগুলো হলো সেই বিকৃত বা পথভ্রষ্ট জাতির কর্মকাণ্ড। এরা এমন লোক যারা তাদের প্রভাবে গোটা সমাজকেই কলুষিত করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা যারা মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবি করি তাদেরকে এই মহান রসূল (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বনের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি সচেষ্ট হতে হবে। যাতে আমরা জগদ্বাসীকে বলতে পারি, বর্তমানে আমরা কেবল রসূলপ্রেমের শ্লোগানই দেই না বরং এই উত্তম আদর্শের অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও সর্বাত্মক চেষ্টাও আমরাই করি। জগদ্বাসীকে বলুন! এই উন্নত চরিত্র এবং রসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের শিক্ষা আমাদেরকে যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিক দিয়েছেন। অতএব আসুন! এবং এই নিবেদিতপ্রাণ দাসের আঁচল আকরে ধরুন যেন আপনাদের ইহাকাল এবং পরকালকে সুসজ্জিত করতে পারেন। বাংলাদেশে বসবাসকারী যুবকদের এটি দায়িত্ব, আনসাদেরও দায়িত্ব এবং লাজনাদেরও দায়িত্ব। অর্থাৎ নিজেদের দৃষ্টান্ত সেই মহান আদর্শের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন যা আমাদের জন্য মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। জামা'তের গোটা ব্যবস্থাপনাকে একটি অভিযানরূপে প্রথমে নিজেদের সংশোধন (করার) পর দেশের প্রান্তে প্রান্তে এই বার্তা প্রতিটি

মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। স্বদেশীদেরকে প্রমাণ করে দেখান যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে আমরাই আজ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। এই বার্তা নিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন। অতএব সামনে অগ্রসর হোন আর যুগ-ইমামকে মানার ফলে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা পালন করুন। যৌক্তিকতা বিচার ও নানাবিধ চিন্তায় ব্যস্ত হবেন না। শত্রুরা যে আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে তাতে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কখনোই তারা সফল হবে না। এটি তাদের মরণকামড়। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার ঐশী নিয়তির অংশ, তাই মানুষের ষড়যন্ত্র একে ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু আপনারা যদি এই নিয়তির অংশ হতে চান তাহলে নিজেদের কর্ম ও দোয়ার মাধ্যমে এর অংশ হওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে জলসার কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে এ কল্যাণকে সর্বদা নিজ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখার সৌভাগ্য দান করুন। আপনাদের হৃদয় এখন যে উদ্দীপনা ও প্রেরণায় পরিপূর্ণ তা তিনি সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এছাড়া যুগ-ইমাম যে দায়িত্বভার আপনাদের স্কন্ধে অর্পণ করেছেন তা বহন করার দাবি সর্বদা পূর্ণ করার সৌভাগ্য আপনারা লাভ করুন। শত্রুদের সকল অনিষ্ট ও আক্রমণ থেকে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের রক্ষা করুন। সবর্দা আপনাদের গৃহের নিরাপত্তার উপকরণ সৃষ্ট করতে থাকুন। আপনাদের এবং আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ঈমানকে সমৃদ্ধ করে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি আহমদীয়াতের বিজয় স্বচক্ষে দেখার তৌফিক দিন। এখন দোয়া করে নিন।[৩৮]

হুযূর (আই.)-এর অমূল্য ভাষণের পর ঢাকায় খোদ্দাম ও নাসেরাতগণ আবেগপ্রবণ হয়ে নযম পেশ করেন।

২০১৩

বঙ্গভূমিতে ১৯১৩ সালে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ২০১৩ সালে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৃহৎ আকারে ৮৯তম সালানা জলসা ৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে স্থান নির্ধারণ করা হয় ঢাকা থেকে ৪২ কি.মি. উত্তরে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মৌচাকে। কিন্তু জলসার দুদিন

পূর্বে ৬ ফেব্রুয়ারি কিছু সংখ্যক উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদী জলসাগাহের জন্য নির্মিত সব প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এতে দুই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রশাসন জলসার অনুমতি বাতিল করে। আহমদীয়া জামা'ত যেহেতু আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাই পরবর্তীতে বকশীবাজারে জলসার কার্যক্রম যথা সময়ে সম্পন্ন হয়। শত শত মাইল দূর থেকে শত বাধা পেরিয়ে জলসার শরীক হওয়ার জন্য ছুটে আসেন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ।



৮৯তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব।

প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হয় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে খোলা মাঠে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, অষ্ট্রেলিয়া-এর সভাপতিত্বে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও তার দল। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষ পালনের প্রেক্ষাপট বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের ক্ষতি সাধন করেছে, কিন্তু আমাদের প্রিয় খলীফার সরাসরি দিকনির্দেশনায় প্রতিদিন সাতটি করে খাসি

সদকার মাধ্যমে আরও বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমরা ইনশাআল্লাহ সুষ্ঠুভাবে আমাদের জলসা সম্পন্ন করতে পারব। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন, মুফতি সিলসিলাহ।



বক্তব্য রাখছেন জার্মানী জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আব্দুল্লাহ ওয়াগিস হাওযার (বামে), কানাডা জামা'তের প্রতিনিধি জনাব এ্যাডাম আলেকজেন্ডার (ডানে)।



বক্তব্য রাখছেন মিসর জামা'তের প্রতিনিধি জনাব হাতেম শাফি (বামে), এডভোকেট মুজিবুর রহমান (ডানে)।



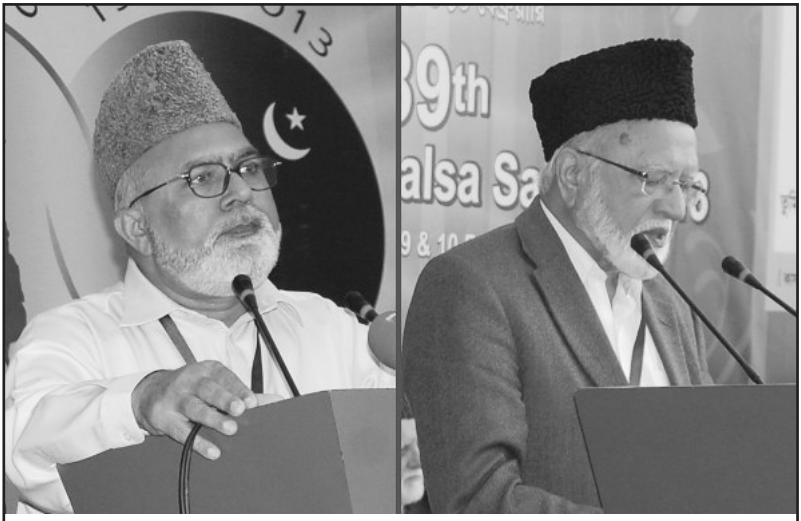
বক্তব্য রাখছেন যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের প্রতিনিধি জনাব জনাথন আব্দুল গাফফার (বামে),
সুইডেনের প্রাক্তন মিশনারী মওলানা কামাল ইউসুফ (ডানে)।



বক্তব্য রাখছেন কানাডা জামা'তের প্রতিনিধি ব্রাদার আব্দুল ওয়াহেদ লাহাই (বামে),
মালয়েশিয়ার মোবাল্লেগ মওলানা আইনুল ইয়াকীন (ডানে)।
উভয়ের বঙ্গানুবাদ করছেন অধ্যাপক আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক।



বক্তব্য রাখছেন যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের প্রতিনিধি
জনাব নাসির উল্লাহ আহমদ (বামে) ও জনাব বশির আহমদ (ডানে)।



বক্তব্য রাখছেন মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন (বামে) ও
মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার (ডানে)।



বক্তব্য রাখছেন যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের প্রতিনিধি জনাব মুসা আসাদ কলিজ (বামে) ও কোলকাতা জামা'তের জনাব জাফর আহমদ (ডানে)।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন মোহতরম আব্দুল্লাহ ওয়াগিস হাওযার, আমীর জার্মানীর সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন। আরবি কাসীদা পাঠ করেন জনাব মামুন উর রশীদ ও তার দল। খিলাফত মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পথ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ। পাকিস্তান থেকে আগত মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার বক্তৃতা করেন। এরপর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসীহ উর রহমান। নযম জনাব এহসানুল হাবিব জয় ও তার দল। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষ: বিরোধিতা ও সহমর্মিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে আহমদীয়াত প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা। বাঙালি সমাজে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবদান ও প্রাপ্তি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী।



বক্তব্য রাখছেন ঘানা জামা'তের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ বিন ইব্রাহীম ও ডান পাশে দাঁড়ানো জনাব আহমদ সোলায়মান এন্ডারসন। বঙ্গানুবাদ করছেন অধ্যাপক আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক।



জলসার মঞ্চে উপবিষ্ট দেশী-বিদেশী মেহমানগণ।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি হাফেজ আবুল খায়ের। দোয়াই আমাদের অস্ত্র বক্তব্য রাখেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। জার্মানীতে আহমদীয়াত বক্তব্য রাখেন আমীর, জার্মানী। বাংলাদেশের সমাজ আমার দৃষ্টিতে ও অনুভবে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিগণ শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন। এরপর বাংলাদেশের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি।



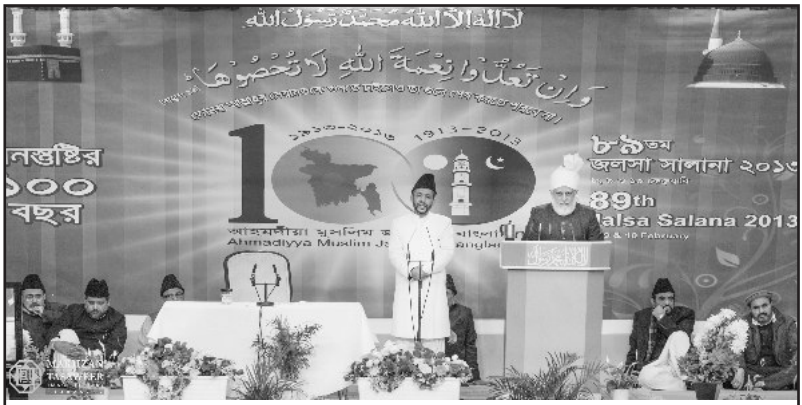
জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান।

সমাপ্তি অধিবেশন পরিচালনা হয় লন্ডন থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফিরোজ আলম। নযম পরিবেশন করেন এস এম এ জুবায়ের। অতঃপর হুযূর (আই.) ভাষণ দান করেন। হুযূরের সেই অমূল্য ভাষণটি নিম্নরূপ:

কলেমা শাহাদাত, তা'উয, তাসমিয়াহ্ ও সূরা ফাতেহা তিলাওয়াতের পর হুযূর আক্দাস (আই.) বাংলাদেশের আহমদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন:

বাংলাদেশের আহমদীদেরকে শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে বাংলাদেশে আহমদীয়াতের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আহমদীয়াতের চারাগাছ যদিও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই এখানে রোপিত হয়েছিল, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সৌভাগ্যবান সাহাবীদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দূরে-দূরে বসবাস করার কারণে তখন আনুষ্ঠানিকভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। কিন্তু পূর্ববাংলায় তথা বাংলাদেশে যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই আহমদীয়াতের শুভ সূচনা হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানকার দুই বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ সাহেব এবং মৌলবি রইস উদ্দীন খান

সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে স্বচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন, তাই এই দুই বুযূর্গ ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিশ্চয় এই দুই বুযূর্গের প্রচেষ্টা আর দোয়ার কারণেই সেখানে ধীরে-ধীরে জামা'ত গড়ে ওঠে এবং প্রথম খিলাফতের যুগে জামা'তের সদস্য সংখ্যা পাঁচশ' ছাড়িয়ে যায়। ১৯১৩ সালে মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামা'তের ব্যবস্থাপনা সেখানে রূপ লাভ করে।



৮৯তম সালানা জলসায় সমাপনী অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন
আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

অতএব বাংলাদেশের প্রত্যেক আহমদীকে মনে রাখতে হবে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার দিক থেকে আপনারা যদিও এবছর দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করছেন, কিন্তু এই ভূখণ্ডে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছানোর দিক থেকে এবং সেখানকার দু'জন বুযূর্গ ব্যক্তিত্বের হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে হাত দিয়ে বয়আত করার আঙ্গিকে এই (নতুন) শতাব্দী কয়েক বছর আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে। যাহোক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করা আমি আবশ্যক বলে মনে করেছি, যেন আগামী প্রজন্ম এসব বুযূর্গকে স্মরণ রাখে যারা আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি একটু আগেই দু'জন ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেছি এবং একজন মহিলাও

ছিলেন। এঁরা দশ বছরের মধ্যে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পাঁচশ'তে উন্নীত করেছিলেন। ১৯১৩ সালে এই সংখ্যা পাঁচশ' ছিল। অর্থাৎ এই তিন ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৭ জন মানুষকে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাকওয়ার এই মানদণ্ড আর এই প্রচেষ্টা যদি কেবল পাঁচশ' মানুষের মাঝেও বজায় থাকত তাহলে আপনাদের সংখ্যা আজ লক্ষ-লক্ষে উপনীত হবার কথা ছিল। অথচ আপনারা এখন পর্যন্ত হাজার-হাজার-এর কোঠাতেই রয়ে গেছেন। এ কারণেই বর্তমানে আপনাদের বিরুদ্ধবাদীরা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আপনাদেরকে আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে।



লন্ডনের মসজিদ বাইতুল ফুতুহ-এর তাহের হলে হুযূর (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ লন্ডনে উপস্থিত শ্রোতাগণ মনোমুগ্ধ হয়ে শুনছেন।

অতএব এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান যেন কেবল আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান না হয় বরং এ অনুষ্ঠান যেন আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করার কারণ হয়। আমরা যেন যাচাই করে দেখি, বিগত একশ' বছরে আমরা কী অর্জন করেছি। গত শতাব্দীতে এমন অনেক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিগত কয়েক বছরেও কোন-কোন অঞ্চলে এমন অনেক সুযোগ এসেছে যখন এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করার সুযোগ ছিল। আমি কল্পনাপ্রসূত কোন কথা বলছি না, বরং আপনাদেরই প্রেরিত বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে বলছি।

এখনও সময় আছে, আমাদেরকে ভালভাবে মূল্যায়ন করতে হবে– গত এক শতাব্দীতে আমরা কী অর্জন করেছি আর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কী কর্মসূচি প্রণয়ন করা উচিত। উন্নতি করতে হলে আমাদেরকে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে কিছু লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আমাদের যেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে জগদ্বাসীর আজ এসবের ভীষণ প্রয়োজন। আর

এগুলো লাভ করার জন্য জগতের মানুষ উদ্‌গ্রীব ও উন্মুখ হয়ে আছে। আমাদের লক্ষ্য হল, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে ইসলামের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আগত মহাপুরুষের সাহায্যকারী হিসেবে ইসলামের আকর্ষণীয় ও চমৎকার শিক্ষাকে এর সকল সৌন্দর্যসহ পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়া এবং প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। সেই উদ্দেশ্য হল, বর্তমানে তথাকথিত আলেম-উলামা ও সন্ত্রাসী দলগুলো ইসলামের যে সুন্দর ও সাবলীল শিক্ষাকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় ইসলাম ও মুসলমানদের পৃথিবীতে দুর্নাম করে রেখেছে, সেই শিক্ষাকে এর প্রকৃত সৌন্দর্যসহ জগতের সামনে উপস্থাপন করা। সেই লক্ষ্য হল, সরলমনা জনসাধারণকে আলেম-উলামারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে যেসব ভুল পথে পরিচালিত করছে সেসব ভুল পথ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা।



৮৯তম সালানা জলসায় লন্ডনে উপস্থিত বাঙালিরা।

আমাদের সম্মানিত নেতা ও অভিভাবক মহানবী (সা.) সমস্ত জগতের জন্য রহমতস্বরূপ আগমন করেছিলেন, যাঁর দয়ার কোন কূল-কিনারা নেই। কেননা তিনি আল্লাহ্ তা'লার 'রহমান' গুণের প্রকৃত প্রতিবিম্ব ছিলেন। সেই মহান নবী (সা.)-এর দয়া ও অনুগ্রহের বিস্তৃতি ও বিশালতা সম্পর্কে জগদ্বাসীকে অবহিত করতে হবে। কেবল অবহিতকরণ নয় বরং এক গভীর উদ্বেগের সাথে জগদ্বাসীকে সেই রহমতের ছায়াতলে সমবেত করার চেষ্টা করতে হবে। সেই রহমতুল্লিল আলামীন যিনি আপন-পর, শত্রু-মিত্র, মানুষ-পশু নির্বিশেষে সবার

জন্য মূর্তিমান দয়া ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ইসলাম-বিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে আরোপিত অপবাদ ও অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদকে জগতে সাব্যস্ত করতে হবে এবং তাঁর একত্ববাদের বিষয়ে জগদ্বাসীর স্বীকৃতি আদায় করতে হবে– এসব হল আমাদের উদ্দেশ্য আর এগুলো হল আমাদের কাজ।

অতএব আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এটি কোন সামান্য বিষয় নয়। এটি বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ত্যাগে অর্জিত হবার মত তুচ্ছ কোন উদ্দেশ্য নয়। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে আমাদের নিজেদের কু-প্রবৃত্তিকেও বিসর্জন দিতে হবে, সম্পদের ত্যাগও স্বীকার করতে হবে আর জীবনের ত্যাগও স্বীকার করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশের জামা'ত হচ্ছে সেই জামা'ত যার মাঝে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর এসব উদাহরণ বিদ্যমান। কিন্তু এই উদ্দেশ্যটি এত বিশাল, যে কারণে এটি অর্জন করার জন্য অনেক বড় লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এসব ত্যাগ-তিতিক্ষা পূর্বের তুলনায় আরও অধিকহারে করতে হবে। এমনকি প্রত্যেক আহমদীকে এসবের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। কেবল তখনই আমরা এই উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে পারব বা এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব। নিঃসন্দেহে একদিন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মহানবী (সা.)-এর এই প্রকৃত প্রেমিকের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করবে ইনশাআল্লাহ তা'লা। কেননা এটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আর আহমদীয়া জামা'তের ১২৫ বছরের ইতিহাসে আল্লাহ তা'লা তাঁর অনেক প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে এভাবে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে যাওয়া এবং অব্যাহত ধারায় তা পূর্ণ করতে থাকা আমাদের জন্য তাঁর অমোঘ বাণী 'কাতাবাল্লাহু লাআগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলী' (সূরা মুজাদালা: ২২)।

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'লা শিরোধার্য করে রেখেছেন, আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হব'– এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সন্দিহান হবার কোন অবকাশ বাকী রাখে না। এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ থেকে থাকলে সেটা হল, আমাদের কর্মের দুর্বলতা যেন আমাদের জীবদ্দশায় এসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তাই

প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, তারা যেন ব্যাকুল হৃদয়ে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করে।

বাংলাদেশকে এবং বিশ্বকে শান্তির নীড়ে পরিণত করতে চাইলে, নামসর্বস্ব আলেম-উলামা– যারা ধর্মের নামে রক্তপাত করে যাচ্ছে, তাদের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চাইলে প্রত্যেক আহমদীকে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দেশের মানুষকে অবগত করতে হবে, এসব আলেম-উলামা সাধারণ সরলমনা মানুষকে সাথে নিয়ে যা উপস্থাপন করছে তা ইসলাম নয় বরং ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ।

শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কোন অনুষ্ঠানকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পণ্ড করে দেয়া, জলসাগাহ্ এবং আনুষঙ্গিক জিনিষ-পত্র পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া বা লুট করে নিয়ে যাওয়া কোন ধরনের ইসলামী শিক্ষা? আক্ষেপ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্যও, যারা এ সবকিছু নির্বাক দর্শকের মত চেয়ে-চেয়ে দেখেছে। পুলিশ প্রশাসন সশস্ত্র অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। যাহোক, আমাদের অভিভাবক, আমাদের আশ্রয় হলেন একমাত্র আল্লাহ্। এসব অত্যাচার-অনাচার সত্ত্বেও আহমদীদের সাহস ও আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই, আর এসব মোল্লাদের সামনেও এরা নতজানু হবার পাত্র নয়, আর সরকারের পক্ষ থেকে কোন কিছু আশাও করে না। আমরা আমাদের অভিভাবকের কাছেই বিনত হই, আর খোদা তা'লা যখন অত্যাচারিত-নিপীড়িতদের সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন তখন সকল জাগতিক শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আমরা জানি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং স্বার্থসিদ্ধির কারণে আমাদের যতটা ন্যায়বিচার পাবার কথা ততটা আমরা পাব না। যদিও বাংলাদেশে এখন যেখানে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে সরকার নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে (আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজ দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য দিন)। কিন্তু যে অঘটন ঘটে গেছে সময়ের বিবর্তনে সে বিষয়ে ধীরে-ধীরে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সুবিচারের সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করা হবে।

অতএব আহমদীরা যদি সত্যিই ন্যায়বিচার চান সেক্ষেত্রে সমস্ত জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ও প্রতিপালক-প্রভুর কাছে বিনত হন। এসব আলেম-উলামার অপকর্মের দরুন আমাদেরকে যে অন্যায়-অনাচার সহ্য করতে হয়েছে, আমাদের জলসাগাহ্ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে– এটাই আমাদের

একমাত্র কষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এ সমস্ত অপকর্ম সত্ত্বেও জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের প্রকৃত কষ্ট হল, এসব অত্যাচার-অনাচার রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-এর নাম ভাঙিয়ে করা হয়েছে। আর জগদ্বাসীর সামনে ইসলামকে দুর্নাম করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই অঘটন গোপন রাখা সম্ভব নয়। জগদ্বাসী জানে কী ঘটনা ঘটেছে, আর পত্র-পত্রিকাতেও সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে! আহমদীরা সারা বিশ্বে ইসলামের শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যের ও প্রেম-প্রীতির অমোঘ শিক্ষা প্রচার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, আর এসব আলেম-উলামা ইসলামের পবিত্র রূপকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করছে! যাহোক, এরা কখনই তাদের এমন ঘৃণ্য অপচেষ্টায় সফলতা লাভ করতে পারবে না (ইনশাআল্লাহ তা'লা)।

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'লা যে আদেশ দান করেছেন এতে তিনি এমন সব শত্রুর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করার অনুমতি দান করেছেন যারা ইসলামকে উচ্ছেদ করার জন্য এগিয়ে এসেছিল তখনও অনুমতি প্রদানকালে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, উযিনা লিল্লাযীনা ইউকাতালূনা বিআন্নাহুম যুলিমূ। ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাক্বাদীর (সূরা হাজ্জ: ৪০) অর্থাৎ 'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অন্যায়-অনাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান।' এরপর বলেছেন, আল্লাযীনা উখরিজূ মিন দিয়ারিহিম বিগাইরি হাক্বিন ইল্লা আইঁ ইয়াকূলূ রাব্বুনাল্লাহ। (সূরা হাজ্জ: ৪১)। অর্থাৎ 'যাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে কেননা তারা দাবি করে বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক-প্রভু।' আরও বলেছেন, ওয়া লাও লা দাফউ'ল্লাহিন্নাসা বা'যাহুম বিবা'যিন লাহুদ্দিমাত সাওয়ামিউ' ওয়া বিয়াউওঁ ওয়া সালাওয়াতুওঁ ওয়া মাসাজিদু ইউয্কারু ফীহাসমুল্লাহি কাসীরা। ওয়া লাইয়ান্সুরান্নাল্লাহু মাইঁ ইয়ান্সুরুহু। ইন্নাল্লাহা লাকাভিয়্যুন আযীয (সূরা হাজ্জ: ৪১)। অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'লা মানুষের একাংশকে দিয়ে যদি তাদেরই আরেক অংশকে প্রতিহত না করতেন তাহলে সন্ন্যাসীদের সমস্ত বাসস্থান, গির্জা, ইহুদীদের মঠ এবং মসজিদ– যেগুলোতে আল্লাহর নাম বেশি-বেশি উচ্চারিত হয়– সব ধ্বংস করে দেয়া হত। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।'

অতএব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি কেবল অন্যায়-অনাচার থেকে সুরক্ষা লাভের জন্যই দেয়া হয়েছে, অত্যাচারীদের অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য দেয়া হয়েছে– কোন রকম অন্যায়-অত্যাচার করার জন্য দেয়া হয় নি। ইসলামী শিক্ষার আকর্ষণীয় দিকটি হল, এই যুদ্ধের অনুমতি শুধু মুসলমানদের রক্ষার্থেই ছিল না বরং সকল ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'লা বলেন, তিনি এই অত্যাচারিতদের সাহায্যের জন্য সব ধরনের ক্ষমতা রাখেন। কেননা তিনি ক্ষমতাধর এবং মহাপরাক্রমশালী খোদা। অতএব আমরা সকল ক্ষমতার অধিকারী, সকল শক্তির আধার এবং মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপেই বিনত হই, আর সর্বদা তাঁর কাছেই সমর্পিত থাকব, ইনশাআল্লাহ্। বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

আজ আমরা সংখ্যায় অল্প এবং হে আহমদীয়া- বিরোধী চক্র! এখন তোমাদের যা ইচ্ছে তোমরা তাই করতে পার। কিন্তু মনে রাখবে, এই স্বল্প সংখ্যক মানুষ একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হবে এবং তোমাদের যাবতীয় অন্যায়-অনাচারকে জগত থেকে অপসারণ করবে। কিন্তু এই অন্যায়-অত্যাচার দূরীভূত করা কোন ধরনের নির্যাতন নিষ্পেষণের মাধ্যমে হবে না।

অতএব আহমদীরা নিশ্চিত থাকুন, তথাকথিত এই আলেম-উলামাদের সৃষ্ট এসব দলের অপকর্ম ইতোপূর্বেও কখনও আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি, আর আগামীতেও পারবে না। তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার কোন প্রয়োজন নেই। আপাতদৃষ্টিতে ধনসম্পদের যদি ক্ষতি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে খোদা তা'লা এ ক্ষতি পুষিয়ে দিবেন, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেসব কাজ করণীয় সেগুলোর দিকে মনোযোগী হতে হবে। তাই নিজেদের দায়িত্বাবলী সঠিক ও সুচারূভাবে পালন করতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং তাঁর দরবারে স্থায়ীভাবে সমর্পিত থাকুন। নিজেদের মাঝে পূর্বের চেয়ে বেশি আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করুন। নিজেদের মাঝে উচ্চাঙ্গের চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ তা'লার আদেশ অনুযায়ী কোন দল বা গোষ্ঠীর শত্রুতা যেন আমাদেরকে অবিচারে প্রলুব্ধ না করে। আচরণগতভাবে আমাদের মাঝে যেন এমন বাস্তব বিপ্লব সাধিত হয় যার ফলে আমাদের কথা ও কাজে যেন কখনও বৈপরীত্য প্রকাশ না পায়। আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ তা'লাকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারি এবং একই

সাথে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকারও যেন আমরা সুনিশ্চিত করতে পারি।

অন্যান্য দেশের আহমদীদের মত বাংলাদেশের আহমদীদেরও আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, তারা যেন সবার আগে স্বদেশবাসীর প্রাপ্য অধিকার আদায় করার চেষ্টা করে। আর এই প্রচেষ্টা একটি গভীর উদ্বেগের সাথে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদের জন্য নিয়মিত দোয়া করুন। নিজেদের দেশকে চরমপন্থীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদী যেন নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে। আমি আগেও বলেছি, সরলমনা ও নিরীহ জনগণ নিজেদের সরলতা কিংবা অজ্ঞতার কারণে এসব আলেমের অনুসরণ করে থাকে। এদেরকে এসব আলেম-উলামার খপ্পর থেকে রক্ষা করতে হবে। তাই এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য চেষ্টা করুন। এই অজ্ঞতা দূরীভূত করার লক্ষ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। মুসলমানদের মাঝে যদি অজ্ঞতা অনুপ্রবেশ না-ই করে থাকে সেক্ষেত্রে হুযূর (আ.)-এর আবির্ভাবের প্রয়োজন কী ছিল? আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এই বিরোধিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই চলছে। এটি আমাদের জন্য কোন নতুন বিষয় নয়। আর ঐশী জামা'তের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিরোধিতা হয়েই থাকে। কিন্তু এ কারণে তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে পিছপা হয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে এরা কি কখনও কোন সুযোগ হাতছাড়া করেছিল? কিন্তু প্রতিটি কষ্ট ও পরীক্ষার পর উন্নতি ও সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। পরবর্তীতে 'দ্বিতীয় কুদরতের' প্রকাশকালে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খিলাফত যুগের সূচনা হল তখন আহমদীয়াতের বিরোধীরা কী-না করেছে? আহমদীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য এরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। দ্বিতীয় খলীফার যুগে আহমদীয়াতের প্রতিটি ইট খুলে নেয়ার দাবিদাররা পরিণামে আমাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির নতুন-নতুন পথই উন্মুক্ত করে গেল, যার ফলশ্রুতিতে এই জামা'ত হিন্দুস্তানের সীমানা ছড়িয়ে বহিঃর্বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। তৃতীয় খলীফার যুগে পাকিস্তানে সাংবিধানিক মারপ্যাচে আহমদীদের ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত করার চেষ্টা করা হলে আহমদীয়াত বিশ্বে আরও বেশি প্রসার লাভ করে। জগত-পূজারি সরকার সাংবিধানিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে অথবা আইনের চাহিদা পূরণে আমাদের মুসলমান ঘোষণার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে ঠিকই,

কিন্তু আমাদের মন থেকে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-র প্রতি বিশ্বাস কখনও মুছে ফেলতে পারবে না। অবশেষে চতুর্থ খলীফার যুগে স্বৈরশাসকরা আরও কঠোর আইনি বিধি-নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা চালায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের ফলশ্রুতিতে আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি ও সমৃদ্ধির গতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য সব কল্যাণের মাঝে এ যুগে 'এমটিএ' (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া)-এর প্রর্বতনও একটি, যার ফলশ্রুতিতে আহমদীয়াতের বাণী পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশে পৌঁছানো সম্ভব হয়। বর্তমানে বিশ্বের খুব কম অঞ্চলই এমন হবে যেখানে এমটিএ সম্প্রচারিত হয় না। ডিশ এন্টেনার সাইজ বড় করে দেয়া হলে বলা যায়, পৃথিবীর সকল প্রান্তেই এই বাণী পৌঁছাচ্ছে। আমাদের পরস্পরকে দেখা এবং জলসার বক্তৃতাগুলোর সরাসরি সম্প্রচার এখন আমাদের জন্য সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে সহস্র-সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করেও আমি বাঙালিদের– অর্থাৎ, আপনাদেরকে দেখছি আর আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। পরস্পরকে দেখা এবং জলসার বক্তৃতাগুলো সরাসরি শোনায় এখন আমরা অভ্যস্থ। বর্তমানে আহমদীয়াত পৃথিবীর প্রায় ২০২টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এমটিএ-তে যে বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় এ থেকে শুধু যে বাংলাদেশের ও পশ্চিম বাংলার এবং অন্যান্য দেশের বাঙালি আহমদীরাই উপকৃত হচ্ছেন তা কিন্তু নয়, বরং অ-আহমদীরাও এ থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

আজ বাংলাদেশে যদি আহমদীয়াতের বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে এক বড় ধরনের উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। অতএব আপনারাও নব উদ্যমে এই অসাধারণ উন্নতির অংশ হবার চেষ্টা করুন। আমি আগেও বলেছি, বাংলাদেশ সরকার সম্ভবত বড় কোন স্বার্থে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু তাদের অন্তরে এতটুকু সদগুণ অবশ্যই রয়েছে যার ফলে এরা আমাদের প্রতি কিছুটা হলেও সহমর্মিতা রাখে। একইভাবে সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমগুলোও আমাদের জন্য সহানুভূতি রাখে, আর এঁরা আমাদের জলসায় অংশগ্রহণও করে থাকে। তাই এদিক থেকে আমাদের উচিত তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অপরদিকে দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসার দায়িত্ব পালন করে তাঁদেরকে অবগত করা প্রয়োজন, আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে

পরিচালিত এই বিরোধিতা শুধু এই জামা'ত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আগামীতে এরাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। শুধু তাই নয়, দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে এরা হুমকিস্বরূপ। অতএব আমরা দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রেরণায়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলছি, এসব উগ্রপন্থীদের কবল থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এখনই কার্যকর পরিকল্পনা হাতে নিন।

বাকী থাকল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রসঙ্গ! এ বিষয়ে আমি আগেই বলে দিয়েছি, আমাদের জন্য প্রতিটি বিরোধিতা সার হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক বিরোধিতার পর আহমদীয়াতের বাগান ফুলে-ফলে আরও বেশি সুশোভিত হয়। বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের ধারণায় আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এসব করেছে, আমাদের জলসা বন্ধ করার জন্য এসব করছে, আমাদেরকে হতাশ করে দেয়ার জন্য এসব করেছে। কিন্তু এরা জানে না, আমরা মুহাম্মদী মসীহ্-কে মান্য করেছি যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা 'আখারীন' (পরবর্তী)-দের মাঝে গণ্য করে মহাসম্মানে ভূষিত করেছেন। আর 'আউয়ালীন' (পূর্ববর্তী)-দের যেসব পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন এদেরকেও তা-ই প্রদান করেছেন। আর 'আউয়ালীন'-রা যে অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন সেই একই অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এরাও দিনাতিপাত করছে। ধর্মের উদ্দেশ্যে আজ কেবল আহমদীরাই জীবন, সম্পদ ও সময় বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বা অঞ্চলে যতদিন এসব কুরবানী দেয়ার প্রয়োজন হবে আহমদীরা তা দিতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

অতএব হে বাংলাদেশের আহমদীরা! বিরুদ্ধবাদীদের এসব ঘৃণ্য অপচেষ্টায় তোমরা ভীত হবে না, নিরাশও হবে না। বিরোধিতার এই ঝড়ো বাতাস তোমাদেরকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য প্রদানের জন্য প্রবাহিত হচ্ছে। এ সুযোগকে কাজে লাগাও। পূর্বের চেয়ে আরো বেশি আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে উপলব্ধি করো। মহানবী (সা.)-এর প্রেমে আগের চেয়ে বেশি বিলীন হয়ে যাও। জাগতিক সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দাও। কেননা এগুলো তোমাদের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে দিবে। এ যুগে তোমাদের পক্ষ থেকে ত্যাগ-তিতিক্ষার যে বিরল উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে এগুলো

বাংলাদেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে। নৈরাশ্যকে নিজেদের ধারে-কাছেও ভিড়তে দিবে না। এক নব উদ্যমের সাথে তোমরা নিজ-নিজ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা কর!! আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন। আপনাদেরকে আপনাদের সকল মহৎ উদ্দেশ্যে সফল করুন। দেশের অনিষ্টকারী ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের এবং ক্ষতিসাধনকারী অন্যান্য অপশক্তিগুলোকেও নিঃশেষ করার উপকরণ সৃষ্টি করুন, যেন দেশের উন্নতি অব্যাহত থাকে।

দেশবাসীর কাছে আপনাদের দেশপ্রেম এবং আপনাদের প্রকৃত মুসলমান হবার বিষয়টি যেন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের আহমদীয়াতের এই দ্বিতীয় শতাব্দী সীমাহীন কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনুক। আল্লাহ্ করুন–এমনই যেন হয়। আপনারা যারা দূর-দূরান্ত থেকে জলসার উদ্দেশ্যে এসেছেন আল্লাহ্ তা'লা যেন নিরাপদে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেন, আর নিজ-নিজ অঞ্চলে আহমদীয়া-বিরোধীদের আক্রমণ এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনাদের রক্ষা করুন। এখানে অবস্থানকালে ও ফিরতি পথে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হাফেজ ও নাসের হোন, আমীন। এখন চলুন আমরা দোয়া করে নেই।

[হুযূর (আই.)-এর এই ঐতিহাসিক ভাষণটি এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।][৩৯]

এ জলসায় ভারত, পাকিস্তান, মালেশিয়া, মিশর, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, জার্মানী, নরওয়ে, বেলজিয়াম, বাহরাইন, নিউজিল্যান্ড, ঘানা, জাপান, কানাডা এবং রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হতে প্রবাসী বাঙালিসহ ৫৭ জন বিদেশী মেহমান অংশগ্রহণ করেন।

বলাবাহুল্য, ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩৬জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্মারক উপহার প্রদান করা হয়। সেই স্মারকপ্রাপ্তরা হলেন– কবি সুফিয়া কামাল (মরণোত্তর), বিচারপতি কে.এম. সোবহান (মরণোত্তর), প্রফেসর কবীর চৌধুরী (মরণোত্তর), ভাষাসৈনিক গাজীউল হক (মরণোত্তর), লেখক-সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ (মরণোত্তর), বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, লেখক-সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর, রাশেদ খান মেনন এমপি, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি, মইনউদ্দীন খান বাদল এমপি, এডভোকেট সুলতানা কামাল, ড. হামিদা হোসেন, ড. ফস্টিনা পেরেরা, অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, শরীফ এ

কাফী, সাবেক এ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, খুশী কবির, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রোজলিন ডি কষ্টা, নাঈম মোহাইমেন, অধ্যাপক যতীন সরকার, কাজী মুকুল, প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, প্রফেসর পারভীন হাসান ও তালেয়া রেহমান। এছাড়া মানবাধিকার সংগঠন ব্লাস্ট, অধিকার, আইন ও সালিস কেন্দ্র, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, জাতীয় আইনজীবী পরিষদ, নারীপক্ষ, দি ডেইলি স্টার, নিউ এজ এবং দৈনিক সংবাদ এ স্মারক পেয়েছে।



কৃতজ্ঞতা স্মারক গ্রহণ করছেন বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন।



কৃতজ্ঞতা স্মারক গ্রহণ করছেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।



কৃতজ্ঞতা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ।



কৃতজ্ঞতা স্মারক গ্রহণ করছেন এডভোকেট সুলতানা কামাল।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ বকশী বাজারে নৈশভোজে উপস্থিত অনেকের মধ্যে ক'জন হলেন–



বামদিক থেকে আব্দুল্লাহ ওয়াগিস হাওযার, মওলানা মাহমুদ আহমদ, জনাব হাসানুল হক ইনু, জনাব মোবাশশের উর রহমান এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।



দৈনিক প্রথম আলোতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ প্রকাশিত ক্রোড়পত্র।

২০১৪

৭-৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৯০তম সালানা জলসা বকশী বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী ৭ ফেব্রুয়ারি বিকালে প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। নযম পাঠ করেন জনাব কাসেম হোসাইন পিয়াস। বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক রাব্বুল আমীন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। নযম আলহাজ্ব ইব্রায়েতুল হাসান। রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



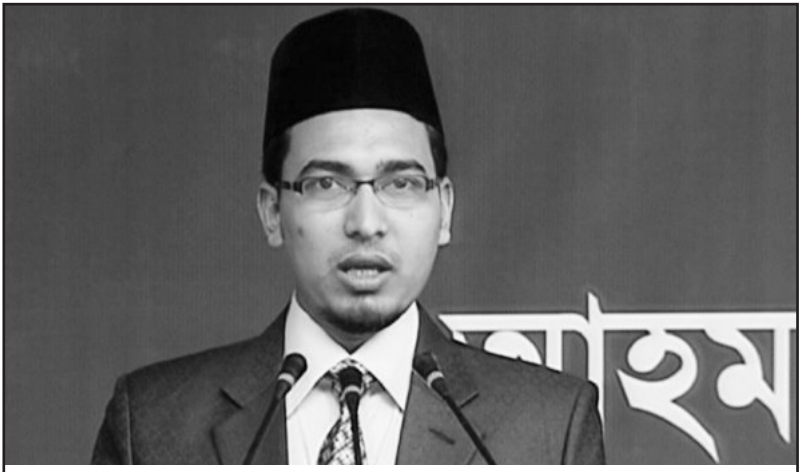
৯০তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
জনাব মোবাশশের উর রহমান।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অধ্যক্ষ মোনেম বিল্লাহ আমীর চট্টগ্রাম সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। নযম জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বক্তব্য রাখেন জনাব আহসান আহমদ খান চৌধুরী, নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মামুন উর রশীদ। আদর্শ আহমদী সমাজ গঠনে বিয়ে-শাদীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থার গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বক্তব্য রাখেন।



৯০তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।



৯০তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা মামুন উর রশীদ।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসীহ উর রহমান। আরবী কাসিদা পাঠ করেন জনাব সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও তার দল। আহমদীদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল আমীন। নযম জনাব সিবগাতুর রহমান। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার ক'টি প্রমাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান।

অতঃপর ক'জন আমন্ত্রিত অতিথি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের গায়ানা বংশদ্ভূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসের চিনো জামা'তের জনাব জামিল মোহাম্মদ এবং হল্যান্ড জমাতের সেক্রেটারী তরবিয়ত প্রবাসী বাঙালি জনাব কাওসার আহমদ। অআহমদী বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জনাব মেসবাহ কামাল, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য এবং বাংলাদেশ পুজা উদযাপন কমিটির সহ সভাপতি শ্রী কাজল দেবনাথ

এবং প্রয়াত বিচারপতি কে এম সোবহানের পুত্র মানবাধিকার কর্মী জনাব কাজী রেহান সোবহান।



জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ।

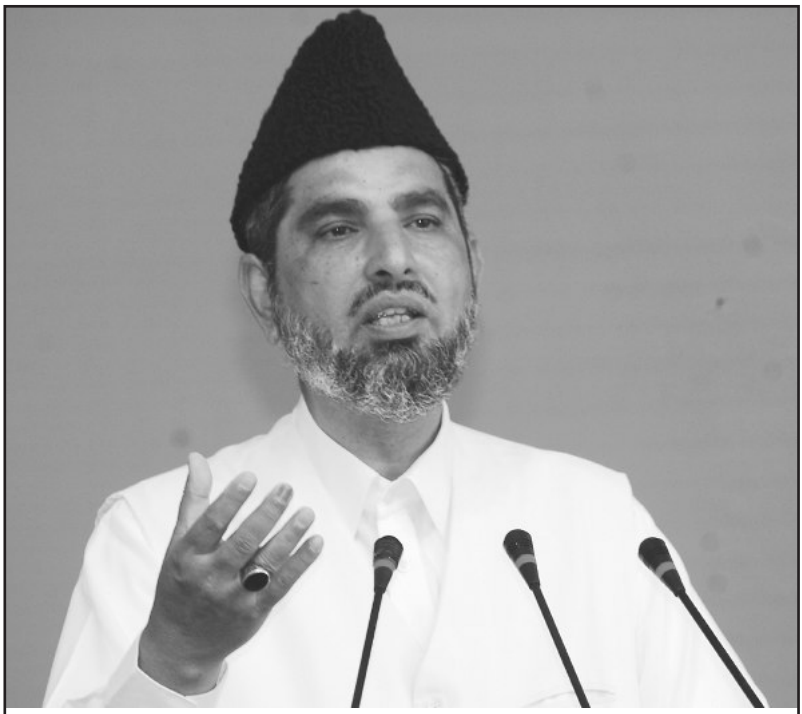
চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর ঢাকা। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হাফিজুর রহমান হারুন। নযম জনাব নাসির আহমদ। খিলাফতের প্রতি আনুগত্য বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ তৌসিফ চৌধুরী। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর তাহরীকসমূহ বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। নযম জনাব মোহাম্মদ শাহজাদা খান। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের প্রচেষ্টা ও এর সহজ পন্থা বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অতঃপর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের। নযম জনাব মাহবুবুর রহমান। আহমদীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা ও এর পরিণতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলীফার আহ্বান অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব।

২০১৫

বাংলাদেশ জামা'তের ৯১তম সালানা জলসা ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে

কাদিয়ান থেকে শুভাগমন করেন মওলানা হামিদ কাওসার সাহেব। ৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। জনাব বশির উদ্দীন আহমদের কুরআন তিলাওয়াতের পর সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ধর্মীয় জলসায় যোগদানের গুরুত্ব আলোকপাত করেন। শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শান্তি প্রতিষ্ঠার অবদান তুলে ধরেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব শতবর্ষ পেরিয়ে বিষয়ে এক জ্ঞানগর্ভ ও প্রাণসঞ্চারী বক্তৃতা প্রদান করেন।



৯১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা হামিদ কাওসার সাহেব।

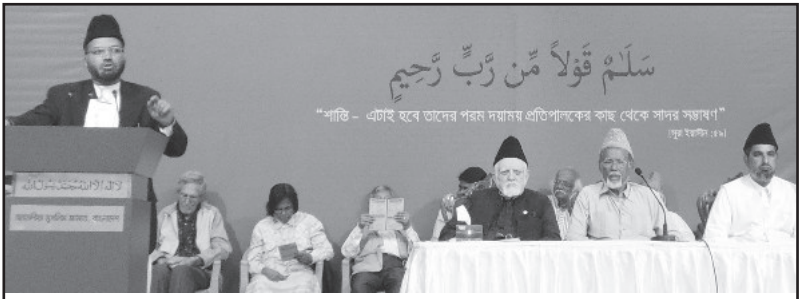
৭ ফেব্রুয়ারি সকালে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মোবাশশের উর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে এবং জনাব মসীহ উর রহমানের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। নযম পরিবেশন করেন জনাব নাজমুস সাকেব। নামায প্রতিষ্ঠা ও আমাদের করণীয় বিষয়ে মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী বক্তৃতা করেন। আরব বিশ্বে আহমদীয়াত বিষয়ে প্যালেস্টাইনের জনাব মুনির আওদা প্রাণবন্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তার বক্তৃতায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে আহমদীয়াত বিস্তারের ইতিহাসের এক ঝলক উপস্থাপন করা হয়।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন প্যালেস্টাইনের জনাব মুনির আওদা (বামে) ও জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ (ডানে)।

খাটি আহমদীয়া সমাজ গঠনে নারীদের ভুমিকা বিষয়ে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন। তিনি তার বক্তৃতায় সন্তান প্রতিপালনে একজন মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মা বাবার প্রতি সন্তানের দায়-দায়িত্ব প্রাণোদ্দীপক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

তৃতীয় অধিবেশন ঢাকা জামা'তের আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে এবং এস এম তারিকুল ইসলামের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। নযম পাঠ করেন জনাব এস এম ইব্রাহিম। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলীফার প্রচেষ্টা আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন (বামে) জনাব কাজী রেহান সোবহান,
(ডানে) মেজর জেনারেল (অব.) জনাব আব্দুর রশিদ।

প্রবীণ সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবু সাঈদ খান এবং সেলিম সামাদ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তৃতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শান্তিপ্রিয় এবং সত্যবাদী তুলে ধরা হয়। মানবাধিকার কর্মী সিস্টার রোজলিন ডি কষ্টা বক্তৃতায় বলেন, সবার ওপরে মানুষ সত্য তার ওপরে নাই। তিনি সবাইকে শান্তির পথে কাজ করার আহ্বান জানান। মানবাধিকার কর্মী কাজী রেহান সোবহান বলেন, আমরা আবার ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যেতে চাই, যেখানে ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার বিষয়টি নির্ধারিত রয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলেই

এদেশে ধর্মের নামে অরাজকতা বন্ধ হবে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক আব্দুর রশিদ বক্তৃতায় বলেন, আজ সহিংসতার মাঝেও আপনারা শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তা আসলেই প্রশংসনীয়। আপনাদের ওপরে ইতঃপূর্বে অনেকবার আক্রমণ হয়েছে। এটি কেন? ধর্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার। এরপর বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক অজয় রায়। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, আমি এখানে বড় অক্ষরে লেখা দেখতে পাচ্ছি 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে'। এই স্লোগানের যারা অনুসারী তারা সমাজের শান্তিকামী মানুষ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান (বামে) ও অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী (ডানে)।

এরপর মানবাধিকারকর্মী ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত তাদের পাশে আমরা সব সময় দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রী কাজল দেবনাথ। তিনি সবার শান্তি কামনা করেন। জলসা উপলক্ষ্যে ব্যারিস্টার সারা হোসেন, ড. ফেস্টিনা পেরেরা এবং জাতীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান।

এ পর্যায়ে ধর্মীয় উগ্রবাদ বনাম প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী আলোকদীপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন,

ইসলামের শান্তিময় শিক্ষার আলোকেই কেবল বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বাক-স্বাধীনতা ও ইসলাম বিষয়ে এডভোকেট মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন।



জলসায় উপস্থিত কাদিয়ানের বাঙালি দরবেশ
জনাব তৈয়ব আলীর সাথে জামা'তের অন্যান্যরা।

৮ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলীর সভাপতিত্বে ও ইনসান আলী ফকির-এর কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে চতুর্থ অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয়।

আহমদীয়াত: জীবন্ত খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ার অপর নাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, জীবন্ত খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে যুগ ইমাম-এর সাথে সম্পর্ক গড়া অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন ধর্মের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু ঈমানোদ্দীপক ঘটনা বিষয়ে বক্তৃতা করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। এরপর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় লন্ডন থেকে যা এমটিএ-র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। এতে হুযূর (আই.)-এক প্রাণসঞ্চারী বক্তব্য রাখেন।

কলেমা শাহাদাত, তা'উয, তাসমিয়াহ্ ও সূরা ফাতেহা তিলাওয়াতের পর হুযূর আক্দাস (আই.) বাংলাদেশের আহমদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন:

আজ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সালানা জলসা সমাপ্ত হচ্ছে। এই জলসা কী তা হয়তো বক্তারা এবং উদ্বোধনকারী নিশ্চিত করে বলে থাকবেন। বরং প্রত্যেক বছরই বলা হয়ে থাকে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন জাগতিক উদ্দেশ্যে জলসার আয়োজন করেন নি। বরং তাঁর জামা'তের সদস্যদের তাকওয়ার মান উন্নত করাই (এ জলসার) উদ্দেশ্য ছিল। তাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়ার ছিল যে, আল্লাহ্র প্রাপ্য প্রদানের প্রতি একজন প্রকৃত মু'মিন হবার চেষ্টা কর এবং মনোযোগী হও। জামা'তের সদস্যদের এদিকে মনোযোগী করা এবং সেই উন্নত মানে উপনীত করা উদ্দেশ্য ছিল যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাইদের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করতে পারি। নিজের জ্ঞান, আমল ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে মানবজাতিকে এক আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে আসার জন্য নিজের সকল সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করাছিল (এ জলসার উদ্দেশ্য)। হযরত খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুবিস্তৃত রহমতের মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে জগদ্বাসীকে অবগত করে তাদেরকে তাঁর দাসত্ব বরণ করানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করাছিল (এ জলসার উদ্দেশ্য)। আমি আশা করি জলসার দিনগুলোতে আপনারা এই কথাগুলো শিখে থাকবেন এবং এ শিক্ষার পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি আপনাদের চারপাশের পরিবেশকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করবেন। বর্তমানে আমরা দেখছি, আপন-পর কেউই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয়। আমাদের আপনজন (মুসলমানদের) ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর এমন একটি বাজে চিত্র তুলে ধরেছে যার ফলে (ইসলাম) বিরোধীরা ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর

সমালোচনার সুযোগ পেয়েছে। বরং ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তা সম্পর্কে চরম অসভ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছে। এমতাবস্থায় আহমদীগণের দায়িত্ব হল, সর্বত্র, সকল পরিমণ্ডলে এবং সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র চেহারা জগদ্বাসীকে দেখানো। বিশ্ববাসীকে বলুন, আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) রহমাতুল্লিল আলামীন তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশির্বাদস্বরূপ ছিলেন। তিনি তো বিশ্ববাসীকে সেই শিক্ষা দিতে এসেছিলেন যা মৃতকে জীবিত করা আর বিনা কারণে জীবিতদের হত্যা করা (এর উদ্দেশ্য নয়)। তিনি তো সেই খোদার পক্ষ থেকে সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ শরিয়ত নিয়ে এসেছিলেন যা সর্বদা আমাদেরকে খোদা তা'লার রহমানিয়্যতের তথা অপার অনুগ্রহের বিকাশ প্রদর্শন করে। তিনি তো আমাদেরকে সেই খোদা সম্পর্কে অবহিত করতে এসেছেন যিনি কুরআন শরীফে ঘোষণা দিয়েছেন, রহমাতি ওয়াসেয়াত কুল্লাশাইন, অর্থাৎ আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যিনি রহমান ও রহিম খোদা।



৯১তম সালানা জলসায় লন্ডন থেকে ভাষণ দিচ্ছেন
আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর উচিত জগতবাসীকে অবহিত করে একথা বলা যে, হে যারা ইসলামকে ভুলভাবে পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপন করছ এবং যারা জগদ্বাসীর মাঝে এই ধ্যানধারণা সৃষ্টি করছ যে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা

দিয়ে থাকে আর হে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করছ যে, ইসলাম একটি চরমপন্থি ধর্ম! তোমরা এসো! আমরা তোমাদেরকে অনিন্দ্য সুন্দর ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য দেখাচ্ছি। এসো আমরা তোমাদেরকে মানবতার কষ্টে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিলিন হওয়ার চিত্র দেখাই। বর্তমানে এ কাজ কেবল আহমদীরাই করতে পারে। যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিককে মান্য করেছে। যারা ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু যুগের ইমামের কাছ থেকে শিখেছে। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী ও সাহায্যকারী হওয়ার জন্য জলসার এই দিনগুলোতে যা কিছু আপনারা শিখেছেন তা আত্মস্থ করে নিজেদের কর্মে রূপান্তর করুন। এরপর ক্রমাগতভাবে নিজেদের জ্ঞান ও কর্মের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য দান করেছেন– এই সৌভাগ্যের দাবি পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। নিজেদের আহমদী হওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হোন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তের নাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রাখার কারণ হল, এই যুগ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোমল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম 'আহমদ'-এর বহিঃপ্রকাশের যুগ। বর্তমান যুগে ইসলামের ওপর কোন ধর্মযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না। তাই এই যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আহমদ নামের বিকাশ হওয়া আবশ্যক। তরবারির জিহাদের অনুমতি ইসলাম তখন দিয়েছে যখন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তরবারি ধারন করা হয়েছে। বর্তমান যুগ সেই জিহাদের যুগ যখন মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে জগদ্বাসীর সামনে আমাদেরকে ইসলামের রূপ সৌন্দর্য তুলে ধরতে হবে। কেননা এটিই সেই অস্ত্র যা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতএব কোন সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামের যথাযথ সেবা করতে পারবে না আর এমন ধ্যানধারণার অধিকারী কোন মুসলমান সরকারও (এই) ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে সফলতা লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ আমরা গায়ের জোরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করব। অতএব যুগ হল আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুসারে আহমদ নামের কোমল বহিঃপ্রকাশের যুগ। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে আল্লাহ্ তা'লা যাকে আহমদ রূপে প্রেরণ করেছেন তিনিই ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করবেন। অতএব আপনাদের এই সৌভাগ্য থেকে সর্বাধিক উপকৃত হওয়ার চেষ্ট করুন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এই নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ও

দাসের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আর এ থেকে তখনই কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব যখন আমরা আমাদের জীবনকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী গড়ার ও পরিচালনা করার চেষ্টা করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে আহমদী তথা প্রকৃত মুসলমান বানানোর জন্য অগনিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। যেগুলোর অনুসরণের ফলে আমাদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের কারণ হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়নেরও কারণ হবে আর একই সাথে জগদ্বাসীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার কারণ হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের জামা'তকে উপদেশ দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেছেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কাদ আফলাহামানযাক্কাহা ও ক্বাদ খাবামান দাচ্ছাহা এর অর্থ হল সে ব্যক্তি সফল হয়েছে যে আত্মশুদ্ধি করেছে আর যে এ থেকে বঞ্চিত রয়েছে সে ব্যর্থ ও বিফল হয়েছে। তাই মানুষকে বুঝতে হবে, আত্মশুদ্ধি কাকে বলে? তাই স্মরণ রেখো! একজন মুসলমানকে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এই প্রস্তুতির জন্য তিনি (আ.) যে শর্ত আরোপ করেছেন তা হলো, যেভাবে মৌখিকভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করে কার্যতও সেভাবেই তাঁকে দেখাতে হবে। এছাড়া তাঁর সৃষ্টির সাথেও সহানুভূতি ও কোমল আচরণ করতে হবে এবং নিজের ভাইদের প্রতি কোন ধরণের হিংসা ও বিদ্বেষ লালন করা যাবে না। এছাড়া অন্যের গীবত বা পরচর্চা করা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, অনেকেই এমন আছে যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্যও প্রদান করে না এবং সেভাবে তারা আল্লাহ্‌র হয় না যেভাবে হওয়া উচিত আর তারা সৃষ্টির অধিকারও প্রদান করে না। আমরা যদি খতিয়ে দেখি তাহলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, এটি শতভাগ সত্য কথা। যেখানেই কারো ব্যক্তি স্বার্থের প্রশ্ন আসে সেখানে সে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের বিষয়টিও উপেক্ষা করে এবং বান্দার অধিকারও পদদলিত করে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, অনেকেই এমন আছে যারা পরস্পরের প্রতিবিরোধ ও শত্রুতা লালন করে, নিজের চেয়ে দুর্বল ও দরিদ্র মানুষকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, তাদের সাথে দূরব্যবহার করে এবং একে অপরের গীবত করে আর নিজেদের হৃদয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা এক সত্তায় পরিণত হয়ে যাও আর যখন তোমরা এক সত্তায় পরিণত হবে তখন বলা যাবে, তোমরা তোমাদের আত্মশুদ্ধি করে নিয়েছো। তিনি (আ.) বলেন,

তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার সাথেও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

অতএব আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যুগ-ইমামকে মান্য করার মাধ্যমে আমরা শুধু নিজেদের সংশোধনের অঙ্গীকারই করি নি বরং জগদ্বাসীর সংশোধন এবং তাদের কাছে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা পৌঁছানোরও অঙ্গীকার করেছি। আমরা যদি আমাদের শিক্ষা অনুসারে কর্ম না করি এবং নিজেদের আত্মশুদ্ধি না করি তাহলে আমরা পৃথিবীকে কী-ই বা দিতে পারি? আমরাই যখন আমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করছি না তাহলে অন্যদের কোন মুখে বলব যে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তোমরা মেনে চল। আমাদের হৃদয়ই যদি হিংসা ও বিদ্বেষেপূর্ণ থাকে তাহলে আমাদের কাজে কীভাবে বরকত সৃষ্টি হতে পারে।

অতএব প্রত্যেক আহমদী সে কোন পদাধিকারী হোক বা সাধারণ সদস্য, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্র বৃদ্ধি করুন। আমরা কোন রাজনৈতিক দল নই আর জাগতিক কোন সম্মান বা ক্ষমতা হস্তগত করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বস্তুবাদী লোকদের মত নই যে, সময়ের প্রয়োজনে অন্যদের সামনে নতশিরে সালামও করব আর তাদেরকে মিথ্যা সম্মান ও মর্যাদাও প্রদর্শন করব। কিন্তু সময় পাল্টে গেলে সমস্ত নৈতিকতা আমরা ভুলে যাব। বর্তমানে আমরা হযরত মসীহ্ মাহদী (আ.)-এর সেই জামা'ত যারা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করে রেখেছে। অতএব আমাদের সেই প্রকৃত আত্মশুদ্ধি অর্জন করা প্রয়োজন যা আমাদের খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাৎ করাবে এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদানকারী বানাবে। যদি এমনটি না হয় তবে আমরা আমাদের অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী প্রমানিত হব। আমাদের জগদ্বাসী সংশোধনের দাবি মিথ্যা সাব্যস্ত হবে আর এভাবে আমরা জগদ্বাসীর বিরোধিতারও সম্মুখীন হব এবং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টিকেও আমন্ত্রণ জানাব। তাই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং সেই মর্যাদায় উপনীত হতে হবে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সেই মানদণ্ড সম্পর্কে তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকেই পবিত্রাত্মা ছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন, তাদের একজনও কপট মানুষিকতার অধিকারী ছিলেন না আর

তাদের সবাই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদানকারী ছিলেন। অতএব স্মরণ রেখো! এই জামা'তকেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের আদর্শেই পরিচালিত করতে চান। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের সদস্যদেরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখাতে হবে। তিনি (আ.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েও বাজে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এবং কর্ম ও বিশ্বাসের দিক থেকে দুর্বলতা প্রদর্শন করে তাহলে সে জালেম। কেননা সে গোটা জামা'তের জন্য দুর্নাম বয়ে আনে আর আমাদেরকেও আপত্তির লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে। মন্দ দৃষ্টান্ত দেখে মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে, কিন্তু উত্তম আদর্শের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অতএব, এ বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। যেভাবে আমি বলেছি, ইসলামের প্রকৃত (শিক্ষা ও সৌন্দর্য) সম্পর্কে আমাদের জাগদ্বাসীকে অবহিত করতে হবে।

বর্তমান সময়ে যখন কতক মুসলমান গোষ্ঠির কার্যকলাপে জগদ্বাসী ইসলামকে হাসিঠাট্টার লক্ষে পরিণত করছে। বিভিন্ন জায়গায় সংবাদমাধ্যম ও মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের বাজে কথা প্রচার করছে। মুহাম্মদী মসীহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে আমাদেরকে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার বাণী প্রচারের মাধ্যমে তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে। আপনাদের দেশবাসীকেও বলুন, তোমরা যদি ইসলামের সেবা করতে চাও তাহলে ঘৃণার পরিবর্তে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বাণীর প্রচার কর। শুধু (ভালোবাসার) বাণীই প্রচার করো না বরং পারস্পরিক ভালোবাসার ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও উপস্থাপন কর। বিগত দিনগুলোতে আপনাদের দেশে বাসে আক্রমণ হচ্ছে, এক জায়গায় আক্রমণ করে আর বিনা কারণে তাদের হত্যা বা শহীদ করা হয়েছে। এটি এমন একটি অন্যায় যা একজন মুসলমানের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। এই অন্যায় সেখানে বর্তমানে অনেক জায়গাতেই করা হচ্ছে এবং নিজ দেশের নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে। নিজের অধিকার আদায়ের জন্য এটি কী ধরণের ইসলাম আর কেমনই বা রীতি। অতএব নিজের অধিকার আদায়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত একটি পন্থা যা অবলম্বন করতে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করে। আমাদের নেতা ও মুনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, মুসলমান তো সে যার হাত ও জিহ্বা থেকে শান্তিপ্রিয় মানুষ নিরাপদ থাকে, বরং এক জায়গায় আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সমগ্র মানবজাতি নিরাপদ থাকে। কিন্তু এর বিপরীতে অমুসলমানরা তো দূরের কথা

স্বয়ং মুসলিমরাই মুসলমানকে হত্যা করার জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তাই বাসে আক্রমণ করা বা অন্য কোন ধরনের যুলুম করার কোনই বৈধতা নেই। অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, স্বজাতিকে এই যুলুম ও বর্বরতার হাত থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আর এটি সেই পন্থা যার মাধ্যমে আপনারা স্বজাতির অধিকার প্রদানকারী সাব্যস্ত হবেন এবং সত্যিকার অর্থে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও অমুসলিমদের মন মস্তিষ্ক থেকে ইসলাম বিরোধী ভ্রান্ত ধ্যানধারণ দূর করার দায়িত্বও পালনকারী হবেন। এটি একটি পন্থা এবং এক ধরণের অধিকার যা অন্যদের প্রদান করতে হবে।

এ ছাড়াও আরো অনেক অধিকার রয়েছে যা একজন মুসলমানের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং যা প্রদান একজন মুসলমানের আবশ্যিক কর্তব্য আর একজন আহমদী মুসলমানের জন্য তো এটি আরো বেশি আবশ্যক। কেননা সে যুগ-ইমামকে মেনে এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি বান্দার অধিকারও প্রদান করব। অতএব এসব অধিকার সম্পর্কে অবগত হয়ে তা প্রদানের চেষ্টা করুন। আপনারা যদি এসব অধিকার প্রদান করেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও আপনারা লাভ করবেন আর তাঁর কৃপাভাজনও হবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, প্রকৃতপক্ষে বান্দার অধিকার প্রদানের বিষয়টি হল সবচেয়ে কঠিন ও স্পর্শকাতর স্তর। কেননা সবসময়ই তাকে তাদের মুখোমুখি হতে হয় এবং প্রতিটি ক্ষণই তাকে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন, আমার নীতি হল, শত্রুর সাথেও যেন মাত্রারিক্ত কঠোরতা করা না হয়। কেউ কেউ তার ধ্বংস ও বিনাশ সাধনের জন্য যথাসম্ভব সচেষ্ট থাকতে চায়, অর্থাৎ শত্রুর ধ্বংস ও বিনাশের জন্য যেন চেষ্টা করা হয়। এরপর তারা এই বিদ্বেষের বশে ন্যায়-অন্যায়েরও পরোয়া করে না। তারা তাদের দুর্নাম করার জন্য তাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের সম্পর্কে তারা মিথ্যা বলে এবং তাদের গীবত বা কুত্সা করে আর তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের প্ররোচিত করে। এখন তোমরাই বল! সামান্য শত্রুতার কারণে তারা কতবড় দুষ্কৃতি ও পাপের ভাগী হল! আর এসব পাপের যখন শাখা-প্রশাখা গজাবে তখন তা কোথায় গিয়ে ঠেকবে!

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, আমি সত্যিসত্যি বলছি, তোমরা কাউকে ব্যক্তিগত শত্রু মনে করবে না আর এই বিদ্বেষ লালনের অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর। খোদা তা'লা যদি তোমার সাথে থাকেন আর তোমরাও খোদা তা'লার হয়ে যাও তাহলে তোমাদের শত্রুকেও তিনি তোমাদের সেবকে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে বস এবং তাঁর সাথে কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবশিষ্ট না থাকে আর তোমাদের চালচলন যদি তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থি হয় তাহলে তোমাদের জন্য খোদার চেয়ে বড় শত্রু আর কে হবেন?

মানুষের শত্রুতা থেকে মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু খোদা যদি শত্রু হয়ে যান তাহলে সমস্ত সৃষ্টি বন্ধু হয়ে গেলেও তারা কোন উপকার করতে পারে না। কাজেই তোমাদের রীতিনীতি যেন নবীদের (আ.) রীতিনীতির অনুরূপ হয়। খোদা তা'লার ইচ্ছা হল, কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা যেন না থাকে, তাই সকল ব্যক্তিগত শত্রুতা তোমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাও।

তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, এ বিষয়গুলোই আত্মশুদ্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। বলা হয়ে থাকে, হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু এক শত্রুর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন আর শুধুই আল্লাহ্‌র খাতিরে লড়ছিলেন। অবশেষে হযরত আলী (রা.) তাকে ধরাশায়ী করেন এবং তার বুকে ওপর চড়ে বসেন। অকস্মাৎভাবে সে হযরত আলী (রা.)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি (রা.) তার বুক থেকে নেমে পড়েন এবং তাকে ছেড়ে দেন। এর কারণ এতক্ষণ তো আমি তোমার সাথে কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরেই লড়ছিলাম কিন্তু যখনই তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছ তখন আমার প্রবৃত্তিরও কিছুটা অংশ এতে যুক্ত হয়ে গেছে, তাই আমি চাই না আমার প্রবৃত্তির জন্য তোমাকে হত্যা করি। এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তিনি (রা.) তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুকে শত্রু মনে করতেন না। এমন প্রকৃতি ও অভ্যাস নিজেদের মাঝে গড়ে তুলা উচিত। যদি প্রবৃত্তির কামনাবাসনা চরিতার্থ করতে কাউকে দুঃখ দাও এবং শত্রুতার ধারাকে দীর্ঘায়িত কর তবে খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য এর চেয়ে বড় বিষয় আর কী হবে।

অতএব আমাদের যদি কারো সাথে কোন শত্রুতা বা বিরোধিতা থাকে তাহলে তা যেন কেবল খোদার খাতিরেই হয়, কোন ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে যেন না হয়।

আল্লাহ্ তা'লা করুন, বান্দার অধিকার প্রদানের এসব মানদণ্ডে উপনীত হওয়ার মাধ্যমে আমরা যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হই এবং পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর প্রাপ্য প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। পৃথিবীতে এখন এ বিষয়টিরই প্রয়োজন আর এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে তার কথা মানার তৌফিক দিয়েছেন। তখনই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব যখন খোদার রীতি অনুসারে দুই ধরণেরই অধিকার প্রদান করা হবে। এছাড়া পৃথিবীতে শান্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। হযরত আলী (রা.)-এর মনোবল আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে আর এই মনোবলই আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কর্ম সম্পাদনকারী বানাবে, এই মনোবলই আমাদেরকে বান্দার অধিকার প্রদানকারী বানাবে, এই মনোবলই আমাদেরকে পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বানাবে, এই মনোবলের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে অন্যথায় পৃথিবীতে শান্তির কোন নিশ্চয়তা নেই।

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ এবং নিজ বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার সৌভাগ্য দান করুন। এই জলসা আপনাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নকারী হোক। এখন আমরা দোয়া করব। নিজেদের জন্য দোয়ার পাশাপাশি নিজ দেশের জন্যও দোয়া করুন। খোদা তা'লা এই দেশকে সকল প্রকার ফেৎনা ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন। যেভাবে আমি বলছি, বর্তমানে আপনারাও অনেক বেশি ফেৎনা ও ফেসাদে নিপতিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের নেতৃবৃন্দ ও স্বার্থপর লোকদের বিবেকবুদ্ধি ও বোধশক্তি দান করুন। উম্মতে মুসলেমার জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। এছাড়াও পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশে এই নৈরাজ্য বিরাজ করছে, আল্লাহ্ তা'লা সেগুলো দূর করুন। পৃথিবীর সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যও দোয়া করুন। যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের দিকে পৃথিবী ধাবিত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা তা থেকে একে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং সব সময় আপন নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান দিন। রাষ্ট্রের উন্নতির ক্ষেত্রে সর্বদা আপনারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন– (এটিই আমার প্রত্যাশা)।[৪০]

জলসায় বাহরাইন, যুক্তরাজ্য, ভারত, কানাডা, পাকিস্তান এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৫ হাজারেরও অধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া লন্ডনে ৩ হাজারের অধিক আহমদী সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২০১৬

৫-৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ ৯২ তম সালানা জলসা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন মওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের। ৫ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। নযম পেশ করে জনাব কাশেম হোসাইন পিয়াস। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। বিশ্ব শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ। কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও কুরআন চর্চা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহামান সিদ্দিকী।



৯২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের।
বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

দ্বিতীয় অধিবেশনে জনাব মসীহ উর রহমান পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার নযম পেশ করেন। সভাপতিত্ব করেন মেজর (অব.) বি আকরাম খান চৌধুরী, আমীর মিরপুর। নামায প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য এবং আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। ইসলামে পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডাক্তার মনিরুল ইসলাম। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি। দোয়ার তত্ত্ব এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

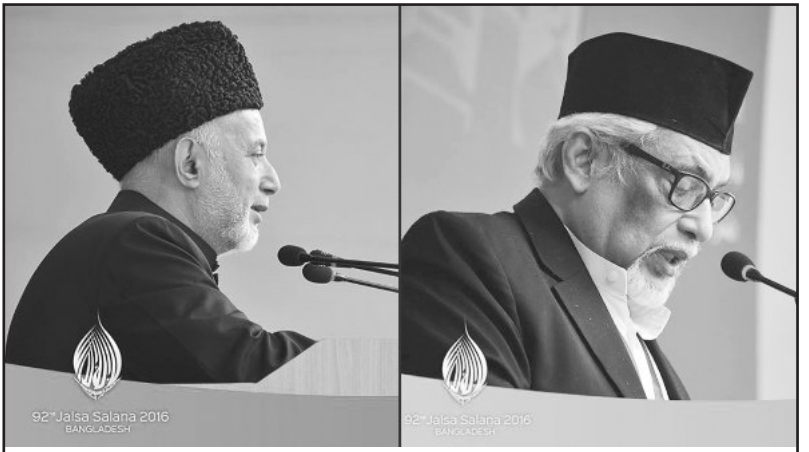


বক্তব্য রাখছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী (বামে) ও
মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান (ডানে)।

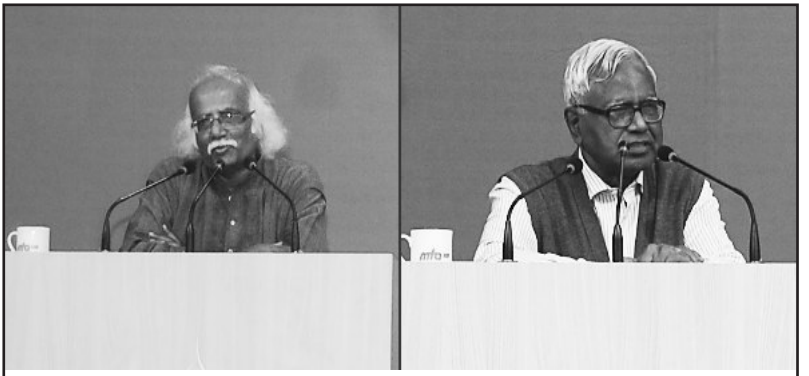
পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর-ঢাকা। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ, কাসিদা জনাব মোসাউয়ের আহমদ ও তার দল। সমকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিষয়ে জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী এবং সন্ত্রাসবাদ বনাম ইসলামী শান্তির শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব ওমর বিন আব্দাল আজিজ, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ২৭ ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন। জনাব করুণা ভিক্ষু বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার

সংঘের সহ-সভাপতি, এডভোকেট শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ-এর প্রেসিডেন্ট, ফাদার বেঞ্জামিন ডি কষ্টা, ভাইস চ্যান্সেলর নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, ফাদার তপন রোজলিন ডি কষ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃধর্মীয় বিভাগের অধ্যাপক, কাজী রেহান সোবহান মানবাধিকার কর্মী এবং শ্রী কাজল দেবনাথ হিন্দু ধর্মীয় নেতা।



বক্তব্য রাখছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান (বামে) ও
অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী (ডানে)।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন শ্রী কাজল দেবনাথ (বামে) ও
ফাদার বেঞ্জামিন ডি কষ্টা, ভাইস চ্যান্সেলর নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (ডানে)।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন ভদন্ত সুন্দরানন্দ ভিক্ষু (বামে) ও
ওমর বিন আব্দাল আজিজ (ডানে)।



জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ (বামে) ও
জনাব করুণা ভিক্ষু (ডানে)।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন, নযম জনাব শাহরিয়া রেজা জোসেফ। আর্থিক কুরবানী খোদা প্রেমের আবশ্যক শর্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা বিষয়ে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ওপর বর্ষিত

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন।

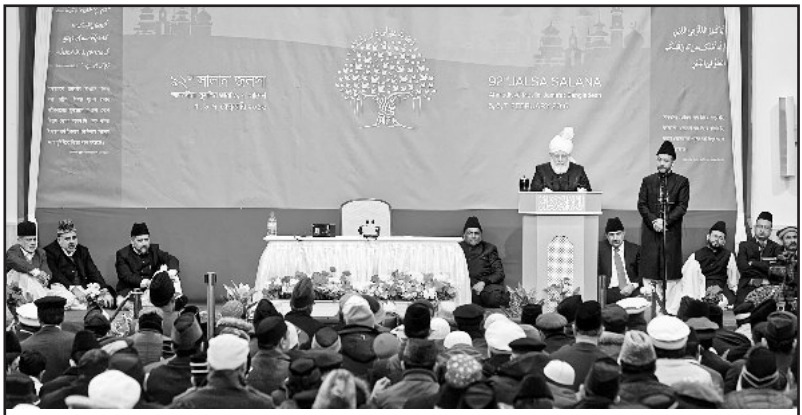
সমাপ্তি অধিবেশন পরিচালিত হয় লন্ডন থেকে। সভাপতিত্ব করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফিরোজ আলম। নযম পেশ করেন জনাব সুলতান আহমদ। হুযূর (আই.) তাহের হল থেকে অমূল্য সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

কলেমা শাহাদাত, তা'উয, তাসমিয়াহ্ ও সূরা ফাতেহা তিলাওয়াতের পর হুযূর আক্দাস (আই.) বাংলাদেশের আহমদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন:

আজকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের জলসা সালানা সমাপ্ত হচ্ছে। যারা সেখানকার জলসা সালানায় উপস্থিত হয়েছেন তারা বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা শুনে থাকবেন আর আমি আশা করি বক্তারা জলসা সালানার উদ্দেশ্য আর জ্ঞানগর্ভ ও তরবিয়তি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তৃতা প্রদান করে থাকবেন। জলসা সালানার যে উদ্দেশ্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন তার সারসংক্ষেপ হল, জলসায় অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর তত্ত্বজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন আর নিজেদের জীবনে ব্যবহারিক পরিবর্তন আনয়ন করা। সেই ব্যবহারিক পরিবর্তন যার উত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজের অনুসারীদের মাঝে সেই পরিবর্তন সাধন করেছেন যার দৃষ্টান্ত আমরা সাহাবাদের মাঝে দেখতে পাই। এই একই আদর্শ ও দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার আমাদের প্রতি আরো যে অনুগ্রহ করেছেন তা হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছেন। যেভাবে আমি গত খুতবাতেও বলেছিলাম যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন অথবা তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা কেবল একথা মানানোর জন্য ছিল না যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এখন আর কোন মসীহ্ আকাশ থেকে আসবে না। বরং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য এর চেয়েও অনেক মহৎ আর তা হল আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ তথা একত্ববাদের

বোধ সম্পন্ন এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শের অনুসারী আর আল্লাহর প্রাপ্য ও বান্দার অধিকার প্রদানকারী মানুষের সৃষ্টি হওয়া। এমন মানুষের সৃষ্টি হওয়া যারা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় হবে। অতএব প্রত্যেক আহমদী সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন তার আবশ্যিক কর্তব্য হল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রাখা। সর্বদা এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার নিবেদীতপ্রাণ দাস ও প্রেমিক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সম্মান ও মর্যাদা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তা ও পন্থাই যে এখন খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম তা জগদ্বাসীকে বলতে এসেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদকে বুঝার জন্য এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তাই এখন একমাত্র মাধ্যম। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা অনুসারে মানুষকে মানুষের পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে অবগত করে নিজের অনুসারীদের মাঝে এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এসেছিলেন। অতএব আমাদের প্রত্যেকেই যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়গুলো অনুধাবন না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার জলসায় অংশগ্রহণ করে শুধু শ্লোগান দেয়া অর্থহীন। সাময়িক আবেগ উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করে বা স্লোগান দিয়ে কখনোই আমরা আমাদের অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তন করতে পারব না। হোক সে বাঙালি, ভারতীয়, আরবীয়, ইউরোপিয়ান বা দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী কোন মানুষ। যে-ই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করেছে তাকে এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে কীভাবে তাঁর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং তাঁর প্রকৃত মর্যাদাকে কীভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বান্দার অধিকার কীভাবে প্রদান করা সম্ভব। অতএব আপনারা যারা বাংলাদেশে আপনাদের জলসায় বসে আমার কথাগুলো শুনছেন তারা এ বিষয়টিকে নিজেদের হৃদয়ে প্রোথিত করে এই অঙ্গীকার করুন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য নিজেদেরকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কার্যত সংশোধন হওয়াও সম্ভব নয় আর তবলীগের ক্ষেত্রেও আমরা সফলতা অর্জন

করতে পারব না। এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও মর্ম অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন রচনা, নির্দেশনা ও বক্তব্যের সাহায্য নিতে হবে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব আর এগুলোই হলো আমাদের কর্মপন্থা। এছাড়া এগুলোর অনুসরণ এবং এ সম্পর্কে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি অর্জনই আমাদেরকে সত্যিকার মুসলমান বানায় আর সঠিক অর্থে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সদস্যে পরিণত করবে।



৯২তম সালানা জলসায় লন্ডন থেকে সরাসরি ভাষণ দিচ্ছেন
আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! খোদা আমাদের কাছে প্রকৃত তওহীদ বা একত্ববাদের যে অঙ্গীকার প্রত্যাশা করেন এবং যে অঙ্গীকারের সাথে পরম মুক্তি সম্পৃক্ত তা হলো, আল্লাহ্ তা'লাকে স্বীয় সত্তায় সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র জ্ঞান করা তা হোক প্রতিমা বা মানুষ কিংবা সূর্য। তিনি (আ.) বলেন, এই শিরক্ তা সূর্য হোক বা চাঁদ অথবা নিজ প্রবৃত্তি হোক বা স্বীয় কৌশল কিংবা প্রতারণা হোক বা শঠতা তা থেকে পবিত্র জ্ঞান করা। তাঁর বিপরীতে (অন্য) কাউকে সর্বশক্তিমান জ্ঞান না করা, কোন রিযিকদাতা মনে না করা, কাউকে সম্মানদাতা ও লাঞ্ছণাকারী মনে না করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই সম্মানদাতা আর মানুষ মন্দ কাজ করলে তিনিই লাঞ্ছিত করেন– এ বিষয়টি সর্বদা মাথায় রাখা। কাউকে সাহায্যকারী ও সহায় মনে না

করা। দ্বিতীয়ত বিষয়টি হলো নিজের ভালোবাসা কেবল তাঁরই জন্য নিবেদিত রাখা, নিজের ইবাদত শুধু তাঁর জন্যই করা, নিজের বিনয় কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করা, নিজের সকল আশা ভরসার স্থল তাঁকেই জ্ঞান করা এবং নিজের ভয়ভীতি কেবল তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত করা। অতএব এই তিন ধরনের বিশেষত্ব ছাড়া কোনো তৌহীদই পূর্ণতা পেতে পারে না। তিনি (আ.) আরো বলেন, প্রথমত সত্তাগতভাবে তৌহীদ, অর্থাৎ তাঁর সত্তার বিপরীতে সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্বহীন জ্ঞান করা। সব কিছুকে লয়শীল ও অন্তঃসারশূণ্য মনে করা। (অর্থাৎ সবকিছুই নশ্বর এবং এগুলোর কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে সবই অলীক।) দ্বিতীয়ত গুণগতভাবে তৌহীদ, অর্থাৎ রবুবিয়্যাত (প্রতিপালন) ও উলুহিয়্যাত (উপাসনা)-এর গুণাবলী সৃষ্টিকর্তার ছাড়া অন্য কারো প্রতি আরোপ না করা। (তিনিই আমাদের প্রভু ও প্রতিপালক এবং তিনিই (সেই সত্তা) যাঁর ইবাদত আমাদের করতে হবে আর তিনিই একমাত্র উপাস্য।) বাহ্যত যা কিছু বিভিন্ন জিনিসের প্রতিপালক এবং কল্যাণকর সত্তারূপে পরিক্ষিত হয় এগুলো তাঁরই হস্তে পরিচালিত একটি ব্যবস্থাপনা বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। তৃতীয়ত নিজ ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দিক থেকে তৌহীদ, অর্থাৎ প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি ইবাদতের রীতিনীতির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে খোদা তা'লার শরীক না করা এবং তাঁর মাঝেই বিলীন হয়ে যাও। (সিরাজ উদ্দীন ঈসায়ী কে চার সাওয়ালো কাজওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯-৩৫০)

অতএব প্রকৃত তৌহীদ হলো, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় বিলীন হওয়া আর নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করা এবং তার দাসত্ব অবলম্বন করা। এখন আপনারা সবাই আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন যে, খোদা তা'লার সাথে আমাদের কি এমন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে? অথবা আমরা কি এমন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করি? নাকি সময় এলে আমরা এটি বলি যে, আল্লাহ্‌র সমীপে আমরা বিনত হই, কিন্তু কার্যত সুযোগ পেলে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদের ওপর অধিক নির্ভর করি। আমরা যদি সেই মার্গের তৌহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন তাহলে আমরা সেই খোদা লাভ হয় যাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মাহত্ম্য এবং মর্যাদা সম্পর্কে (নিজেদের মাঝে) ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি করা। যা সৃষ্টির জন্য হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বার বার তাগিদ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, চিন্তা করে দেখ! এসব লোক যখন কুরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধে গিয়ে বলে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত বসে আছেন তখন পাদ্রীরা সমালোচনা করার সুযোগ পায়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তারা বলে বসে, তোমাদের নবী মারা গেছেন (নাউযুবিল্লাহ্)! তিনি (সা.) মর্তীয় সত্তা, কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) জীবিত এবং ঐশী সত্তা। এছাড়া একই সাথে মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করে বলে, তিনি মৃত। একটু চিন্তা করে বল! সেই মহান নবী যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া, তাঁর সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে তারা কি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও খাতামান্নাবীঈন পদবীর অসম্মান করছে না? অবশ্যই তারা তাঁর মানহানি করছে এবং মহানবী (সা.)-এর অবমাননার কারণ হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, এসব লোক পাদ্রীদের দ্বারা ইসলামের যতটা অসম্মান করেছে এবং মহানবী (সা.)-কে মৃত আখ্যায়িত করিয়েছে, এরই শাস্তিস্বরূপ তারা এই দীনতা ও হীনতা এবং লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার সম্মুখীন হচ্ছে। একদিকে তারা মৌখিকভাবে দাবি করে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল কিন্তু অপরদিকে বলে, তিনি ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন আর হযরত ঈসা (আ.) এখনও জীবিত আছেন এবং মৃত্যুবরণ করেন নি। অথচ মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ওয়া কানা ফযলুল্লাহে আলাইকা আযিমা' অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বেশি কৃপা রয়েছে। তাহলে কি আল্লাহ্র এ উক্তি মিথ্যা? অবশ্যই না! এটি পুরোপুরি সঠিক এবং সত্য। বরং তারা মিথ্যাবাদী যারা বলে, মহানবী (সা.) মৃত। এরচেয়ে বড় অবমাননাকর উক্তি আর হতেই পারে না। সত্য কথা হলো, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় এমন শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান যা অন্য কোনো নবীর মাঝে নেই। আমি যা পছন্দ করি তাহলো, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর জীবন্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে না সে আমার দৃষ্টিতে কাফের। (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

মহানবী (সা.) সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আরেক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন থেকে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সকল নবীর গুণবাচক নাম মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে। কেননা তিনি (সা.) সকল নবীর বিভিন্ন উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্বের সমাহার ছিলেন আর এটি সেভাবে যেভাবে তিনি (সা.) সকল নবীর উৎকর্ষ

প্রাপ্ত হয়েছেন। পবিত্র কুরআন ও সমস্ত ঐশীগ্রন্থের সৌন্দর্য্যের সমাহার। যেমন- বর্ণিত হয়েছে যে, ফীহাকুতুবুন কাইয়্যেমা। অর্থাৎ এতে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার শিক্ষাবলী বিদ্যমান। মাফার্‌রাত নাফিল কিতাব। অর্থাৎ এই গ্রন্থে আমরা কোনো প্রকার ত্রুটি রাখি নি। অনুরূপভাবে একস্থানে মহানবী (সা.)-কে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, সকল নবীর অনুসরণ কর। স্মরণ রাখা উচিত যে, নির্দেশ দুই ধরণের হয়ে থাকে। এক ধরণের নির্দেশ হলো শরিয়তের নির্দেশ। যেমন, বলা হয়েছে নামায প্রতিষ্ঠা কর বা যাকাত দাও। কিন্তু কিছু নির্দেশ নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর রং-এ হয়ে থাকে। ইয়ানারু কুনিবারদাও ওয়া সালামান আলা ইবরাহীম। কাজেই তুমি সবার অনুসরণ কর– এ নির্দেশটিও নৈতিক ও চারিত্রিক (নির্দেশ)। অর্থাৎ তোমার প্রকৃতিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নবীদের মাঝে যেসব উৎকর্ষ পৃথক পৃথকভাবে বিদ্যমান ছিল তা যেন একত্রে (তোমার প্রকৃতিতে) বিদ্যমান থাকে। ফলে এর সাথেই যেন সেই উৎকর্ষ ও গুণাবলী মহানবী (সা.)-এর সত্তায় একত্রিত হয়ে গেছে। (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৪, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

পুনরায় খাতামান্নাবীঈন-সংক্রান্ত আয়াতের প্রকৃত মর্ম স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, অতএব এ সমস্ত গুণ ও উৎকর্ষের সমষ্টির ফলেই তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের পরিসমাপ্ত ঘটেছে। তাই (আল্লাহ্ তা'লা) বলেছেন, "মাকানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির্‌রিজালিকুম ওয়ালা কির্‌রাসুলাল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবীঈন"।

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মত কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীদের খাতাম তথা মোহর। খতমে নবুয়্যতের এটিই অর্থ যে, নবুয়্যতের সমস্ত গুণাবলী ও উৎকর্ষ তোমার সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে আর ভবিষ্যতের জন্য নবুয়্যতের উৎকর্ষ লাভের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া স্বাধীনভাবেও আর কোনো নবী আসবে না। নবী শব্দটি আরবি এবং ইবরানি উভয় ভাষায় সমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদপ্রাপ্ত এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যাঁরা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সংবাদ পেতেন তারা নবী আখ্যায়িত হতেন আর এটি যেন একটি পরিভাষায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং মোহর মেরে

দিয়ে (বলেছেন), মুহাম্মদ (সা.)-এর মোহর ছাড়া আর কোনো নবী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাঁর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত না হবে। মহানবী (সা.)-এর উম্মতভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এই উম্মতের অর্ন্তভুক্ত হওয়া ছাড়া এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া ব্যতীত কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতে পারে তাহলে তাকে আমার সামনে উপস্থাপন কর। (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫, ৪র্থ সংস্করণ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, দেখ! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউ নিউহবিব কুমুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণই একমাত্র পথ। এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই যা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করাবে। এক অদ্বিতীয় খোদার সন্ধানই মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিরক ও বিদআত পরিহার করা উচিত। কুপ্রথার অনুসরণ আর কামনা বাসনার দাসত্ব করা উচিত নয়। দেখ! আমি আবারও বলছি, মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনভাবেই মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পুনরায় বলেন, আমাদের রসূল কেবল একজনই এবং একটিই (ধর্মগ্রন্থ) পবিত্র কুরআন সেই রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যাঁর অনুসরণে আমরা খোদা তা'লাকে লাভ করতে পারি। বর্তমান যুগের পীর-মুর্শিদদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং তাদের উত্তরসূরিদের দোয়া, দুরূদ ও বিভিন্ন ধরণের ওজিফা মূলত সঠিক পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করারই একটি মাধ্যম। অতএব তোমরা এসব এড়িয়ে চল। এসব লোক মহানবী (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন হওয়ার মোহরকে ভাঙার চেষ্টা করেছে। তারা যেন নিজেদের জন্য ভিন্ন একটি শরিয়ত বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা স্মরণ রেখো! পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার অনুসরণ আর নামায, রোযা প্রভৃতির শরিয়ত সম্মত পন্থা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও আশিসের দ্বার উন্মোচনের আর কোন চাবি নেই। সেই ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত যে এসব পথ পরিত্যাগ করে কোনো নতুন পথ অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশনার আনুগত্য করে নি সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মরবে। বরং ভিন্ন

কোনো পন্থায় তাঁর সন্ধান করে। অতএব কোনো পীরও মুক্তির কারণ হতে পারে না আর কোনো মৌলবিও। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ এবং আনুগত্যের মাঝে নিহিত। (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০২-১০৩, সংস্করণ ২০০৩ রাবওয়া)

যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বান্দাদের পারস্পারিক অধিকার প্রদানের বিষয়ে উপলব্ধি সৃষ্টির জন্য এসেছিলেন। তিনি (আ.) বলেছেন, তোমরা যদি পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না কর তাহলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আর ইসলামের সাথেও তোমাদের কোনো সংশ্রব নেই।

তিনি (আ.) আমাদের বলেছেন, মহানবী (সা.) শান্তি, সৌহার্দ্র এবং বান্দার অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করেছেন। তিনি (আ.) আমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার এই প্রেরিত মহান নবী (সা.)-কে চেনার বোধশক্তি সৃষ্টি করিয়েছেন যিনি সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি (আ.) আমাদের বলেছেন, পবিত্র কুরআন সকল শ্রেণির মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলামের এই শান্তি ও নিরাপত্তার নীতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন তাঁদের সবাইকে যদি আমরা সত্য নবী জ্ঞান করি তাহলে এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, নিরাপত্তা বিধায়ক, শান্তির ভিত রচনাকারী এবং নৈতিক অবস্থাকে দৃঢ়তা দানকারী একটি নীতি। তাঁরা ভারত, পারস্য, চীন বা অন্য যে কোনো দেশেই এসে থাকুন না কেন, কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের ধর্মের মূলকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে দিয়েছেন এবং কয়েক শতাব্দী যাবৎ সে ধর্ম চলে এসেছে। এটিই সেই নীতি যা কুরআন আমাদেরকে শিখিয়েছে। এ নীতির অধীনেই আমরা প্রতিটি ধর্মের সেসব প্রধান বা নেতাকে যাঁদের জীবন এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি। তাঁরা হিন্দু ধর্মের নেতা হোন বা ইরানী বা চীনাদের নেতা কিংবা ইহুদি ধর্ম বা খ্রিষ্ট ধর্মেরই নেতা। (তোহ্ফা কায়সারীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৫৯)

এ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলেন, একথাও বলার দাবি রাখে যে, ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ধর্মের শুধু দুটি অংশ রয়েছে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যই কেবল দুটি। প্রথমত এক

খোদাকে জানা, যেভাবে তিনি সত্যিকার অর্থেই বিদ্যমান এবং তাঁকে (সেভাবে) ভালোবাসা আর তাঁর সত্যিকার আনুগত্যে নিজেকে নিয়োজিত করা যেভাবে ভালোবাসা ও আনুগত্যের শর্ত রয়েছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো তাঁর বান্দাদের সেবা করা এবং তাদের সহমর্মিতায় নিজের সকল শক্তিকে নিয়োজিত করা আর বাদশাহ্ থেকে আরম্ভ করে নিম্ন পর্যায়ের যে মানুষটিই অনুগ্রহ করবে তার সাথে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ও অনুগ্রহের আচরণ করা।

অতএব যে নিজেকে মুসলমান হওয়ার দাবি করে এমন প্রত্যেকের দায়িত্ব নিজের ওপর (এ দুটি শর্ত) আরোপ করা উচিত। এটি হলো সেই লক্ষ্য যা অর্জনের জন্য প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত। পরিতাপ! মুসলমানরা এই নীতিকে ভুলে বসে আছে। এ কারণেই বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে। সাধারণ নাগরিক ও সরকার একে অপরকে হত্যা করছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই একে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। সরকার জনগণের কাছে আর জনগণ সরকারের কাছে অবৈধ দাবি দাওয়া পেশ করে।

এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, এক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজা-বাদশারা প্রজাদের ওপর রাজত্ব করে আর অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজারা রাজা-বাদশাদের ওপর রাজত্ব করে। যতদিন পর্যন্ত এ দুয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় থাকে ততদিন পর্যন্ত সেই দেশে শান্তি বিরাজ করে। প্রজা কিংবা রাজা-বাদশার পক্ষ থেকে যখনই কোনো ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় তখন দেশের শান্তি বিনষ্ট হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়পক্ষ থেকে সুবিচার নিশ্চিত না হবে আর নিজেদের দায়-দায়িত্ব পূর্ণ করার এবং পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের চেতনা না থাকবে ততক্ষণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। যেভাবে আমি বলেছি, যেসব দেশ মুসলমান হওয়ার দাবি করে বর্তমানে তাদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা আহমদীরা যে দেশেই বসবাস করি না কেন আমাদের দায়িত্ব হলো, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং সুবিচারের সত্যিকার ইসলামী চেতনা সম্পর্কে জগদ্বাসীকে অবগত করতে হবে যেন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় আর পরস্পরের অধিকার যেন সঠিকভাবে প্রদান করা হয়।

একজন প্রকৃত আহমদীকে মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিকীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আসল কথা হলো, সবচেয়ে কঠিন এবং স্পর্শকাতর বিষয় হলো বান্দার

অধিকার প্রদান করা, কেননা সবসময় এর মুখোমুখি হতে হয় আর সর্বদা এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব এ পর্যায়ে খুবই সতর্কতার সাথে পদচারণা করা উচিত। আমার রীতি হলো, শত্রুর সাথেও যেন সীমাতিরিক্ত কঠোরতরা প্রদর্শন না করা হয়। কেউ কেউ তাকে (অর্থাৎ শত্রুকে) ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে চায়। এই চিন্তায় তারা বৈধ ও অবৈধ বিষয়ের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। তার দুর্নামের মানসে তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, মিথ্যা আশ্রয় নিয়ে তার গীবত করে এবং অন্যদেরকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এখন তোমরাই বল! সামান্য শত্রুতার ফলে সে কত বেশি মন্দকর্ম ও পাপের ভাগীদার হলো। আর এরপর এসব পাপ যখন বংশবিস্তার করবে তখন বিষয়টি কত দূর গড়াবে? আমি সত্য সত্যই বলছি, তোমরা ব্যক্তিগত কারণে কাউকে শত্রু মনে করবে না আর হিংসা ও বিদ্বেষের এ অভ্যাসকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার কর। খোদা তা'লা যদি তোমাদের সাথে থাকেন আর তোমরা খোদা তা'লার হয়ে যাও তাহলে তিনি শত্রুদেরও তোমাদের সেবকের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কিন্তু খোদার সাথেই যদি তোমাদের সম্পর্ক না থাকে আর তাঁর সাথেই যদি কোনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক না থাকে এবং তোমাদের চালচলন যদি তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থি হয় তাহলে খোদার চেয়ে বড় শত্রু তোমাদের আর কে হবে? সৃষ্টির শত্রুতা মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে, কিন্তু খোদা শত্রু হয়ে গেলে আর সমগ্র সৃষ্টিকুল বন্ধু হলেও কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। তাই তোমাদের রীতিনীতি যেন নবীদের রীতিনীতির মতো হয়। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হলো, ব্যক্তিগত কারণে যেন শত্রুতা না থাকে। ভালোভাবে স্মরণ রেখো! মানুষ তখন সম্মান ও সৌভাগ্য লাভ করে যখন সে ব্যক্তিগতভাবে কারো শত্রু না হয়। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সম্মানের বিষয় হলে তা ভিন্ন কথা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সম্মান করে না, বরং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তাকে তোমরা তোমাদের শত্রুজ্ঞান কর। কিন্তু শত্রু মনে করার অর্থ এটি নয় যে, তোমরা তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে আর অযথা তাকে কষ্ট দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। না, বরং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর আর (বিষয়টি) আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। সম্ভব হলে তার সংশোধনের জন্য দোয়া কর। নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে নতুন কোনো ঝামেলা বাধিও না। (মলফূযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৫, সংস্করণ ১৯৮৪)

আবার উন্নত নৈতিকতা এবং বান্দার অধিকার প্রদানের বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রতিদিনই প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এসব বিষয়ের প্রতি সে কতটা সচেতন এবং সে তার ভাইদের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল আচরণ করে। মানুষের ওপর এর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাবার খাওয়াও নি। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম তুমি আমাকে পানি দাও নি। আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার শুশ্রূষা কর নি। যাদেরকে এসব প্রশ্ন করা হবে তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আবার কবে ক্ষুধার্ত ছিলে যে, আমরা তোমাকে খাবার দেই নি? তুমি কখন পিপাসার্ত ছিলে যে, আমরা তোমাকে পানি দেই নি? তুমি কবে অসুস্থ ছিলে আর আমরা তোমার শুশ্রূষা করি নি? আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তরে বলবেন, আমার অমুক বান্দার এসব বিষয় প্রয়োজন ছিল কিন্তু তুমি তার প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন কর নি। তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা মূলত আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের নামান্তরই ছিল। অনুরূপভাবে অরেকটি দলকে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, সাবাস! তোমরা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলে। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাবার খাইয়ে ছিলে। আমি পিপাসার্ত ছিলাম তোমরা আমাকে পানি পান করিয়েছ। সে দলটি নিবেদন করবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার সাথে কবে এমনটি করলাম?

তখন আল্লাহ্ তা'লা উত্তরে বলবেন, আমার অমুক বান্দার প্রতি তোমরা যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলে সেটি আসলে আমার প্রতি সহানুভূতি ছিল। এক কথায় খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা অনেক বড় বিষয়। আল্লাহ্ এটি খুবই পছন্দ করেন। এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে যে, সে তার প্রতি নিজ সহমর্মিতা প্রদর্শন করে। সচরাচর এটিই হয়ে থাকে যে, কোনো ব্যক্তির চাকর যখন তাঁর কোনো বন্ধুর কাছে যায় আর সে ওই ব্যক্তির কোনো খবরও না নেয় তাহলে কি এর দ্বারা সেই মনিব সে যার সেবক তার বন্ধুর প্রতি সন্তুষ্ট হবে? কখনোই নয়। অথচ সে তাকে কোনো কষ্টই দেয় নি। কিন্তু না, বরং সেই চাকরের সাথে উত্তম আচরণ করা আসলে সেই মালিকের সাথে উত্তম আচরণের নামান্তর। এভাবে মানুষ আল্লাহ্‌র কোন বান্দার প্রতি অবহেলা করবে এটিও আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। কেননা তিনি তাঁর সৃষ্টিকে খুব

ভালোবাসেন। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে সে যেন তার খোদাকেই সন্তুষ্ট করে। মোটকথা (এটি হলো) নৈতিকতার সকল উন্নতির চাবিকাঠি। আমার মতে বান্দাদের অধিকার প্রদানের বিষয়টি আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথকে সুগম করে। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করে আল্লাহ্ তা'লা তার ঈমানকে নষ্ট হতে দেন না। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং নিজের দুর্বল ভাইয়ের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে তখন এই আন্তরিকতার কারণে তার ঈমান দৃঢ়তা লাভ করে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, লোক দেখানোর জন্য এবং প্রশংসা কুড়ানোর জন্য যেসব ভালো কাজ করা হয় তা কখনোই খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয় না আর এগুলোতে সত্যিকার নিষ্ঠা না থাকার কারণে কোনো লাভ হয় না। এভাবে তো অনেক মানুষই বিভিন্ন স্থানে সরাইখানা বা এ ধরণের অন্যান্য জায়গা বানিয়ে দিলেও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে খ্যাতি লাভ করা। কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার জন্য কোন কাজ করে তাহলে তা যত ছোটই হোক না কেন আল্লাহ্ তা'লা তা নষ্ট করেন না, বরং এর প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

তিনি (আ.) বলেন, আমি তাযকেরাতুল আউলিয়া পুস্তকে পড়েছি, একজন আল্লাহ্‌র ওলী বলেন, একবার বৃষ্টি শুরু হয় আর তা কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। বৃষ্টির সে দিনগুলোতে আমি ৮০ বছর বয়স্ক এক অগ্নি-উপাসক বৃদ্ধ লোক ঘরের ছাদে চড়ুই পাখিকে শস্য দানা খাওয়াতে দেখি। গাবার বা অগ্নি-উপাসক হলো তারা যেসব লোক অগ্নিপূজা করে। কাফেরের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়– একথা চিন্তা করে আমি তাকে বলি, তোমার এ কর্মের মাধ্যমে তুমি কি কোনো পুণ্য পাবে? সেই অগ্নি-উপাসক উত্তরে বলে, হ্যাঁ অবশ্যই হবে। পরে সেই আল্লাহ্‌র ওলী আবার বলেন, একবার আমি হজে গিয়ে দেখি সেই অগ্নি-উপাশক কাবা শরীফের তাওয়াফ করছে। সেই অগ্নি-উপাসক আমাকে চিনে ফেলেন এবং বলেন, (এখন) দেখ! সেই শস্যদানার পূণ্য বা প্রতিদান আমি পেয়েছি, নাকি পাই নি? অর্থাৎ সেই শস্যদানাই আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে গেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্রই অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এটিই উদ্দেশ্য। (মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৯, নব সংস্করণ রাবওয়া।)

আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন, সকল মু'মিন মুসলমান পরস্পর

ভাই ভাই। এমন অবস্থায় যে, তোমাদের মাঝে যেন ইসলামী ভ্রাতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত থাকে আর এই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ভ্রাতৃত্বের আরেকটি বন্ধনও যেন স্থাপিত হয়। এখানে তিনি (আ.) আহমদীদের সম্বোধন করে বলছেন, একদিকে তোমাদের মাঝে যেন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অন্য ভ্রাতৃত্বও যেন বৃদ্ধি পায়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কেবল দুই ধরণের অধিকারই রেখেছেন। (সেগুলো হলো) আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার। তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভ্রুক্ষেপহীন সে অবশেষে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানও ছেড়ে দেয়। কেননা বান্দার অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'লারই নির্দেশ যা (আসলে) আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানেরই অধীনস্থ একটি বিষয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তাঁর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার এবং আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের সৌভাগ্য দান করুন। মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা অনুধাবনের এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর (আগমনের) উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করারও তৌফিক দিন। এছাড়া পরস্পরকে পরস্পরের অধিকার প্রদানেরও সৌভাগ্য দান করুন। আমরা যেন সত্যিকার ইসলামের প্রচারক হতে পারি এবং জগদ্বাসীকে যেন এটি মানাতে পারি যে, ইসলামই সেই ধর্ম যার সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করতে পারে আর পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমার দোয়া হলো, আমরা সবাই যেন এ অনুসারে আমল করতে পারি। আমার আরো দোয়া থাকবে, এই মূহুর্তে সেখানে বসে থাকা বাংলাদেশের জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে তাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান আর তাদের বাড়িঘরেও সার্বিক কল্যাণ বিধান করুন। বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতিও বেশ খারাপ হয়ে যায়, তাই সকল আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে আবৃত্ত রাখুন। এছাড়া পৃথিবীর যেখানেই আহমদীরা সমস্যার সম্মুখীন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রাখুন। আসুন দোয়া করে নেই।[৪১]

এমটিএ-র মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীরা জলসা উপভোগ করেন। ঢাকায় জলসায় ৫ হাজার ৮০০ এবং লন্ডনে জলসায় ৩ হাজার ৭০০ জন উপস্থিত

ছিলেন। এ জলসায় কাদিয়ান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশ থেকে বিদেশী মেহমান আগমন করেন।

২০১৭

৩, ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশে জামা'তের ৯৩ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয়। বাংলার মাটিতে ১৯১৭ সালে জলসা শুরুর প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের জলসা শতবার্ষিকী জলসা হিসেবে স্বীকৃত। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি লন্ডন থেকে আগত মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের। নযম পেশ করেন জনাব কাশেম হোসাইন পিয়াস। উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন সম্মানিত প্রতিনিধি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী বিষয়ে মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত শান ও মর্যাদা বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ এবং কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বিষয়ে মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন বক্তৃতা করেন।



আহমদীয়াতের পতাকা এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর
হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি দোয়া পরিচালনা করেন।

৪ ফেব্রুয়ারি সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর

সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। নযম পেশ করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। মওলানা শরীফ আহমদ নামায প্রতিষ্ঠা মু'মিনের আবশ্যক দায়িত্ব, মওলানা জাফর আহমদ দোয়া আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ভিত্তি, মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ আহমদী মেয়েদের উদ্দেশ্যে যুগ-খলীফার সাম্প্রতিক নির্দেশনা এবং হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি লাজনাদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর তরবিয়তমূলক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন।



৯৩তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর ঢাকা। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ইকরাম খান ফাহিম এবং নযম পেশ করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস। ইসলাম সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিষয়ে জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী বক্তৃতা করেন। মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। রাজনৈতিক খিলাফত বনাম ঐশী খিলাফত বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শ্রী ভেন করুনানন্দ থেরো। অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া খিলাফতের ভূমিকা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী ও শ্রী কাজল দেবনাথ।



৯৩তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা শেখ শরীফ আহমদ (বামে) ও
মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ (ডানে)।

৫ ফেব্রুয়ারি সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মোহাম্মদ গোলাম রসূল। নযম জনাব গাজী মোহাম্মদ ইরফান। বক্তা মওলানা বশিরুর রহমান বিষয় স্মৃতিতে অম্লান শহীদানে আহমদীয়া। ইসলামে আর্থিক কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ। ভারতের গুজরাট থেকে আগত

মওলানা নাভিদ ফাতাহ তবলীগের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন জনাব রাশেদ খান মেনন। এরপর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরষ্কার প্রদান করা হয়।



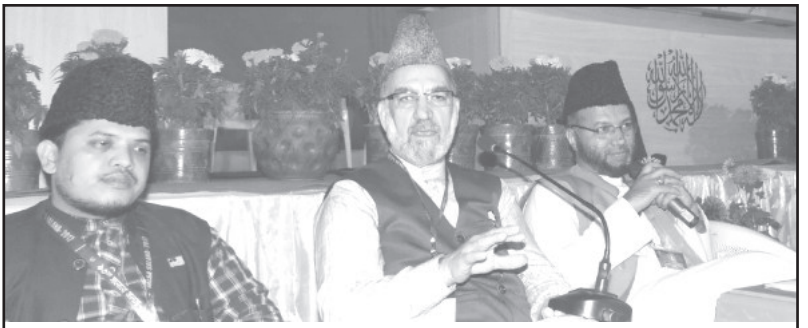
বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী (বামে) ও
মওলানা সালেহ আহমদ (ডানে)।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব হাসানুল হক ইনু (বামে)
ও শ্রী কাজল দেবনাথ (ডানে)।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব মঈনউদ্দীন খান বাদল (বামে)
ও শ্রীমতি পদ্মাবতী দেবী (ডানে)।



জলসার পর তবলীগি সভায় অন্যান্যদের মাঝে
মির্যা মোহাম্মদ আফজাল, সাবেক প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, কানাডা।

সমাপ্তি অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসীহ উর রহমান এবং নযম পেশ করেন জনাব নাসের আহমদ। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেব বক্তৃতা করেন। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জলসার প্রথম দিন জুম্মার খুতবায় লন্ডন থেকে বাংলাদেশের এ জলসা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত নসিহতমূলক বক্তব্য শুনানো হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।



জলসার পর ব্র্যাক সেন্টারে সুধীজনের সম্মানে অনুষ্ঠিত নৈশ্যভোজে মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবের সাথে করমর্দন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী।

২০১৮

বাংলাদেশ জামা'তের ৯৪তম সালানা জলসা ২, ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের। নযম পেশ করেন জনাব কাশেম হোসাইন পিয়াস। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব। অতঃপর বক্তৃতা করেন মওলানা বশিরুর রহমান বিষয় আল্লাহ্ তা'লাকে চেনা ও তাঁকে লাভ করার উপায়, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান বিষয় ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান আদর্শ এবং মওলানা সালেহ আহমদ বিষয় কুরআন শরীফের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফুরাদ আহমদ এবং নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী বিষয় নামায প্রতিষ্ঠার প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের কর্তব্য, মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ বিষয় ঐশী খিলাফত ও আমাদের দায়-দায়িত্ব, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বিষয় ইসলামী হিজাব: নারীর সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। এরপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মূল্যবান ভাষণ দান করেন।



৯৪তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ।
বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান।
বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা সালেহ আহমদ।

পরবর্তী অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন। নযম পেশ করেন জনাব এস এম এ জুবায়ের। বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন বিষয় আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে মুল দু'টি আপত্তির খণ্ডন, জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ

খলীফার ভূমিকা এবং অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী আল কুরআন ও প্রকৃত জিহাদ। আমন্ত্রিত অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারা হলেন– বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব শাহরিয়ার কবির, হাক্কানী মিশনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর মেসবাউল ইসলাম, করুনা ভিক্ষু, জনাব জুলফিকার আলী মানিক, শ্রী কাজল দেবনাথ, শ্রীমতি পদ্মাবতী দেবী, ব্রাদার গিযম, ধনবাড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব শফিকুল ইসলাম এবং প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। পরিশেষে পাকিস্তান থেকে আগত এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের বড় ছেলে আজিজুর রহমান ওয়াক্কাস বক্তৃতা প্রদান করেন।



৯৪তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা কামাল ইউসুফ।
বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা সালেহ আহমদ।

তৃতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তিলওয়াত করেন জনাব ইকরাম খান ফাহিম। নযম পেশ করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক বিষয় ইসলামের সেবায় আর্থিক কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থা। মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান বিষয় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম। জনাব মীর মোহাম্মদ আলী বিষয় সঠিক জীবন সঙ্গী নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা, মওলানা সৈয়দ মোজাফফর আহমদ বিষয় শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের শুভাগমন ও তাঁর সত্যতা। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন জনাব রাশেদ খান মেনন। অতঃপর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।



বক্তব্য রাখছেন মওলানা জাফর আহমদ (বামে) ও
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক (ডানে)।



৯৪তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব রাশেদ খান মেনন (বামে) ও
জনাব ওমর বিন আব্দাল আজিজ (ডানে)।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (বামে) ও
জনাব জুলফিকার আলী মানিক (ডানে)।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব করুনা ভিক্ষু (বামে) ও
জনাব শাহরিয়ার কবীর (ডানে)।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মেসবাউল ইসলাম, হাক্কানী মিশন (বামে)
ও এডভোকেট আজিজুর রহমান ওয়াক্কাস (ডানে)।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী।
মঞ্চে অন্যান্যরা।



জলসায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।

পরবর্তী অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসীহ উর রহমান, নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। বক্তৃতা করেন মওলানা জাফর আহমদ বিষয় দোয়াই আমাদের অস্ত্র। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব ওমর বিন আব্দাল আজিজ। লন্ডন থেকে আগত মওলানা কামাল ইউসুফ বক্তব্য রাখেন, তাঁর বিষয় প্রাথমিক যুগের আহমদী মোবাল্লেগদের ঈমানোদ্দীপক ঘটনা। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান। এরপর বক্তব্য রাখেন সভাপতি ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন হয়। বক্তৃতা প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় ৭২৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। ৫৬ জন বয়আত করেন। বিদেশী মেহমান ছিলেন ১২ জন।



জলসার পর ব্র্যাক সেন্টারে নৈশ্যভোজে বক্তব্য রাখছেন জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল। মঞ্চে বাম দিক থেকে বসা সর্বজনাব এডভোকেট সুলতানা কামাল, ড. কামাল হোসেন, মোবাশশের উর রহমান, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মওলানা কামাল ইউসুফ।



ব্র্যাক সেন্টারে নৈশ্যভোজে উপস্থিত সর্বজনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল, মীর মোহাম্মদ আলী ও আব্দুল খালেক বাঙালি।

২০১৯

১৯১৭ সালে প্রথম সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হবার পর ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সাল ব্যতীত ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় ও পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাদেশিক সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অতঃপর ১৯৫১ সাল থেকে প্রাদেশিক জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরিবর্তে দারুত তবলীগ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। অনিবার্য কারণে ১৯৫৭, ১৯৬৪, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭২ এবং ১৯৮৮ সাল ছাড়া ২০১৮ সাল পর্যন্ত ঢাকার দারুত তবলীগে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৯ সালের বাংলাদেশ জামা'তের ৯৫তম সালানা জলসা ঢাকার পরিবর্তে আহমদনগরে জামা'তের নিজ ভূমিতে ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ বৃহৎ আকারে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং স্থানীয় প্রশাসন থেকে অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ জলসাকে কেন্দ্র করে মোখালেফাত শুরু হয়।

আহমদীয়া জামা'ত বিরোধী উগ্রবাদী মৌলবিরা বিভিন্ন স্থান থেকে পঞ্চগড়ে গিয়ে স্থানীয় মৌলবিদের নিয়ে জলসা প্রতিহত করতে আন্দোলন শুরু করে। সম্মিলিত খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণ পরিষদ পঞ্চগড়, আওয়ামী ওলামা লীগ, পঞ্চগড় যুব সমাজ এবং ঈমান আকিদা সংরক্ষণ কমিটি প্রভৃতি নামে আন্দোলন চাঙ্গা করে তুলে। তারা আমাদের জলসার নিকটবর্তী স্থানে ২১-২৫ ফেব্রুয়ারি ৫ দিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় এবং স্থানীয় প্রশাসন থেকে অনুমতির চাপ প্রয়োগ করে।

স্থানীয় প্রশাসন তাদের সাথে এবং আহমদীয়া জামা'তের প্রতিনিধিদের সাথে দফায় দফায় সভা করে। অতঃপর ইসলামের নামে অইসলামিক কাজে জড়িত উগ্রবাদী মৌলবিরা ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে আহমদনগরে আহমদীদের বাড়িঘর ও দোকানে সহস্র আক্রমণ করে। এতে অনেকে আহত হন। অনেকের বাড়িঘর ও দোকান ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

যারা আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে ক'জন হলেন– সর্বজনাব (১) নজির হোসেন, (২) আশিক আহমদ, (৩) মোশারফ আহমদ, (৪) আতাউর রহমান এবং (৫) খায়রুল আলম।



১২ ফেব্রুয়ারি রাতে আহমদনগরে আহমদীদের বাড়িঘর ভাংচুরের দৃশ্য।



১২ ফেব্রুয়ারি রাতে আহমদনগরে আহমদীদের বাড়িঘরে
অগ্নি সংযোগে পুড়ে যাওয়া দৃশ্য।

যাদের বাড়িঘর ও দোকান ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয় তারা হলেন– সর্বজনাব (১) আবু মহসীন মোড়ল, (২) জাহাঙ্গীর আলম, (৩) মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক (৪) প্রফেসর মহিউদ্দীন আহমদ (৫) গাজী সালাহউদ্দীন (৬) রকিব হোসেন, (৭) মাষ্টার আবুল হাসান, (৮) স্বপ্না মেহতাব, (৯) উসমান আলী, (১০) মওলানা সালেহ আহমদ, (১১) জসিম আহমদ, (১২) আকবর বাদশা, (১৩) তৌহিদুল ইসলাম টিটু, (১৪) হাফিজুল

ইসলাম, (১৫) রহিমা খাতুন, (১৬) শিহাব উদ্দীন মুন্সী, (১৭) নাসের আহমদ পাটোয়ারী, (১৮) হুমায়ুন আহমদ এবং (১৯) মোতালেব হোসেন খান। অতঃপর ১৩ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় প্রশাসন আমাদের জলসা স্থগিত করে।



১৩ ফেব্রুয়ারি আহমদনগরে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী এবং মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্যগণ।

এ নির্মম ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি আহমদনগরে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি বকশী বাজার দারুত তবলীগে এসে দেশ থেকে মৌলবাদীদের উৎখাত এবং আহমনগরের ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানান।



১৬ ফেব্রুয়ারি বকশী বাজার দারুত তবলীগে প্রেস ব্রিফিং ও মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব শাহরিয়ার কবীর। মঞ্চে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোহাম্মদ করিম উদ্দীনসহ অন্যান্যরা।

প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন আহমদনগর সফর করে আহমদীদের ওপর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন– 'বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ, এদেশের প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। এদেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ কিছুটা প্রসমিত হলেও মৌলবাদ নির্মূল হয় নি। তাই আহমদীদের ওপর আক্রমণ হয়। তাদের জলসা ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ছিল এবং আমি ২৩ ফেব্রুয়ারি জলসায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদানের আশা ছিল। কিন্তু আজ ২৩ ফেব্রুয়ারি এ জলসার অনুষ্ঠান ব্যতীত আগমন করি। এ জলসা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন।'



২৩ ফেব্রুয়ারি আহমদনগরে জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি-এর সাথে জামা'তের অন্যান্যগণ।

এমনকি মেনন সাহেব জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ পঞ্চগড়ের আহমদনগরে আহমদীদের ওপর অত্যাচারের নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং হেফাজতে ইসলামের নেতা মৌলবি মোহাম্মদ সফি যিনি তেতুল হুযূর নামে পরিচিত, তার ইসলামের নামে অমানবিক কাজের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "মাননীয় স্পিকার, তেতুল হুযূরের দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আজকে কওমী জননী উপাধী দিয়েছে। কওমী শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুলধারায় নিয়ে আসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। কিন্তু

মাননীয় স্পিকার, এ ব্যাপারে যদি সতর্ক না হই তাহলে বুঝতে হবে আমরা কোন বিষ বৃক্ষ এখানে আজকে রোপন করতে পেরেছি। হেফাজতের নেতৃত্বে মোল্লাতন্ত্র আজকে দেশ দখলের জন্য মেতে উঠেছে।

আমরা জানি এই হেফাজতকারীরা তাদের মোল্লাতন্ত্রে আজকে দেশে চরম পাশ্চাত্যের ভাবনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আজকে তারা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভাজনে লিপ্ত হয়েছে। আজ হিন্দুদের উপর আক্রমণ, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ও বৌদ্ধদের উপর আক্রমণ আমরা দেখেছি। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে এমন কি তবলীগি জামাতকে নিয়ে বিভাজন সৃষ্টির ঘটনা দেখেছি, খুনাখুনীর ঘটনা দেখেছি। মাননীয় স্পিকার আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি নিয়ে সেই পাকিস্তানী কায়দায় আজকে খতমে নবুওয়ত দাবি তুলেছে। আমরা তাতে অনেকখানি আত্মসমর্পন করেছি।"



৫ মার্চ জাতীয় সংসদে মৌলবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে
বক্তব্য রাখছেন জনাব রাশেদ খান মেনন।

তারপরও স্থানীয় প্রশাসন আমাদের জলসার পুনরায় অনুমতি প্রদানে গড়িমসি করতে থাকে। এমনকি দেশের উচ্চ মহল থেকে জলসার অনুমতির জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলেও স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে কালক্ষেপণ করে।



৭ মার্চ জার্মানীর রাষ্ট্রদূত জনাব পিটার ফ্যারেন হুলস আহমদনগর পৌঁছলে
তাকে অভ্যর্থনা জানান জনাব মোবাশশের উর রহমান ও
জনাব আহমদ তবশির চৌধুরীসহ অন্যান্যগণ।

৭ মার্চ জার্মানীর রাষ্ট্রদূত জনাব পিটার ফ্যারেন হুলস আহমদনগর সরেজমিন পরিদর্শন করে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন– "আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা শান্তি প্রিয় মানুষ। জার্মানীতে তারা নিজ নিজ ধর্ম পালন, সামাজিক শান্তি এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করেন। আমি পূর্বে কানাডায় অবস্থানকালে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদেরকে দেখেছি, তাদের খলীফা হুযূর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাদের ওপর অত্যাচার অমানবিক। তাদের জলসা করতে দেওয়া উচিত।"

১৬ এপ্রিল পঞ্চগড়ে মৌলবি মোহাম্মদ সফির আগমনে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠানের অজুহাতে জলসার অনুমতি প্রদানে অনীহা দেখায়। অবশেষে অনেক চেষ্টা তদবীরের পর স্থানীয় প্রশাসন জলসা ৩ দিনের পরিবর্তে ২ দিনের ১ ও ২ মে অনুষ্ঠানের মৌখিক সম্মতি প্রদান করে। ফলে ২ দিনের জলসার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। কিন্তু ৩০ এপ্রিল লিখিতভাবে ২ মে ১ দিনের জলসার অনুমতি প্রদান করা হয়। তা-ও আবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এবং এতে অনেক কঠিন শর্তও আরোপ করা হয়। যা দেশের সংবিধান এবং মানবাধিকারের পরিপন্থী।

আহমদীরা সরকারের আনুগত্যশীল। তাই একদিনের জলসা নির্ধারিত সময়ে সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করা হয়। অনেক প্রতিকুলতা এবং অনেক চড়াই উৎড়াইয়ের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ৯৫তম সালানা জলসার অনুষ্ঠানমালা সফল করে। তবে আমাদের ৩ দিনের জলসা প্রশাসন কর্তৃক ১ দিনের অনুমতি প্রদান একটি হৃদয়বিদারক ও অমানবিক ঘটনা। তাই এ জলসা একটি ঐতিহাসিক জলসা হিসেবে স্বীকৃত।

বলাবহুল্য, ফেব্রুয়ারি মাসের জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে ভারত থেকে শুভাগমন করেছিলেন মওলানা মোহাম্মদ করিমউদ্দীন সাহেব। ২ মে অনুষ্ঠিত জলসায় উপস্থিত ছিলেন লন্ডন থেকে আগত হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা আহমদ তারেক মোবাশ্বের।

২ মে ২০১৯ তারিখ সকালে জাতীয় পতাকা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন মওলানা আহমদ তারেক মোবাশ্বের।



৯৫তম সালানা জলসায় জাতীয় পতাকা ও আহমদীয়া জামা'তের পতাকা উত্তোলনের পর দোয়ায়রত মোহতরম ন্যাশনাল আমীরসহ জামা'তের অন্যান্যগণ।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর দোয়া কবুলিয়ত– আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা

সালেহ আহমদ, আর্ত মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিষয়ে আহমদ তবশির চৌধুরী, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে মওলানা শেখ শরীফ আহমদ, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া খিলাফতের ভূমিকা বিষয়ে অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যুর বিতর্ক ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন এবং বাংলাদেশে আহমদীয়াতের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোবাশশের উর রহমান।



পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন।
মঞ্চে উপস্থিত জামা'তের অন্যান্যগণ।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আহমদ তারেক মোবাশ্বের।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়।

২০২০

বাংলাদেশ জামা'তের ৯৬তম সালানা জলসা ২৮, ২৯ ও ১ মার্চ ২০২০ তারিখ আহমদনগরে অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাই প্রশাসন হতে অনুমতির প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু অনুমতি প্রদানে গড়িমসি করতে থাকে। এমনকি বিষয়টি প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আরজ করা হলেও কালক্ষেপণ হতে থাকে। অবশেষে তিনদিনের পরিবর্তে একদিনের ১ মার্চ ২০২০ তারিখ জলসার অনুমতি পাওয়া যায়। এটা মানবতা বিরোধী এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার লংঘন।



৯৬তম সালানা জলসায় জাতীয় পতাকা ও আহমদীয়া জামা'তের পতাকা উত্তোলন করছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি।

তবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার বরকতে তিন দিনেরই জলসার প্রস্তুতি নেয়া হয়। আশেকে রসূলরা ঐশী প্রেমের টানে আহমদনগরে গিয়ে উপস্থিত হন। ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার জুমুআর নামায পড়ান হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা আব্দুল মাজেদ তাহের এডিশনাল উকিলুত তবশির লন্ডন। সন্ধ্যা ৭টায় এমটিএ-এর মাধ্যমে হুযূর (আই.)-এর খুৎবা

মনোমুগ্ধ হয়ে সকলে শ্রবন করেন। ৬৫টি ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআনের প্রকাশনী উদ্বোধন করা হয়। পরদিন ২৯ ফেব্রুয়ারি জলসার আনুষ্ঠানিক অনুমতি না থাকায় তরবিয়তী আলোচনা নামে দু'টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা আব্দুল মাজেদ তাহের।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মঞ্চে জামা'তের বুযূর্গগণ।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা বশিরুর রহমান (বামে) ও
মওলানা সালেহ আহমদ (ডানে)।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী (বামে) ও
মওলানা হাজারী আহমদ আল মুনিম (ডানে)।

প্রথম অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ কাশেম হোসাইন পিয়াস। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি জলসার কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর। নযম পরিবেশন করেন মৌলবি এস. এম. মাহমুদুল হক। বর্তমান যুগ ও পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। খাতামান্নাবীঈন ও ঈসা (আ.)-এর পুণরাগমন বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ।



৬৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআন প্রদর্শনীতে দর্শক ও
কর্মরত মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি তাহের আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়। বক্তৃতাপর্বে নামায মু'মিনের মেরাজ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে সন্তানদের তরবিয়ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মুনাদিল ফাহাদ। দলীয় কোরাস পরিবেশন করেন জনাব শাহরিয়ার রেজা জোসেফ ও তার দল। বিভিন্ন ধর্মের আলোকে শেষ যুগের মহাপুরুষ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন এবং ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রধান্য দান বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোবাশশের উর রহমান, প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

জলসার মূল অনুষ্ঠান ১ মার্চ সকালে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং জাতীয় ও জামা'তী পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোতালেব হোসেন খান, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ইকরাম আহমদ খান ফাহিম। নযম পেশ করেন জনাব জুবায়ের আহমদ। বক্তৃতা পর্বে বক্তৃতা করেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, বিষয়: খিলাফতের কল্যাণ। ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। আহমদীয়াতের পরিচিতি ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের এক ঝলক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।



জলসায় বুকস্টলে কর্মরত জনাব ফারুক আহমদ বুলবুল ও
মওলানা মামুন উর রশীদসহ অন্যান্যগণ।

এ পর্যায়ে বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই)-এর প্রতিনিধি। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফুরাদ আহমদ। নযম পেশ করেন জনাব জি. এম. ইরফান। এরপর হুযূর (আই)-এর প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই)-এর প্রতিনিধি। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ। নযম পেশ করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। বক্তৃতা পর্বে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া

খিলাফতের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন হুযূর (আই)-এর প্রতিনিধি। অতঃপর হুযূর (আই)-এর প্রতিনিধি এবং অধিবেশনের সভাপতি নসিহতমূলক এক অমূল্য ভাষণ দান করেন। তিনি দোয়া কবুলিয়তের উপর এক ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় ১৯ জন বয়আত করেন। ১১৪টি জামা'ত থেকে আহমদীরা যোগদান করেন। জলসার সংবাদ জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জলসা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক জন্মভূমি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

২০২২

৯৭তম সালানা জলসা গত ১১, ১২ ও ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখ আহমদনগরে জামা'তের নিজস্ব মাঠে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার পরিবর্তে আহমদনগরে কেন্দ্রীয় জলসা ২০১৯ সাল থেকে ৩ দিনের অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও বিরোধিদের বিরোধিতায় স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদনে মূলতঃ জলসা ২০১৯ এবং ২০২০ সালে ১ দিনের করে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের মহামারীর কারণে ২০২১ সালে জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। তবে ২০২২ সালে জলসা কর্মসূচি অনুযায়ী যথাযথভাবে ৩ দিনের অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া এ জলসা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) এক অমূল্য বাণী প্রেরণ করেছেন। এটি নিম্নে পত্রস্থ করা হলো:

আমার প্রিয় বাংলাদেশী আহমদী বন্ধুরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা সালানা জলসা উদ্‌যাপন করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে সকল দিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং এর উত্তম ফলাফল সৃষ্টি করুন। আমীন।

উক্ত জলসা উপলক্ষ্যে আমার পক্ষ থেকে বাণী প্রেরণের আবেদন জানানো হয়েছে। আমার বাণী হলো, আল্লাহ্ তা'লার কৃপাসমূহ এবং পুরস্কারাদির মাঝ

থেকে যা কিছু আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার কল্যাণে লাভ করেছি তার মাঝে একটি হলো, সালানা জলসা। সালানা জলসারূপে আমরা যা পেয়েছি তা এক বিরাট ঐশী ফযল ও পুরস্কার, তাই আমরা যেন এর মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক আর জ্ঞানের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হই আর আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ এবং তাকওয়ায় উন্নতি সাধন করার উপকরণ সৃষ্টি করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: "এ জলসা জাগতিক কোন সভা-সমাবেশের মত নয় যার ফলে বিনা কারণে এর আয়োজন করতেই হবে। বরং এর আয়োজন সৎ-সংকল্প আর উত্তম ফলাফল লাভের ওপর নির্ভরশীল। (মজমুআয়ে ইশতেহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৪০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা ছিল এই জলসা যেন ঐশী জলসা হয় আর এর জন্য তিনি (আ.) দোয়াও করেছেন এবং বলেছেন, জলসার অনেক বড় একটি উদ্দেশ্য হল, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় এবং নিজ ভাইয়ের জন্য প্রয়োজনে নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়ার উদ্দীপনা রাখাও পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করার একটি অনেক বড় মাধ্যম। অতএব জলসার এই দিনগুলোতে অধিকহারে দোয়া করুন। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে যিকরে ইলাহীতে রত থাকুন। বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করুন এবং অধিকহারে ইস্তেগফার করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "সালানা জলসার একটি উদ্দেশ্য হল, জগতপ্রীতি যেন হ্রাস পায় এবং নিজ সম্মানিত খোদা ও রসূলে মকবুল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা যেন হৃদয়ে গেঁথে যায়।" (আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫১)

অতএব এই ভালোবাসা অর্জনের লক্ষ্যে জলসার প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করুন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং গভীরভাবে অভিনিবেশ করুন। জলসার মাঝেও আর চলতে-ফিরতেও যিকরে ইলাহী করতে থাকুন এবং বাজামা'ত নামায গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে এবং মনোযোগ সহকারে আদায় করুন আর নফল এবং তাহাজ্জুদ নামায পড়ার প্রতিও গুরুত্ব দিন। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা হৃদয়ে বৃদ্ধি

করা আবশ্যক। এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের স্কন্ধে যে এক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা হল, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে যেন গেঁথে যায়। জলসায় অংশগ্রহণকারী যদি উক্ত উদ্দেশ্য দৃষ্টিতে রেখে তা অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে- সে তার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে। জলসার কার্যক্রম চলাকালীন সময় আর বিরতির সময়ও, এছাড়া রাতেও আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র-এর পাশাপাশি এ দোয়াও করুন এবং এ অঙ্গীকার করুন, 'হে খোদা! আমরা নেক নিয়্যতে তোমার মসীহ্‌র প্রবর্তনকৃত জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। এ জলসা সুনিশ্চিত তোমার বিশেষ সাহায্য-সমর্থন এবং তোমার আদেশে প্রবর্তিত হয়েছে। ঐ সকল বরকতে তুমি আমাদের সিক্ত কর যা তুমি জলসার সাথে সম্পৃক্ত করেছ আর আমাদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে দাও- যেমনটি তুমি চাও এবং যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তুমি মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে এ যুগে প্রেরণ করেছ যেন আমরা সত্যিকার অর্থে তাঁর (আ.) বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হই।

খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী এবং নিজ ইবাদাতের সুরক্ষাকারী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আগমন করেছিলেন। সদা স্মরণ রাখবেন! আমাদের বিশ্বাস আমাদেরকে রক্ষাও করবে না আর জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনও নিয়ে আসবে না বরং আমাদের কর্মের দ্বারাই জগতে বিপ্লব সৃষ্টি হবে, ইনশাআল্লাহ্। বিশেষকরে আমাদের দোয়া যখন আল্লাহ্ তা'লা কবুল করবেন তখন পৃথিবীতে এক বিপ্লব সৃষ্টি হবে আর দোয়া করার মোক্ষম সময় হল নামায। অতএব প্রত্যেক আহমদীর নিজ নামাযের সুরক্ষা করা আবশ্যক আর সমস্ত পৃথিবীর আহমদীদের দৃষ্টি যখন এক দিকে ধাবিত হবে তখন এই দোয়ার স্রোত এক বিপ্লব সৃষ্টির কারণ হবে।

অতএব খিলাফতের হাত সুদৃঢ় করতে প্রত্যেক আহমদীর নিজ নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক যেন সেই বিপ্লব, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত, যে বিপ্লবের ফলে জগতের অধিকাংশ মানুষ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত হবে, যে বিপ্লব দোয়ার মাধ্যমে সাধিত হবে- তা যেন সাধিত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বার বার বিভিন্নভাবে নিজ অনুসারীদেরকে নামাযের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যেন একদিকে আমরা বয়আতের শর্ত পালনকারী হই, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী হই আর অন্যদিকে তাঁর কৃপাবারি থেকে অংশ লাভ করে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুশোভিত করতে সক্ষম হই। তিনি (আ.) বলেন: "হে লোকসকল! যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে কর, ঊর্ধ্বলোকে তোমরা তখনই আমার জামা'তের সদস্য বলে পরিগণিত হবে যখন সত্যিকার অর্থে তোমরা তাকওয়ার পথের পথিক হবে। অতএব নিজেদের পাঁচ বেলার নামায এমন ভীতিসহকারে এবং স্বজ্ঞানে আদায় কর যেন তোমরা স্বয়ং খোদা তা'লাকে দেখতে পাচ্ছ।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ঊনবিংশ খণ্ড, পৃ: ১৫)

আল্লাহ্ করুন, নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন এবং আত্মসংশোধনের দৃঢ় সংকল্পসহকারে আপনারা যেন নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পারেন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে জলসার সকল জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণে সমৃদ্ধ করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল খামেস[৪২]

১১ মার্চ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পতাকা উত্তোলন করেন আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও অফিসার জলসা।

অতঃপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। নযম পরিবেশন করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং জনাব জি.এম. ইরফান। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। বক্তৃতা পর্বে আল্লাহ্ তা'লার মহান অস্তিত্ব ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের পথ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড.

আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা হাজারী আহমদ আল মুনিম।



৯৭তম সালানা জলসায় জাতীয় পতাকা ও আহমদীয়া জামা'তের পতাকা উত্তোলনের পর দোয়ায়রত ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ জামা'তের অন্যান্যগণ।

১২ মার্চ দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ইকরাম আহমদ খান ফাহিম। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ রাহুল আলী ও জনাব এহসানুল হাবিব জয়। বক্তৃতা পর্বে সঠিক জীবন-সঙ্গী নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। সামাজিক অবক্ষয় ও আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোহাম্মদ নাজমুল হক। মহামারী মোকাবেলায় ইসলামের শিক্ষা ও আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডা. ইজাজুর রহমান শুভ। মহিলাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। লাজনাদের এক পৃথক অধিবেশন লাজনা অংশে অনুষ্ঠিত হয়। এতে লাজনার বিভিন্নজন নসিহতমুলক বক্তব্য রাখেন।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর। মঞ্চে অন্যান্যগণ।



বক্তব্য রাখছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান।
মঞ্চে জামা'তের বুযূর্গগণ।



বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ নাজমুল হক।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



জলসায় কাসিদা পরিবেশন করছেন
জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্রগণ।



জলসায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।



হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রদানে কর্মরত কর্মীগণ।



জলসায় উপস্থিত বাম দিক থেকে সর্বজনাব ইব্রায়েতুল হাসান,
মুফতি শহিদুল ইসলাম, আহমদ তবশির চৌধুরী, এস এ এম কবীর,
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় এবং মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। নযম পরিবেশন করেন মওলানা কাশেম হোসাইন পিয়াস ও জনাব জুবায়ের আহমদ রিয়াদ। বক্তৃতা পর্বে নেযামে ওসীয়্যত বর্তমান যুগের এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ। ধাক্কামারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম দুলাল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। জিকরে এলাহী কী এবং কেন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া। পূর্ণ আন্তরিক আনুগত্যই খিলাফতের কল্যাণ লাভের মাধ্যম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সালেহ।

১৩ মার্চ চতুর্থ তথা সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মোতালেব হোসেন খান, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফুরাদ আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব এস.এম. ইরফান ও তার দল।

বক্তৃতা পর্বে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের ব্যাকুলতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে আহমদীয়া খিলাফতের অনন্যসাধারণ ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী। দলীয় কাসিদা পাঠ করেন জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্ররা। খিলাফতের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশে আহমদীয়াতের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, অফিসার জলসা। অতঃপর কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

অনেক চড়াই-উৎড়াইয়ের পর কর্মসূচি অনুযায়ী তিন দিনের জলসা অনুষ্ঠানে আমরা সকলেই আনন্দিত এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট শুকরিয়া জানাই। এ জলসায় প্রায় ৬ হাজার উপস্থিত ছিলেন।

২০২৩

৩, ৪ ও ৫ মার্চ ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৯৮তম সালানা জলসা আহমদনগরে অনুষ্ঠানের কর্মসূটি ঘোষণা করা হয় এবং বৃহৎ আকারে অধিক লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হয়। কিন্তু জলসা শুরুর পূর্বের দিন ২ মার্চ আহমদীয়া জামা'ত বিরোধী উগ্রবাদীরা জলসা প্রতিহত করতে আহমদনগরের অনেকগুলি বাড়ি ভাঙচুর করে। তখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। স্থানীয় প্রশাসন জলসার পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অতঃপর ৩ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমআ থেকে জলসা অনুষ্ঠানের শুরুতেই আহমদীয়া জামা'ত বিরোধীরা সহস্ত্র আক্রমণ করে। তারা প্রথমে জামা'তের মেডিকেল সেন্টার লুট, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করে অনেক সম্পদ ভস্মিভূত করে। অতঃপর একের পর এক আহমদীদের বাড়িতে আক্রমণ করে বিভিন্ন মালামাল লুট, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করতে থাকে। আহমদী অধ্যুষিত আহমদনগরের অনেক আহমদীদের বাড়িতে আগুন দেয়া হয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক বাড়ি আগুনে পুড়ে ছায় হয়ে যায়। তারা জলসাগাহের উত্তর দিক দিয়ে দেওয়াল ভেঙে প্রবেশ করে মানুষ হত্যা ও আগুন লাগাতে চেষ্টা করে। তখন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে অনেক আহমদী আত্মরক্ষায় আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে যান। ঢাকা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার এডিশনাল মোতামাদ এবং ঢাকা-বরিশাল রিজিওনের মোতামাদ তেজোদীপ্ত যুবক জাহিদ হাসান তখন নিরাপত্তার দায়িত্বে ১নম্বর গেটে কর্মরত ছিলেন। তিনি অন্যান্যদের সাথে দেওয়াল রক্ষায় আক্রমণ প্রতিহত করতে ঝাপিয়ে পড়েন। ফলে বিরুদ্ধবাদী কয়েকজন তাঁর উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। তার মাথা, ঘাড়ে ও মুখে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলে শহীদ হন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



শহীদ জাহিদ হাসান
জন্ম: ৩১ মার্চ ১৯৯৭, মৃত্যু: ৩ মার্চ ২০২৩

তাঁর চেহারা এত বিকৃত হয়ে যায়, প্রথমে তাঁর পিতা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কেউ মরদেহ শনাক্ত করতে পারে নি। পকেট থেকে মানিব্যাগ ও মোবাইল ফোন সন্ত্রাসীরা নিয়ে যায়। জলসার উপস্থিতির রেজিস্ট্রেশনের কার্ডটি ছিঁড়ে ফেলা হয়। শুধু কার্ড ঝুলানোর ফিতাটি গলায় ঝুলানো ছিল। গায়ে ছিল খোদ্দামের কর্তব্যরত কাজের পোশাক। পরে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় এবং তাঁর পরনের পাঞ্জাবী, প্যান্ট এবং হাতের তিল দেখে পিতা ও অন্যান্যরা লাশ সনাক্ত করে। তখন এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরদিন ৪ মার্চ বাদ ফজর তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ। অতঃপর ময়নাতদন্ত

শেষে মরদেহ ঐদিন বিকালে নাটোর তার জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আহমদী ও অআহমদী স্বজনের মধ্যে এক শোকের মাতম সৃষ্টি হয়। সকলেই এমন ভাল ছেলেটির নির্মম মৃত্যুতে শোকাভিত হন। কান্নায় কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নি। নিজ বাড়ির অদূরে তাঁর নিজ ভূমিতে রাত ১০টায় তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

আমাদের বিরুদ্ধবাদী ধর্মান্ধরা শুধু আহমদনগরেই আক্রমণ করে ক্ষান্ত হয়নি। তারা কিছুক্ষনের মধ্যে শালসিড়ি, ফুলতলা ও সোনাচান্দি গ্রামে আক্রমণ করে আহমদীদের বাড়িঘর লুট, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। তাদের আগুনে বাড়ির গোয়ালঘরে রক্ষিত গরু ও ছাগল জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যায়। তারা অগ্নি সংযোগের জন্য গান পাউডার ও পেট্রোল ব্যবহার করে। ফলজ গাছের বাগান কেটে ধ্বংস করা হয়। আগের দিন রাতে তারা আহমদনগর ও শালসিড়ি গ্রামের আহমদীদের বাড়িতে লাল পতাকা এবং অআহমদীদের বাড়িতে সাদা পতাকা টানিয়ে বাড়ির চিহ্ন নির্ধারণ করেছিল। যাতে আহমদীদের বাড়িতে আক্রমণে সুবিধা হয় এবং কোনো অআহমদীর বাড়ি আক্রান্ত না হয়। ঘটনার সময় কর্তব্যরত পুলিশ নিরব ভূমিকা পালন করে। তখন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে বারবার এ ভয়াবহ অবস্থা অবহিত করা হলেও তারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। এমনকি ফায়ার সার্ভিসের আগুন নিভানোর গাড়িও আসেনি। তিন ঘন্টা পর পুলিশ বিজিবি ও র‍্যাব ঘটনাস্থলে আসে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ২ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত ৩ দিন তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে আমাদের প্রায় ১১ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়। দেড় শতাধিক আহত হন এবং প্রায় দুই শতাধিক বাড়ি পোড়ে ছায় হয়ে যায়।

এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এক অমূল্য বাণী প্রেরণ করেন। এটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

প্রিয় বাংলাদেশী আহমদী বন্ধুরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা বাংলাদেশের সালানা জলসা উদ্‌যাপন করার সৌভাগ্য লাভ করছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এ জলসাকে আপনাদের সবার জন্য পবিত্র পরিবর্তন সাধনের কারণ বানিয়ে দিন। জলসায়

যোগদানকারী প্রত্যেককে আল্লাহ্ তা'লা সে-সব দোয়ার ভাগী করুন যে-সব দোয়া জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) করে গেছেন। সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জামা'ত প্রতিষ্ঠার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা হল, খোদা তা'লার প্রতি যেন সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ও তাঁর সম্বন্ধে গভীর বুৎপত্তি অর্জিত হয় এবং তাকওয়ার পথে যেন অগ্রসর হওয়া যায় আর সৎকর্মসাধনে যেন উন্নতি অর্জিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, "খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হও এবং তাকওয়া অর্জনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি সদা দৃষ্টিপটে রেখো।... নিজেদের মাঝে বিনয়, স্বচ্ছতা এবং নিষ্ঠা সৃষ্টি করো।" (রূহানী খাযায়েন, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৪০০)

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে হাত রেখে পূর্ণ আনুগত্য করার অঙ্গীকার করেছি। পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করার এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার নবায়ন করেছি। এ বিষয়টি সদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) প্রদত্ত শিক্ষার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হল, তোমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (সূরা বাকারা: ১৪৯) হওয়া উচিত, অর্থাৎ তোমরা পুণ্যকর্মে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা পুণ্যকর্মসাধনের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করলে পুণ্য অর্জনের উৎকৃষ্ট মানও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। আর এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করবে। অতএব (জলসার) এ দিনগুলোতে আল্লাহ্র ভয় হৃদয়ে লালন করে, তাকওয়া অর্জনে সচেষ্ট হয়ে, খোদা তা'লার সমীপে দোয়ায় রত থেকে, তাঁর সমীপে বিনত হয়ে, তাঁর সাহায্য যাচনা করে তাকওয়ার পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "এটি কোনো জাগতিক মেলার আয়োজন নয় যেখানে তোমরা এলে আর জাগতিকভাবে যা লাভ করার ছিল তা লাভ করে ফেরত চলে গেলে বরং এর মাঝে নিহিত প্রকৃত কল্যাণ থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করো।" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫)

আহমদীয়া জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এক মহান অনুগ্রহ হল, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রয়াণের পর চিরস্থায়ী খিলাফত ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যহত থাকবে আর এখন জামা'তের যাবতীয় উন্নতি আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। এখন কেবল খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের মাঝেই আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবন নিহিত। অতএব যারা এ জলসায় অংশগ্রহণ করছেন আর যারা কোনো অপারগতার কারণে জলসায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, আপনাদের সকলের জন্য আমার বাণী হল, খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবা এবং বক্তৃতাসমূহ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং সেই পথে অগ্রসর হবার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন যেদিকে তিনি আপনাদের আহ্বান করেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে MTA-এর নেয়ামত দান করেছেন যার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে আমার খুতবাসমূহ সম্প্রচারিত হয়। এ খুতবাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং তা থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হোন। নিজ সন্তানদের তরবিয়ত প্রদান করাও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের মাঝে খিলাফতের সাথে এক সুদৃঢ় ও বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলার মানসিকতা সৃষ্টি করুন আর আহমদীয়া খিলাফতের ঐশী নেযামের সাথে তাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করুন।

দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হোন, কেননা দোয়া-ই যাবতীয় সাফল্যের চাবিকাঠি আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে বিজয় দান করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলের সহায় হোন এবং নিজ অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী করুন, আমীন।

ওয়াসসালাম

মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস[৪৩]

আমাদের সালানা জলসা কর্মসূচি অনুযায়ী ৩ মার্চ বাদ জুমআ শুরু হয়। আহমদীয়া জামা'তের পতাকা উত্তোলন করেন মওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী অফিসার জলসা সালানা। অতঃপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফুরাদ আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পেশ করেন মওলানা কাশেম হোসাইন পিয়াস।



৯৮তম সালানা জলসায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পতাকা উত্তোলন করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা সৈয়দ মোজাফফর আহমদ।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর।



জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।
মঞ্চে অন্যান্যগণ।



জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকে।

বক্তৃতামালায় আল্লাহ তা'লার মহান অস্তিত্ব ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের পথ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। দলীয় কোরাস পরিবেশন করেন আশরাফ সরকার সানী ও তার দল। বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, বিষয় খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য। কুরআন শরীফের অপার সৌন্দর্য ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সৈয়দ মোজাফফর আহমদ। অতঃপর প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

জলসাগাহ ও আহমদীদের বাড়িঘরে আক্রমনের ভয়াবহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন ৪ ও ৫ তারিখ জলসা বন্ধের অনুরোধ করেন। আহমদীরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাই পরবর্তী দুই দিনের জলসা বন্ধ করা হয়।

এ নির্মম সন্ত্রাসী কার্যকলাপে আহতের মধ্যে যারা অল্প আহত হয় তাদেরকে জলসাগাহের স্থাপিত মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। যারা গুরুত্বর আহত হন তাদেরকে পঞ্চগড় সরকারী হাসপাতাল, দিনাজপুর সরকারী হাসপাতাল এবং রংপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আশঙ্কাজনক ক'জনকে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়। যারা আহত হয়েছেন তাদের অনেকের মধ্যে ক'জন হলেন:

ঢাকা জামা'ত: সর্বজনাব ১) রফিক আহমদ প্রধান রঞ্জু, ২) কামাল উদ্দীন আহমদ, ৩) জি এম সিরাজুল ইসলাম, ৪) মাসরুর আহমদ অর্ক, ৫) আরিফুল ইসলাম তপু, ৬) কাওসার আহমদ, ৭) মামুনুর রহমান লিটন, ৮) ফাহিম মিয়াজী, ৯) মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, ১০) মাসরূর আহমদ সাফির, ১১) মনিরুজ্জামান মারুফ, ১২) মশিউল আলম শোভন, ১৩) আবু আল মাসুদ সঞ্চয়, ১৪) শাহ্ মোহাম্মদ কাশিম আমীন, ১৫) সাদির আহমদ, ১৬) সেলিম হাওলাদার, ১৭) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, ১৮) মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ১৯) মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম চৌধুরী, ২০) মিশকাতুল হক সাকিল, ২১) ইরফান খান ফাহাদ, ২২) জুহেরুল ইসলাম তুফান, ২৩) শাহরিয়ার রেজা জোসেফ, ২৪) মামুনুর রহমান কানু, ২৫) মোমিনুর রহমান, ২৬) শফিক আহমদ খান, ২৭) মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, ২৮) মাহবুল হাসান কোয়েল, ২৯) আব্দুর রহিম, ৩০) মাসুদ আহমদ কুরাইশী ও ৩১) মোজাহিদুর রহমান ভূঁইয়া।

মিরপুর জামা'ত: সর্বজনাব ১) হালিম আহমদ হাজারী, ২) শহিদুল ইসলাম

রিপন, ৩) ইসমাইল খাঁ, ৪) খালিদ বিন মাসুদ, ৫) আসাদুর রহমান অন্তর, ৬) খন্দকার আহমদ আল মারুফ, ৭) মেহেদী হাসান তুষার, ৮) মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন, ৯) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান টুটুল, ১০) উজ্জল আহমদ, ১১) মুনাদিল তাবরিজ স্বাধীন, ১২) মেহরাব হোসেন শোভন, ১৩) পায়েল আহমদ, ১৪) এহসান আসিফ সলেস, ১৫) আসাদুজ্জামান হিমেল, ১৬) ডা. নুর উদ্দীন আহমদ রাতুল, ১৭) তানজিরুল ইসলাম অন্তর, ১৮) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন, ১৯) রাহুল আলী, ২০) সৈয়দ নাঈম উদ্দীন হাফিজ, ২১) মহিউদ্দীন আহমদ মুন, ২২) রেজওয়ান কাদের, ২৩) নাজমুল হক সুমন ও ২৪) আবরার মহসীনুল হক।

মাদারটেক জামা'ত: সর্বজনাব ১) মিজানুর রহমান (তোতা মিয়া), ২) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল, ৩) সৈয়দ মোহাম্মদ আশরাফুল হোসেন, ৪) সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফুল হোসেন, ৫) মোহাম্মদ কামরুল হাসান, ৬) মীর মাজহারুল হক, ৭) আতিকুর রহমান জামি ও ৮) রাকিবুল সিকদার।

নাখালপাড়া জামা'ত: জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঢালী।

আশুলিয়া জামা'ত: সর্বজনাব ১) মওলানা মোহাম্মদ ওসমান গনি, ২) হামিদ আহমদ দীপ ও ৩) শুয়াইবুর রহমান।

কবিরপুর জামা'ত: জনাব সাকিবুর রায়হান জয়।

গাজীপুর জামা'ত: মৌলবি দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন।

নারায়ণগঞ্জ জামা'ত: সর্বজনাব ১) মাহমুদ আহমদ তুহিন, ২) মওলানা মসীহ্ উর রহমান ও ৩) তানভীর আহমদ প্রধান।

চরসিন্দুর জামা'ত: মৌলবি ফরহাদ আলী।

জামালপুর জামা'ত: সর্বজনাব ১) মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, ২) আহমদ সিবগাতুল্লাহ গালিব, ৩) শাহ জাহান আলম সাজু ও ৪) ইমরান হোসেন।

বানিয়াজান জামা'ত: সর্বজনাব ১) জাহিদুল ইসলাম সুমন ও ২) মামুন-উর-রশিদ।

চানতারা জামা'ত: জনাব বশিরউদ্দীন।

তেরগাতী জামা'ত: সর্বজনাব ১) মাসরূর আহমদ উৎস, ২) আবরার আহমদ উচ্ছ্বাস, ৩) নাহিদ হাসান শুভ ও ৪) আশরাফ উদ্দীন ছোটন।

ময়মনসিংহ জামা'ত: সর্বজনাব ১) আতিক আহমদ ও ২) সুদিপ্ত শাহিন শুভ।

ধানীখোলা জামা'ত: সর্বজনাব ১) হুমায়ুন কবির ও ২) মশিউর রহমান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'ত: জনাব কাজী তানজিরুল ইসলাম।

ভাদুঘর জামা'ত: জনাব তাহাজিব আহমদ তনয় চৌধুরী।

কোড্ডা জামা'ত: সর্বজনাব ১) রাজিব উদ্দীন দিপু, ২) জমির আহমদ জয়, ৩) মওলানা আনিসুল ইসলাম, ৪) জহিরুল ইসলাম মুক্তা, ৫) সাকিব সারোয়ার সুপ্রিম ও ৬) অনিক আহমদ পায়েল ।

ঘাটুরা জামা'ত: সর্বজনাব ১) মনসুর আহমদ সায়েম, ২) ইয়ামিন আহমদ ও ৩) নাজমুল মুন্সী।

তারুয়া জামা'ত: সর্বজনাব ১) আশাদুজ্জামান বিজয়, ২) আকরাম আহমদ, ৩) অর্জুন আহমদ সম্রাট, ৪) আফ্রাদ হোসেন, ৫) মোসাদ্দেক আহমদ ও ৬) মোকাব্বের আহমদ।

ইসলামগঞ্জ জামা'ত: জনাব কায়েস মিঞা।

অম্বরনগর জামা'ত: ১) মওলানা আবু তাহের আহমদ ও ২) জনাব রবিউল ইসলাম।

চট্টগ্রাম জামা'ত: সর্বজনাব ১) সৈয়দ মাহমুদুল এহসান, ২) এস এম ওয়ালিউর রহমান, ৩) মিসবাহ উল করিম, ৪) আব্দুল হাকিম, ৫) রিয়াদ হোসেন, ৬) রাশেদ মাহমুদ সামির, ৭) এস এম নাজিম, ৮) সাজিদ আহমদ, ৯) সারওয়ার আলম ও ১০) সিদ্দীক রহিম।

মিরগাং জামা'ত: সর্বজনাব ১) রফিকুল ইসলাম ও ২) আবু ঈসা মোড়ল।

খুলনা জামা'ত: সর্বজনাব ১) মওলানা কাশেম হোসেন পিয়াস, ২) শেখ মোহাম্মদ উমর, ৩) হাশের আহমদ, ৪) তানভীর আহমদ শোভন ও ৫) মোহাম্মদ আবু জাফর।

যশোর জামা'ত: মওলানা আরিফুর রহিম।

রঘুনাথপুরবাগ জামা'ত: মওলানা শাহ এহসান উদ্দীন।

নাসেরাবাদ জামা'ত: সর্বজনাব ১) মোহাম্মদ রাশেদ খান মিলন ও ২) মওলানা মোহাম্মদ আতাউর রহমান।

উত্তরভবানীপুর জামা'ত: জনাব নাহিদ আহমদ।

বরিশাল জামা'ত: জনাব ইমতিয়াজ রকি।

বগুড়া জামা'ত: জনাব বশির উদ্দীন মাহমুদ (সাগর)।

সিরাজগঞ্জ জামা'ত: জনাব আশরাফ আলী।

দিঘাপতিয়া জামা'ত: সর্বজনাব ১) আনোয়ার শেখ ও ২) আবির শেখ।

তেবাড়িয়া জামা'ত: সর্বজনাব ১) রিফাত হোসেন শিশির, ২) মতিউর রহমান ও ৩) আরেফিন আকাশ।

নাজিরপুর জামা'ত: জনাব শ্রাবণ আহমদ রুদ্র।

কাফুরিয়া জামা'ত: জনাব এনাম আহমদ।

নরসিংদী জামা'ত: জনাব গোলাম আহমদ বাবু।

বাঘমারা জামা'ত: জনাব মোহাম্মদ নয়ন ইসলাম।

রংপুর জামা'ত: মওলানা মেহেদী সোলায়মান।

শ্যামপুর জামা'ত: জনাব মোহাম্মদ আলী।

সৈয়দপুর জামা'ত: সর্বজনাব ১) আসিফ আহমদ, ২) নজিবুর রহমান ও ৩) সৈয়দ আহমদ দেওয়ান।

চড়াইখোলা জামা'ত: জনাব মামুন সরকার।

দিনাজপুর জামা'ত: জনাব সুলতান আহমদ।

নিউ সোনাতলা জামা'ত: জনাব তালহা আহমদ।

ডোহান্ডা জামা'ত: জনাব আল আমীন ইসলাম।

ক্ষুদ্রপাড়া জামা'ত: জনাব নুর উদ্দীন।

আহমদনগর জামা'ত: সর্বজনাব ১) আল আমীন, ২) নুরুল ইসলাম সুমন, ৩) সেলিম আহমদ মেহেদী, ৪) আব্দুল ওয়াহাব, ৫) জুয়েল আহমদ, ৬) নাহিদ আহমদ, ৭) মুন্না বাবর, ৮) দাউদ আহমদ বোখারী ও ৯) জাকিয়া দাউদ।

শালসিঁড়ি জামা'ত: সর্বজনাব ১) হাসিবুল হক, ২) মাজু মিঞা, ৩) মামুন আহমদ, ৪) তাকবীর আহমদ, ৫) সাজীন আহমদ, ৬) শাহরিয়ার নাজিম জয়, ৭) বাধন আহমদ, ৮) ফারুক আহমদ, ৯) পালোয়ান আহমদ, ১০) আল-আমীন আহমদ ও ১১) মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

ভাতগাঁও জামা'ত: সর্বজনাব ১) মওলানা সাকিবুল হাসান, ২) রেজাউল হক জয়, ৩) লিখন আহমদ, ৪) বিপ্লব আহমদ, ৫) শাহিন আহমদ, ৬) সোহেল রানা, ৭) হাবিব আহমদ ও ৮) সুজন আহমদ।

সুন্দরবন জামা'ত: মওলানা শেখ শরীফ আহমদ।

জামেয়া: সর্বজনাব ১) সৌরভ আহমদ সানী, ২) ইমরান সাইদ আকাশ (শিক্ষক), ৩) জাহাঙ্গীর আলম, ৪) মাসুম আহমদ, ৫) শাব্বির আহমদ

মুত্তাকি, ৬) নাসের আহমদ (শিক্ষক), ৭) আব্দুস সবুর আহমদ ও ৮) দিপু আহমদ প্রমুখ।

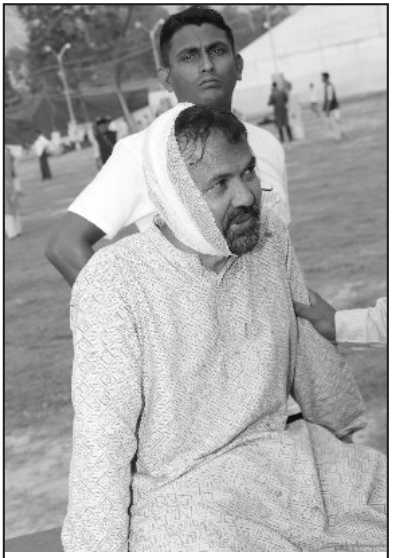
আহত ক'জনের ছবি



জনাব মোমিনুর রহমান



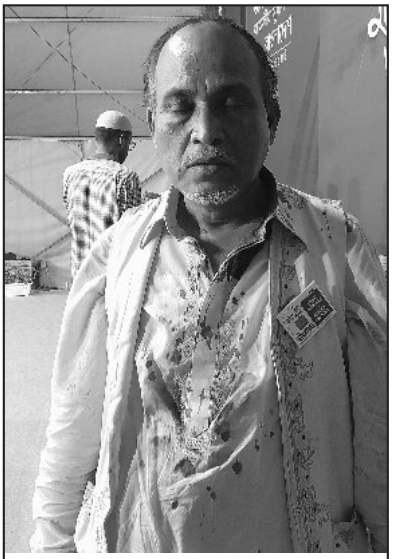
জনাব মিজানুর রহমান (তোতা মিয়া)



জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম



জনাব মোহাম্মদ কাওসার আহমদ



জনাব হালিম আহমদ হাজারী



মৌলবি দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন



মওলানা আরিফুর রহিম ও জনাব মনসুর আহমদ সায়েম।



জনাব মোহাম্মদ নয়ন ইসলামকে হাসপাতালে দেখতে যান ন্যাশনাল আমীর সাহেব।



জনাব নুরুল ইসলাম সুমনকে হাসপাতালে দেখার পর দোয়া করছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

আগুনে পোড়া ক্ষতিগ্রস্তের চিত্র



ধর্মান্ধদের আক্রমণে আগুনে পোড়া বাড়ি।



সন্ত্রাসীরা গাছ কেটে ক্ষতিগ্রস্ত করে।



মৌলবাদীদের আক্রমণে মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেবের কবরটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



আগুনে পোড়া মটর সাইকেল।



আগুনে পোড়া থেকে গৃহপালিত পশুও রক্ষা পায় নি।

এ মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক ৪ মার্চ জলসাগাহে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এতে পঞ্চগড়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী। মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিল জনাব মোবাশশেরউর রহমান (প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া) ও মোহাম্মদ আব্দুল হাদী। (লন্ডন প্রবাসী)



৪ মার্চ জলসাগাহে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন
জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।

মাননীয় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পঞ্চগড় দুই আসনের সংসদ সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম সুজন ৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি অকপটে বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়ও এমন ধ্বংসাত্মক ঘটে নি। যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা ১৯৭১ সালকেও হার মানায়। তিনি যথাযথ বিচারের আশ্বাস দেন এবং লুঙ্গি, শাড়ি, চাউল ও কিছু নগদ অর্থ বিতরণ করেন।



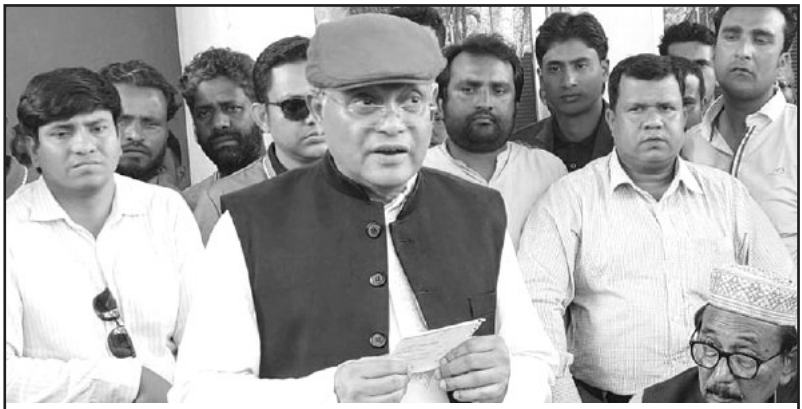
৬ মার্চ শালসিড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম সুজনসহ অন্যান্যরা।

৮ মার্চ পঞ্চগড় এক আসনের সংসদ সদস্য জনাব মোজাহারুল হক প্রধান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উপযুক্ত বিচারের আশ্বাস দেন। অতঃপর ৮ মার্চেই বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা মেজর (অব.) হাফিজউদ্দীন ও এডভোকেট মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন প্রমুখ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং যথাযথ বিচারের দাবি জানান।



৮ মার্চ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা
মেজর (অব.) হাফিজউদ্দীনসহ অন্যান্যরা।

১২ মার্চ মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং পঞ্চগড় এক আসনের এমপি পরিদর্শনে আসেন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বাস্তব অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উপযুক্ত বিচারের আশ্বাস দেন।



১২ মার্চ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদসহ অন্যান্যরা।

১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে মঞ্জুরীকৃত এক কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তখন মাননীয় রেলমন্ত্রী ভাষণে বলেন, ... কেবিনেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি এবং তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কে মুসলমান আর কে মুসলমান না এটা নির্ধারণ করবেন একমাত্র আল্লাহ তা'লা। এটা নির্ধারণ করা আমার দায়িত্ব না। কে দোযখে যাবে কে বেহেস্তে যাবে এটা কি আমি নির্ধারণ করতে পারব? আমার দেশে সংবিধান আছে, সংবিধানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠির আপন ধর্ম পালনের অধিকার আছে।

কাজেই আমাদের দেশ সংবিধান অনুযায়ী চলে। এটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। যার ধর্ম সে তার মত করে পালন করবে এবং এ জায়গায় প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে। আমি ধর্ম মত চাপিয়ে দিব এবং না পারলে বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিব,

তাদেরকে আমি উৎখাত করব এটি আমাদের ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে না। এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। যারা এই দাবিগুলো নিয়ে সামনে এসেছে তাদের তৎপরতা কি? আমার ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম এটা কি অনুমোদন করে? আমার নবী করিম (সা.) কি এটা অনুমোদন করেন? যারা একাজগুলো করেছে এরা ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করে বলে আমি বিশ্বাস করি না, তাহলে একাজগুলো করতে পারত না। এ মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যারা সবসময় বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তি প্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে সবসময় তৎপর রয়েছে। এদের ব্যাপারে আমাদের আরো সক্রিয় হতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে এদের ব্যাপারে আমাদের সক্রিয় অবস্থান নিতে হবে।



১৫ মার্চ ২০২৩ আহমদনগরে জলসাগাহের মাঠে
জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ভাষণ।

..... আমি স্থানীয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই, তারা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করেছে এবং যারা অপরাধের সাথে জড়িত ইতোমধ্যে মামলা হয়েছে। তাদেরকে চিহ্নিত করে, তাদের ভিডিও ফুটেজ দেখে এবং এখন

তথ্য-প্রযুক্তির যুগ আপনারা যারা সাংবাদিকরা আছেন আপনারও সহযোগিতা করবেন। যারা অপরাধী তাদেরকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে আপনারা সহযোগিতা করবেন। আপনারা মাঠে ছিলেন, আপনারাও অনেককে চিনেন জানেন। কিন্তু একই সাথে কোনভাবে যেন কোন নিরিহ মানুষ এই হয়রানির স্বীকার না হন সেই বিষয়টি পাশাপাশি আমাদের দেখতে হবে। সেই জিনিসটা আপনারা দেখবেন।

কিন্তু যারা চিহ্নিত, যাদেরকে আমি চিনি যে, এরা একাজ করেছে অবশ্যই তাদের নাম আপনারা প্রশাসনের কাছে দিবেন। তাদেরকে কোনভাবে ছাড় দেয়া হবে না। এব্যাপারে সরকার অত্যন্ত দৃঢ়। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে এখানে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি। যে দুই জন এই ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্য আমি শোক প্রকাশ করছি এবং একই সঙ্গে যারা আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন তাদের আশু রোগমুক্তি কামনা করছি। আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে এতটুকু আশ্বস্ত করতে চাই যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই মত প্রকাশ করেছেন যে, সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষ ধর্ম এবং কর্মের যে অধিকার সেই অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিক ভোগ করবে, এ ব্যাপারে সরকার দৃঢ় অঙ্গিকারবদ্ধ। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। .....

অপরদিকে ৭ মার্চ মানবাধিকার সংস্থা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্র বকশীবাজার ঢাকায় এসে পঞ্চগড়ে আহমদীদের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগের তীব্র নিন্দা জানান এবং সুষ্ঠু বিচারের দাবি করেন। ২০ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাস বকশীবাজার আসেন এবং পঞ্চগড়ের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি সরকারে প্রতি বিচারের দাবি করেন। ২১ মার্চ বকশীবাজার দারুত তবলীগে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এতে জাতীয় দৈনিক পত্রিকার অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এদেশে ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং দেশ থেকে সন্ত্রাস এবং মৌলবাদ নির্মূলে সরকারের প্রতি আহবান জানান।



২০ মার্চ বকশী বাজার রোডস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাস।



২১ মার্চ বকশী বাজার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন।

১৩ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ মিলনায়তনে পঞ্চগড়ে আহমদীদের ওপর হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচ আর এফবি) এক সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সমন্বয়কারী জনাব তামান্না হক লিখিত বক্তব্য রাখেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টি আই বি)-

এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বক্তব্যে বলেন, পঞ্চগড়ের ঘটনা আমাদের সংবিধানের মূলনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং মানবাধিকার লংঙ্ঘন করেছে। তাই এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট (ব্লাস্ট)-এর অনারারি নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন বলেন– আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ সবার উপর হামলা হয়েছে। এর সুষ্ঠু বিচার প্রয়োজন। বক্তারা আহমদীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সাথে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। বিবিসি নিউজ বাংলা পঞ্চগড়ে আহমদীদের ওপর হামলার তীব্র প্রতিবাদ করে এর বিচার দাবি করেছে।



১৩ মার্চ ঢাকা প্রেসক্লাবে পঞ্চগড়ে আহমদীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সভা।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ৮০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে পঞ্চগড়ের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি করেন। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি করেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এক বিবৃতিতে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানান।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পঞ্চগড় শাখা, সম্মিলিত খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ পরিষদ, ইমাম মোয়াজ্জিন কল্যাণ সমিতি, কাওমি ওলামা পরিষদ, জাতীয়

ওলামা মাসায়েক পরিষদ এবং ঈমান-আকিদা রক্ষা কমিটি ইত্যাদি নামে উগ্রবাদী ধর্মান্ধরা আন্দোলন করে। তারা নিজেকে বলে তৌহিদী জনতা, অথচ কাজ করে ইসলামের নামে অইসলামিক-মানুষ হত্যা ও জ্বালাও-পুড়াও।



ধর্মান্ধ আক্রমণকারীদেরকে পঞ্চগড় শহরে প্রতিহত করতে চেষ্টা করছেন পুলিশ।

সর্বোপরি আমাদের পরম অভিভাবক আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্বনেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) পঞ্চগড়ের এ ঘটনার জন্য খুবই মর্মাহত হন এবং অনেক দোয়া করেন। তিনি ১০ মার্চ জুমআর খুতবার শেষাংশে শহীদ জাহিদ হাসানের স্মৃতিচারন করেন এবং গায়েবে জানাজা নামায পড়ান। হুযূর (আই.) বলেন–

"যেভাবে আমরা জানি, গত শুক্রবারে বাংলাদেশে জলসা হচ্ছিল আর জলসা সময় দাঙ্গাবাজ ও সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে। পুলিশ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই একথা বলে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে আর কিছুই হবে না, তাই আপনারা জলসা করুন। কাজেই জলসার (কার্যক্রম) চলতে থাকে। কিন্তু (বিরুদ্ধবাদী) লোকেরা এলে পুলিশ সেখানে নিরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর এভাবে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা যখন ওপর থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয় তখন তারা পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। যাহোক, সেই অরাজকতায় আমাদের

এক ভাই প্রিয় জাহিদ হাসান সাহেব শহীদ হয়। তিনি বাংলাদেশের আবু বকর সিদ্দীক সাহেবের পুত্র ছিলেন।

ন্যাশনাল আমীর, আব্দুল আউয়াল সাহেব লিখেন, পঞ্চগড় জেলার আহমদনগরে অনুষ্ঠিত জলসায় জাহিদ হাসান সাহেব গেট ও সীমানা প্রাচীর প্রহরা দেয়ার সময় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের ফলে ২৫ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম ২০১৯ সালে বয়আত করেছিলেন, আর এর ৩ মাস পরেই ওসীয়্যতের জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা আহলে হাদীস ফির্কার লোক ছিল। আহমদীয়াত গ্রহণের পরই শহীদ মরহুম তার পিতামাতাকে তবলীগ করতে আরম্ভ করেন। যার ফলে ২০২০ সালে তার পিতামাতাও বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বয়আত করার পর থেকেই শহীদ মরহুম নিয়মিত আমাকে পত্র লিখতেন।

তাঁর বয়আত করে আহমদী হওয়ার যে ঘটনা তা হল, তার এক সহপাঠী মোহাম্মদ রিফাত হোসেন শিশির বগুড়া শহরের পুন্দ্রা ইউনিভারসিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজিতে পড়াশোনা করতেন। তারা দুজন সাইন্স এণ্ড টেকনোলজিতে বিএসসি করছিলেন। তখন সেই আহমদী যুবক বন্ধু তাকে তবলীগ করেন। আর দুই বছর তবলীগ করার পর তার কাছে যখন আহমদীয়াতের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তিনি বয়আত করে নেন। আউয়াল সাহেব লিখেন, জলসার শুরুতেই জলসাগাহের চতুর্পাশ থেকে মোল্লারা তাদের দলবল নিয়ে জলসাগাহের প্রাচীর ও পশ্চিম দিকের গেটে আক্রমণ করতে থাকে। ইটপাটকেল নিক্ষেপের পাশাপাশি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র যেমন, কুঠার, লাঠিসোঁটা ইত্যাদি নিয়ে এসব লোক আক্রমণ চালায় এবং যেখানেই সুযোগ পায় অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। খোদ্দাম অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছিল। যারা দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তাদের ছাড়া সাধারণভাবে অন্য কারো বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। সবলোক ও খোদ্দাম ভেতরেই ছিল। আর ভেতর থেকেই নিরাপত্তা বিধান করছিল। তিনি বলেন, জলসা শুরু হওয়ার পৌনে দুই ঘন্টা পর আক্রমণকারীরা দেয়ালের একাংশ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হলে খোদ্দামকে যেকোনো মূল্যে প্রাচীর ও জলসাগাহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। তখন এক নম্বর গেটে নিয়োজিত শহীদ জাহিদ হাসান তার সঙ্গীদের

নিয়ে গেট থেকে বের হয়ে জলসাগাহে আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দ্যেশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং সাহসিকতার সাথে (ঘটনাস্থলে) গিয়ে পৌঁছেন। এরই ফাঁকে একটি সময় এমন আসে যখন তিনি মোকাবিলা করতে করতে সঙ্গীদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাই সুযোগ পেয়ে আক্রমণকারীরা তাকে ঘিরে ধরে। তার মাথার পিছনে কুঠার অথবা অন্য কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। আর তাকে টেনেহিঁচড়ে কিছুটা দূরে নিয়ে যায়। তাঁর মুখমণ্ডল ও শরীরের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত নির্মম ও পৈশাচিক আক্রমণ করে পশুত্বের পরিচয় দিয়েছে। শহীদ মরহুম জাহিদ হাসান সাহেবকে এতটা নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে যে, তাঁকে শনাক্ত করতে দুই ঘন্টা সময় লেগে যায়। এই হল এসব মুসলমানদের অবস্থা। আল্লাহ্ এবং রসূলের নামে অত্যাচার ও বর্বরতার চূড়ান্ত করেছে।

মহানবী (সা.) তো যুদ্ধের মাঝে শত্রুদের, অর্থাৎ কাফেরদের লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু এরা আল্লাহ্ এবং রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সাথে এমন আচরণ করে। আল্লাহ্ই রয়েছেন যিনি এদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করবেন এবং এরপর তাদের ধ্বংস করবেন। তাঁর ডিউটির আইডেনটিটি কার্ডও আক্রমণকারী ছিড়ে ফেলেছিল, বুক থেকে খুলে ফেলেছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু খোদ্দামের ডিউটির কাপড় পরিহিত ছিলেন এজন্য কিছু না কিছু চেনা যাচ্ছিল। যাহোক, তাঁর লাশ উদ্ধার করার পর তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের পর শহীদের জানাযার নামায আদায় করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জলসায় অংশগ্রহণ করা হাজার হাজার লোক এতে অংশগ্রহণ করেন। জানাযার নামাযের সময় উপস্থিত সকলের মাঝে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনো তুলনা হয় না। সেখানে অত্যন্ত আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই খোদার দরবারে আহাজারি করছিল। আইনী বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এরপর লাশের ময়নাতদন্ত করা হয় এবং দুপুরের পর কাফেলার সাথে শহীদ মরহুমের মরদেহ তাঁর পৈত্রিক গ্রামের উদ্দেশ্যে এম্বুলেন্সে করে পাঠানো হয়। সেখানে রাত দশটায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শহীদ মরহুমের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু স্নেহের রিফাত হোসেন সাহেব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব হয়। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন, কিন্তু ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ কম ছিল। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর তাঁর মাঝে আমূল পরিবর্তন আসে এবং

বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও বিনীত একজন যুবক ছিলেন। তিনি বলেন, পাঁচ বছরের মধ্যে আমি কখনোই তাঁকে কারো সাথে উঁচু স্বরে কথা বলতে শুনি নি। তাঁর সৌভাগ্যের পরিচয় এভাবেও পাওয়া যায় যে, বয়আত করার কয়েক মাস পরেই তিনি ওসীয়্যত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন, স্নেহের শহীদ জাহিদ হাসান খোদ্দামুল আহমদীয়ার সক্রিয় কর্মী ছিলেন। শাহাদাতের সময়ে তিনি ঢাকা ও বরিশাল রিজিওনের খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। এছাড়াও তিনি ঢাকার মতিঝিল হালকার যয়ীমও ছিলেন।

এই মজলিসের কায়েদ এবং মোহতামীম মোকামী জহুরুল ইসলাম সাহেব বলেন, তিনি মজলিসের কাজে অত্যন্ত একাগ্রচিত্ত এবং নিজের সিনিয়রের অনুগত ছিলেন। অর্পিত দায়িত্ব এবং খেদমত পূর্ণ আগ্রহের সাথে পালন করতেন। সর্বদা প্রথমে সালাম দিতেন। সব সময় হাস্যোজ্জল থাকতেন। এক–দেড় বছর পূর্বে তিনি বি.এস.সি. পাশ করার পর একটি কোম্পানীতে চাকরি শুরু করেন। চাকরির সুবাদে কখনো যদি ঢাকা থেকে দূরে কোথাও যেতে হতো তখন সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী নিকটবর্তী মজলিসগুলো সফর করতেন। তাঁর ফেসবুক একাউন্টের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে–

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

-এ আয়াতের অনুবাদ লেখা রয়েছে।

শরীফ আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা বলেন, আমি তখন তেবাড়িয়া জামা'তে নিযুক্ত ছিলাম যখন শহীদ মরহুম তাঁর বন্ধু রিফাত হোসেন সাহেবের সাথে যেরে তবলীগ বন্ধু হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বয়আত করার আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি তাঁকে বলি, আপনি আরো সময় নিন, ভালোভাবে যাচাই বাছাই করুন। তিনি বলেন, যদিও আমি এই জামা'তের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত তথাপি আপনার কথামত পরবর্তীতে এসে বয়আত করব। অতএব পরবর্তীবার অথবা এরপরের বার তিনি বয়আত করেন। তিনি, অর্থাৎ মুরব্বী সাহেব বলেন, বয়আত করার পর তিনি আহমদীয়াত এবং খিলাফত ব্যবস্থাকে উপলব্ধি করার জন্য পুরোদমে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে আরম্ভ করেন। অত্যন্ত গভীর জ্ঞান আহরণ করেন। যেভাবে আমি বলেছি, আমাকেও পত্র

লিখতেন। জলসায় যাওয়ার সময় তিনি সর্বশেষ যে পত্র লিখেন তাতে তিনি লিখেন, আমরা ট্রেনে করে জলসায় যাচ্ছি আর শত্রুদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অনেক স্থানে তারা অগ্নিসংযোগও করেছে কিন্তু আমরা জলসা করব ইনশাআল্লাহ্। এছাড়া তিনি তাঁর ঈমানের কথা ব্যক্ত করেন আর এ প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন যে, আমার আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের সব মানুষ যেন আহমদী হয়ে যায়, গোটা গ্রাম যেন আহমদী হয়ে যায়। এটি ছিল তার শেষ চিঠি যা তিনি লিখেছিলেন।

একজন খাদেম লিখেন, শহীদ মরহুম এমন বিনয়ী কর্মী ছিলেন যে, তাকে কেউ কোনো কাজ দিলে তিনি না করতেন না। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমি মজা করে বলতাম, আমরা যদি এতো কাজ করি তাহলে তো আমরা শেষ হয়ে যাব। একথা শুনেও সবসময় হেসে উঠতেন। শহীদ মরহুম ওসীয়্যতকারীও ছিলেন। তিনি বলেন, (একবার) আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার এত তাড়াতাড়ি ওসীয়্যত করার কারণ কী? উত্তরে তিনি বলেন, ইমাম মাহ্দী সত্য ছিলেন, তাই তিনি (আ.) যা কিছু বলেছেন তা সত্য। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ওসীয়্যত করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমি ওসীয়্যত করেছি। তিনি বলেন, আমি তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে যাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তিনি কত গভীর ঈমান রাখেন! তিনি আরো বলেন, শহীদ মরহুমকে একবার তার আহমদীয়াত গ্রহণের মূল কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইমাম মাহ্দী বা মসীহ্ অথবা নবীর দাবিদার কোনো ব্যক্তি বা জামা'তই আজ পর্যন্ত সফলতা লাভ করে নি, ব্যতিক্রম কেবল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি (আ.)ও যদি সত্য না হতেন তাহলে তাঁর অবস্থাও অন্য দাবিদারদের মতোই হতো।

শহীদের পিতামাতা উভয়েই জীবিত আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা দুজনেই আহমদী, যেভাবে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শহীদ মরহুম পিতামাতার একমাত্র ছেলে ছিলেন আর এখনো পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। তার দুজন বোন রয়েছেন আর তারা উভয়েই বিবাহিতা, কিন্তু তারা আহমদী নন তবে তাদের তবলীগ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তার পিতামাতাকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। যেভাবে আমি বলেছি, একমাত্র ছেলে ছিলেন, তাই তারা অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন। কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই কষ্ট সহ্যের সুযোগ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের পদমর্যাদাও উন্নীত করুন। যাহোক, এই শহীদ তো

আল্লাহ্ তা'লার বাণী অনুসারে স্থায়ী জীবন লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে বিশেষ আচরণ করুন এবং খুব দ্রুতই এসব যালেম দুষ্কৃতকারীকে ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন। শত্রুরা মনে করে, জামা'তের সদস্যদেরকে এভাবে পরীক্ষায় ফেলে এবং বলপ্রয়োগ করে তাদের মনোবল ভেঙে দিবে। কিন্তু এটি এর পুরোপুরি উল্টো বিষয়। সেখান থেকেও কিছু পত্র আমার কাছে এসেছে। অনেক যুবক লিখেছেও যে, যদি আরো শাহাদাতের প্রয়োজন পড়ে তাহলে দোয়া করুন যাতে আমরাও তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি।

অতএব এরূপ হীন শত্রুরা কী ক্ষতি করতে পারে? যাহোক, আমাদের দোয়া করা উচিত আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করেন। এখন দোয়ার প্রতি অনেক বেশি জোর দিন।"[৪৪]

এছাড়া সারা বিশ্বের দুইশতাধিক দেশের আহমদী ভাইবোন আমাদের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন এবং দোয়া করেন। এ ঘটনায় আহমদনগর ও শালসিড়ি জামা'তের আহমদী ভাইবোনরা চরম ধৈর্য ধারণ এবং অনেক বড় কুরবানী দিয়েছেন। আগুনে তাদের বাড়িঘর ও দোকান পুড়ে তারা নিঃস্ব হয়ে গেলেও তাদের মুখের হাসি উজ্জ্বল হয়ে আছে। তারা ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। শহীদ জাহিদ হাসানের পরিবারও অনেক বড় পরীক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা সকলের কুরবানী কবুল করুন এবং আগামীতে আমাদের সকল জলসা যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের তৌফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্রঃ

১.পাক্ষিক আহমদী ৩০ এপ্রিল ১৯৭৩।
২. পাক্ষিক আহমদী ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৪।
৩.পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৭৫।
৪. পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৭৬।
৫. পাক্ষিক আহমদী ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।
৬. পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ-১৯৭৬।
৭. পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ/১৯৭৭।
৮. পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ, ১৯৭৭।
৯. পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ, ১৯৭৮।
১০. পাক্ষিক আহমদী ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।
১১. পাক্ষিক আহমদী ৩১ মার্চ ১৯৮২।
১২. পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৮৪।
১৩. পাক্ষিক আহমদী-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬।
১৪. পাক্ষিক আহমদী-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭।
১৫. আহমদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৮৯, পৃ. ১২।
১৬. পাক্ষিক আহমদী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯০।
১৭. পাক্ষিক আহমদী-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।
১৮. পাক্ষিক আহমদী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।
১৯. পাক্ষিক আহমদী-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।
২০. দৈনিক রূপালী, ৫-২-১৯৯৪।
২১. দৈনিক বাংলাবাজার, ৭-২-১৯৯৪।
২২. পাক্ষিক আহমদী, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৬।
২৩. দৈনিক সংবাদ, ৫-১-১৯৯৭।
২৪. দৈনিক ভোরের কাগজ, ৪-১-১৯৯৭।
২৫. The Bangladesh Observer 5 Jan, 1997.
২৬. দৈনিক সংবাদ, ৬-১-১৯৯৭ ও পাক্ষিক আহমদী, ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৭।
২৭. হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর, পৃষ্ঠাঃ ১৩০-১৩৫।

২৮. পাক্ষিক আহমদী, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১।
২৯. পাক্ষিক আহমদী-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২।
৩০. পাক্ষিক আহমদী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।
৩১. পাক্ষিক আহমদী ৩১ জানুয়ারি, ১৫ ফেব্রুয়ারি-২০০৫।
৩২. পাক্ষিক আহমদী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬।
৩৩. পাক্ষিক আহমদী, ৩১ জানুয়ারি, ২০০৭।
৩৪. পাক্ষিক আহমদী, ৩১ জানুয়ারি ২০০৮।
৩৫. আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা, পৃ. ১৪-১৮।
৩৬. অডিও থেকে বঙ্গানুবাদ।
৩৭. অডিও থেকে বঙ্গানুবাদ।
৩৮. অডিও থেকে বঙ্গানুবাদ।
৩৯. আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ এপ্রিল ২০১৩।
৪০. অডিও থেকে বঙ্গানুবাদ।
৪১. অডিও থেকে বঙ্গানুবাদ।
৪২. পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ ২০২২।
৪৩। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ ২০২৩।
৪৪। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ ২০২৩।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সালানা জলসা

অবিভক্ত বাংলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করার ফলশ্রুতিতে ১৯১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমারত (জামা'ত আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৭ সালে মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গনে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে বর্ষপরিক্রমায় মহাসমারোহে জলসা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে এ জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।

তবে দেশীয় কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ঢাকায় স্থানান্তর করা হলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্থানীয় জামা'তের জলসা সালানা পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হওয়া অব্যাহত থাকে। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বঙ্গীয় জলসা ছাড়াও ক'বছর স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফলে ১৯৫১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৩৫তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে ৩৬তম, ১৯৫৩ সালে ৩৭তম এবং ১৯৫৪ সালের ২৮-২৯ মার্চ ৩৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৩-২৪ মার্চ ১৯৫৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৩৯তম সালানা জলসা। অতঃপর ১৯৫৬ সালের ১৭-১৮ জুন ৪০তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ ৪০তম জলসা জামা'তের আঙিনার বাইরে, অর্থাৎ মসজিদুল মাহদীর বাইরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টাউন হলে জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ জলসায় দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব, অস্থায়ী আমীর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া। তিনি প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। স্পেন দেশে আমাদের ধর্মপ্রচারক মওলানা চৌধুরী করম এলাহী জাফর সাহেবকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য দেশ ত্যাগের সরকারী নির্দেশের প্রেক্ষিতে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং পাকিস্তান সরকারকে এর প্রতিবাদ জানাতে অনুরোধ করা হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী দুই দিনের জলসা সার্থক ও সফল হয়। এ জলসার সফলতায় জনাব খলিলুর রহমান খাদেম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্থানীয় জামা'তের সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

এতে আহমদী ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা উপস্থিত ছিলেন। তিন হাজার লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ মিলন মেলার জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।

৪১তম জলসা ১৯৫৭ সালে এবং ৪২তম জলসা ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ৪২তম জলসায় কামরুল আম্বিয়া সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এটি নিম্নরূপ:



میرا پیغام احباب برہمن بڑیہ کے نام

مجھے معلوم ہوا ہے کہ برہمن بڑیہ میں مؤرخہ ۱۶ و ۱۷ فروری ۱۹۵۸ء کو اس علاقہ کا سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے اور اس موقعہ پر مجھ سے ایک مختصر سا پیغام کی خواہش کی گئی ہے۔ سو میرا پیغام یہی ہے کہ اے احباب جماعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے جس کا تیرہ سو سال سے اسلام میں انتظار کیا جا رہا تھا اور جس کی بشارت ہمارے آقا رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بڑے شاندار الفاظ میں دی تھی۔ اور اس زمانہ کو اسلام کے دورِ ثانی کا زمانہ قرار دیا تھا۔ پس آپ اس نعمت کی قدر کریں اور اسے اپنے نفسوں میں جاری کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں انتہائی جدوجہد سے کام لیں تاکہ قیامت کے دن آپ لوگوں کے نیک سرخرو ہوں۔ جنگال کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کا ذکر خدا تعالیٰ کے الہام میں آیا ہے۔ اور پھر برہمن بڑیہ کے ایک مرحوم بزرگ کا ذکر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تصنیفات میں موجود ہے۔ پس آپ لوگوں پر دُہری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف خود اس تعلیم کا نمونہ بنیں جو اسلام کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے بلکہ دوسروں تک بھی اس تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کو قریب لانے میں مددگار بن جائیں جو اس زمانہ کے لئے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ آپ کے اس جلسہ کو مبارک کرے اور اس کے بہترین نتائج پیدا فرمائے۔ آمین

فقط والسلام

(دستخط) مرزا بشیر احمد

বঙ্গানুবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমার বাণী

আমি অবগত হয়েছি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে আগামী ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ সালের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আর এই সুযোগে আমার কাছে সংক্ষিপ্ত বাণী প্রত্যাশা করা হয়েছে। অতএব আমার বাণী হল–

হে জামা'তের বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সেই নেয়ামত দান করেছেন যার জন্য তের শত বছর ধরে ইসলামে অপেক্ষা করা হচ্ছিল আর যার সুসংবাদ আমাদের মনিব মহানবী (সা.) নিজ পবিত্র বাণীতে চমৎকার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন। আর এ যুগকে ইসলামের দ্বিতীয় যুগ আখ্যা দেয়া হয়েছিল। অতএব আপনারা এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন এবং এটিকে নিজেদের মাঝে সঞ্চারিত করুন আর অন্যদের কাছেও এই বাণী পৌঁছানোর সর্বাত্মক চেষ্টাপ্রচেষ্টা করুন যেন কিয়ামতের দিন আপনাদের মুখ উজ্জ্বল হয়। বাঙালিদের এই বিশেষত্ব রয়েছে যে, তাদের বিষয়ে খোদা তা'লার ইলহামে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন মরহুম বুযূর্গের উল্লেখও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকের মাঝে রয়েছে। তাই আপনাদের ওপর দ্বিতীয় দায়িত্ব হল, আপনারা নিজেরাই কেবল সেই শিক্ষা অনুযায়ী আদর্শ হবেন না বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন অন্যদের কাছেও তা পৌঁছে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন যেন আপনারা আল্লাহ্ তা'লার সেই তকদীরকে নিকটবর্তী করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হতে পারেন, যেটি এ যুগের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হোন, আপনাদের এ জলসাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং এর উত্তম ফলাফল দিন। আমীন।

ওয়াসসালাম
মির্যা বশির আহমদ
রাবওয়া, পাকিস্তান[১]



অবিভক্ত বাংলার আহমদীয়া জামা'তের প্রথম মসজিদ 'মসজিদুল মাহদী'।
এর প্রাঙ্গনে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ অন্যান্যগণ।

অতঃপর ২৪ ও ২৫ মে ১৯৫৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৪৩তম সালানা জলসা। এতে বহু আহমদী নারী পুরুষ এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও অ-আহমদী মুসলমান ভ্রাতাগণ যোগদান করেন। উল্লেখ্য, এ জলসায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর তিনজন বংশোদ্ভূত যোগদান করেছিলেন। তাঁরা হলেন: সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব বার এট ল তদীয় বেগম সাহেবা ও তাঁর শ্যালক। মির্যা জাফর আহমদ সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুত্র হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) সন্তান এবং মির্যা জাফর আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সন্তান হযরত মির্যা সুলতান আহমদ (রা.)-এর ছেলে মির্যা আজিজ আহমদ সাহেবের মেয়ে এবং তাঁর শ্যালক মির্যা আজিজ আহমদ সাহেবের পুত্র। তাঁদের উপস্থিতিতে জলসা আনন্দ মুখরিত ও সরগরম হয়ে উঠে।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস, জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আলী, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ, জনাব কাজী খলিলুর রহমান খাদেম এবং সভাপতি সাহেব।



সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ সিকদার সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, ডা: আনোয়ার হোসেন এবং সভাপতি সাহেব।

দ্বিতীয় দিবসের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ্ সিকদার সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, কাজী খলিলুর রহমান খাদেম এবং সভাপতি সাহেব।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দার সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ, কাজী খলিলুর রহমান খাদেম, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মৌলবি মনওয়ার আলী এবং মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ্ সিকদার সাহেব।

সবশেষ অধিবেশন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হতে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত হয়। সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ্ সিকদার। কুরআন তিলাওয়াত ও

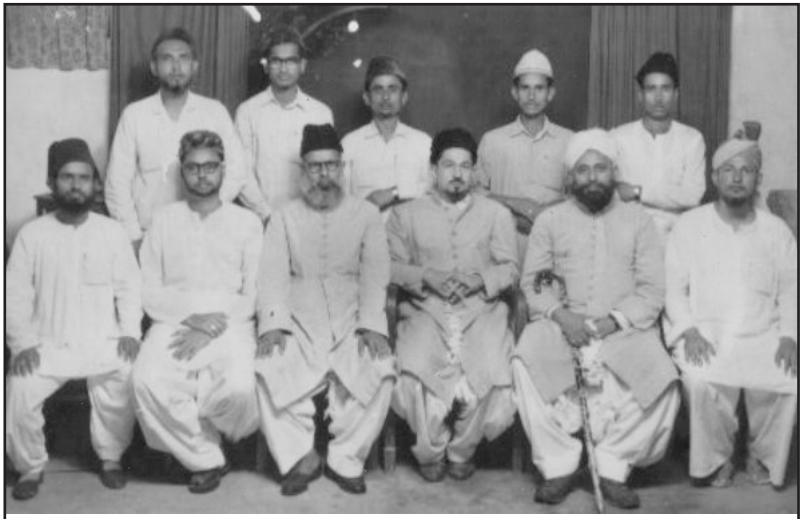
নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং সভাপতি সাহেব।

অতঃপর দোয়া করে জলসা সমাপ্ত হয়। প্রোগ্রাম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় জলসা কমিটির চেয়ারম্যান সাদির খান সাহেব উপস্থিত না থাকায় তাঁর পরিবর্তে জনৈক ছাত্র বক্তৃতা করেন। জনাব সাদির খান, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কায়েদ জনাব ফরিদ আহমদ এবং তাঁদের সহকর্মীগণ নিষ্ঠার সাথে জলসার কার্যনির্বাহ করেছেন। জলসার দ্বিতীয় দিন মহিলাদের কনফারেন্স হয়েছে।

২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৪৪তম সালানা জলসা। এ জলসায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হতে আহমদী ভ্রাতাগণ যোগদান করেন। জামা'তের বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি মহিলাদের অধিবেশন হয়।

১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৪৫তম সালানা জলসা। তখন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জলসার পর রাবওয়া থেকে আগত সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে হিসেবে জামা'তের খেদমতে অনন্য অবদান রেখেছেন, তিনি মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসায় শুভাগমন করেন। তাদের সাথে সফরসঙ্গী ছিলেন ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব প্রমুখ।

রাবওয়া থেকে আগত এ বুযূর্গদের জলসায় যোগদান জলসাকে আনন্দমুখর করে তোলে। কর্মসূচি ঢেলে সাজানো হয়। মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্ সাহেবের সুললিত কণ্ঠের নযম পাঠের পর সদর মুরুব্বী মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের বক্তৃতামালার সাথে কাদিয়ানের নূরের পরশে নূরান্বিত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এবং জলসার প্রধান আকর্ষণ সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের প্রাণবন্ত ভাষণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ঐশীবাণীর বিউগল বাঁজে। আমরা করবো বিশ্ববিজয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে যায়।



৪৫তম জলসায় বাম দিক থেকে দাঁড়ানো সর্বজনাব ডা. আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ ইদ্রিস, ফরিদ আহমদ, আহমদ মিয়া, আব্দুল আউয়াল। সামনের সারিতে চেয়ারে বসা বাম দিক থেকে সর্বজনাব মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মৌলবি মোহাম্মদ, হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এবং মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ।



ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ৪৫তম জলসায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। (✓)

জলসার অনুষ্ঠানের পর সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ক'দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করেন। বিভিন্ন আহমদীদের বাড়িতে বেড়াতে যান এবং স্থানীয় আহমদীরা হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে তাঁদেরকে বরণ করে নেন। "দেবে আর নেবে, মিলবে আর মিলাবে যাবে না ফিরে" মহত্বে সকলের প্রাণে প্রাণে মিশে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রেক্ষিতে ধর্মহারা সমাজে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত ব্যক্তিদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশোদ্ভূত পৌত্রের শুভাগমনে যেন তাঁরই আবির্ভাব ঘটে। সুরাইয়া নক্ষত্রের ঐশী নূরের ফোঁটা পড়ে তাদের আপন বসতিতে। তাই স্থানীয় সদস্যরা বাঙালি কৃষ্টির ঐতিহ্যবাহী বাহারি পিঠা, বিভিন্ন খাবার ও মৌসুমী ফলে তাঁদেরকে সানন্দে আপ্যায়ন করেন। তাঁরা অতিথি সেবায় অভিভূত হন। সেবাব্রতরাও তাঁদের নূরের পরশে দোয়া ও ভালোবাসায় আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করেন। সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খিলাফতের মসনদে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন সময়ে এমটিএ-তে এসবের বর্ণনা দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় ৪৬তম সালানা জলসা ১০ ও ১১ মার্চ ১৯৬২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাদেশিক আমীর শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব এবং জামা'তের অন্যান্য বুযূর্গগণের বক্তৃতায় সফল হয়।

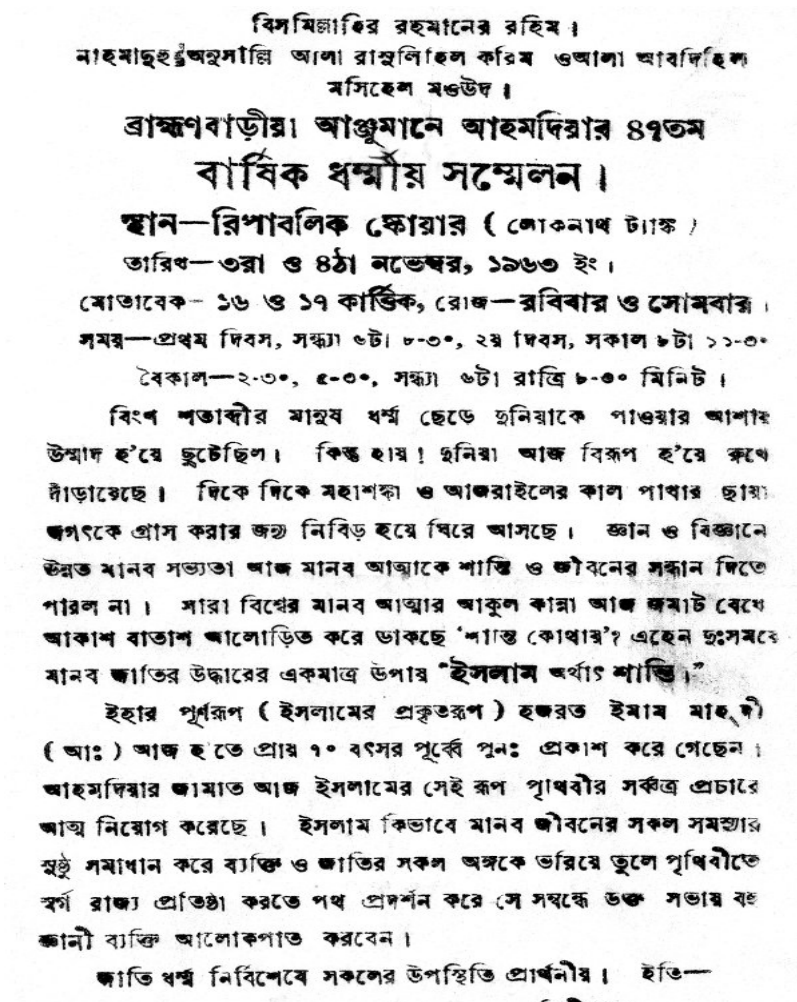
১৪ ও ১৫ এপ্রিল ১৯৬২ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক জলসায় রাবওয়া থেকে জামা'তের ৭জন বিশিষ্ট বুযূর্গের শুভাগমন হয়। তাঁদের মধ্যে ক'জন ঢাকার জলসার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'ত সফর করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ১৯৬৩ সালের ৪৭তম জলসা আহমদীয়াতের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক জলসা। এ জলসায় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে দুই জন আহমদী শহীদ হন। বাংলার মাটিতে আহমদীয়াতের জন্য শহীদের অলৌকিক বারিবর্ষণের সুত্রপাত হয়। কর্মসূচি অনুসারে পূর্ব পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের লোকনাথ টেঙ্কেরপাড়ে ২-৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৩ নভেম্বর বাদ মাগরিব থেকে শুরু হয় জলসার অনুষ্ঠানসূচি।



১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিছনের সারিতে দাঁড়ানো বাম দিক থেকে সর্বজনাব মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ, ফরিদ আহমদ, মোহাম্মদ ইদ্রিস। চেয়ারে বসা বাম দিক থেকে হযরত কুদরত উল্লাহ সানোয়ারী (রা.) এবং মওলানা ফারুক আহমদ।

তখন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির উপস্থিতির লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞাপন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বহুল প্রচার করা হয়। সেই বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ:



বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম।
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল করিম ওআলা আবদিহিল মসিহেল মওউদ।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদিয়ার ৪৭তম

বার্ষিক ধর্ম্মীয় সম্মেলন।

স্থান—রিপাবলিক স্কোয়ার (লোকনাথ ট্যাঙ্ক)

তারিখ—৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৩ ইং।

মোতাবেক—১৬ ও ১৭ কার্ত্তিক, রোজ—রবিবার ও সোমবার।

সময়—প্রথম দিবস, সন্ধ্যা ৬টা ৮-৩০, ২য় দিবস, সকাল ৮টা ১১-৩০ বৈকাল—২-৩০, ৫-৩০, সন্ধ্যা ৬টা রাত্রি ৮-৩০ মিনিট।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ ধর্ম্ম ছেড়ে দুনিয়াকে পাওয়ার আশায় উন্মাদ হ'য়ে ছুটেছিল। কিন্তু হায়! দুনিয়া আজ বিরূপ হ'য়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে। দিকে দিকে মহাশঙ্কা ও আজরাইলের কাল পাখার ছায়া জগৎকে গ্রাস করার জন্য নিবিড় হয়ে ঘিরে আসছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত মানব সভ্যতা আজ মানব আত্মাকে শান্তি ও জীবনের সন্ধান দিতে পারল না। সারা বিশ্বের মানব আত্মার আকুল কান্না আজ জমাট বেধে আকাশ বাতাশ আলোড়িত করে ডাকছে 'শান্তি কোথায়'? এহেন দুঃসময়ে মানব জাতির উদ্ধারের একমাত্র উপায় "ইসলাম অর্থাৎ শান্তি।"

ইহার পূর্ণরূপ (ইসলামের প্রকৃতরূপ) হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আজ হ'তে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে পুনঃ প্রকাশ করে গেছেন। আহমদিয়ার জামাত আজ ইসলামের সেই রূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেছে। ইসলাম কিভাবে মানব জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে ব্যক্তি ও জাতির সকল অঙ্গকে ভরিয়ে তুলে পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পথ প্রদর্শন করে সে সম্বন্ধে উক্ত সভায় বহু জ্ঞানী ব্যক্তি আলোকপাত করবেন।

জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি—

বিনীত—

গোলাম ছামদানি খাদিম, বি, এল,
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি।

মেসেন আর্ট প্রেস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সৈয়দ সোহেল আহমদ সি এস পি (পশ্চিম পাকিস্তানী)। তখন তিনি পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ের উপসচিব। পরবর্তীতে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ছিলেন। অধিবেশনের কর্মসূচি পরিচালনা করেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। প্রথমে জলসা ইজতেমার পর দিন ৪ নভেম্বর সকাল থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তা পরিবর্তন করে ৩ ও ৪ নভেম্বর করা হয়। খোদ্দামের ইজতেমা উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে জলসা ইজতেমার পর পর শুরু করা হয়।



লোকনাথ টেঙ্কেরপাড়ে প্রবেশের গেট। বাম দিক থেকে সর্বজনাব–
(১) মাজেদ আহমদ ভূঁইয়া, (২) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল,
(৩) মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, (৪) ফরিদ আহমদ এবং (৫) মনোয়ার আহমদ।

উপস্থিত খোদ্দাম ও আতফাল ছাড়াও জলসা শুরুর প্রাক্কালে অনেক আনসার, লাজনা ও নাসেরাত যোগদান করেন। লাজনাদের জন্য পৃথক তাবুর ব্যবস্থা করা হয়। জলসাগাহ প্রায় চারশত ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলায় সরগরম হয়ে উঠে। সকলই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আনন্দ উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। একে অপরের সাথে আলিঙ্গনে প্রাণে প্রাণে মিশে যান।

এতে উপস্থিত আশেকে রসূলগণ যেন পার্থিব জীবন ভুলে স্বর্গীয় উন্মাদনায় বিভোর হয়ে এক অতিন্দ্রীয় জগতে প্রবেশ করেন। ঐশী নেয়ামতের স্বাদ লাভ হয়। জলসাগাহে স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। ফেরেশতারা যেন

খোদার রহমত বর্ষণে দল বেঁধে বিচরণ করে। আকাশ থেকে রহমতের বারি বর্ষিত হতে থাকে।



এ মাঠেই ইজতেমা ও জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ সড়ক বাজার। আহমদী বিরোধী মৌলবি তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে আক্রমণের পূর্বে এখানে সভা হয়। বাম দিক থেকে সর্বজনাব– (১) মাজেদ আহমদ ভূঁইয়া, (২) মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, (৩) ফরিদ আহমদ, (৪) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল এবং (৫) মনোয়ার আহমদ।

এমন স্বর্গতুল্য পরিবেশের মাঝে জলসার অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ হয়। বক্তৃতামালায় প্রথম বক্তা আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তাঁর বক্তৃতার বিষয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাদাকাত। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আত্ তাক্ভীর এর কয়েকটি আয়াত পাঠ করে ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা অকাট্য যুক্তির সাথে আলোকপাত করতে থাকেন। এতে খোদা প্রেমিদের মাঝে যেন ঐশী বিউগল বেজে ওঠে। সকলেই গভীর নীরবতায় একনিষ্ঠতার সাথে তা হৃদয়ঙ্গম করতে থাকেন।

কিন্তু হায়! বক্তৃতা দশ-পনের মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পরই শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সভায় উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরা জলসাগাহে আক্রমণ করে। এর নেতৃত্ব দেন জামেয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রিন্সিপাল মৌলবি তাজুল ইসলাম। তিনি কিছুদিন পূর্ব থেকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদেরকে কাদিয়ানী জলসায় আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে গণসংযোগ করেন। বিভিন্ন কুফরী ফতোয়ার ঝড় তোলেন। তখনকার তালশহর মাদ্রাসার এক ছাত্রের মুখে পরে শুনেছি মৌলবি তাজুল ইসলামের সেই বিস্ময়কর বিভিন্ন ফতোয়ার কথা। জলসার আগের দিন রাতে অতি উৎসাহী এক মোখালেফাতকারী রামদাসহ এসেছিল। তাকে ধরে থানায় সোপর্দ করা হয়।

মৌলবি তাজুল ইসলামের আহ্বানে ৩ নভেম্বর বিকেলে শহরের সড়ক বাজারে কয়েক হাজার লোকের সমাগম হয়। তিনি উত্তেজিত বক্তৃতা দিয়ে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাদের প্রথাগত বক্তৃতায় তিনি বলেন– 'কাদিয়ানীরা ইসলামের শত্রু, ইংরেজের দালাল, কাফের, তারা হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে শেষ নবী মানে না, তাদের কতল করতে পারলে অনেক সওয়াব হবে এবং বেহেশ্ত পাওয়া যাবে ইত্যাদি'। তাই সস্তায় বেহেশ্ত লাভের আশায় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রায় তিন হাজার লোক সড়ক বাজার থেকে মিছিল করে টেঙ্কেরপাড় এসে আক্রমণ করে। শিলাবৃষ্টির মত ইটপাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। লাঠিসোটাসহ দেশীয় অস্ত্রে ভয়াবহ আঘাত আনে। উন্মাদনায় মেতে উঠে। রক্ত পিপাসায় মাতাল হয়ে যায়। জলসাগাহের বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করে। তাবু ও সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা আনন্দে মাতোয়ারা হয়। আল্লাহ্ ও রসূলের নামে হত্যা করার শ্লোগান দিতে

থাকে। দশহাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। নিরীহ নিরপরাধ খোদাপ্রেমিক আশেকে রসূলরা দিশেহারা, সকলেই হতভম্ব হয়ে যান। আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করতে থাকেন। অনেকে জলসাগাহের চেয়ার মাথায় দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ দীঘি ও পুকুরের পানিতে ডুবে নাক জাগিয়ে থাকেন। আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবসহ একদল জলসার ষ্টেজের পিছনের রেইনট্রি গাছের আড়ালে আশ্রয় নেন।

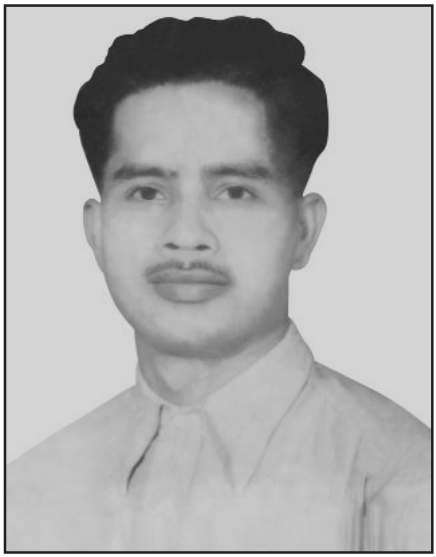


লোকনাথ দীঘি। আক্রমণের সময় অনেকে এ দীঘির পানিতে আশ্রয় নেন।

কিছু সংখ্যক সেবক জঙ্গে বদরের সেই উদ্দীপিত সিপাহীদের মতো সতীর্থদের রক্ষায় আক্রমণকে প্রতিহত করতে বলিয়ান হয়ে উঠেন। তাঁদের মধ্যে যুবক ওসমান গনিসহ ক'জন ছিলেন। তাঁরা প্রথমে জলসায় উপস্থিত লাজনা ও ছোট ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে যান। তাদেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাই স্কুলের পাশ থেকে নিজ নিজ বাড়ি যেতে রিক্সায় তুলে দেন। তাঁদের মাঝে ঐশী প্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মন-প্রাণ উতলা হয়ে যায়। তাঁরা নিজের জীবন দিয়ে নিরীহ আহমদী ভাইয়ের জীবন রক্ষায় মরণপণে ঝাপিয়ে পড়েন।

তাঁরা চৌদ্দ'শ বছর পূর্বের সেই খালেদ বিন ওয়ালিদের মত গর্জে উঠেন। তাঁদের দেহের পবিত্র রক্ত টগ্‌বগ করতে থাকে। জলসাগাহের চেয়ার ও লাকড়ি দিয়েই ইটপাথরের ঢিল এবং বিভিন্ন অস্ত্রের আঘাত থেকে নিজদেরকে ও সতীর্থদেরকে রক্ষার চেষ্টা করেন। আক্রমণকে প্রতিহত করতে মাঠের গেটের দিকে এগিয়ে যান। আত্মরক্ষায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সচেষ্ট হন।

কিন্তু হায়! নরাধম দলের দশ-পনের জন একত্র হয়ে ওসমান গনিকে ঘিরে ফেলে। প্রচণ্ড আঘাত হানে তাঁর ওপর। তবে আহত হওয়ার পরও তিনি ভীত হন নি। পালানোর চেষ্টা করেন নি। লড়াই চালিয়ে যান। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–আহত হবার পরও যারা আল্লাহ্ ও এ রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মাঝে যারা ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে এদের জন্য রয়েছে এক মহা পুরস্কার (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)। ফলে তিনি ঈমানের পরীক্ষায় দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করেন। সেনাবাহিনীতে মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধের যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তা সর্বাত্মক প্রয়োগে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। অবশেষে ক'জনের উপর্যুপরি প্রচণ্ড আঘাতে ওসমান গনিসহ ক'জন গুরুতর আহত হন। হযরত রসূলে করীম (সা.) তায়েফবাসীর নিকট আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদের শিক্ষা প্রচার করতে গিয়ে যেমন শারীরিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর পবিত্র দেহ রক্তাক্ত হয়, তেমনি তাঁর মসীহেজ্জামানের শিষ্যত্বগ্রহণকারী একত্ববাদের শিক্ষা প্রচারের কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হন।



শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি
জন্ম : ১৯৩১, মৃত্যু : ৪ নভেম্বর, ১৯৬৩

ওসমান গনির মাথা ফেটে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। সতীর্থদের উদ্দেশ্যে কাতরাতে কাতরাতে শেষ কথা বলেন– 'বন্ধুগণ! এখন আমার মৃত্যুতে আর কোন আফসোস নেই। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমি মওলার উদ্দেশ্যে চললাম। কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ আপনারা জাগ্রত হোন এবং উঠুন। জামা'তের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করুন। যাতে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয় ত্বরান্বিত হয়।' অতঃপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

অদূরে লাজনাদের পেন্ডেলের নিকটবর্তী স্থানে তারুয়া জামা'তের আনসার সদস্য আব্দুর রহিম সাহেব গুরুতর আহত হন। তিনিও আক্রমণকে প্রতিহত করতে মরণপণে চেষ্টা করেছেন। জলসাগাহের রন্ধনশালার রক্ষিত লাকড়ি দিয়ে নিজেকে ও নিজ সন্তানদেরকে রক্ষায় চেষ্টা করেন। অবশেষে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কাজে জড়িত সন্ত্রাসীরা আশেকে রসূল আব্দুর রহিমের উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যান। আকাশে তাঁরও শাহাদতবরণ মঞ্জুরী লাভ করে। তিনিও ওসমান গনির মত সেনাবাহিনীর সাবেক সৈনিক ছিলেন।

আক্রমণকারীদের দুই ঘণ্টা সংঘর্ষের পর প্রকৃতি রূঢ় হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড ঝড় আসে। শুরু হয় বজ্রপাত। ৭০/৮০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় বইতে থাকে। তখন তারা বিভিন্ন আহমদীদের বাড়িতেও আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু দুর্যোগে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া স্থানীয় মহকুমা প্রশাসক শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। প্রায় অর্ধ শতাধিক আহতের মধ্যে ৮/১০ জন গুরুতর আহতের পবিত্র দেহ ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পড়ে থাকে। অনেকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। এক ঘণ্টা পর ঝড়-বৃষ্টি থামে। স্থানীয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানা থেকে পুলিশ আসে নীরব দর্শকের মত। কিন্তু আক্রমণের সময় থানায় খবর পৌঁছালেও পুলিশ জান মাল নিরাপত্তার জন্য আসে নি। বৃষ্টি ভেজা আহতদের পবিত্র দেহ স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হাসপাতালে খালী বেডের তুলনায় রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় মেজে ও বারান্দায় ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন। কিন্তু বীরত্বের সাথে লড়াইকারী গুরুতর আহত ওসমান গনির জ্ঞান আর ফিরে নি। পরদিন ৪ নভেম্বর সোমবার সকাল ৭টায় ওসমান গনি তাঁর ইহজীবন ত্যাগ করে অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি জমান– শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া

ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তখন হাসপাতালে তাঁর সেবায় নিয়োজিত জামা'তের সদস্যরা বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

৪ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২টায় কড়া পুলিশ পাহাড়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিমরাইলকান্দীস্থ তিতাস নদীর পাড়ে পৌর কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। মওলানা ফারুক আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে সতীর্থরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে দাফন করেন। গভীর শোকে আবেগাপ্লুত হয়ে দোয়া ও কান্নায় ভেঙ্গে পরেন।

হে খোদা! তুমি তাঁর জীবন কুরবানী কবুল কর। তাঁকে শহীদের উচ্চ মাকাম দান কর। যার প্রতিশ্রুতি তুমি শহীদের জন্য দিয়েছো।

অপর বীর বাঙালি আব্দুর রহিম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি হাসপাতালে ৫ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখ ভোররাতে শেষ নিঃশেষ ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিমরাইলকান্দীস্থ পৌর কবরস্থান। এখানে সমাহিত শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি এবং শহীদ আব্দুর রহিম।

তিনিও খোদা প্রদত্ত শাহাদতের পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। আকাশে তাঁর নাম শহীদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাই তিনিও শাহাদতের

মুকুট লাভের সৌভাগ্যবান হন। তখন হাসপাতালে তাঁর সন্তানসহ অনেক আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এক হৃদয় বিদারক শোকের মাতম সৃষ্টি হয়, যেন আকাশে কান্নার রুল ওঠে। তাঁকে শহীদ ওসমান গনির পাশে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়। আত্মীয়স্বজন ও জামা'তের সতীর্থরা গভীর শোকে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে বিদায় জানান। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনায় খাস দোয়া করেন।

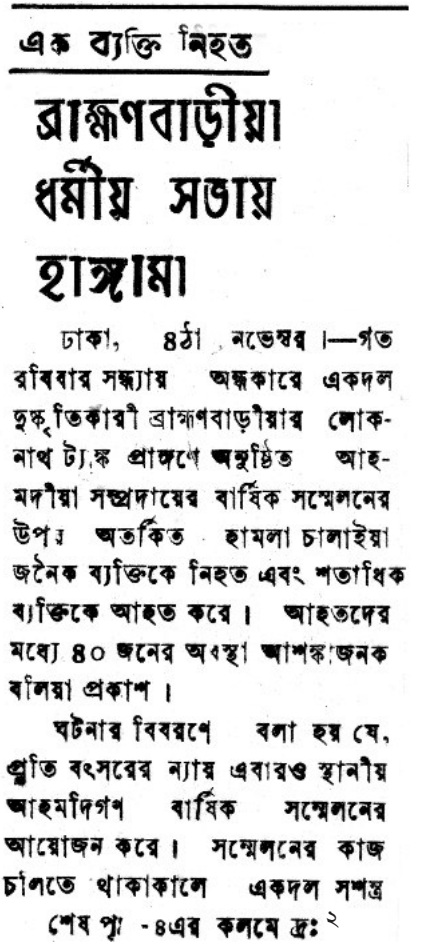


সেই জলসায় উপস্থিতদের ক'জন। বাম দিক থেকে দাঁড়ানো সর্বজনাব–
(১) মেহের মিঞা, (২) আহমদ মিঞা, (৩) শেখ বশির আহমদ,
(৪) শহিদুল ইসলাম, (৫) মনোয়ার আহমদ, (৬) মোশারফ হোসেন,
(৭) ডা. মোবাশশের আহমদ, (৮) মিরন মিঞা।
বাম দিক থেকে চেয়ারে বসা সর্বজনাব– (১) মতিউর রহমান,
(২) মোহাম্মদ হুমায়ুন লস্কর, (৩) সৈয়দ জসীম আহমদ,
(৪) সালাহ উদ্দীন আহমদ, (৫) আব্দুল আউয়াল মাস্টার এবং
(৬) এ.বি.এম. শফিউল আলম বরকত।

দুই বাংলার প্রথম আহমদীয়া জামা'ত যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি আল্লাহ্ তা'লার মহিমায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতেই প্রথম শহীদের জয় নিশান উড়ে। সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) তৎকালীন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'ত সফরকালে জামা'তে শহীদের কুরবানীর আবশ্যকতার যে আশা ব্যক্ত করেছিলেন ওসমান গনি ও আব্দুর রহিম একমাসের মধ্যে শহীদের আত্মত্যাগে তা পূর্ণ করেছেন।

তখন দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:



এক ব্যক্তি নিহত

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ধর্মীয় সভায় হাঙ্গামা

ঢাকা, ৪ঠা নভেম্বর।—গত রবিবার সন্ধ্যায় অন্ধকারে একদল দুষ্কৃতিকারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার লোকনাথ ট্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বার্ষিক সম্মেলনের উপর অতর্কিত হামলা চালাইয়া জনৈক ব্যক্তিকে নিহত এবং শতাধিক ব্যক্তিকে আহত করে। আহতদের মধ্যে ৪০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে বলা হয় যে, প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও স্থানীয় আহমদিগণ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের কাজ চলিতে থাকাকালে একদল সশস্ত্র

শেষ পৃ: -৪এর কলমে দ্রঃ ২

এ জলসায় ওসমান গনি ও আব্দুর রহিম শহীদ হওয়ার সাথে যারা আহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ক'জন হলেন– সর্বজনাব (১) মীর মোহাম্মদ আলী,

প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, (২) মীর আব্দুস সাত্তার, মৌড়াইল, (৩) সালেহ আহমদ ভূইয়া, কোড্ডা, (৪) আনিসুর রহমান ভূইয়া, কোড্ডা, (৫) আউসাফ আলী, তারুয়া, (৬) মোহাম্মদ শাহজাহান মিঞা, রংপুর, (৭) মোতাহার মিঞা, কোড্ডা, (৮) বশির আহমদ, তালশহর, (৯) খলিলুর রহমান ভূইয়া বাসুদেব, (১০) ডা. আবুল কাশেম তারুয়া, (১১) ছায়দুল হাসান তারুয়া, (১২) সবজালী মোল্লা তারুয়া, (১৩) ডা. আব্দুল গফুর তারুয়া, (১৪) করম আলী তারুয়া, (১৫) আবদুল গফুর তারুয়া, (১৬) মোহাম্মদ আব্দুল হাদী আহমদীপাড়া এবং (১৭) মুন্সী আসাব আলী তারুয়া প্রমুখ।

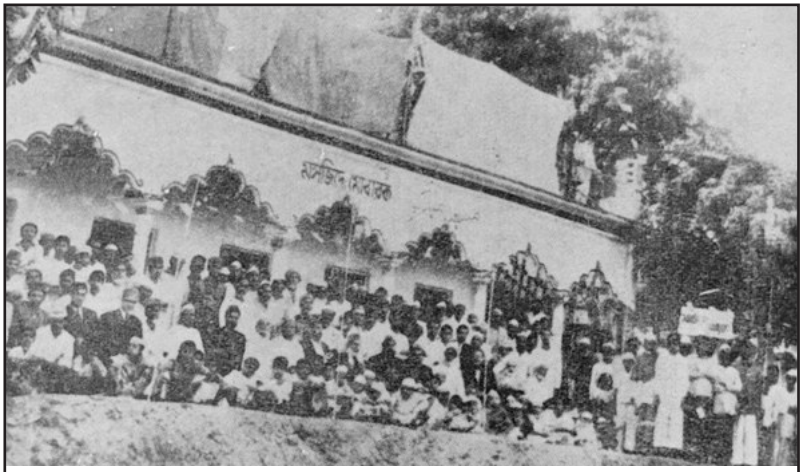
১৯৬৩ সালে দু'জন শহীদ হওয়ার পর ১৯৬৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। অতঃপর ১৯৬৫ সালের ১৭ ও ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তে ৪৮তম সালানা জলসা। মৌলবিপাড়াস্থ মসজিদুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত এ জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সার্থক ও সফল হয়।

অনিবার্য কারণে ১৯৬৬ সালের জলসা হয় নি। অতঃপর ১৯৬৭ সালে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ৪৯তম সালানা জলসা। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এবং জামা'তের অন্যান্য বুযূর্গ আলেমগণের উপস্থিতিতে এবং তাঁদের প্রাণবন্ত ভাষণে জলসা সফল হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীপাড়ায় দ্বিতল পাকা মসজিদ ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তারিখ উদ্বোধন করা হয়। এক জাকজমক অনুষ্ঠানে এবং অনেক আশেকে রসূলের উপস্থিতিতে মসজিদ উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এ মসজিদের নামকরণ করেন 'মসজিদে মোবারক'। এটি প্রথমে এক তলা এবং পরে দুই তলা নির্মিত হয়।

অতঃপর ১১ ও ১২ ফেব্রয়ারি ১৯৬৮ তারিখ এ মসজিদে মোবারকের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৫০তম সালানা জলসা। এতে প্রাদেশিক আমীরসহ প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও চিন্তাবিদগণ বক্তৃতা করেন। নবনির্মিত মসজিদ প্রাঙ্গণে নব উদ্যেমে অনুষ্ঠিত জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়। বলাবাহুল্য, জলসা শুরুর পর থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গণে

অধিকাংশ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৮ সাল থেকে মসজিদে মোবারক প্রাঙ্গণে জলসা অনুষ্ঠান শুরু হয়। যা পরবর্তীতে অব্যাহত থাকে।



মসজিদে মোবারক উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সমাবিষ্ট আহমদীদের একাংশ।

১৯৬৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সালানা জলসা হয় নি। অতঃপর ১৯৭০ সালের ৬-৮ মার্চ ৫১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। রাবওয়া থেকে আগত নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নাজির লায়ালপুরী এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১মার্চ ১৯৭০ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জলসার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসায় যোগদান করেন। ফলে রাবওয়ার বুযূর্গগণের উপস্থিতিতে এবং তাদের নসিহতমুলক বক্তৃতায় জলসা হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত হয়। পাঞ্জাবী ও বাঙালি আলেমদের বক্তৃতায় জলসা ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলায় পরিণত হয়।

১৯৭১ সাল ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গের সময়কাল। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠে। এরই মাঝে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার আন্দোলনের জোয়ারের মাঝে আহমদীয়া আন্দোলনের ডাকে অনেক আশেকে রসূল ছুটে আসেন এবং মসজিদে মোবারক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জলসায় প্রাদেশিক আমীর মৌলবি

মোহাম্মদ সাহেবসহ বাঙালি বুযূর্গগণ প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন। এ জলসা ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৫২তম জলসা সালানা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। অতঃপর ১৯৭৪ সালে ২ ও ৩ মার্চ ৫৩তম সালানা জলসার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে জলসা স্থগিত করা হয়। সে সময় বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল। অনেক লোক অনাহারে মারা যায়।

২০-২১ মার্চ ১৯৭৫ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৫৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামা'তে আহমদীয়ার খ্যাতনামা বক্তা ও বুযূর্গানেদ্বীন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাবলী এবং এর সমাধান বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৫৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদগণ বক্তৃতা করেন।



মসজিদে মোবারক প্রাঙ্গণে ৫৪তম সালানা জলসার জলসাগাহ।

সেই বুযূর্গরা হলেন– বাংলাদেশ জামা'তে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম মৌলবি মোহাম্মাদ সাহেব, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা ফারুক

আহমদ, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মওলানা এ.কে.এম মুহিবউল্লাহ, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, জনাব মকবুল আহমদ খান, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, এবং ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ শামসুর রহমান প্রমূখ। তিনটি অধিবেশনে মোহতরম আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়সমুহ বিশদভাবে আলোচিত হয়। কুরআন শরীফের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, মাকামে-মোহাম্মদীয়ত, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের লক্ষণাবলী, মালী কুরবানী, দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ, হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল এবাদ, ইসলাম ও বিশ্ব-শান্তি, তরবিয়তে আওলাদ, বিশ্বব্যাপী আজাব ও এর প্রতিকার, ঈমান ও আমল এবং সীরাত হযরত ইমাম মাহদী (আ.)।

২২-২৩ অক্টোবর ১৯৭৭ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৫৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব এ এফ মোহাম্মদ ইসমাঈল। ২২ অক্টোবর বিকালে জলসার প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সাহেব সিএসপি। তিলাওয়াতে কুরআন এবং নযম পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী, সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া। উক্ত ভাষণে তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই ঐতিহ্যবাহী মহতী সালানা জলসায় আজ উদ্বোধনী ভাষণ দান করার কথা ছিল মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ জামা'ত। কিন্তু তিনি ভীষণ পীড়িত থাকার কারণে এই জলসায় যোগদান করতে পারেন নি। তাই উপস্থিত সকল বুযূর্গদের নিকট মোহতরম আমীর সাহেবের দ্রুত রোগ মুক্তির দোয়ার আবেদন। অতঃপর তিনি জলসার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নসিহত সমূহের আলোকে সারগর্ভ আলোচনার পর ইজতেমায়ী দোয়া দ্বারা উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ, নামায ও দোয়ার গুরুত্ব এবং শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ (আ.) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব

মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্, মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি (রাবওয়া), মওলানা ফারুক আহমদ সদর মুরুব্বী এবং গোলাম আহমদ খান প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম। সর্বশেষে ভাষণ দান করেন অধিবেশনের সভাপতি মোহাম্মদ আলী সাহেব। তাঁর এ ভাষণ অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল।

জলসার একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল তবলীগি প্রদর্শনী। যা অধিবেশনের প্রারম্ভে মোহাম্মদ আলী সাহেব উদ্বোধন করেন। অতঃপর জামা'তের বুযূর্গগণ আহমদীয়াত তথা ইসলামের সৌন্দর্যের উপর প্রদর্শিত বিভিন্ন বিষয় এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ সফরের উপর প্রদর্শিত ছবিগুলি দেখেন।

২৩ অক্টোবর সকালে জলসায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন গোলাম আহমদ খান সাহেব। তিলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠের পর আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব ও কর্তব্য, জামা'তে আহমদীয়া ও ইশায়াতে ইসলাম, ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, কুরবানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর ঈমানউদ্দীপক ভাষণ দান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, মোহাম্মদ আলী এবং বি,এ, এম, এ সাত্তার সাহেব।

শেষ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মৌলবি আলী কাসেম খান চৌধুরী। তিলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠের পর হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.), ওফাতে ঈসা (আ.), দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ ও তাদের পরিণাম এবং কুরআন করীমের ফযিলত ইত্যাদি বিষয়ে ঈমানবর্ধক ভাষণ দান করেন যথাক্রমে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি। সর্বশেষে ভাষণ দান করেন মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। উক্ত মহতী এবং রূহানীয়তপূর্ণ সালানা জলসায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক আহমদী এবং গয়ের আহমদী ভ্রাতা যোগদান করেন।

১৯৭৮ সালের ২-৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ৫৬তম সালানা জলসা। এ জলসা দু'দিনে তিনটি অধিবেশনে বাংলাদেশের জামা'তে আহমদীয়ার প্রখ্যাত বক্তাগণ বর্তমান যুগে ইসলামের পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও আদর্শ এবং জীবনে তা বাস্তবায়নের উপায় ইত্যাদির উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব আলী আজগর খাঁ ও এস মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। জলসার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)– মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্, ত্রিত্ববাদ ও তৌহিদ– আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ওফাতে ঈসা (আ.)– খন্দকার সালাহ উদ্দীন, তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজী– শহীদুর রহমান এবং জিকরে হাবিব (আ.)– গোলাম আহমদ খান সাহেব বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে গোলাম আহমদ খান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণের পর একামাতে সালাত, খিলাফত ও এতায়াতে নেযাম, সন্তানদের তরবিয়ত ও মাতা-পিতার দায়িত্ব, মালী কুরবানী এবং কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান (ভৈরব), আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, এ.কে. রেজাউল করীম এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ।

জলসার শেষ অধিবেশন আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সিরাতে রসূল আকরাম (সা.), খতমে নবুওয়ত, আহমদীয়াতের ইতিহাস, দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও জামা'তে আহমদীয়া বিষয়ে আলোকপাত করেন যথাক্রমে মকবুল আহমদ খান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, প্রফেসর আমীর হোসেন, নুরুদ্দীন আহমদ এবং বি.এ এম.এ সাত্তার সাহেব।

পরিশেষে জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সালাহ উদ্দীন চৌধুরী জলসায় যোগদানকারীদের প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন। মোহতরম আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ এবং দোয়ার পর জলসার সমাপ্ত হয়। প্রায় ৩৪টি জামা'ত থেকে ৭শত জন আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি যোগদান করেন।

১৯৭৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তে সালানা জলসা হয় নি। যদিও এবছর রাবওয়া থেকে একটি প্রতিনিধিদল স্বাধীনতার পর প্রথমবার ঢাকার কেন্দ্রীয় জলসায় আগমন করেন। তাঁরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'ত সফর করেন।



১৯৭৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলষ্টেশনে স্থানীয় আহমদীদের মাঝে সর্বজনাব–
মৌলবি মোহাম্মদ, চৌধুরী জহুর আহমদ, মির্যা আব্দুল হক,
মওলানা আব্দুল মালেক খান চৌধুরী, এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমান।

এরপর ১৯৮০ সালের ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ৫৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় মরকজ হতে আগত বুযূর্গ মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব (নাযের, ইসলাহ ও ইরশাদ), এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব (আমীর, পাঞ্জাব) এবং চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব (ওয়াকিলুল মাল, তাহরিকে জাদীদ) ঢাকা জলসার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসায় যোগদান করেন। এছাড়াএ দেশীয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ জামা'ত, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, নাযেমে আলা আনসারুল্লাহ্, এ.কে. রেজাউল করীম সেক্রেটারী, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, নুরুদ্দীন আহমদ (চট্টগ্রাম), গোলাম আহমদ খান, (চট্টগ্রাম), এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদ (রংপুর), বি এ এম এ আব্দুস সাত্তার (চট্টগ্রাম), আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী (ময়মনসিংহ), ঢাকা জামা'তের আমীর মকবুল আহমদ খান এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে বহু আহমদী বুযূর্গ ভ্রাতা যোগদান করেন।

প্রথম অধিবেশন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তিলাওয়াতে কুরআন ও নযমের পর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণে সালানা জলসার ফজিলত ও বরকত এবং জলসায় যোগদানকারীদের জন্য

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। কবুলীয়তে দোয়া এবং বরকতে খিলাফত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা ফারুক আহমদ এবং মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব। আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ। সর্বশেষে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।



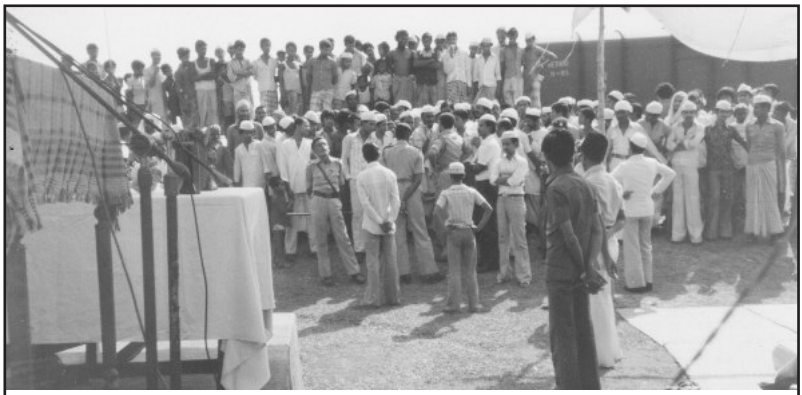
৫৭তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল মালেক খান। মঞ্চে অন্যান্য বুযূর্গগণ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদ। তিলাওয়াতে কুরআন ও নযমের পর মালী কুরবানীর বরকত বক্তৃতা করেন জনাব বি. এ. এম.এ সাত্তার, কুসংস্কার ও বেদাতের বিরুদ্ধে জিহাদ মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং তরবিয়তে আওলাদ বক্তৃতা করেন ওবায়দুর রহমান ভূইয়া। সর্বশেষে ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, মোহতরম মওলানা আব্দুল মালেক খান।

শেষ অধিবেশন মকবুল আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে হয়। তিলাওয়াতে কুরআন এবং নযমের পর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা বক্তৃতা করেন এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও

আহমদীয়া জামা'ত জনাব চৌধুরী শাব্বির আহম্মদ এবং সর্বশেষে মাকামে খাতামান্নাবীঈন (সা.) বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল মালেক খান। অতঃপর মোহতরম আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার পর এ রূহানী জলসা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৯৮১ কিংবা ১৯৮২ সালে ৫৮তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

৮-৯ এপ্রিল ১৯৮৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৫৯তম সালানা জলসা।



৫৯তম সালানা জলসা চলাকালে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে।



৫৯তম সালানা জলসায় আক্রমণ প্রতিহত করতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে।



৫৯তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



৫৯তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

এর কর্মসূচি বাস্তবায়নের শুরুতেই বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে। শান্তিপূর্ণ জলসাকে পন্ড করে দিতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। অনেক ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে স্থানীয় পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। আহমদীরা

কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে মোকাবিলা করেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে অনেক বাধা-বিপত্তির মাঝেও জলসার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।



৫৯তম সালানা জলসায় রন্ধনশালায় নিয়োজিত কর্মীগণ। বাম দিক থেকে সর্বজনাব– লালু মিয়া, আব্দুল আজিজ খান এবং অন্যান্যগণ।

এ জলসায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব (১) ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, (২) মকবুল আহমদ খান, (৩) গোলাম আহমদ খান, (৪) নুর উদ্দীন আহমদ (৫) মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, (৬) মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, (৭) আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং (৮) মোহাম্মদ মোস্তফা আলী প্রমুখ।

পরবর্তীতে মোল্লা-মৌলবীদের বিরোধিতার মাঝেই ১৯৮৫ সালের ২৬-২৭ এপ্রিল পালিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৬০তম সালানা জলসা। অতঃপর ১৯৮৬ সালেও জলসার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রচন্ড মোখালেফাতের কারনে জলসা স্থগিত করা হয়। ২৭ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখ আহমদীপাড়াস্থ জামা'তের মসজিদ মসজিদে মোবারক বিরুদ্ধবাদী মোল্লারা জোরপূর্বক দখল করে নেয়, যা আজও বেদখল অবস্থায় আছে। ফলে পরবর্তীতে জলসা করা বন্ধ হয়ে যায়।

২৩ মার্চ ১৯৮৯ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মৌড়াইল হালকায় সৈয়দ সালেহ আহমদ সাহেবের বাড়িতে আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান হয়। এতে ঢাকা থেকে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী আগমন করেন। ফলে বিভিন্ন মওলানাদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় অনুষ্ঠান সফল হয়।

অনেক বিরহ বেদনা, নিপীড়ন ও যাতনার মাঝে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রবর্তিত জলসা দীর্ঘদিন পর পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে নব নির্মিত মসজিদে ক্ষুদ্র পরিসরে ২০ মে ২০০৬ তারিখ ৬১তম জলসার আয়োজন করা হয়।

কিন্তু হায়! বিরুদ্ধবাদী মোল্লারা আবারও বিরোধিতার ঝড় তোলে। একই সময় নিকটবর্তী স্থানে তাদের ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। ফলে উদ্ধুদ্ধ পরিস্থিতিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারী করে। তাই আমাদের জলসা করা সম্ভব হয় নি। পাকিস্তানের অভিশপ্ত মোল্লাদের প্রভাবে রাবওয়া জলসা আশির দশ থেকে যেমন বন্ধ রয়েছে অনুরূপ ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্থানীয় জামা'তের জলসা বিরোধিতার কারনে ২১ বছর ধরে উদযাপন করা সম্ভব হয় নি। যেন রাবওয়ার প্রতিচ্ছবি পড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে। উল্লেখ্য, এখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিরোধিতা বিরাজ করছে।

অতঃপর ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একদিনের জলসার আয়োজন করা হয়। কিন্তু তখনও বিরোধিতা শুরু হয়। জলসা বন্ধ করার আদেশ প্রদানের জন্য বিরোধীরা স্থানীয় প্রশাসনের উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে। অবশেষে আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রশাসনের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর পুলিশের উপস্থিতিতে ৬১তম জলসা শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত করা হয়।

এ ঐতিহাসিক জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শাহজাদা খান। নযম জনাব এহসান এলাহী রুবেল। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন মোস্তাক আহমদ খন্দকার চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। মাতৃভাষা ও আহমদীয়াত বক্তব্য রাখেন– মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর,

ব্রাহ্মণবাড়িয়া। নযম পাঠ করেন বশির আহমদ মিঠু। আহমদীয়াত বিশ্বকে কী দিয়েছে বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।



৬১তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান।
ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

বিকালে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, ঢাকা জামা'ত। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফিজুর রহমান হারুন। কোরাস পাঠ করেন এহসানুল হাবিব জয় ও তার দল। ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন, মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। নযম পাঠ করেন কাওসার আহমদ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী জলসা কমিটি। বাদ মাগরিব বিশেষ তবলীগি অধিবেশন হয়। এতে জেরে তবলীগ বন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ও মোহাম্মদ সোলায়মান। জায়গার স্বল্পতার কারণে পার্শ্ববর্তী আহমদী ভাইদের বাড়ীতে এমটিএ এর মাধ্যমে জলসা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। জামা'তের কানেকশনে ১২০টি টিভি-তে জলসা সম্প্রচার করা হয়। ফলে স্থানীয় ও আগত মেহমানরা ঘরে বসেও জলসা দেখতে পান। জলসার সংবাদ স্থানীয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

১৫ মার্চ ২০০৮ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬২তম সালানা জলসা বর্ণাঢ্য কর্মসূচিতে সফলতার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। এ জলসায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ।



৬২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

কুরআন তিলাওয়াত করেন কাওছার আহমদ মঞ্জুর। নযম পাঠ করেন এহসান এলাহী রুবেল। সালাত খোদার সাথে যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। খাতামান্নাবীঈন (সা.) ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন স্থানীয় আমীর। খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণ বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। হযরত ইমাম মহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর শান ও মর্যাদা বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জলসায় স্থানীয় জামা'তসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'ত থেকে আগত মেহমানদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার ছিল।

২০০৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। অতঃপর ১৯-২০ মার্চ ২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৬৩ তম সালানা জলসা। এ জলসায় অত্র

জামা'তসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত দুই হাজার উপস্থিত ছিলেন। ৩টি অধিবেশনের মধ্যে উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর। □



৬৩তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন স্থানীয় আমীর
জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। তিলাওয়াতে কুরআন ও নযম পরিবেশনের পর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ। মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন স্থানীয় আমীর, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান এবং মওলানা রবিউল ইসলাম। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মোস্তাক আহমদ খন্দকার, অফিসার জলসা কমিটি। এছাড়া জামা'তের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। উল্লেখ্য, হুযূর (আই.) এর দিক নির্দেশনায় কেন্দ্রের পাশাপাশি অত্র জামা'ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করে। অনুষ্ঠানের খবর স্থানীয় ১০টি পত্রিকায় ছবিসহ ছাপা হয় এবং দেশ টিভিতে জলসার অনুষ্ঠান দেখানো হয়।

২০১১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সালানা জলসা হয় নি। অতঃপর ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৬৪তম জলসা। উপস্থিত ছিলেন ১,৪৬৫ জন, যার মধ্যে ২৫০ জন ছিলেন মেহমান। ১৭ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর। ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন স্থানীয় আমীর, এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ শাহাবউদ্দীন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর।



৬৪তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

জলসার ৩টি অধিবেশনে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ, মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, স্থানীয় আমীর, মওলানা নওশাদ আহমদ এবং মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।

এ ছাড়া দু'দিনই বাদ মাগরিব থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত তবলীগি অধিবেশন হয়। এতে উপস্থিত ৫০জন জেরে তবলীগ বন্ধুর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। ১ জন বয়আত করেন। জলসায় ২টি বিবাহ হয়।

বলাবাহুল্য, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তাঁর তিনজন

সফরসঙ্গীসহ ৮ নভেম্বর ১৯১২ তারিখ কাদিয়ানে বয়আত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে আসার পর ২৫ নভেম্বর ১৯১২ তারিখ থেকে বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.)-কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেরণ করলে তাঁর উদ্যোগে ১৯১৩ সালে বঙ্গদেশে প্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সে হিসেবে ২০১৩ (১৯১৩-২০১৩) সালে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী জাকজমকভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়।

২৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখ দিবাগত রাত এবং পরের দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসজিদুল মাহদীতে তাহাজ্জুদ নামায, দোয়া, কবর জিয়ারত, শতবার্ষিকী লোগো উন্মোচন এবং সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।



২৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখ রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদুল মাহদীতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হচ্ছে।



শতবার্ষিকী লোগো উন্মোচন করছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পাশে অন্যান্যগণ।



সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে
জামা'তের সদস্য ও সাংবাদিকগণ।



উপস্থিত সাংবাদিকদের একাংশ।

২৬ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের সংবাদ ২৭ নভেম্বর ২০১২ বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিম্নে এর কয়েকটি দেয়া হলো:



দৈনিক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতে শতবর্ষের প্রতিটি উপলক্ষে মহান সম্মেলন

বেহাত ৪টি মসজিদ আমাদের ফিরিয়ে দিন

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর মোকাররম ডাঃ মুবাশ্বের

দৈনিক তিতাসকণ্ঠ The Daily Titaskantha

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ☐ মঙ্গলবার ☐ ২৭ নভেম্বর ২০১২ খ্রীঃ ☐ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বাংলা

আহমদীয়া মুসলিম

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শুভ সূচনার শতবার্ষিকী উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন

স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।

অতঃপর ৪ ও ৫ এপ্রিল ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয় ৬৫তম সালানা জলসা। ৪ তারিখ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে জলসা প্রথম অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন কাওসার আহমদ মঞ্জু। অতঃপর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

কুরআন মজিদের অপার সৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগ্রহ বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান এবং ইসলামে আহমদীয়া খিলাফত বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

বাদ মাগরিব জেরে তবলীগ বন্ধুদের নিয়ে তবলীগি সেশন হয়। এতে ৬০ জন জেরে তবলীগ ভ্রাতাসহ প্রায় ৪০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অনুষ্ঠান শেষে ৮জন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন।

৫ এপ্রিল সকালে মোহতরম আবুল খায়ের নায়েব ন্যাশনাল আমীরের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এতে তিলাওয়াতে কুরআন পাঠ করেন নাজির আহম্মদ। নযম শাহজাদা খান ও জি এম সিরাজুল ইসলাম। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও পর্দার গুরুত্ব বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। হযরত ইমাম মাহাদী (আ.)-এর আর্বিভাব ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা জাফর আহমদ।



৬৫তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা সালেহ আহমদ। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্য বুযূর্গগণ।

দ্বিতীয় দিন মৌড়াইল হালকায় সৈয়দ সালেহ আহমদ সাহেবের বাড়ীতে বাংলাদেশের আহমদীয়াতের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলন হয়।

এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসহ জাতীয় দৈনিকের প্রায় ৪৩ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার সমাপনী অধিবেশন হয়। কুরআন পাঠ করেন এখতিয়ার উদ্দীন শুভ। নযম শেখ আহবাব হোসেন শামস ও তাঁর দল এবং আলমগীর কলিন ও তাঁর দল। এতায়াতে নেযাম-ই-ঐশী জামা'তের উন্নতির সোপান বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন স্থানীয় আমীর। বর্তমান সময়ে যুবকদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শামসুদ্দিন ভূঁইয়া। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের পটভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ৬৬তম সালানা জলসা ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জানুয়ারি উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার পর বক্তৃতা করেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। বিষয় ছিল মহান আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব ও দোয়ার কবুলিয়াত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এর অধ্যক্ষ জনাব প্রদপ্ত খসা। বাদ মাগরিব তবলীগি সেমিনার হয়। দুই জন বয়আত করেন।



৬৬তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

১৭ জানুয়ারি দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন স্থানীয় আমীর। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন কুরআন মজীদের অপার সৌন্দর্য মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। খিলাফতের কল্যাণ মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম এবং হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুৎবার আলোকে বয়আতের তাৎপর্য বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তৃতা করেন।



৬৬তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
জনাব মোস্তাক আহমদ, স্থানীয় নায়েব আমীর।

বিকালে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তব্য রাখেন একামতে সালাত স্থানীয় আমীর সাহেব। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অতঃপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জলসার জন্য স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে ২০১৬ সাল থেকে আর জলসা করা হয় নি। তারুয়া ও কোড্ডা জামা'তে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক জলসায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্তর্ভুক্ত হয়।

তারুয়া জামা'তের সালানা জলসা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ছাত্র তারুয়া গ্রামের মুন্সী আহমদউল্লাহ্ ১৯১৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এবং মুন্সী আউসাফ আলী ১৯১৫ সালে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলাহ্ দাখিল হবার পর গ্রামে আহমদীয়াতের চর্চার প্রবাহ সৃষ্টি হয়। তখন ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে তারুয়াতে এক বহাসের অনুষ্ঠান হয়। আহমদীয়া জামা'তের পক্ষে ছিলেন মওলানা খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেব এবং অআহমদীদের পক্ষে ছিলেন কুমিল্লার মওলানা হাসান আলী। শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিতর্কের আলোচনা হয়। এতে আহমদীয়াতের ইতিবাচক প্রভাব পরে। ফলে ১৯১৬ সালের মাঝে আরও ক'জন বয়আত করেন এবং ১৯১৬ সালেই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ নব গঠিত জামা'তের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন মুন্সী দিয়ান উদ্দীন আহমদ। অতঃপর জামা'তের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। জামা'ত ক্রমাগত প্রসার লাভ করে। ফলে ১৯২৯ সালে তারুয়া জামা'তের উদ্যোগে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি কাদিয়ানের জলসার আদলে তারুয়া জামা'তের জলসার কর্মসূচির হাতেখড়ি দেন। হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রা.) এতে যোগদান করেন। ফলে বক্তাদের ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত অমূল্য বক্তৃতা শুনে শ্রোতাদের মাঝে অনেকের দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। তারুয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের আহমদী ও অআহমদী চারশত জন উপস্থিত ছিলেন। এ জামা'তের কৃতি সন্তান ও পরবর্তীকালের ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী-এর মতে একদিনের এ জলসায় খরচ হয় মাত্র ১৩ টাকা।

পরবর্তীতে সালানা জলসা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে। বর্ষপরিক্রমায় না হলেও প্রায় অনেক বছর জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, ১৯৩৯ সালের ৩ ও ৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৭ম সালানা জলসা। তখন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মৌলবি আহমদ আলী। এ জলসা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ:

তারুয়ায় বিরাট ধর্ম সভা

খোদা তা'লার ফজলে আগামী ৩ ও ৪ মার্চ ১৯৩৯ তারিখ তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় প্যালেষ্টাইন ও মিশরের ভূতপূর্ব আহমদী প্রচারক মওলানা মোহাম্মদ সেলিম সাহেব, মৌলবি ফাজেল, আলহাজ্ব খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী এমএ.বিটি, আমীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া, মৌলবি কাজী খলিলুর রহমান খাদেম বি সি এস সাবডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য বিজ্ঞ আলেম ও মনিষীগণ ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করবেন। প্রত্যহ ১১টা হতে সভা আরম্ভ হবে।[৩]

ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে জামা'তের মসজিদ প্রাঙ্গনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে ৭ম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মওলানা মোহাম্মদ সেলিম সাহেব, মৌলবি কাজী খলিলুর রহমান খাদেম এবং এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। জলসা সফল হয়।

১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৮ম সালানা জলসা। এ মহতী জলসায় বিভিন্ন জামা'ত থেকে অনেক আহমদী ভ্রাতা যোগদান করেন। বিশিষ্ট বুযূর্গদের মধ্যে ছিলেন– (১) এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আঞ্জুমানের আমীর, (২) মওলানা মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী, বঙ্গীয় জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী ও আহমদীয়া মিশনারী, (৩) মৌলবি তালেব হোসেন প্রেসিডেন্ট প্রেমারচর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, (৪) মৌলবি সৈয়দ সাঈদ আহমদ বঙ্গীয় কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং (৫) মৌলবি হায়দার আলী পন্ডিত। জামা'তের বুযূর্গ আলেমগণের বক্তৃতামালায় জলসা সফল হয়। ১৯ তারিখ পূর্বাহ্নে মহিলাদের অধিবেশন হয়।

১৯৪১ সালের ৯ ও ১০ মার্চ ৯ম সালানা জলসা কর্মসূচি অনুসারে জামা'তের মসজিদ প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। ৯ মার্চ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। বক্তব্য রাখেন আল্লামা জিল্লুর রহমান, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারি মওলানা মোজাফ্ফার উদ্দীন চৌধুরী সদর মুরুব্বী, অল ইন্ডিয়া সাইকেল টুরিষ্ট মৌলবি কোরাইশী মোহাম্মদ

হানিফ এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবি সৈয়দ সাঈদ আহমদ। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌলবি আহমদ আলী জামা'তের বার্ষিক কার্য বিবরণী উপস্থাপন করেন।

১০ মার্চ সকালে মহিলাদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহিলাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন আল্লামা জিল্লুর রহমান, মওলানা মোজাফ্ফার উদ্দীন চৌধুরী এবং মৌলবি সৈয়দ সাঈদ আহমদ। বিকালে সমাপনী অনুষ্ঠান সফলভাবে সমাপ্ত হয়। দুইজন ভ্রাতা বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হয়।

১ ও ২ মার্চ ১৯৪২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ১০ম সালানা জলসা। এতে বাংলার বিভিন্ন স্থান হতে খ্যাতনামা আলেম ও বিশিষ্ট বক্তাগণ শেষ যুগের লক্ষণ, হযরত ইমাম মাহদী বা কল্কি অবতারের আবির্ভাব ও ধ্বংসোমুখ মানব সমাজের রক্ষার উপায় সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু ধর্মপ্রাণ বক্তৃতা শ্রবণ করে আপ্যায়িত হন। খোদার ফজলে ৭ জন আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহন করেন।

১১তম সালানা জলসা ১৮-১৯ মার্চ ১৯৪৩ তারিখ জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলার এই জলসায় প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। এতে ক'জন জেরে তবলীগ বন্ধু বয়আত করেন। কর্মসূচি অনুসারে সার্থক ও সফল জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ মার্চ ১৯৫৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ২৩তম সালানা জলসা। একদিনের এ জলসা জামা'তের বুযূর্গ আলেমগণের বক্তৃতামালায় প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত হয়।

১০ জানুয়ারি ১৯৬০ তারিখ তারুয়া জামা'তের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা আশেকে রসূলদের পদচারণায় সার্থক ও সফল হয়। এটা ২৮তম সালানা জলসা। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত হয় ২৯তম সালানা জলসা এবং ২০-২১ জানুয়ারি ১৯৬২ তারিখ ৩০তম সালানা অনুষ্ঠিত হয়।

৯ ও ১০ মার্চ ১৯৬৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৩১তম সালানা জলসা। এ জলসা প্রাদেশিক আমীর এবং জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গদের পদচারণায় এবং ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত ভাষণে সফল হয়।

অতঃপর ১৯৬৪ সালে ৩২তম, ১৯৬৫ সালে ৩৩তম এবং ১৯৬৬ সালের ৫-৬

মার্চ ৩৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ ৩৪তম জলসা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ছিল নিম্নরূপ:

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৪তম বার্ষিক জলসা

আগামী ৫ ও ৬ মার্চ ১৯৬৬ তারিখ তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৪তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জলসায় ইসলামের শিক্ষা, হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর পুণ্যময় জীবন এবং তাঁর আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ভূমিকা, আহমদীয়া জামা'তের কর্তব্য ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হবে। দলমত নির্বিশেষে সকলকে জলসায় যোগদান করতে সনিবন্ধ অনুরোধ জানান যাচ্ছে।[৪] প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ঐশী প্রেমিকদের প্রেমকুঞ্জের জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।

১৯৬৭ সালে ২১-২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ৩৫তম সালানা জলসা। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট আহমদ আলী সাহেব সমাগত মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। জেনারেল সেক্রেটারী ডাক্তার এম, এ,কাসেম নবুয়তে মুহাম্মদীয়ার দ্বিতীয় পর্যায় ও দাজ্জালের আবির্ভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পুণ্যময় জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। মওলানা ফারুক আহমদ এইচ এ, আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক সমগ্র বিশ্বে ইসলামের তবলীগি প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক ও সফলতা আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিবসের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে ও বৈকালিক অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ ও মোহাম্মদ শামসুর রহমান বার-এট ল। অমুসলমানদের মাঝে ইসলাম প্রচার বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌলবি আব্দুস সালাম (পুলিশ ইন্সপেক্টর)। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মুসলমান জাতির কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন বক্তৃতা করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। সুন্দরবন হাইস্কুলের প্রাক্তন হেড মৌলবি সুজাতউল্লাহ বিশ্ব নবীর প্রকৃত অনুগামী হিসেবে আহমদীগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব আলোচনা করেন। মৌলবি আলী আকবর সাহেব আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার জীবনী ও কতিপয় মোজেজা উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন। খোদ্দামের ভূমিকা ও আদর্শ সম্বন্ধে

ঢাকা জেলা মজলিসের কায়েদ জনাব শহীদুর রহমান বক্তব্য রাখেন। খাতামান্নাবীঈন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ। তারুয়া গ্রামের এক যুবক সভাশেষে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষিত হন। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হতে বহু আহমদী ও গয়ের আহমদী ভ্রাতা যোগদান করেন। সভায় আগত কুমিল্লা জেলার এডিশনাল পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার এডিশনাল এস.ডি.ও, আনসার এডজুটেন্ট, এসিসটেন্ট আনসার এডজুটেন্ট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার অফিসার ইনচার্জ এবং আরো অনেক সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গ যোগদান করেন।

১৭-১৮ মার্চ ১৯৬৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৩৬তম সালানা জলসা। এতে প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এবং মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবসহ আরো অনেকে বক্তৃতা করেন। প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে বহু ভ্রাতা-ভগ্নি জলসায় যোগদান করেন।

১৯৬৯ সালে ৩৭তম এবং ১৯-২০ মার্চ ১৯৭০ তারিখ ৩৮তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নির্দেশে রাবওয়া থেকে আগত মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির নাযের ইসলাহ্ ও এরশাদ এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সদর মুরুব্বী ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক জলসার পর তারুয়া জামা'তের জলসায় তশরিফ আনেন। এছাড়া এদেশী বুযূর্গ প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, মওলানা ফারুক আহমদ, আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ জলসায় যোগদান করেন। ফলে রাবওয়া ও এদেশীয় বুযূর্গ আলেমগণের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভাষণদানে জলসার কর্মসূচি সফল হয়। দু'জন বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন।

৬ ও ৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখ তারুয়া জামা'তের ৩৯তম সালানা জলসার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের বিরাজমান পরিস্থিতিতে জলসা স্থগিত করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো ভেঙে পড়ে। ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত জলসা হয়নি। অতঃপর ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৩৯তম সালানা জলসা। এ জলসায় খরচ হয় ৫,০০০/- টাকা এবং উপস্থিত ছিলেন ৮০০ জন।

প্রথম অধিবেশনে মোহতরম বাংলাদেশীয় আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন পাঠ করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্, নযম পেশ করেন মোহাম্মদ রুস্তম মিয়া। অতঃপর আমীর সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া করান এবং উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তিনি উপস্থিত ভাই বোনদেরকে ইসলাম ও আহমদীতের জন্য সর্বাঙ্গীন কুরবানী পেশ ও যুগ-খলীফার সব তাহরিক আমল করার উপদেশ দেন। এম.এ সামী সাহেব জামা'তের আর্থিক অবস্থার উন্নতির উপায় নিয়ে ভাষণ প্রদান করেন। পবিত্র কুরআন শরীফের ফজিলত এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ বক্তব্য রাখেন। মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্ সাহেব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী আলোচনা করেন। উক্ত অধিবেশনে শেষ ভাষণ প্রদান করেন মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। তিনি আহমদীয়া জামা'তের দ্বারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আলহাজ্ব আব্দুস সালাম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। নযম পাঠ করেন এস. এম. রহমত উল্লাহ। ওফাতে ঈসা (আ.) সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে ভাষণ দেন ফকির ইয়াকুব আলী এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন আব্দুল জব্বার সাহেব।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ জামা'ত। পবিত্র কুরআন পাঠ করেন সৈয়দ এজাজ আহমদ। নযম পরিবেশন করেন এস এম হাবিব উল্লাহ। হজ্বে-বায়তুল্লার ফজিলত সম্পর্কে আলোকপাত করেন আলহাজ্ব এম এ সালাম। আখেরী জামানায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধে আপত্তির জবাব বক্তব্য রাখেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর উপর বক্তব্য প্রদান করেন মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। সমাপ্তি ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়া করান মোহতরম আমীর সাহেব বাংলাদেশ।

১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৪০তম সালানা জলসা। এ জলসায় ব্যয় হয় ৬,৫০০/- টাকা এবং উপস্থিত ছিলেন ১,০০০ জন। মোহতরম আমীর সাহেব বাংলাদেশ জলসায় যোগদান করতে না

পারায় তার প্রেরিত পয়গাম পঠিত হয়। উভয় দিনে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হলে এবং দ্বিতীয় দিনে শেষরাতে বৃষ্টিপাত হলে তাহাজ্জুদ নামাযে উপস্থিত সকলে দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ রহমতে জলসার অধিবেশনগুলির সময়ে আকাশ সম্পূর্ণ পরিস্কার ছিল এবং জলসা কার্যক্রম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি অধিবেশনে সীরাতুন্নবী (সা.), হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব ও তার সত্যতার প্রমাণ, হযরত মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পরিপূর্ণতা, তরবিয়তে আওলাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, এস এ নিজামী, হাফিজ উদ্দীন মস্তান, ফজল-ই-ইলাহী, অধ্যাপক আব্দুল লতিফ খান এবং মৌলবি আহমদ আলী। পার্শ্ববর্তী জামা'তসমূহ হতে আগত মেহমানসহ জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক ছিল। জলসা চলাকালে বিশ্বব্যাপী জামা'তে আহমদীয়া কর্তৃক ইসলাম প্রচারের উপর একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।

৪১তম সালানা জলসা ৭ ও ৮ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ, আল্লাহ্ প্রাপ্তির উপায় ও পথ, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব, ওফাতে ঈসা (আ.), খতমে নবুয়ত, আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মওলানা এ কে এম মুহিবউল্লাহ্, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্ এবং মোহাম্মদ মোস্তফা আলী প্রমুখ।

১৯৮০ সালে তারুয়া জামা'তে বার্ষিক জলসা হয় নি। অতঃপর ২১-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখ ৪২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ তারিখ শনিবার প্রথম অধিবেশন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আব্দুর রাজ্জাক, নযম পাঠ করেন মিয়া করিমুল্লাহ। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌলবি আহমদ আলী সাহেব অভ্যর্থনা জানান। পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য, কুরআন শিক্ষা ও আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক কুরআন প্রচার, হযরত মুহাম্মদ (সা,)-এর সিরাত ও আদর্শ এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও তা অর্জনের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব ওবায়দুর

রহমান ভূঁইয়া, শহীদুর রহমান, আবুল কাশেম আনসারী, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ প্রমুখ।

২২ ফেব্রুয়ারি সকালে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আব্দুল কাদির, নযম চৌধুরী আব্দুল মতিন এবং এস এম হাবীব উল্লাহ্। প্রবন্ধ পাঠ করেন ফজল-ই-এলাহী। একামাতে সালাত, আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব ও কর্তব্য, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাকাম ও কৃতিত্ব এবং আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়াবলীর উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব ডা. আবুল কাশেম, শহীদুর রহমান, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এবং মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ প্রমুখ।

সমাপ্তি অধিবেশন বাদ আসর ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন ডা. হেলাল উদ্দীন, নযম পাঠ করেন এস এম হাবীব উল্লাহ্ এবং নূরে ইলাহী। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন, সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), মাকামে খিলাফত বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ও জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া। শুকরিয়া জ্ঞাপন ও সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসা সমাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে দু'টি বয়আত হয় এবং একটি অতি আকর্ষণীয় তবলীগি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে অধ্যাপক আব্দুল জুব্বার অবদান রাখেন।

৪৩তম জলসা ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ঢাকা থেকে সর্বজনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, খন্দকার সালাহ উদ্দীন, শহীদুর রহমান এবং এ. কে রেজাউল করিম যোগদান করেন।

অনুষ্ঠান অত্যন্ত কামিয়াবির সাথে সুসম্পন্ন হয় এবং প্রায় পাঁচ শত জন যোগদান করেন। ঢাকা হতে আগত প্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডা: আহমদ আলী, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ও ডা. আবুল কাশেম বক্তৃতা করেন। এছাড়া মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্ মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন।

১৯৮৩ সালের ২৬ মার্চ একদিনের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল ৪৪তম সালানা জলসা। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা হতে আগত মাজহারুল হক সাহেব, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর তাহরীকাত, তরবিয়তে আওলাদ ও তালিমুল কুরআন, আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক আব্দুল লতিফ খান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, শহীদুর রহমান, আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং হাফেজ সেকান্দর আলী।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন এটিএম হক সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর কুরআন করীমের ফজিলত ও মহাত্ম, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং সর্বধর্মে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্‌ এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ এবং এজতেমায়ী দোয়ায় জলসার সমাপ্ত হয়।

২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ তারিখ তারুয়া জামা'তের ৪৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। যোগদান করেন মরকজ হতে আগত বুযূর্গান মোহতরম মির্যা আবদুল হক সাহেব (আমীর, পাঞ্জাব), মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব, (নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ), মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ (নাযের উমুরে আম্‌মা), বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর মোহতরম আলী কাশেম খান চৌধুরী ও জেনারেল সেক্রেটারী ভিজির আলী সাহেব।

প্রথম অধিবেশন ২৪ ফেব্রুয়ারি মোহতরম মির্যা আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মুন্সী আব্দুল রাজ্জাক সাহেব এবং নযম ইব্রায়েতুল হাসান। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মৌলবি ডা. আহমদ আলী সাহেব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। মওলানা শফী আশরাফ সাহেব

খাতামান্নাবীঈন এর তাৎপর্য আলোকপাত করেন। আমাদের জীবনে হযরত রসূল পাক (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন হয় মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন ফজলুল করীম মোল্লা। তরবিয়তে আওলাদ বক্তব্য রাখেন মৌলবি আবুল কাসেম আনসারী। আহমদীয়াতের মাধ্যমে রূহানী বিপ্লব তত্ত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন মির্যা আব্দুল হক সাহেব। মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুস সালাম। ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব সারগর্ভ বক্তৃতা করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে অতি মূল্যবান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বক্তব্য রাখেন আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা: মৌলবি আহমদ আলী স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন পাঠ করেন মৌলবি শামসুজ্জামান। দোয়ার তাৎপর্য ও নামাযের গুরুত্ব বক্তব্য রাখেন ডা. শেখ হেলাল উদ্দিন সাহেব, ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি বক্তব্য পেশ করেন জনাব হাফিজ উদ্দিন মস্তান। যুবকদের সংশোধন ও জামা'তের উন্নতি বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান, বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের বিজয় অভিযান বক্তব্য রাখেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, ওফাতে ঈসা (আ.) এবং ইসলামের বিজয় বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্ সাহেব, সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ ও এজতেমায়ী দোয়ার পর সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

৪৬তম সালানা জলসা ৮-৯ মার্চ ১৯৮৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় এবং ৪৭তম সালানা জলসা স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ১৮ ও ১৯ এপ্রিল, ১৯৮৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখের প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু সংখ্যাক আহমদী ভ্রাতা জলসায় শরীক হন। ১৮ এপ্রিল বাদ জুমুআ সুসজ্জিত বিশাল প্যান্ডেলে সুন্দর পরিবেশে জলসার অধিবেশন হয়। নায়েব ন্যাশনাল আমীর ভিজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্ সাহেবের কুরআন তিলাওয়াতের পর দোয়ার মাধ্যমে জলসার শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন

স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডা. আহমদ আলী। পরমত সহিষ্ণুতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ে বক্তৃতা করেন আহমদ তৌফিক চৌধুরী। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী।

হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু এবং এর তাৎপর্য সর্ম্পকে আলোকপাত করেন অধ্যাপক আমীর হোসেন। অতঃপর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব কাফের ও মু'মিনের তাৎপর্য আলোচনা করেন।

পরের দিন ১৯ এপ্রিল দ্বিতীয় অধিবেশন ভিজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি শামসুজ্জামান সাহেব। নযম এস এম নঈমউল্লাহ। আমি কেন আহমদী হলাম বক্তব্য রাখেন নতুন আহমদী ভাই নজরুল ইসলাম। আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ববিজয় বক্তৃতা করেন মওলানা ফারুক আহমদ। মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এস্তেকামাত নামায ও দোয়ার গুরুত্ব বিষয়ে ঈমানউদ্দীপক ভাষণ দান করেন।

ইসলামে খিলাফত অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্। লাজনা ইমাইল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আমীর হোসেন। মালী কুরবানীর গুরুত্ব বক্তৃতা করেন জনাব এ, কে, রেজাউল করিম। জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল দায়ী ইলাল্লাহ-এর উপর বক্তৃতা করেন।

বিরুদ্ধবাদীদের কতিপয় অপবাদ খণ্ডনে আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব বক্তৃতা দেন। অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতরম নায়েব আমীর বাংলাদেশ।

১৩ ও ১৪ মার্চ ১৯৮৭ তারিখ তারুয়া জামা'তের ৪৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা থেকে যোগদান করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, এ. কে. রেজাউল করিম, ডাক্তার আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, মওলানা ফারুক আহমদ, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, নাজির আহমদ ভূঁইয়া, মাজহারুল হক এবং মোহাম্মদ আব্দুল হাদী।

১৩ মার্চ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে ফজলুল করিম মোল্লা ও নূরুল হক সাহেব। উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট। দরসে কুরআন, নামাযের গুরুত্ব, সিরাতুন্নবী (সা.), হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর শুভাগমন এবং আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব ও ডাক্তার আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী প্রমুখ।

১৪ মার্চ দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব এ. কে. রেজাউল করিম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মৌলবি শামসুজ্জামান ও ইব্রায়েতুল হাসান। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য, ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব, আহমদীয়া জামা'তের সাংগঠনিক পরিচিতি ও দায়িত্ব, অত্যাচার উৎপীড়নে জামা'তের উন্নতি, ওফাতে ঈসা (আ.) এবং সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, এ. কে. রেজাউল করীম, নাজির আহমদ ভূঁইয়া, মাজহারুল হক এবং আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মৌলবি শামসুজ্জামান ও মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্। মালী কুরবানী, তরবিয়তে আওলাদ, বর্তমান মুসলিম জাহান কোন পথে, বিশ্বব্যাপী অবক্ষয় ও তার প্রতিকার এবং ইসলামের বিজয় অভিযান ও আহমদীয়া জামা'ত প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব ডাক্তার আবুল কাশেম, ডাক্তার আনোয়ার হোসেন, নাজির আহমদ ভূঁইয়া, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা হয়। একজন ভ্রাতা ও একজন ভগ্নি বয়আত করেন।

অতঃপর ১৯৮৯ সালে ২৪-২৫ নভেম্বর ৪৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ১৬টি জেলার ৪২টি জামা'ত এবং পার্শবর্তী ৮টি গ্রাম থেকে প্রায় এক হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন। পাঁচটি অধিবেশনে জলসায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী আলোচনার জন্য সীরাতুন্নবী (সা.) নামে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে অধিবেশন মালায়

সার্বক্ষণিক বিবরণী টেলিকাষ্টের মাধ্যমে লাজনাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে সম্প্রচার করা হয়। এতে বহু অআহমদী মহিলাও অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী, তৃতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর। বিভিন্ন অধিবেশনে নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা সালেহ্ আহমদ, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং জামা'তের অন্যান্য বক্তাগণ। সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পরিচালনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

৮-৯ মার্চ ১৯৯১ তারিখ ৫০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৭-৮ মে ১৯৯৩ তারিখ ৫১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ৫২তম সালানা জলসা ৯ ও ১০ এপ্রিল ১৯৯৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মওলানা ফিরোজ আলম, এ. কে. রেজাউল করীম, প্রফেসর আবু শাহেদ, কে এম মাহমুদুল হাসান, জহির আহমদ মিয়াজী, মোহাম্মদ শাহ্ আলম খান মোয়াল্লেম, মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এবং হোসেন আহমদ। পরিশেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ শেষ হয়। ১২-১৩ মার্চ ১৯৯৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৫৩তম সালানা জলসা।

৫৮তম সালানা জলসা ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ২০০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।কাযা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন হয়। মারুফ আহমদ ও ইব্রায়েতুল হাসান যথাক্রমে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন। ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া করান। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন ও খ্রীষ্টীয় তৃতীয় সহস্রাব্দের শুভযাত্রা, খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মওলানা সালেহ আহমদ।

২০ জানুয়ারি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু

হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন ওয়াকিল আহমদ সুমন ও ওয়াকার আহমদ জুয়েল। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন, ইসলামী খিলাফত ও এতায়াতে নেযাম, মালী কুরবানী ও নেযামে ওসীয়্যত এবং আমি কেন আহমদী হলাম বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌলবি হাফেয সেকান্দর আলী, মওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব এ কে রেজাউল করীম এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু শাহেদ।



৫৮তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব ওয়াকার আহমদ জুয়েল, এস, এম হাবীবউল্লাহ্। নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ, আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব-কর্তব্য এবং দায়ী ইলাল্লাহ্ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ২০০২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৫৯তম সালানা জলসা। এ জলসায় ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী,

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা সালেহ্ আহমদ, মৌলবি মজিদুল ইসলাম এবং মৌলবি মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ প্রমুখ। কর্মসূচি অনুসারে জলসা সফল হয়।



৫৯তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



৫৯তম সালানা জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।

২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৬০তম সালানা জলসা। এ জলসায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আহমদীরা অংশগ্রহণ করেন। ২৩ জানুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মাহমুদুল হাসান। নযম পাঠ করেন ইব্রায়েতুল হাসান। ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দেন। কবুলিয়তে দোয়া শীর্ষক বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ, প্রফেসর আবু শাহেদ সাহেব সীরাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বক্তব্য রাখেন। নযম পাঠ করেন জনাব আবদুল ওয়াহেদ। সবশেষে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।



৬০তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

২৪ জানুয়ারি স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ মিয়াজীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। বক্তব্য রাখেন মৌলবি মজিদুল ইসলাম– তরবিয়তে আওলাদ, হাফেয সেকান্দর আলী– হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন, মোবাশ্শের উর রহমান– সীরাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং মাহবুবুর রহমান– একজন আদর্শ খাদেম-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অধিবেশনে সর্বশেষ বক্তৃতা করেন জনাব এ.

কে. রেজাউল করীম, তাঁর বিষয় ছিল মালী কুরবানী ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত।

জুমুআর নামাযের পর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশন হয়। খিলাফতের কল্যাণ ও এতায়াতে নেযাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্। মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, দায়ী ইলাল্লাহ্ কর্মসূচি ও আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর সমাপনী বক্তব্যে নসীহতমূলক উপদেশ প্রদান করেন। আমাদের জীবনে কুরআনকে বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানিয়ে সবার জন্য দোয়া করে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মোট দেড় হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন। ২০০৪ বা ২০০৫ সালে ৬১তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



৬২তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৬২তম সালানা জলসা। এ জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আগত মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব যোগদান করেন। এছাড়া ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান ও মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীসহ কেন্দ্রীয় অনেক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ফলে তাদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণে কর্মসূচি অনুসারে জলসা সফল হয়।

২ ও ৩ মার্চ ২০০৭ তারিখ ৬৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ন্যাশনাল আমীর মোবাশশের উর রহমান সাহেবের সাথে কেন্দ্র থেকে ক'জন বুযূর্গ যোগদান করেন। ফলে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দানে জলসা সফল হয়।



৬৩তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

২২ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ মাগরিব পর্যন্ত ৬৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী জলসায় বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় ইমাম পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মুফতি সিলসিলাহ্ মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব উপস্থিত হয়ে জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশকে উৎসবমুখর করে তোলেন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশ্বের উর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোহতরম মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্ আবুল খায়ের এবং আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

২২ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ। নযম পেশ করেন জনাব এস. এম. এরফান।



৬৪তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব।



জলসার মঞ্চে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পাশে আশুগঞ্জ উপজেলার ইউএনও সাহেব।

সভাপতি সাহেব দোয়া পরিচালনার পর উদ্বোধনী বক্তব্য দেন। পবিত্র কুরআন মজীদের অপার সৌন্দর্য বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা নওশাদ আহমদ। জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত

মুহাম্মদ (সা.)-এর মাকাম বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি সাহেব খিলাফতের কল্যাণ শীর্ষক বক্তব্য প্রদান করেন।

পরদিন সকালে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ মিয়াজীর সভাপতিত্বে লাজনাদের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পর্দার অন্তরাল থেকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মিসেস মৌসুমী বেগম। নযম পেশ করেন মিস জয়া বেগম, অতঃপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন ও লাজনাদের বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক প্রশ্নের জবাব দেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি সাহেব। কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শতবার্ষিকী খিলাফত এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। সবশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা হয়। উপস্থিতি দুই হাজারের অধিক ছিলেন।

২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তারুয়া জামা'তের ৬৫তম সালানা জলসা। এ জলসায় ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, মওলানা ফিরোজ আলম এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী প্রমুখ যোগদান করেন এবং তাদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দানে জলসা সফল হয়।

৬৬তম সালানা জলসা ৫ ও ৬ মার্চ ২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুসারে ৫ তারিখ উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মারুফ আহমদ। নযম পেশ করেন জনাব এস.এম. এরফান। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্ খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন।

মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান খিলাফত ও এর আনুগত্য বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শেষ বক্তা ছিলেন মওলানা নওশাদ আহমদ, বক্তব্যের বিষয় ছিল হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব। পরে তবলীগি সভা হয়। এতে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ২৫/৩০ জন জেরে তবলীগ মেহমান উপস্থিত ছিলেন। একজন বয়আত গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেন।



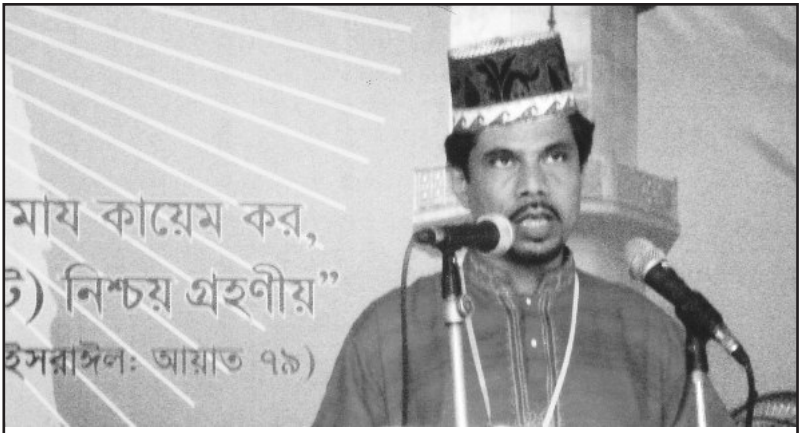
৬৬তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



৬৬তম জলসায় নযম পেশ করছেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।



৬৬তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



৬৬তম সালানা জলসায়
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছেন জনাব মারুফ আহমদ।

৬ মার্চ সকালে দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। জনাব মোহাম্মদ শামসু মিয়া স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব জুয়েল আহমদ। নযম পেশ করেন জনাব সোপান আহমদ। মওলানা জহির উদ্দীন

আহমদ মালী কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। জনাব মৌলবি এনামুল হক রনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে নারীর অবদান সম্বন্ধে প্রাথমিক যুগের ও বর্তমান যুগের নারীর ভূমিকা উল্লেখ করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জনাব জহির আহমদ মিয়াজী বক্তব্য রাখেন। নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।



৬৬তম সালানা জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন বিষয়ে প্রাণবন্ত বক্তব্য পেশ করেন মওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম। সবশেষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ইসলাম ধর্মের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। জলসায় ১৬৮০ জন অংশগ্রহণ করেন।

৮ ও ৯ মার্চ ২০১৩ তারিখ ৬৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রতিকুল অবস্থা উপেক্ষা করে তারুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় অআহমদী ভাইদের সহযোগিতায় প্রথম দিনের কার্যক্রম বাদ জুমুআ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। শতবার্ষিকীর কার্যক্রম

ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। উদ্বোধনী অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আশুগঞ্জ উপজেলার ৫ জন জনপ্রতিনিধি। শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সম্মাননা স্মারক ও জামা'তের ডায়রী উপহার প্রদান করেন। আমন্ত্রিত চেয়ারম্যানগণ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও দোয়া কবুলিয়ত বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অতঃপর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন।



৬৭তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মঞ্চে অন্যান্যগণ।

বিকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ শাহাবউদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, অফিসার জলসা। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। জলসায় বিভিন্ন জামা'ত থেকে প্রায় ১,৮০০ জন অংশগ্রহণ করেন।



৬৭তম জলসায় সম্মানিত অতিথিবৃন্দের সাথে ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

৬৮তম সালানা জলসা ৭-৮ মার্চ ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহবুব আলম। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। নযম পরিবেশন করেন জনাব সোপান আহমদ। আল্লাহ্ তা'লার অপার গুণাবলী ও দোয়ার কবুলিয়ত বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ, হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা সম্পর্কিত বক্তব্য রাখেন মওলানা মোবারিজ আহমদ সানী। নেযামে ওসিয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তারা হলেন: (১) জনাব বাদল সাদী, চেয়ারম্যান তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ, (২) জনাব মোহাম্মদ হানিফ মুন্সি, উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এবং (৩) আশুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

হুযূর (আই.)-এর খুতবা শেষে উপস্থিত মেহমান ও জেরে তবলীগ ভাইদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল আমীর সাহেব অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ এবং মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।

পরের দিন দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ শামসু

মিয়া, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শাহজাদা খান, নযম পাঠ করেন জনাব সাহিল আহমদ।



৬৮তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



৬৮তম সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যানগণ।

বক্তৃতা পর্বে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগ খলীফার দিক নির্দেশনা বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন মোহতরম মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী

বাংলাদেশ। নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বক্তব্য প্রদান করেন মৌলবি এনামুল হক রনি, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) অবদান বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ। অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন জনাব শাহান শাহ আজাদ জুম্মান।

বিকালে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। কুরআন তিলাওয়াত করেন শফিউল আজম শশি। নযম আলহাজ্ব ইব্রায়েতুল হাসান। পবিত্র কুরআন কিভাবে আমাদেরকে সোনার মানুষ করতে পারে বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। ইসলামে খিলাফতের কল্যাণ বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জহির আহমদ মিয়াজী, অফিসার জলসা।

আমন্ত্রিত অতিথিগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আবু সামা, চেয়ারম্যান, তালশহর ইউনিয়ন পরিষদ, জনাব এহসান কবীর, চেয়ারম্যান, চারতলা ইউনিয়ন পরিষদ এবং জনাব আসিফ আহমদ, উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। তাদেরকে ন্যাশনাল আমীর সাহেব উপহার হিসেবে কলম প্রদান করেন। এ জলসায় ২৩৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ তারুয়া জামা'তের ৬৯তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকালে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি তাহের আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব সোপান আহমদ।

বক্তৃতা পর্বে আল্লাহ্ তা'লার অপার গুণাবলী ও দোয়া কবুলিয়াত বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী। আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ জনাব বাদল সাদী, চেয়ারম্যান, তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ এবং জনাব মোহাম্মদ জাকির বাওল সেক্রেটারী তারুয়া ইউনিয়ন ঈদগাহ কমিটি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন মোহতরম শামসুল হক মোল্লা, প্রেসিডেন্ট তারুয়া। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহবুব আলম। বর্তমান প্রেক্ষাপট ও যুগ খলিফার দিকনির্দেশনা বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন মোহতরম মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী বাংলাদেশ। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও পর্দার গুরুত্ব বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। এতায়াতে নেযামের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম।



৬৯তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



৬৯তম সালানা জলসায় শ্রোতাদের একাংশ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শফিউল আজম শশি। নযম পাঠ করেন আব্দুল ওয়াহেদ। একামাতে সালাত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। খলীফায়ে ওয়াক্তের মাকাম ও মর্যাদা বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ। শেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা হয়। এ জলসায় ২১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বলাবাহুল্য, জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা ১৯৭৭ সালের জলসাকে ৪৩তম ধরে পরবর্তী তম হিসাব করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ৪৩তম-এর পরিবর্তে ৩৯তম হবে এবং সে অনুযায়ী ধারাবাহিকতা লেখা হয়। তবে জলসার ব্যানারের লেখার সাথে মিল রাখার জন্য ২০০১ সাল থেকে তম পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতায় লেখা হয়।

২০১৬ সাল থেকে তারুয়ায় আঞ্চলিক জলসা শুরু হয়। তারুয়া জামা'তে মসজিদে বাশারত প্রাঙ্গণে ২৮, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি জলসা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রশাসনের অনুমতির বিলম্বতার কারণে ২৮ জানুয়ারি কর্মসূচি শুরু করা সম্ভব হয় নি। পরে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে তিন দিনের পরিবর্তে ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি দু'দিনের জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ জানুয়ারি শুক্রবার সকালে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি তাহের আহমদ। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। নযম পরিবেশন করেন জনাব এস এম হাবীবউল্লাহ। মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও নম্রতা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও বয়আতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। আমি কেন আহমদী হলাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নও মোবাঈন আহমদী জনাব শাহেদ আহমদ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শফিউল আজম শশী, নযম পরিবেশন করেন জনাব সোপান আহমদ। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন জনাব

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ। কুরআন করীমের অতুলনীয় শান ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। আমি কিভাবে আহমদী হলাম বিষয়টি চট্টগ্রাম থেকে আগত নও-মুবাঈন জামাল আহমদ উপস্থাপন করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব বাদল সাদী, চেয়ারম্যান, তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ।



১ম আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন কাউসার আহমদ মঞ্জুর। নযম পেশ করেন মনির আহমদ ভূঁইয়া। বক্তৃতা পর্বে খলীফা ওয়াক্তের প্রতি আনুগত্যের অনুপম দৃষ্টান্ত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান প্রেক্ষাপট ও যুগ খলীফার নির্দেশনা বক্তৃতা করেন জনাব মাহবুবুর রহমান। অতঃপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, সেক্রেটারী আঞ্চলিক জলসা সালানা। সভাপতি ন্যাশনাল আমীর সাহেব ভাষণের পর জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এ জলসায় ২২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। ০৮ জন বয়আত গ্রহণ করেন। জলসার সংবাদ স্থানীয় ৬টি পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

১৩ ও ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ তারুয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে বৃহত্তর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের দ্বিতীয় আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ তারিখ বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি তাহের আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। নযম জনাব সোপান আহমদ। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও দোয়ার কবুলিয়ত বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ। খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণেই মানবজাতির মুক্তি বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



২য় আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



২য় আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



২য় আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
জনাব ইদ্রিস হাসান, চেয়ারম্যান, তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ।



২য় আঞ্চলিক জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।

পরদিন দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসু মিঞা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ, নযম জনাব তৌফিক আহমদ ভূঁইয়া। পর্দার গুরুত্ব ও আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা

বক্তব্য রাখেন মৌলবি আমীর হোসেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও বয়আতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। খিলাফতের আনুগত্য ও কল্যাণ বক্তব্য রাখেন মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন। নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ।

সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শফিউল আজম শশি। নযম জনাব এস এম এরফান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব ইদ্রিস হাসান চেয়ারম্যান তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ। নেযামে ওসীয়্যত ও আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আহমদীয়া যুগ খলীফার অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ। সর্বশেষ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। মোট ২৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। ৬১ জন বয়আত করেন।

৪ মার্চ ২০২২ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের তৃতীয় (ব্যানারে চতুর্থ লেখা) আঞ্চলিক জলসা তারুয়া জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তারুয়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব জাকির হোসেন বাউল এবং কোড্ডা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোস্তাক আহমদ। পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সাব্বির আহমদ মুত্তাকী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আশুগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব হানিফ মুন্সী, তারুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব বাদল সাদী। নযম পেশ করেন জনাব আশরাফ সরকার সানী। নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টির উপায় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঘাটুরা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব এস.এম. ইব্রাহীম, ন্যাশনাল জামা'তের সেক্রেটারি অধ্যাপক মসিহ উর রহমান ও খায়রুল হক রুমী, বিষ্ণুপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট মিনহাজ উদ্দীন আহমদ এবং বেলাল আহমদ তুষার (আমেরিকা প্রবাসী)। এরপর নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।



৩য় আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।



৩য় আঞ্চলিক জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।



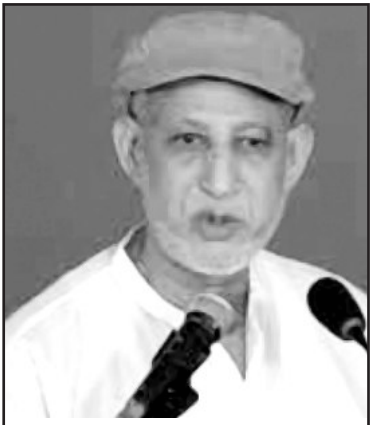
শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব জাকির হোসেন বাউল



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব হানিফ মুন্সি



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব বাদল সাদী



জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
অধ্যাপক মসিহ উর রহমান

রাত ৮টায় সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তাক আহমদ, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ, ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং সভাপতি সাহেব। অতঃপর আবেগপ্রদ দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সালানা জলসা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের অদূরে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে একটি গ্রাম অবস্থিত। এটি আশুগঞ্জ থানার অন্তর্গত। শতবর্ষ আগে এ গ্রামে এক ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন জনাব আব্দুর রহমান সরকার। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার ছাত্র তিনি। তাই মওলানা সাহেব কাদিয়ান থেকে বয়আত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর আব্দুর রহমান সাহেব শিক্ষক গুরুর তবলীগে আল্লাহ্ তা'লার হেদায়াত লাভে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। পরে তার সহোদর তিন ভাই বয়আত করেন। তারা হলেন সর্বজনাব (১) মুন্সী আব্দুর রহিম, (২) মুন্সী সুবেদ আলী এবং (৩) মুন্সী মঞ্জুর আলী। ফলে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রামে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার হতে থাকে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ তারিখ এ গ্রামে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণ আখেরী জামানায় আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা এবং তাকে মান্য করার আবশ্যকতা আলোচনা করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

অনুরূপভাবে ১৭ মার্চ ১৯৪৩ তারিখ দ্বিতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের অনেক আহমদী অআহমদী মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী অংশগ্রহণ করেন। দুইশত জন উপস্থিত ছিলেন এবং একজন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের দাখিল হন। উভয় জলসায় আল্লামা জিল্লুর রহমানসহ জামা'তের অন্যান্য মোবাল্লেগগণ বক্তব্য রাখেন।

১২ মার্চ ১৯৫৫ তারিখ তৃতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামা'তের আলেমগণ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। তখন স্থানীয় জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান সরকারের মৃত্যুজনিত স্থানীয় আহমদীয়া নিজেদেরকে অভিভাবকহারা মনে করলেও জলসায় বুযূর্গদের আন্তরিক ভালোবাসায় সকলেই মুগ্ধ হন।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের চতুর্থ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তারুয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌলবি আহমদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জলসায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারুয়া ও ঢাকা হতে জামা'তের

মওলানারা উপস্থিত হয়ে ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রচার করেন। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মহসীন কৃতজ্ঞতা জানান। তখন ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নাওঘাট গ্রামের আহমদীদেরকে নিয়ে এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৯৮৩ সালের ২৫ মার্চ পঞ্চম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের বিভিন্ন জামা'তের আহমদীরা যোগদান করেন। বুযূর্গ আলেমগণ ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

কোড্ডা জামা'তের সালানা জলসা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম কোড্ডা। আখাউড়া থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এ কোড্ডা ও পার্শ্ববর্তী বাসুদেব গ্রামের ক'জন পুণ্যবান ব্যক্তি মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার হেদায়েত লাভে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ফলে কোড্ডা ও বাসুদেব গ্রামে আহমদীয়াতের চর্চার প্রবাহ সৃষ্টি হয়। প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৮ সালে কোড্ডায় জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন কোড্ডা কোড়াবাড়ী ইমাম ছিলেন জনাব আফসারউদ্দীন ভূঁইয়া, কোড্ডা পশ্চিম ইমাম জনাব আব্দুল গফুর ভূঁইয়া, কোড্ডা পূর্ব জনাব জয়নউদ্দীন এবং বাসুদেব সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া। জামা'ত প্রতিষ্ঠার শুরুতে বিভিন্ন স্থানে সেই ইমাম নিয়োগ করা হয়। যা প্রেসিডেন্ট হিসেবে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে কোড্ডা, কোড়াবাড়ি ও বাসুদেব গ্রাম নিয়ে কোড্ডা জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং একজন প্রেসিডেন্ট হন।

যতদূর জানা যায়, ১৯১৮ সালে কোড্ডা জামা'তের উদ্যোগে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বঙ্গীয় আমীর মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের আমন্ত্রণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের বাহির থেকেও সোনার বাংলার অনেক সোনার মানুষ ঐশী প্রেমিক যোগদান করেন। তাঁরা হলেন– হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.), প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান বঙ্গীয় আমীর দ্বিতীয়, খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী বঙ্গীয় চতুর্থ আমীর, খান সাহেব মোবারক আলী বঙ্গীয় আমীর পঞ্চম ও তাঁর ছোট ভাই বেলায়েত আলী, কাছেম উদ্দীন আহমদ উকিল, দেবগ্রামের উকিল মুন্সি দৌলত আহমদ খাঁ এবং পুনিয়াউটের মওলানা এমদাদ আলী চৌধুরী প্রমুখ। উক্ত জলসায় বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মালু খলীফা নামে এক প্রসিদ্ধ লাঠি খেলোয়াড় নিকটবর্তী রমু মিয়ার বাড়িতে লাঠি খেলার আয়োজন করে। ঢোল বাজিয়ে খেলা শুরু করলে তাকে শত অনুরোধের পরও খেলা বন্ধ করেনি। তবে ঐশী জামা'তের জলসা বাধা-বিপত্তির মাঝে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার মোজেযায় ক'দিন পরই মালু খলীফা পানিতে ডুবে লাঠি খেলার অঙ্গ-ভঙ্গিতে মারা যায়। ফলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আহমদীয়াতের সত্যতার সপক্ষে প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী বছরগুলিতে কখন জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই তথ্য অজানা। তাই এর কোন ধারাবাহিকতা নেই। ১৩-১৪ মার্চ ১৯৪১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় এক জলসা। এতে এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম সভাপতিত্ব করেন। ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় বক্তব্য রাখেন আল্লামা জিল্লুর রহমান, মওলানা মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরী, মৌলবি হায়দার আলী ভূঁইয়া এবং মওলানা সৈয়দ সাঈদ আহমদ। আহমদী ছাড়াও অনেক অআহমদী মুসলমান ও হিন্দু যোগদান করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

১৯৬৯ সালের ২৫-২৬ জুলাই এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহমদীয়া জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গগণ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তার সত্যতা এবং নিজদের তালীম তরবিয়তের উপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। জলসা সফল হয়।

৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখ এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী তিনটি অধিবেশনে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা ফারুক আহমদ, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, জনাব এ কে রেজাউল করীম, এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম এবং অধ্যক্ষ মুসলেহ্ উদ্দীন খাদেম প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এটিই এখানকার প্রথম জলসা।

কোড্ডা জামা'তের ৪৮তম সালানা জলসা ২ ও ৩ এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের জামা'তসমূহ ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা ও রংপুর হতে আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ যোগদান করেন। দুই দিনব্যাপী এই জলসায় তিনটি অধিবেশন হয়। প্রথম দিন প্রথম অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সালেহ মোহাম্মদ ভূঁইয়া সাহেবের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর বক্তৃতা করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, খন্দকার সালাহউদ্দীন, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ এবং আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। বিষয়- কুরআন করীমের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, ওফাতে ঈসা (আ.), ঈসা নবীউল্লাহ ও ইমাম মাহদী (আ.) উম্মতেরই এক ব্যক্তি এবং সীরাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান। একই দিন বাদ মাগরিব প্রশ্নোত্তর অধিবেশন হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন আব্দুস সালাম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সত্যতার ঘটনাবলী, খতমে নবুওয়ত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও তাঁর সীরাত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, খন্দকার সালাহউদ্দীন এবং জনাব গোলাম আহমদ খান।

শেষ অধিবেশন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর জনাব মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন মৌলবি শামসুজ্জামান মোয়াল্লেম, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। বিষয় ছিল আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে নিজ জীবনের ঘটনাবলী, চতুর্দশ শতাব্দী ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব, দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ। সর্বশেষ সভাপতি সাহেব তাঁর সমাপ্তি ভাষণে দরুদ শরীফের ফজিলত ও এর আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা এবং জামা'তে আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসা পরিসমাপ্তি হয়।

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৮ তারিখ ৪৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, শহীদুর রহমান, এ কে রেজাউল করীম, হাকিম উদ্দীন মস্তান এবং বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। দুই দিনব্যাপী ৩টি অধিবেশনে জলসা সমাপ্ত হয়।

৫০তম সালানা জলসা ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি ইস্রাইল দেওয়ান। নযম এস এম হাবীবউল্লাহ্। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভূঁইয়া। অতঃপর বক্তৃতা করেন মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, অধ্যক্ষ মুসলেহ উদ্দীন খাদেম, শহীদুর রহমান, মাসুদুর রহমান, মওলানা এ কে এম মহিবউল্লাহ্ এবং সভাপতি সাহেব।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব ভিজির আলী।

বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন হাফেজ সেকান্দর আলী, এ কে রেজাউল করীম, মৌলবি ইস্রাইল দেওয়ান, মওলানা এ কে এম মহিবউল্লাহ এবং সভাপতি সাহেব।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, শহীদুর রহমান, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং সভাপতি সাহেব।

২১-২২ মার্চ ১৯৮৬ তারিখ ৫১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা থেকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব এ কে রেজাউল করিম, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, জনাব আমীরুল হক, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরীসহ অনেক জ্ঞানীজন অংশগ্রহণ করেন। এলাকার বহু অআহমদী ভাই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

প্রথম দিন জুমুআর নামায আদায়ের পর উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন তারুয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডা. আহমদ আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি উদ্বোধনী ভাষণ ও ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পয়গাম পেশ করেন। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মাষ্টার খলিলুর রহমান। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, নুযুলে মসীহ্ (আ.) বিষয়ে মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জামা'ত বিষয়ে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

জলসায় যোগদানকারী ১০টি জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবদের নিয়ে এক বিশেষ সভা হয়। এতে জনাব এ কে রেজাউল করিম ও মোহাম্মদ আব্দুল জলিল উপস্থিত প্রেসিডেন্ট সাহেবদেরকে বাজামা'ত নামায, প্রকৃত বাজেট প্রণয়ন ও চাঁদা আদায়, প্রত্যহ কুরআন পাঠ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠ, স্থানীয় মসজিদ এর তত্ত্বাবধান, তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যে এবং আনসারুল্লাহ্‌র মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডা. আনোয়ার হোসেনের

সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সামাজিক কদাচার ও বেদাতের অশুভ পরিণাম, তরবীয়তে আওলাদ, মালী কুরবানীর গুরুত্ব, দোয়া ও নামাযের গুরুত্ব এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অত্যন্ত ঈমানবর্ধক ভাষণ দেন হাফেজ সেকান্দর আলী, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, এ কে রেজাউল করীম, আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং সভাপতি সাহেব।

বিকালে সমাপ্তি অধিবেশন এ কে রেজাউল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর দাওয়াত ইলাল্লাহ্ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল সাহেব, খাতামান্নাবীঈন (আ.)-এর তাৎপর্য মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, ইসলামী খিলাফত মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ এবং দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী অত্যন্ত মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন। জলসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব এনামুল হক ভূঁইয়া শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণে জলসার কামিয়াবীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া এবং উপস্থিত অআহমদীদেরকে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

৫২তম সালানা জলসা ৫ ও ৬ মার্চ ১৯৮৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় এবং বিভিন্ন জামা'ত থেকে পাঁচ শতাধিক লোকের সমাগম হয়। সমকালীন সময়ের অত্র এলাকার বেশ কিছু গণ্যমান্য অআহমদী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন ৫ মার্চ বিকালে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুল জাহের হাজারী। সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধাচরণ ও এর ফলাফল বিষয়গুলির উপর বক্তৃতা করেন জনাব ডা. আনোয়ার হোসেন, মওলানা ফারুক আহমদ এবং আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী। বক্তৃতার পূর্বে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল কাইয়ুম ভূঁইয়া।

জলসার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মাজহারুল হক। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ সেকান্দর আলী, নযম এস এম হাবীবউল্লাহ। কুরআন করীমের ফজিলত, ইকামাতে সালাত, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কলেমার মাহাত্ম্যর উপর বক্তৃতা করেন

জনাব খন্দকার সালাহউদ্দীন, মওলানা ফারুক আহমদ, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া এবং আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া। কুরআন পাঠ করেন জনাব হাফিজ জামাল এবং নযম এস এম আবদুল হক। আখেরী জামানার নিশান ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জামা'ত, বারাকাতে খিলাফত, মালী কুরবানী ও দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌলবি সেকান্দর আলী, অধ্যাপক আমীর হোসেন, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া এবং আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

৫৩তম সালানা জলসা ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ জলসা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের আমীর জনাব সালাহউদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ, নুযুলে মসীহ্ (আ.), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী, বর্তমান জামানার অবক্ষয় রোধে খিলাফতের অবদান, তওহীদ ও আমাদের শিক্ষা, তরবীয়তে আওলাদ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, খন্দকার সালাহউদ্দীন, মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, হাফেজ সেকান্দর আলী, মৌলবি আবুল খায়ের, মৌলবি তৌহিদুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। ৪০জন অআহমদীসহ ২২টি জামা'ত থেকে মোট ৫০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

৫৪তম সালানা জলসা ৫-৬ মার্চ ১৯৯৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ৫ মার্চ বিকালে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন হয়। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভূঁইয়া অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মওলানা সালেহ আহমদ।

বাদ মাগরিব তবলীগি অনুষ্ঠান হয়। এতে প্রশ্নোত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পরবর্তী দিনেও উক্ত অনুষ্ঠান হয়। ৬ মার্চ

সকালে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বক্তব্য রাখেন মৌলবি মজিদুল ইসলাম, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের বিভিন্ন জামা'তের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও কোড্ডা জামা'তে আমেলার সাথে ন্যাশনাল আমীর সাহেব এক সভা করেন এবং নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন।



৫৪তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা সালেহ আহমদ।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন মৌলবি শাহ আলম, জনাব এ. কে রেজাউল করীম এবং মওলানা সালেহ আহমদ। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী জলসা কমিটি। দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

৩১ মার্চ ২০০৬ তারিখ ৫৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমানের সাথে নায়েব ন্যাশনাল আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আলহাজ্ব এ কে রেজাউল করীম, আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ এবং আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান যোগদান করেন।



৫৫তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা সালেহ আহমদ।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন হয়। কোড্ডা জামা'তের মোয়াল্লেম জনাব দাউদ আহমদ বোখারীর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও জনাব এহসানুল হাবিব জয়ের সুললিত কণ্ঠের নযম পরিবেশনের পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য দেন। মহানবী (সা.)-এর উন্নত জীবনাদর্শ বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ। হাফেজ মোহাম্মদ সেকান্দর আলী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন।

জুমুআর নামাযের পর জনাব জুবায়ের আহমদ স্বপন ও মনির আহমদ ভূঁইয়ার পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও সুমধুর কণ্ঠের নযম পাঠের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় অধিবেশনের শুভ সূচনা হয়। রসূল (সা.)-এর প্রেমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং রসূল (সা.)-এর পরমত সহিষ্ণুতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ও অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। আর্থিক কুরবানী ও ওসীয়্যত বিষয়ে সেক্রেটারী উমুরে আমা আলহাজ্ব এ কে রেজাউল করীম এবং ঐশী খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তৃতা করেন। জনাব এনামুল হক ইন্টুর নযম পরিবেশনের পর ন্যাশনাল আমীর সাহেব মর্মস্পর্শী সমাপনী ভাষণ দেন। এতে ২৬টি জামা'ত

থেকে আহমদী সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। ৫৬তম সালানা জলসা ২৩-২৪ মার্চ ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



৫৬তম সালানা জলসায় নযম পেশ করছেন জনাব রফিক আহমদ ভূঁইয়া। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

২ ও ৩ এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জলসাকে ৪৮তম ধরে পরবর্তী জলসাগুলির তম হিসাব করা হয়েছে। আমরা ঘেটে দেখেছি, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন কারণে অনেক বছর জলসা হয়নি। তাই ১৯৭৭ সালে ৪৮তম জলসা ধরা সঠিক নয়। তম অন্তত ৮/১০টি জলসা কম হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

২৯ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০০৮ তারিখ কোড্ডা জামা'তে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আঞ্চলিক জলসা (ব্যানারে লেখা ৫৭তম আঞ্চলিক জলসা)। এতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফার প্রতিনিধি মুফতী সিলসিলা মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ফলে ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং অধিক লোক সমাগম হয়।

২৯ ফেব্রুয়ারি জলসার উদ্বোধনী কার্যক্রম ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমানের সভাপতিত্বে এবং জনাব মাহবুবুর রহমান জেপীর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ

দান করেন। বক্তৃতা পর্বে কুরআন মজীদের অপার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাকাম ও শান, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে খিলাফতের কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ, মৌলবি এনামুল হক রনি এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী প্রমুখ। নযম পরিবেশন করেন এজাজ আহমদ ও এহসানুল হাবিব জয়। বাদ মাগরিব প্রশ্নোত্তর সভা হয়।



১ম আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

দ্বিতীয় অধিবেশন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি লাজনাদের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণসঞ্চারি ভাষণ প্রদান করেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন তাহমিনা আক্তার ও নযম ইফফাত আহমদ। সমাপ্তি অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জুবায়ের আহমদ স্বপন ও নযম রফিক আহমদ ভূঁইয়া। কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলীতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ওসীয়্যতের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়।

শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট গাজী মাযহারুল খোকন।

ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এই জলসায় এলাকার ক'জন সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন।

২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখ দ্বিতীয় আঞ্চলিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন, জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী এবং মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহসহ জামা'তের অনেক বিশিষ্ট বুযূর্গ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।



২য় আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব।

বাংলাদেশ জামা'তের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ কোড্ডা জামা'তে নির্মিত হয়। এ মসজিদ উদ্বোধন ও স্থানীয় জলসা ১৪মার্চ ২০১৪ তারিখ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পালিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব গাজী মাজহারুল খোকন, প্রেসিডেন্ট কোড্ডা। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহবুবুর রহমান জেপী। নযম পাঠ করেন জনাব সিবগাতুর রহমান। বক্তৃতা পর্বে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও ফজিলত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব সালেহ

মোহাম্মদ ভূঁইয়া এবং আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া। তরবিয়তমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোবাশশের উর রহমান।



কোড্ডা জামা'তে প্রতিষ্ঠিত শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ 'মসজিদে মাহমুদ'।



শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী।



শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দর্শকদের একাংশ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এজাজ আহমদ, নযম মুনির আহমদ ভূঁইয়া। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। অতঃপর ক'জন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। নযম পরিবেশন করেন জনাব শাহরিয়ার রেজা জোসেফ। হযরত রসুল করীম (সা.)-এর জীবনের এক ঝলক উপস্থাপন করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব এ কে এম আতাউর রহমান, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব।

কোড্ডায় তৃতীয় আঞ্চলিক জলসা ৫ ও ৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ৫ জানুয়ারি বাদ জুমুআ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান। প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীসহ জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণ।

ইসলামের মূল শিক্ষা, কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ, শেষ যুগে আগত হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাবির সত্যতা ও তার জামা'ত কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। ত্রিশটি জামা'ত থেকে জলসায় যোগদান করেন এবং ১৬জন

বয়আত করে জামা'তে দাখিল হন। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সর্বমোট ২০৬৯ জন উপস্থিত ছিলেন।



৩য় আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



৩য় আঞ্চলিক জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ এবং
এমটিএ-এর কর্মীরা অনুষ্ঠান ধারণ করছেন।

দুর্গারামপুর জামা'তের সালানা জলসা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম দুর্গারামপুর। মেঘনা ও তিতাস নদীর মোহনায় গ্রামটি অবস্থিত। প্রাচীনকালে এ গ্রাম হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত ছিল। তারা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে পালন করতেন। বিভিন্ন বাড়িতে হরে কৃষ্ণ হরে রাম আরাধনা শুনা যেত। হয়তো সেজন্যই তাদের মা দুর্গার নামানুসারে গ্রামের নাম হয় দুর্গারামপুর। কিন্তু বর্তমানে গ্রামে কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেই। মুসলমানদের গ্রাম হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

এ গ্রামের এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন মওলানা আফজাল হোসেন। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে যেমন বিজ্ঞ তেমনি লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার হেদায়েত লাভে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর নিজ গ্রামে অকপটে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রচার করতে থাকেন। ফলে তার ছেলে ফজলুল করীম কনা মিয়া পিতার শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বয়আত করেন।

তখন এ গ্রামে এক খোদার আশেক ছিলেন ইয়াকুব আলী নামে এক যুবক। তিনি খোদার নৈকট্য লাভে ফকিরী তরিকায় জগ করতেন। লাওয়া একতারা হাতে মাথায় ঝাঁকড়া কোকড়ানো চুল সমেত মাজারে মাজারে ফকিরী তরিকা অনুসরণে ফকীরদের আস্তানায় ভাবের গান গেয়ে বেড়াতেন। সেই থেকে তিনি ইয়াকুব ফকির নামে পরিচিত হন। আফজাল সাহেব ইয়াকুব ফকিরকে তবলীগ করেন। বলেন, ইয়াকুব! তুমি যে তরিকায় খোদার নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা করছ তা সঠিক নয়। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী জামানায় ইমামুজ্জামান হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি সত্যবাদী। তার শীষ্যত্ব গ্রহণের মাঝেই খোদা প্রদত্ত সীরাতাল মোস্তাকিম নিহীত। সুতরাং তুমি এ পথে আস ইত্যাদি। ইয়াকুব ফকির ভাবতে লাগলেন এবং দোয়া করেন। তখন আফজাল সাহেব আল্লামা জিল্লুর রহমান ও তারুয়া গ্রামের মৌলবি আহমদ আলীকে নিজ বাড়ি নিয়ে এসে একটি তবলীগি সভার আয়োজন করেন। এতে ইয়াকুব ফকির উপস্থিত থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর লাভ করেন। ফলে তার মনের সংশয় দূর হয়। আহমদীয়াতের প্রতি তার

অনুরাগ জন্মে। তাই বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। সম্ভবত তখন ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ।

ইয়াকুব ফকির সাহেব দীক্ষা গ্রহণের পর ঐশী নূরের স্বাদ লাভ করেন। ফলে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের কাজে ফানাফিল্লাহ হয়ে যান। জামা'তের মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তখন নিজ গ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রচার করতে থাকেন। ফলে ১৯৪২ সালের মাঝে দুর্গারামপুরে দশ জনের অধিক নারী পুরুষ বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন মওলানা আফজাল হোসেন। অপরদিকে ১৯৪২ সালে শাহবাজপুর গ্রামের জনাব আলী দারোগা এবং কালঘরা গ্রামের জনাব আহমদ হোসেন বয়আত করেন। কিন্তু ধর্মজগতের রীতি অনুযায়ী মোখালেফাত শুরু হয়। তবে মোখালেফাতের মাঝেই বিভিন্ন গ্রামে আহমদীয়াতের সুবাতাস বইতে থাকে। বয়আতকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

যতদূর জানা যায়, পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে দুর্গারামপুর জামা'তের উদ্যোগে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন নব দীক্ষিত আহমদীরা জানতো না জলসা কি। শুধু নেযামের ডাকে আশেকে রসূলরা প্রাণের টানে ছুটে আসেন। কাদিয়ানের আদলে ঢেলে সাজানো হয় জলসার কর্মসূচি। জামা'তের আলেমগণ ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রচার করেন। ফলে মোখালেফাতের মাঝেই ঐশী আলোর বিকিরণ ঘটে। সকলে আবেগাপ্লুত হয়ে দোয়া করেন। হে আল্লাহ্! নব প্রতিষ্ঠিত এ জামা'তকে সুদৃঢ় কর। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে অত্র এলাকার বাতিঘরে পরিণত কর। সকলের ঈমান ও আমলে দৃঢ়তা বৃদ্ধি কর ইত্যাদি। একদিনের এ জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মোহাম্মদ আবু ইউসুফ এবং সেক্রেটারী জনাব সিদ্দিকুর রহমান। উপস্থিতি অআহমদীসহ অর্ধশতের মত এবং ব্যয় হয় প্রায় পাঁচশত টাকা মাত্র।

উল্লেখ্য, হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) খিলাফতের পূর্বে ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ সফরকালে দুর্গারামপুর জামা'ত সফর করেন। তখন তিনি নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ এবং নায়েব সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব পালনের

ব্রত নিয়ে এদেশে শুভাগমন করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তিতাস নদীতে লঞ্চে যাতায়াতকালে লঞ্চের কেবিনে সিট বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু রূপসী বাংলার অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকনে হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব কেবিনের বাইরে মুক্ত নীল আকাশের নীচে সতীর্থ মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, মৌলবি মোহাম্মদ ও আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব প্রমুখের সাথে বসেন। তন্ময় হয়ে দেখেন নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং মাটি ও মানুষের কর্ম ও জীবন প্রবাহ।

তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চল দুর্গারামপুর পৌঁছলে স্থানীয় আহমদীরা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং আলিঙ্গন করেন। রাতে অবস্থান কালে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় আসে। টিনের চাল ও বাঁশের বেড়ার ঘর উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সবাই দোয়ারত হন। স্থানীয় আহমদীরা তাদের শ্রদ্ধাভাজন প্রাণের মানুষটির জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। প্রায় উড়ন্ত ঘরের চাল অবশেষে স্থির হয়। ঝড় থেমে যায়। গ্রামের অনেক ঘরবাড়ি ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আগামী দিনের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ ও অন্যান্য আহমদীদেরকে অক্ষতভাবে রক্ষা করেন। দোয়া কবুলিয়তের এক আশ্চর্য নিদর্শন পরিস্ফূটিত হয়ে উঠে।

জামা'তে প্রাণবন্ত তালীম তরবীয়তি ও তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবযাদা মিঞা সাহেব জামা'তের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুল করীম ও মোয়াল্লেম মৌলবি ফকির মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী এ মহীয়ান ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে যান। গ্রামের কৃষক পরিবারের সাধারণ লোকজন নূরানী চেহারার সুদর্শন সুপুরুষ মিঞা সাহেবকে দর্শনে ও তাঁর বিনয়ী ব্যবহারে আনন্দিত হন। বাঙালি রীতি অনুযায়ী মেহমানরা দু'টি কাঁঠাল নিয়ে যান এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবের গাছের পাকা পেঁপে খেয়ে তিনি প্রশংসা করেন। তখন মোহাম্মদ কুদরতউল্লাহ সাহেব নামে এক ব্যক্তি মিঞা সাহেবের হাতে বয়আত করে জামা'তে আহমদীয়ায় দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। স্থানীয় আহমদীদের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। তাই নৌকাযোগে বিদায়কালে সকলের প্রাণ ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। মসীহেজ্জামানের শিষ্যত্বগ্রহণকারী এবং সামাজিকভাবে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, নির্যাতিত ব্যক্তিদের জন্য তাঁর দোয়ার

ফলশ্রুতিতে তাদের ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং জামা'ত বৃদ্ধির প্রবহমান ধারা সৃষ্টি হয়।

৮ জুলাই ১৯৬২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় দুর্গারামপুর জামা'তের তৃতীয় সালানা জলসা। এ জলসায় দুটি অধিবেশন হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্যারিস্টার শামসুর রহমান। মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মৌলবি মোহাম্মদ, মওলানা ফারুক আহমদ, মওলানা হাফেজ মুতিউর রহমান (টাইটেল আলীয়া), মৌলবি আহমদ আলী, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া এবং এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম প্রমুখ বুযূর্গগণ বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় সমস্যাবলী আলোচনা করেন এবং ইসলামী সমাধান তুলে ধরেন। আখেরী জামানায় আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা এবং তাকে মান্য করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া আলহাজ্ব মোহাম্মদ সোলায়মান হজ্জ পালনের বিষয়ে এক মনজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এতে যারা আহমদীরা হজ্ব পালন করতে পারে না বলে সমালোচনা করতেন তারা বিস্মিত হন। পাঁচজন বয়আত করেন। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আবু ইউসুফ।

৪ ও ৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৫ম সালানা জলসা। প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর বক্তৃতা করেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং ওফাতে ঈসা (আ.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ। বক্তৃতা করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, জনাব নূরুল আলম এবং আরও অনেকে। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। জামা'তে আহমদীয়া কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এবং এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। অতঃপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ সালানা জলসা ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে জামা'তের বিভিন্ন আলেমগণের বক্তৃতায় সফল হয়। ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ ৭ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলনের জোয়ারের মত আহমদীরা ঐশী প্রেমের জোয়ারে জলসায় চলে আসেন। এ জলসায় প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং অন্যান্য বক্তা ইসলামের সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

সালানা জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ৯-১০ মার্চ ১৯৭৪ তারিখ ৮ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এটি তাদের এখানে প্রথম। তখন দেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করে। এরই মাঝে আশেকে রসূলরা বিভিন্ন জামা'ত থেকে চলে আসেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণ ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর শুভাগমনের সংবাদ প্রচার করেন। ফলে জলসা সফল হয়।

১০তম সালানা জলসা ৬জুন ১৯৮২ তারিখ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামা'তের লোকজনসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জামা'ত থেকে আগত তিনশত জন আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি যোগদান করেন। একদিনের জলসা দু'টি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ, স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌলবি আবদুল কাদের মণ্ডল, ডা. আহমদ আলী, জনাব শহীদুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, ফজল-ই-ইলাহী এবং মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী প্রমুখ। তাঁরা ধর্মীয় বিষয়াবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এছাড়া স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার পৃথক অধিবেশন হয়।

৩০ ও ৩১ মার্চ ১৯৮৪ তারিখ ১১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০মার্চ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব ফকির ইয়াকুব আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী। কুরআন করীমের মর্যাদা, ওফাতে ঈসা (আ.) এবং ইসলাহ বা সংশোধন বিষয়াদির উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্ এবং জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

বাদ মাগরিব দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আহমদ আলী। হযরত

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদের সভাপতিত্বে। তরবীয়তে আওলাদ, খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জীবনাদর্শ, আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং এতায়াতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, জনাব ফজল-ই-ইলাহী, মৌলবি আব্দুল কাদের মণ্ডল এবং কাওসার আহমদ।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, সদর খোদ্দাম। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল দোয়ার তাৎপর্য ও নামাযের গুরুত্ব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম, ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, ইসলামের শিক্ষা ও আমাদের জীবন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পুণরাগমন। বক্তাগণ ছিলেন যথাক্রমে ডা. শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ, মওলানা ফারুক আহমদ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এবং মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্। অতঃপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

১২তম সালানা জলসা ৫-৬ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ৫ এপ্রিল প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব চৌধুরী আব্দুল মতিন। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী। বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী– হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বাণী পাঠ, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক– মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও তা অর্জনের উপায়, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী– হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ– খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য।

দ্বিতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার সালাহ উদ্দীন। বক্তৃতা করেন তরবীয়তে আওলাদ জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, ইসলামে জিহাদ মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, ইসলামে খিলাফতের অপরিহার্যতা জনাব ফজলুল করীম মোল্লা, অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্যে

এলাহী জামা'তের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন ডা. শেখ হেলাল উদ্দীন এবং বেদ, কুরআনে হযরত মোহাম্মদ (সা.) বিষয়ে মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। বক্তৃতা করেন খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও তাঁকে মানার গুরুত্ব বিষয়ে যথাক্রমে জনাব কাউসার আহমদ, খন্দকার সালাহউদ্দীন, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৯৮৬ সালের ৪ এপ্রিল ১৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গ আলেমদের বক্তৃতামালায় কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

৪ ও ৫ জানুয়ারি ১৯৯০ তারিখ ১৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পুরুষ ও মহিলা প্রায় ২৫০জন আহমদী এবং অনেক অআহমদী উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ, বর্তমান জামানায় অবক্ষয় রোধে খিলাফতের ভূমিকা, দাওয়াতে ইলাল্লাহ, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়ে মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, জনাব খন্দকার সালাহউদ্দীন, জনাব হাফেয সেকান্দর আলী, ডা. আহমদ আলী এবং আরও অনেকে। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়।

২৭ ও ২৮ মার্চ ১৯৯৮ তারিখ দুর্গারামপুর জামা'তের ১৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে লাজনাসহ ৪০০জন যোগদান করেন। বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, সর্বজনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, আব্দুল কাদের ভূঁইয়া, ফজল-ই-ইলাহী, এডভোকেট মাহবুব আজম রেজা, ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দীন, মৌলবি শাহ আলম খান, মৌলবি হাফেজ আবুল খায়ের এবং মৌলবি হুমায়ুন কবীর। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।



দুর্গারামপুর জামা'তের ২০তম সালানা জলসায় গমণের পথে মেঘনা বক্ষে ট্রলারে ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ সফরসঙ্গীবৃন্দ।



২০তম জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে অনেকে দোয়ায় রত।

জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ২০তম সালানা জলসা ২০ ও ২১ এপ্রিল ২০০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র থেকে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথে সর্বজনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর, মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী, এ কে

রেজাউল করীম ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত, মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, মওলানা আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সাদেক, মওলানা সালেহ আহমদ, মৌলবি হাফেজ সেকান্দর আলী, মোহাম্মদ আজিজুল হক, ইব্রায়েতুল হাসান ও খোদ্দামের প্রতিনিধি নঈম আল মাহমুদ যোগদান করেন।

উক্ত জলসায় ২টি অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা হয়। লাজনাসহ মোট ২৩৫জন উপস্থিত ছিলেন।

২১তম সালানা জলসা ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনের এ জলসায় ৩টি অধিবেশন হয়। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী।



২১তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ। মওলানা আলহাজ্জ আব্দুল আজিজ সাদেক-এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া করান জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। বক্তব্য পেশ করেন মৌলবি মাহমুদুল হাসান মিনহাজ, মৌলবি

হাফেজ সেকান্দর আলী, জনাব এস এম হাবীবউল্লাহ্। বক্তব্যের বিষয় ছিল যথাক্রমে নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ, ওফাতে ঈসা (আ.) এবং তরবীয়তে আওলাদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব আবদুল বারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী। সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), খাতামান্নাবীঈন (সা.), ইসলামে পর্দার গুরুত্ব এবং এলাকাবাসীর প্রতি আহবান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মৌলবি শামসুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক, মৌলবি হাফেজ সেকান্দর আলী এবং মোহাম্মদ ফজল ই-ইলাহী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ, আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি হাফেজ সেকান্দর আলী, নযম জনাব এস এম হাবীবউল্লাহ। দাওয়াতে ইলাল্লাহ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আজিজুল হক। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ পানাহউল্লাহ। রসূল (সা.)-এর প্রেমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং আহমদী কী এবং কেন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে মওলানা আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সাদেক ও জনাব এস এম হাবীবউল্লাহ। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব।

২৬ ও ২৭ মার্চ ২০০৪ তারিখ ২২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসনে ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তৃতার বিষয় ছিল খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর মকাম ও মর্যাদা, বয়আতের গুরুত্ব এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন। বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে মৌলবি এনামুল হক রনি, এহসানুল হাবিব জয় এবং এস এম হাবীবউল্লাহ্।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ, তিলাওয়াতে কুরআন ও নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মিনহাজুর রহমান ও মোহাম্মদ জিকরে ইলাহী। বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, মোহাম্মদ নুর উদ্দীন। বিষয় ছিল যথাক্রমে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর

রসূল প্রেম, খিলাফতের বরকত ও কল্যাণ, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও তরবিয়তে আওলাদ।



২২তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযমের পর বক্তব্য পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, জলসার গুরুত্ব এবং ইসলামে আর্থিক কুরবানী মৌলবি এনামুল হক রনি। ভাষণ দিচ্ছেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং স্মৃতির পাতা থেকে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোয়াজ্জেম হোসেন, মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ ও মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন সভাপতি সাহেব। এ জলসা কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ।

প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জামা'ত দুর্গারামপুরের ২৩তম সালানা জলসা ২৮ ও ২৯ মার্চ ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মার্চ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার অধিবেশন হয়। তিলাওয়াতে কুরআন ও নযম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব বশীর উদ্দীন আহমদ ও মোহাম্মদ জাকির হোসেন। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। মওলানা নওশাদ আহমদ জলসার গুরুত্ব ও বরকত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মোহাম্মদ ফজল-ই-

ইলাহী খিলাফতের কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীর বক্তৃতার বিষয় ছিল আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাবির সত্যতা। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন- একশত সতেরো বছর পাড় হতে চললো আজো কেন তারা সত্যকে অবহেলা করছেন। তিনি সত্যকে মেনে নেওয়ার জন্য সমগ্র গ্রামবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

২৯ মার্চ অধিবেশন ছিল লাজনাদের জন্য। লাজনাদের সেশনে আনহার বেগম পারভীন কুরআন তিলাওয়াত করেন। লাজনাদের প্রশ্নোত্তর সেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব উত্তর প্রদান করেন।



২৩তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

সমাপ্তি অধিবেশনে মওলানা সালেহ আহমদ, ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কল্যাণের বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দুর্গারামপুর গ্রামের এক পরিবারের পাঁচজন এক সাথে বয়আত করেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১মার্চ ২৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬০০জন পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করে। দুই দিনের জলসায় ৩টি অধিবেশন হয়। প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জহির আহমদ মিয়াজী, প্রেসিডেন্ট তারুয়া। জলসায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, সদর আনসারুল্লাহ্ এবং এডি. সেক্রেটারী ফাইন্যান্স নঈম আলম খান। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ ও আখেরী জামানায় আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক ইসলামের বিশ্ব বিজয় ইত্যাদি বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহীসহ উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন।



২৪তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব বশির উদ্দীন আহমদ এবং সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-এলাহী।

অতঃপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন জামা'তগুলি নিয়ে আঞ্চলিক জলসা হওয়ার কারণে দুর্গারামপুর জামা'তে আর পৃথক কোন জলসা হয়নি।

আহমদনগর জামা'তের সালানা জলসা

পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব, হিমালয় কন্যার দেশ পঞ্চগড়। ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী জামানার ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)। ফলে ভারতের পাঞ্জাবে প্রজ্জ্বলিত ঐশী নূর আলোকরণে পঞ্চগড়ের আহমদনগরে প্রতিষ্ঠিত হয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত।

পঞ্চগড়ের এক প্রবীণ আহমদী ছিলেন হেকিম সাজেদুর রহমান। তিনি জামা'তের বিভিন্নমুখী খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর হেকিম সাহেব কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী অঞ্চলের তিন আহমদী ভ্রাতা মৌলবি আবু মুসা ফজলুল করিম, মৌলবি আবু ঈসা এবং মৌলবি আবু তাহেরকে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য কটিয়াদীর নিজ ভূমি বিক্রি করে পঞ্চগড় এলাকায় স্বল্পমূল্যে অধিক জমি ক্রয় করে বসতি স্থাপন এবং জীবন নির্বাহের পরামর্শ দেন। অতঃপর তিন ভ্রাতা হেকিম সাহেবের সহযোগিতায় ১৯৫৩ সালে জমি ক্রয় করে বসতি স্থাপন করেন। তখন এ এলাকাটি ছিল পশ্চাদপদ এক দুর্গম অঞ্চল।

পরবর্তীতে তাদের পরামর্শক্রমে মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব ১৯৫৬ সালে জমি ক্রয় করে বাড়ি নির্মাণ করেন। তখন আহমদী অধ্যুষিত এ পাড়াটির নামকরণ করা হয় আহমদনগর। ১৯৫৬ সালে আহমদনগরে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। ফলে জামা'তের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

২-৪ মে ১৯৫৮ তারিখ আহমদনগর জামা'তের উদ্যোগে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চল, গণ্ডগ্রাম, ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর বাঁশের বেড়া খড়ের ছাউনী বিশিষ্ট কাঁচা মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ জলসা। নেযামের ডাকে আশেকে রসূলরা প্রাণের টানে ছুটে আসেন। তখন ঝোপ-ঝাড় সারাদিন পাখির কলতানে মুখরিত থাকত। অনেক বণ্যপ্রাণী ও পশুপাখি ঝোপের মাঝে বাস করে। সারা দিন ঘুঘু চরে। ভোর রাতে পাখির কলরবে সুর বাজে। রাতে শিয়ালের হুকু হুকু ডাকে অনেকের ঘুম ভাঙ্গে। করতোয়া নদীর পাড়ে গর্তের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ বাস করে। একা চলাচলে ভয়ভীতি হত। এরই মাঝে ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলার হাট বসে।

বলাবাহুল্য, ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রথম যে জলসার আহ্বান করেন তখন ৭৫ জন আশেকে মসীহ্ কাদিয়ানে মসজিদ আকসায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তেমনি আহমদনগরে অনুষ্ঠিত প্রথম জলসায় অর্ধশতের মত উপস্থিত হন। যেন কাদিয়ানের প্রতিচ্ছবি পড়ে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে, হিমালয়ের বরফগলা করতোয়া নদীর তীরে– আহমদনগরে।

এ দেশের প্রচলিত মিলাদ মাহফিল থেকে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচিতে কাদিয়ান ও রাবওয়ার আদলে ঢেলে সাজানো হয় জলসা। এতে জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট আলেমগণ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় প্রদান করেন। ফলে অত্র এলাকায় আহমদীয়াতের পরিচিতির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। সকলে আবেগাপ্লুত হয়ে দোয়া করেন– 'হে আল্লাহ্! নবগঠিত এ জামা'তকে উত্তরোত্তর বর্ধিত কর। মিলন মেলায় রোপিত এ বীজ ফুলে ফলে সুরভিত কর।' ফলে জামা'তের সার্বিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির প্রবাহ আরও গতিশীল হয়।

১১-১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় আহমদনগর জামা'তের দ্বিতীয় সালানা জলসা। এটা ঐতিহাসিক জলসা হিসেবে স্বীকৃত। কারণ এ জলসায় শুভাগমন করেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র ও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর পুত্র সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হিসেবে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। সে সময় সাহেবযাদা মিঞা সাহেব নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদের গুরু দায়িত্ব পালনের ব্রত-নিয়ে আগমন করেন। তখন জলসায় অধিক সংখ্যক লোকের উপস্থিতির উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ রাতে বিমান যোগে ঢাকার মাটিতে অবতরণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ ও আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের সাথে ৯ ফেব্রুয়ারি আহমদনগর চলে যান। তিনি জলসার কর্মসূচিকে সুন্দরভাবে সাজান। তালীম তরবিয়ত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার ওপর জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন।

ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব ও চাঁদা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা এবং ওয়াকফে জাদীদের অধীনে জীবন ওয়াকফ করার আহ্বান জানান।

তখন প্রকাশিত সংবাদটি ছিল নিম্নরূপ:

হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের পূর্ব পাকিস্তান সফর

১৯৬০ সালের শুরুর দিকে নাযেম তালীম ওয়াকফে জাদীদ হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি নিষ্ঠাবান আহমদনগর জামা'তকে চারিত্রিক এবং কুরবানীর মান উন্নত করার জন্য প্রভাবসৃষ্টিকারী উপদেশ প্রদান করেন। পরবর্তী দিন তিনি ইংরেজী ভাষায় পারদর্শীদের উদ্দেশ্যে ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন যা খুবই সমাদৃত হয়।[৫]

জলসার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি সাহেবযাদা মিঞা সাহেব একটি বিবাহ পড়ান। পাত্র নাটোর জেলার মাহমুদনগর নিবাসী মৌলবি ছহির উদ্দিন সাহেবের পুত্র মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম এবং পাত্রী আহমদনগরের স্থানীয় অধিবাসী মৌলবি আবু তাহের সাহেবের কন্যা জরিনা খাতুন। দেনমোহরানা ২৫০/- টাকা মাত্র। সকলের উপস্থিতিতে বিবাহের কামিয়াবীর জন্য খাস দোয়া করান। অতঃপর সম্মানিত অতিথি ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় চলে আসেন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর আহমদনগর সফর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের একটি স্বপ্নের শুভ বাস্তবায়ন ও ঐতিহাসিক ঘটনা। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর রচিত 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব' পুস্তকে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের স্বপ্ন ১৯৮৬ সালে বর্ণনা করেছেন।

সালানা জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় অনিবার্য কারণে কোন কোন বছর জলসার অনুষ্ঠান সম্ভব না হলেও অধিকাংশ বছর অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছর থেকে পরবর্তী বছর অধিক জাকজমকভাবে সম্পন্ন হয়। ফলে ১০ ও ১১ মে ১৯৬৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৭ম সালানা জলসা। ১০ মে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব জিয়াউল হক। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মহিবউল্লাহ্। নযম পরিবেশন করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্। উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জাহেদুর রহমান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অতঃপর প্রাদেশিক আমীর, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্, মওলানা

এ কে মোহাম্মদ মহিবউল্লাহ্, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং রাবওয়া থেকে আগত মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব বক্তৃতা করেন। ১১ মে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব। বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, জনাব হামিদ হাসান খান এবং প্রাদেশিক আমীর সাহেব।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হামিদ হাসান খান। বক্তৃতা করেন মওলানা ফারুক আহমদ, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং সভাপতি সাহেব। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৩ ও ১৪ মার্চ ১৯৭০ তারিখ ৮ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাবওয়া থেকে আগত জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গগণ প্রাদেশিক জলসার পর আহমদনগর জলসায় যোগদান করেন। সেই মহতী বুযূর্গ ব্যক্তিরা হলেন– মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ। ফলে জলসার কর্মসূচি ঢেলে সাজানো হয়, ঐশী প্রেমিকের মিলন মেলার জলসা আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিতে ঝলমল হয়ে উঠে।

রাবওয়ার বুযূর্গগণের সাথে প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা ফারুক আহমদ এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী ঐশী-বাণীর ব্যাখ্যায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। ফলে জলসা সফল হয়। দুইজন ভ্রাতা বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

২৪ মে ১৯৭৫ তারিখ ৯ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের জলসায় প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত, নযম পাঠ ও দোয়ার পর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অতঃপর তরবীয়তে আওলাদ, ওফাতে ঈসা (আ.), মালী কুরবানী, তালীমুল কুরআন, ইসলামী আখলাক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মুন্সী সিরাজুল ইসলাম, মৌলবি মনওয়ার আলী, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব।

অতঃপর যিকরে হাবীব (সা.), আহমদী হবার প্রয়োজনীয়তা, খাতামান্নাবীঈন (সা.), আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন, সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.), খেদমতে খালক, ইসলাম স্বভাব সম্মত ধর্ম-বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব শরীফ আহমদ, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, বেলাল হোসেন খান, মৌলবি মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ ইসমাঈল বোখারী এবং আবুল হাসান মাষ্টার। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

২১ মার্চ ১৯৭৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ১০ম সালানা জলসা। এ জলসায় তশরিফ আনেন রাবওয়া থেকে আগত মওলানা আব্দুল মালেক খান, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ। মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে ঢাকা থেকে বিমানযোগে ঠাকুরগাঁও যান এবং ২০ মার্চ ভাতগাঁও জামা'তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জলসায় যোগ দেন। অতঃপর ২১ মার্চ আহমদনগর জামা'তের জলসায় যোগদান করেন। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট বেলাল হোসেন খান সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আবু তাহের সাহেব, ইজতেমায়ী দোয়া করান সম্মানিত অতিথি সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব শরীফ আহমদ। বক্তব্য রাখেন জনাব আবুল হাসান মাষ্টার, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, রাবওয়া থেকে আগত বুযূর্গ এবং সভাপতি সাহেব। কর্মসূচি অনুযায়ী একদিনের জলসা সফল হয়। দুইজন ভ্রাতা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন।

১১তম সালানা জলসা ১৬ ও ১৭ মার্চ ১৯৮৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাবওয়া থেকে আগত জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুযুর্গ বাংলাদেশ জামা'তের জলসার পর আহমদনগরের জলসায় যোগদান করেন। সেই সম্মানিত অতিথিরা হলেন এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক আমীর পাঞ্জাব, মওলানা মোহাম্মদ শফি আশরাফ, নাযের উমুরে আমা এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মির্যা আব্দুল হক সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শরীফ আহমদ, নযম পরিবেশন করেন জনাব বি এ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার। সভাপতির দোয়া পরিচালনার পর ন্যাশনাল আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অভ্যর্থনা জানান জলসা

কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবুল হাসান। বক্তব্য রাখেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মৌলবি আবু তাহের, জনাব বিএ এমএ সাত্তার এবং মওলানা মোহাম্মদ শফি আশরাফ।

১৭ মার্চ শেষ অধিবেশনে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মির্যা আব্দুল হক সাহেব, মওলানা মোহাম্মদ শফি আশরাফ, শরীফ আহমদ, আবুল হাসান, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন অধিবেশনের সভাপতি ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অতঃপর মির্যা আব্দুল হক সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন। আহমদনগর মসজিদ নির্মাণের প্রধান রাজমিস্ত্রী জনাব মমতাজ উদ্দীন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

৫ ও ৬ জুলাই ১৯৮৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ১২তম সালানা জলসা। নতুন পাকা মসজিদ নির্মাণের পর অধিক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জলসা এলাকায় সাড়া জাগে। ৫ জুলাই ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ইজতেমায়ী দোয়ার পর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। (১) বিশ্বজনীন ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.), (২) মোহাম্মদী নবুওয়তের চিরস্থায়ী কল্যাণ, (৩) মানবাধিকার ও ইসলাম, (৪) হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ এবং (৫) নামায ও দোয়ার গুরুত্ব বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন যথাক্রমে (১) জনাব আবুল হাসান, (২) মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, (৩) জনাব বিএএমএ সাত্তার, (৪) মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং (৫) জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ ন্যাশনাল কায়েদ ম.খো.।

দ্বিতীয় অধিবেশন ৬ জুলাই সকালে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব ভিজির আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর (১) আহমদী যুবকদের কর্তব্য, (২) এতায়াতে নেযাম, (৩) দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, (৪) মালী কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে (১) সর্বজনাব আবুল হাসান, (২) মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, (৩) মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ এবং (৪) এ কে রেজাউল করীম সেক্রেটারী মাল বাংলাদেশ জামা'ত।

সমাপ্তি অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর (১) হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, (২) কলেমার তাৎপর্য ও হেফাজত, এবং (৩) আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার

ঘটনাবলী বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে (১) মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, (২) মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং (৩) জনাব শরীফ আহমদ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। অতঃপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এ জলসায় পাঁচজন বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। উল্লেখ্য, স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান প্রথম অধিবেশনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

১৩তম সালানা জলসা ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। মরকজ থেকে আগত মোহতরম মির্যা আব্দুল হক, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, মওলানা মাহমুদ আহমদ এবং জনাব বশির আহমদ তারেক যোগদান করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন অধিবেশনের সভাপতি সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবুল হাসান। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ ও ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়, ইসলামে খিলাফত ও ঐশী বিকাশ এবং আহমদীয়া বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা মাহমুদ আহমদ (সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, রাবওয়া) রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব বিএএমএ সাত্তার এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমান।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাওয়ালপিণ্ডি জামা'তের আমীর এডভোকেট মুজিবুর রহমান। তরবিয়তে আওলাদ, এতায়াতে নেযাম, ঈমানের পরীক্ষা ও এস্তেকামাত বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা আহসান উল্লাহ্ পাটোয়ারী, শরীফ আহমদ এবং সভাপতি সাহেব।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন দিনাজপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব হামিদ হাসান খান, নযম পরিবেশন করেন জনাব তারেক আহমদ। অতঃপর ওফাতে ঈসা (আ.), মোহাম্মদী নবুওয়তের চিরপ্রবাহমান কল্যাণধারা, সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), মালী কুরবানী এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব শরীফ আহমদ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব আবুল

হাসান, জনাব এ. কে. রেজাউল করিম, এবং মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। অত:পর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। জলসায় ১৯ জন বয়আত করেন।

১০ ও ১১ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৪তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পবিত্র পয়গাম প্রেরণ করেন। নিম্নে তা পত্রস্থ হল:

লন্ডন
১২/০৩/১৯৮৭ খ্রি.

আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আহমদনগর জামা'তে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে অগণিত রহমত ও বরকতের দ্বারা পরিপূর্ণ করুন এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের ওপরও তাঁর ফজল ও রহমতের বারি বর্ষণ করুন এবং এই জলসার ইতিবাচক ও উত্তম ফল প্রকাশ করুন।

আল্লাহ্ তা'লার খুব বড় এহসান যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন, যাঁর আগমনের জন্য জাতিবর্গ অপেক্ষারত ছিল এবং এখনও তাঁর পথ-পানে তাকিয়ে আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরকত ও আশীর্বাদে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পরস্পর প্রেমের বাঁধনে বেঁধে দিয়েছেন। এটা সেই মোজেজারই প্রতিচ্ছায়া যা আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রদান করা হয়েছিল– "ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাআস্বাহ্তুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা" অর্থাৎ- "অতএব তিনি তোমাদের হৃদয়কে পরস্পর প্রেম-বন্ধনে বেঁধে দিলেন। এর ফলে তোমরা তাঁর নেয়ামতের দ্বারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে"।

বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের ওপর 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' এর মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আপনারা সকলে সাহসিকতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়চিত্ততা, প্রেম ও প্রজ্ঞা সহকারে চতুর্দিকে আওয়াজ দিন এবং ছড়িয়ে পড়তে থাকুন। আপনারা সকলে নিজেদেরকে খোদা তা'লার সম্মুখে জবাবদিহির সম্মুখীন জ্ঞান

করে এই ফরজ কর্তব্যটি পালন করুন। আপনারা সকলে 'দায়ী-ইলাল্লাহ্– আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী' হয়ে যান এবং সত্যের বিজয়ের সুসংবাদ দিন। যারা এই পথে আগুয়ান হয় এবং সফলতা লাভ করে তারা সৌভাগ্যশালী। স্মরণ রাখুন যে, বিজয়ের দিন সন্নিকট এবং এই বিজয় নেক ও মুত্তাকী লোকদেরকে দ্বারা সাধিত হবে। সুতরাং নেক ও মুত্তাকী হোন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন–

"সত্যের বিজয় হবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন আসবে যা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় পূর্ণ গৌরব সহকারে উদিত হবে যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল। কিন্তু এখনো এরূপ হয়নি। যে পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে আমাদের রক্ত পানিতে পরিণত না হবে, আমরা আমাদের যাবতীয় আরাম তার প্রকাশের জন্য বর্জন না করব এবং ইসলামের গৌরবের জন্য সকল অপমান বরণ না করব, সে পর্যন্ত আকাশে সেই সূর্যের উদয় বন্ধ রাখবে। ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট থেকে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়, তা কি? তা হল এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যুর ওপরই ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমার বিকাশ নির্ভর করে।" (ফতেহ ইসলাম, পৃ: ১২-১৩)

অতএব, ঐ সকল লোক ধন্য ও মোবারক যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ডাকে 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সাথী ও সহায় হোন। আপনাদের ঈমান ও ধনসম্পদে বরকত দিন। আপনাদের দোয়াসমূহকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করুন এবং স্বীয় ফজলের দ্বারা আপনাদেরকে সফলকাম করুন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে আমার মহব্বতভরা সালাম দিন। আমার দোয়া আপনাদের সাথে রইল।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে[৬]

১৫তম সালানা জলসা ১১ জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুইটি অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তাগণ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য,

এতায়াতে নেযাম, তরবিয়তে আওলাদ, ইকামাতে সালাত, মালী কুরবানী, সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), রাহমাতুল্লিল আলামীন, সীরাতুন্নবী (সা.) এবং বিভ্রান্তির অবসান প্রভৃতি বিষয়ের বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব আবুল হাসান, শরীফ আহমদ, মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা সালেহ আহমদ, এ, কে রেজাউল করীম, আহসান উল্লাহ্ পাটোয়ারী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং সভাপতি ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

১৬তম জলসা ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এবং জনাব ভিজির আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ভিজির আলী, অছিম উদ্দিন, মওলানা বশিরুর রহমান, আবুল হাসান, হাফেয সেকান্দর আলী এবং এ, কে রেজাউল করীম।

বিভিন্ন জামা'ত থেকে প্রায় ১০০ জন অআহমদী অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে সাংবাদিক, চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং শিক্ষিত সুধীবৃন্দ ছিলেন। হুযূর (আই.)-এর লন্ডন ফযল মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা প্রথম ডিস এনটিনার মাধ্যমে সরাসরি দেখান হয়।

জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ১৫ ও ১৬ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখ ১৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন মোখালেফাত সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আহমদীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মোখালেফাত প্রতিহত করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়। ঐশী নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।

২১ ও ২২ এপ্রিল ২০০০ তারিখ ১৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ও স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি সাহেব। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী।



১৮তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



১৮তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

প্রথম বক্তা ছিলেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম, বিষয় ছিল মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী। আখেরী যুগের আলামত ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা

বশিরুর রহমান। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। হুযূর (রাহে.)-এর খুতবার পর তবলীগি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান হয়। মওলানা বশিরুর রহমান এবং হাফেজ সেকান্দর আলী প্রশ্নের উত্তর দেন। মোট ০৯ জন বয়আত গ্রহণ করেন।

২২ এপ্রিল জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন বিষয়ে বক্তৃতা করেন হাফেজ সেকান্দর আলী, মালী কুরবানী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, দলীয় নযম পেশ করেন জনাব শের আলী ও তার সঙ্গীরা। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম বক্তব্য রাখেন মওলানা বশীরুর রহমান। সমাপ্তি ভাষণ দেন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী। শুকরানা জ্ঞাপন করেন জনাব শরীফ আহমদ। সভাপতি সাহেবের ভাষণের পূর্বে তিন জন বয়আত করেন।

২৭ ও ২৮ এপ্রিল ২০০১ তারিখ আহমদনগরের ১৯তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়।



১৯তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

এতে কেন্দ্র থেকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলীসহ সর্বজনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান,

এ, কে, রেজাউল করীম, মওলানা আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সাদেক, মওলানা বশিরুর রহমান ও মওলানা সালেহ আহমদ, হাফেজ সেকান্দর আলী, ইব্রায়েতুল হাসান এবং খোদ্দামের প্রতিনিধি নঈম আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। জলসায় ২টি অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তাগণ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

১২ ও ১৩ এপ্রিল ২০০২ তারিখ ২০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ তারিখ সকালে প্রথম অধিবেশন হয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জন্য। সভাপতিত্ব করেন জনাব শরীফ আহমদ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব নাসিমা বশির স্থানীয় প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ, নযম পেশ করেন জনাব কুররাতুল আয়ন, আহমদী মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা সালেহ আহমদ ও জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেব।



২০তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

জুমুআর পরের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। নযম পাঠ করেন মৌলবি এস এম আব্দুল হক। ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

কবুলিয়াতে দোয়া ও জীবন্ত খোদার পরিচয় বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা সালেহ আহমদ। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন বক্তব্য দান করেন হাফেজ সেকান্দর আলী, খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। নযম পাঠ করে শুনান জনাব মোহাম্মদ পানাহউল্লাহ্। পরে প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়।



২০তম জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল।

১৩ এপ্রিল দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব এ কে রেজাউল করীম। নামাযের গুরুত্ব বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। নযম শুনান মৌলবি শের আলী, এতায়াতে নেযাম বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত। নযম শুনান জনাব নাদির হোসেন। অতঃপর সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

বিকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। খাতামান্নাবীঈন (সা.) বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা বশিরুর রহমান। নযম পাঠ জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর

ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা সালেহ আহমদ, দায়ী ইলাল্লাহ্ বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ পানাহউল্লাহ্। অতঃপর সভাপতি সাহেব অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তব্য প্রদান করেন ও সমাপ্তি দোয়া করান। এ জলসায় উত্তরবঙ্গের ২৪টি জামা'তসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'ত থেকে মোট ২৫৫৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

২১তম সালানা জলসা ১১ ও ১২ এপ্রিল ২০০৩ তারিখ সফলভাবে সুসম্পন্ন হয়। ১১ এপ্রিল মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোবাশশের উর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। কবুলিয়তে দোয়া, মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং ওফাতে ঈসা (আ.), বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা সালেহ আহমদ, জনাব শরীফ আহমদ এবং মৌলবি কামরুল ইসলাম প্রধান। সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তরের প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান হয়।

১২ এপ্রিল সকালে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মাহমুদ আহমদ শরীফ এবং নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়।



২১তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা সালেহ আহমদ।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



২১তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

ওয়াকফে নও ও তরবিয়তে আওলাদ, এতায়াতে নেযাম এবং ইসলামে নারীর মর্যাদা বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা এবং লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইস্রাইল দেওয়ান খাতামান্নাবীঈন (সা.) এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতা ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা সালেহ আহমদ এবং জনাব এ, কে, রেজাউল করীম। দায়ী ইলাল্লাহ্ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। শুভেচ্ছা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

১৪ ও ১৫ এপ্রিল ২০০৫ তারিখ ২২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ২৪টি জামা'ত থেকে অনেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি জেরে

তবলীগ বন্ধুসহ যোগদান করেন। স্থানীয় পৌর চেয়ারম্যান, কমিশনার, বেংহরী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, পুলিশ প্রশাসন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

২০০৬ সাল থেকে জলসা আঞ্চলিক রূপ লাভ করে। ফলে আহমদনগর, শালশিড়ি, দিনাজপুর ও ভাতগাঁওসহ ক'টি জামা'ত নিয়ে প্রথম আঞ্চলিক জলসা ৭ ও ৮ এপ্রিল ২০০৬ তারিখ আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হয়।



১ম আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব এবং ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমানসহ জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গগণ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন জামা'ত থেকে অধিক সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি জেরে তবলীগ বন্ধুসহ উপস্থিত হন।

২১ ও ২২ মার্চ ২০০৮ তারিখ দ্বিতীয় আঞ্চলিক জলসা শালশিড়ি মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলার জামা'তগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। উদ্বোধনী অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মনির হোসেন খান, নযম পাঠ করেন মৌলবি এস, এম মাহমুদুল হক। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মৌলবি ইসরাঈল দেওয়ান।



২য় আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

মহানবী (সা.)-এর প্রেমে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বক্তব্য দান করেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী। নযম পাঠ করেন ইব্রায়েতুল হাসান। আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস ও প্রসঙ্গ কথা বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মালী কুরবানীর গুরুত্ব জনাব মোহাম্মদ শাহাবউদ্দিন। আগত জেরে তবলীগ ও নওমোবাঈনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং তবলীগি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

২২ মার্চ সকালে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে লাজনা অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোসলেহা জাফর। নযম পাঠ করেন জনাব মুন্নি আক্তার। ইসলামে নারীর ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান।

বিকালে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন হয়। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বণীর আলোকে ইসলামী খিলাফত বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ, একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় আঞ্চলিক জলসা। অতঃপর চতুর্থ আঞ্চলিক সালানা জলসা ২ ও ৩ এপ্রিল ২০১০ শালশিড়ি মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি হুমায়ুন কবির। বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ– বিষয় মহানবী (সা.)-এর জীবনী। নযম পাঠ করেন মৌলবি মোহাম্মদ শের আলী। অতঃপর বক্তৃতা করেন জনাব শরীফ আহমদ– বৃহত্তর আহমদনগর জামা'তের ইতিহাস, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান– হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন এবং মওলানা বশিরুর রহমান– হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতা ও মান্য করার গুরুত্ব।

দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শালশিড়ি জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌলবি মোহাম্মদ ইসরাঈল দেওয়ান। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আবু তাহের, নযম পেশ করেন মৌলবি রবিউল ইসলাম। বক্তৃতা করেন নামাযের গুরুত্ব– মওলানা রইস আহমদ, জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন– ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা। লাজনাদের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেব বক্তব্য রাখেন। নযম শুনান আলহাজ্ব ইব্রায়েতুল হাসান। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পঞ্চগড় পৌরসভার প্যানেল মেয়র জনাব আব্দুল কাদের। পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক জনাব বনমালী ভৌমিক।



৪র্থ আঞ্চলিক সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জেলা প্রশাসক পঞ্চগড়, জনাব বনমালী ভৌমিক।



৪র্থ আঞ্চলিক সালানা জলসায় শুভেচ্ছ বক্তব্য রাখছেন (বামে) পঞ্চগড় পৌরসভার প্যানেল মেয়র জনাব আব্দুল কাদের এবং (ডানে) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আতায়ের রাব্বি ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া লন্ডন, নযম পেশ করেন আব্দুল ওয়াহাব রকিব। বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান বিষয় ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ।

অতঃপর বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী। সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়। এ জলসায় তিন সহস্রাধিক নারীপুরুষ যোগদান করেন।

২৮ ও ২৯ মার্চ ২০১৪ তারিখ ৫ম আঞ্চলিক জলসা শালসিড়ি মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ। আরবি কাসিদা পাঠ করেন জনাব এনামুর রহমান ও তার দল। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।



৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
বর্তমান রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম সুজন।



৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
বনগ্রাম বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ।

অতঃপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পঞ্চগড় নং-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বর্তমান রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এডভোকেট নূরুল ইসলাম সুজন। বনগ্রাম বেংহরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বোদা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ ফারুক।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব ইসরাঈল দেওয়ান স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে মানবজাতির মুক্তি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। আহমদীয়াত বিশ্বকে কী দিয়েছে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। হুযূর (আই.)-এর খুতবার পর প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়।



৫ম আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
(বামে) মওলানা শেখ শরীফ আহমদ, (মাঝে) মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
এবং (ডানে) জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি তাহের আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব রাহুল আহমদ। মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, এতায়াতে নেযাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এস এম ইব্রাহীম, রিজিওনাল কায়েদ চট্টগ্রাম। নযম পাঠ করেন জনাব নাজমুস সাকিব। অধিবেশনের শেষ বক্তা তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ইলিয়াস আলী। নযম পাঠ করেন জনাব জুবায়ের আহমদ রিয়াদ। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শরীফ আহমদ, কবুলিয়তে দোয়া ও খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের উপায় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। জলসায় তিন হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।

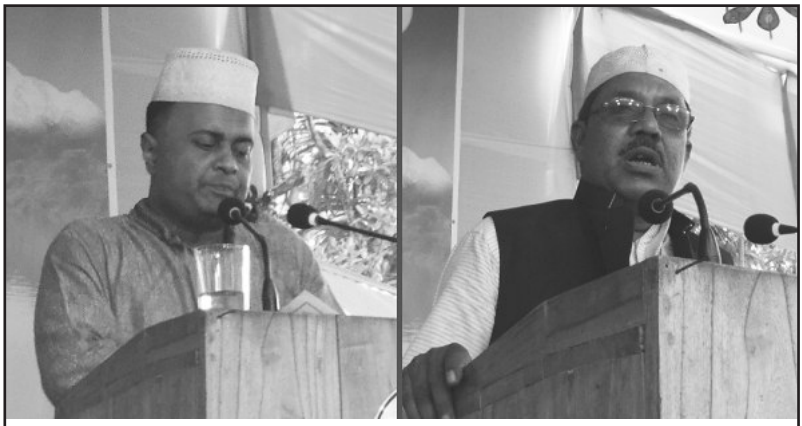
২০ ও ২১ মার্চ ২০১৫ তারিখ ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ তারিখ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব রাহুল আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অতঃপর বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব সালেহ আহমদ, তার বিষয় আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব। মওলানা শেখ শরীফ আহমদ পর্দার গুরুত্ব ও কল্যাণ, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

২১ তারিখ দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। কুরআন তিলাওয়াত ও নযমের পর বক্তব্য রাখেন নামায প্রতিষ্ঠার মাঝেই সকল কল্যাণ ও বরকত নিহিত বিষয়ে মওলানা বশিরুর রহমান। তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং ইসলামী সমাজ গঠনে আহমদী নারীদের ভূমিকা বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তেলওয়াত করেন জনাব ইয়াকুব আলী। বক্তৃতা করেন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া খিলাফত ব্যবস্থা ও আমাদের করণীয় বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, এতায়াতে নেযাম বিষয়ে মওলানা বশিরুর রহমান। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন আলহাজ্ব মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

৮-৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ ৭ম আঞ্চলিক সালানা জলসা শালসিড়ি মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ৮ তারিখ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ

আখন্দ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগল, প্রেসিডেন্ট আহমদনগর। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের উপায় ও কবুলিয়তে দোয়া বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মানব প্রেম ও পরমত সহিষ্ণুতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পঞ্চগড় সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ার সাদাত স্মাট।



৭ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
(বামে) পঞ্চগড় সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ার সাদাত স্মাট এবং
(ডানে) বনগ্রাম বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ।

৯ তারিখ দ্বিতীয় অধিবেশন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ইলিয়াস আলী। নযম দলগত পাঠ করেন জনাব আসিফ আহমদ মন্ডল ও তার দল। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। তরবিয়তে আওলাদের ওপর বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ-খলীফার প্রচেষ্টা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শেখ শরীফ আহমদ, মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বক্তব্য রাখেন সভাপতি সাহেব।



৭ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী আখন্দ। বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বনগ্রাম বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ। মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী পর্দার গুরুত্ব ও খাটি আহমদী সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। জলসায় ১২ জন বয়আত করেন।

দিনাজপুর অঞ্চলের ৮ম আঞ্চলিক জলসা আহমদনগরে ১০ মার্চ ২০১৭ তারিখ উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মোহাম্মদ শাহ আলম খান, উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। তিনি তার বক্তৃতায় বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবদান এবং প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লার সত্তার স্বরূপ, তাঁর অতুলনীয় গুণাবলী ও অপার সৌন্দর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মহানবী (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। তিনি মহানবী (সা.)-এর মানব প্রেমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। অতঃপর শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন বনগ্রাম বেংহারী

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ, তিনি জলসার সফলতা ও সবার মঙ্গল কামনা করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া খিলাফতের ভূমিকা বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী। তিনি তার বক্তৃতায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর বিশ্বময় শান্তির লক্ষ্যে যে বাণী প্রচার করছেন তা আলোকপাত করেন।

১১ মার্চ দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগল স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। এতায়াতে নেযাম ও তার কল্যাণ বিষয়ে মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব মওলানা শরীফ আহমদ, তরবীয়তে আওলাদ বিষয়ে আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বক্তৃতা করেন।



৮ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব নাজমুল হক প্রধান, প্রাক্তন এমপি।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তৃতা করেন হুযূর (আই.)-এর সাম্প্রতিক কালের খুতবার আলোকে বাজামা'ত নামায প্রতিষ্ঠা ও আমাদের করণীয় বিষয়ে ড.

আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর লেখার ওপর আপত্তি বিষয়ে মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, ইসলামী পর্দার গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। জলসায় মোট উপস্থিতি ২০৬৯ জন। জলসা উপলক্ষ্যে মৌলবি মাহমুদ আহমদ সম্পাদিত আলোকময় পঞ্চগড় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, ৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ পঞ্চগড় জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে জলসার প্রস্তুতিমূলক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। উপস্থিত ছিলেন– পঞ্চগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং পঞ্চগড় বার্তার সম্পাদক জনাব এ রহমান মুকুল, বাংলাদেশ জামা'তের মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, পঞ্চগড় মানবাধিকার কমিশনের নির্বাহী সভাপতি জনাব ইকবাল কায়সার, পঞ্চগড় জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু সালেক, পঞ্চগড় সদর থানার ওসী জনাব মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, ৮নং ধাক্কামারার চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব, বেংহাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ, জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রতিনিধি আখতারুন্নেসা, আহমনগর আহমদীয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগল প্রমুখ।

এছাড়া পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। অতঃপর উপস্থিত বক্তাগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। শেষে সভাপতি সকলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং জলসায় সকলকে আমন্ত্রণ জানান। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা ২ ও ৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ আহমদনগরে নতুন ক্রয়কৃত ভূমিতে নতুন স্পন্দনে আয়োজন করা হয়। ২ তারিখ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, নযম পাঠ করেন জনাব জুবায়ের আহমদ রিয়াদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁর অতুলনীয় গুণাবলী বিষয়ে বক্তব্য

রাখেন মওলান শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন। ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন পঞ্চগড় জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর এডভোকেট আমিনুর রহমান এবং বনগ্রাম বেংহারী ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ। স্মৃতিতে আহমদনগর জামা'ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব আবুল হাসান। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী।



৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মঞ্চে অন্যান্যগণ।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান এবং মওলানা আব্দুর আউয়াল খান চৌধুরী। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যোগদান করেন। অনুষ্ঠান এমটিএ বাংলার মাধ্যমে ইউটিউব-এ সম্প্রচারিত হয়। স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। জলসার পূর্বদিন ১ মার্চ পঞ্চগড়ে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।



৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন (বামে)
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং (ডানে) জনাব আবুল হাসান মাষ্টার।



৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন (বামে) জনাব আমিনুর রহমান,
(ডানে) বনগ্রাম বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ।

২০১৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সালানা জলসা আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই আর আঞ্চলিক জলসা হয় নি।

সুন্দরবন জামা'তের সালানা জলসা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার সমুদ্র সমতলে অবস্থিত সুন্দরবন। বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক মনোহরী সৌন্দর্যের এক মোহনীয় অঞ্চল। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ অরণ্য এবং প্রাকৃতিক রহস্যের সৌন্দর্যে গড়ে উঠা ভার্জিন অরণ্য নামে খ্যাত। এ অঞ্চলের জনপদে মসীহেজ্জামানের প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ভেটখালী গ্রামের সূফি সকিমউদ্দিন আহমদ। অতঃপর আহমদীয়াতের সত্যতায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিশিষ্ট সমাজ সেবক পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তমঘায়ে খেদমত উপাধি প্রাপ্ত জনাব শামসুর রহমান এবং রোস্তম আলী গাজী সূফি সকিমউদ্দিন আহমদের সাথে ১৯৬১ সালে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় যোগদান করেন এবং ঐশী নুর বিকিরণে আলোকিত হয়ে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

তাঁরা বয়আত করে নিজ এলাকায় আসার পর আহমদীয়াতের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই শামসুর রহমান সাহেব ঢাকার দারুত তবলীগে ১৯৬২ সালের ১৪-১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ৪৩তম সালানা জলসায় ক'জন জেরে তবলীগ বন্ধুসহ উপস্থিত হন। তখন এ জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে ঢাকায় শুভাগমন করেন:

১) সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), [যিনি পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হিসেবে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন]।

২) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মওলানা কুদরত উল্লাহ সানোয়ারী (রা.)।

৩) সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ, উকিলে আলা।

৪) মওলানা জালাল উদ্দিন শামস, লন্ডন মসজিদের সাবেক ইমাম।

৫) আব্দুল হক রামা, নাযেম বায়তুল মাল।

৬) চৌধুরী জহুর আহমদ বাজুয়া, নাযেম ইসলাহ ও ইরশাদ এবং

৭) সৈয়দ দাউদ আহমদ, সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া।

ফেরেশতাতুল্য এ বুযূর্গগণের শুভাগমনে জলসা আলোকোজ্জল জ্যোতিতে ঝলমল হয়ে উঠে। সাতরত্নের সমাহারে অপূর্ব ঐশী মিলনমেলায় পরিণত

হয়। শ্রোতারা ঐশী বাণীর ব্যাখায় প্রদত্ত বক্তব্য শুনে মোহিত হন। বিশেষত সুন্দরবন এলাকা থেকে আগত জেরে তবলীগ বন্ধুগণ বিমোহিত হয়ে যান। তাই তারা জলসায় বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ফলে ১৯৬২ সালে সুন্দরবনের নামানুসারে যতীন্দ্রনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় সুন্দরবন আহমদীয়া জামা'ত। প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন জনাব শামসুর রহমান।

জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর আহমদীয়াতের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। তবলীগের গতিধারা বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্ তা'লার হেদায়েত লাভের যোগ্যতা অর্জনে অনেকে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জামা'ত বৃহৎ জামা'তে পরিণত হয়। সার্বিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ১৯৬৭ সালের ৬-৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় সুন্দরবন জামা'তের প্রথম সালানা জলসা। তখন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে আগত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সুন্দরবনের জলসায় যোগদান করেন। ফলে জলসা সরগরম হয়ে ওঠে। প্রত্যন্ত অঞ্চল গণ্ডগ্রামে ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলার হাট বসে। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

সুন্দরবন জামা'তে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত

দক্ষিণ খুলনার অন্তর্গত সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বয়স মাত্র ক'বছর। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর জামা'তের একটি। যতীন্দ্রনগর, ছোট ভেটখালী, হরিনগর, বড়ভেটখালী ও মুন্সীগঞ্জের কিয়দাংশ এ জামা'তের অন্তর্ভুক্ত। এ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামা'তের অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছেন। বর্তমানে আহমদী সংখ্যা আট শতাধিক। সুন্দরবন জামা'ত জনবসতির শেষ ভূখণ্ডে। এর দক্ষিণে গভীর অরণ্য, তারপর সমুদ্র। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী "ম্যায় তেরি তবলীগ কো দুনিয়া কে কিনারোঁ তক্ পহচাউঙ্গা" এর এক জলন্ত নিদর্শন সুন্দরবন জামা'ত।

প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এ জামা'ত সফরকালে জলসা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু আহমদীরা নবাগত, উপরন্তু জলসার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। তবুও কেন্দ্রের নির্দেশ পালনে প্রথম জলসার আয়োজন করা হয়। এতে স্থানীয় আহমদীদের সাথে হিন্দু ভাইয়েরাও ব্যবস্থাপনার কাজে সহযোগিতা করেন।

৬ মার্চ সকালে প্রথম অধিবেশন হয়। এটা প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠান ছিল। সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ঐতিহাসিক প্রমাণ, হযরত আহমদ (আ.) মুসলমান হয়ে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ হবার দাবি এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মে'রাজের যথার্থ তাৎপর্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শ্রোতামণ্ডলীর মধ্য হতে উত্থাপিত হয়। মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ জবাব প্রদান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন বক্তৃতার উপর নির্ধারিত ছিল। সভাপতি প্রাদেশিক আমীর সাহেব আসন গ্রহণের পর মওলানা এ কে এম মুহিবউল্লাহ কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং মেজর মোহাম্মদ শরীফ ঢিলান (অবাঙালি) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থ হতে নযম পাঠ করে শুনান।

সুন্দরবন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ জোনাব আলী সাহেব ভাষণ দান করেন। মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ওফাতে ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুরআন হাদীসের যুক্তি সম্বলিত বক্তৃতা দেন। বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ আলোকপাত করেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ সম্পর্কে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী। সবশেষে সভাপতি সাহেব হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আর্বিভাব সম্পর্কে কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের আলোকে যুক্তি প্রমাণসহ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

৭ মার্চ সকালে পুনরায় প্রশ্নোত্তরের অধিবেশন হয়। লিখিতভাবে সভাপতির সম্মুখে প্রশ্নপত্র সমূহ উপস্থাপন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপী হলে তাঁর পক্ষে স্বয়ং ভগবান হওয়া উচিৎ কি-না, ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা, ইসলাম ফটো তোলা সমর্থন করে কি-না, বার্থ কন্ট্রোল (জন্ম-নিয়ন্ত্রণ) সম্পর্কে আহমদীদের মতামত, জিন এবং এর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্নগুলি উত্থাপন হয়।

বিকালে শেষ অধিবেশনে মওলানা এ কে এম মুহিবউল্লাহ কুরআন তিলাওয়াত করেন। নযম পেশ করেন মেজর মোহাম্মদ শরীফ ঢিলান। একজন অআহমদী উৎসাহী যুবক আহমদী জামা'তের আলোকে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী আলোচনা করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার সম্পর্কে এক

মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দান করেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। বিভিন্ন শাস্ত্রে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন সম্পর্কে অতি সূক্ষ্ম গবেষণাপূর্ণ ভাষণ দেন সভাপতি প্রাদেশিক আমীর সাহেব।

এ জলসা দর্শকগণের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সুযোগে তারা বক্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা করেন। ডা: সুবলচন্দ্র মণ্ডল এবং সুন্দরবন হাই স্কুলের শিক্ষক অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল মুগ্ধ হন। তারা বলেন, আমরা শ্রীকৃষ্ণকে মুখে মহাপুরুষ বলি, কিন্তু চরিত্র কলংকিত করা হয়। মুসলমানদের অন্যান্য জামা'ত তাঁকে কাফের অভিহিত করে। কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পেশ করে এতে প্রমাণিত হয় তিনি সত্য সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন। দুই ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। সবশেষে সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা হয়।[৭]

বলাবাহুল্য, সুন্দরবনে জলসা অনুষ্ঠানের প্রাথমিক অবস্থায় এর ব্যয়ভার প্রধানত সর্বজনাব শামসুর রহমান, সামাদ আলী গাজী এবং সৈয়দ আলী সরদার বহন করেন। পরে কেন্দ্রীয় জলসার সমপরিমাণ অর্থ স্থানীয় জলসা ফান্ডে প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জামা'তের সদস্যরা শতস্ফূর্ত চাঁদা প্রদান করেন।

তবে জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় প্রতি বছর না হলেও জামা'তের তালীম তরবিয়ত ও তবলীগ এবং বয়আত গ্রহণ অব্যাহত থাকে। কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির প্রবাহমান ধারা বজায় থাকে। ফলে ১৯৭৫ সালের ৪-৫ মে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সালানা জলসা। ৪ মে বিকালে মসজিদ প্রাঙ্গনে জলসার অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর মোহতরম বাংলাদেশ জামা'তের আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ওফাতে ঈসা (আ.), খিলাফতের আবশ্যকতা, আহমদীয়াতের পরিচিতি এবং অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও সমসাময়িক হিন্দু ধর্মের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে শেখ জোনাব আলী সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার।

৫ মে সকালে স্থানীয় মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাহাত্ম্য এবং ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ে মহিলারা বক্তৃতা করেন। এতে অংশ নেন সামসুন নাহার বেগম,

মনোয়ারা জিয়াদ, আফরোজা আনছার, রুবী দাউদ, হাসিনা সাত্তার, কস্তুরী কওছার, মমতাজ আহমদ, নাঈমা ইসলাম এবং তসলিমা আজিজ প্রমুখ। এছাড়া পর্দার আড়াল থেকে আমীর সাহেব, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার নসিহতমূলক বক্তৃতা করেন।

৫ মে অপরাহ্নে পরবর্তী অধিবেশনে দোয়ার আবশ্যকতা, মোকামে মোহাম্মদীয়া, খাতামান্নাবীঈন (সা.), জিকরে হাবীব (আ.) এবং সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ আব্দুল গনি, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, শেখ জোনাব আলী, মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। অতঃপর আমীর সাহেব সারগর্ভ ভাষণ দান করে জলসা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দুই দিনের এ জলসায় পাঁচশতাধিক আহমদী ও অআহমদী এবং অনেক হিন্দু ভ্রাতা যোগদান করেন।

পরবর্তী বছর ৪ ও ৫ এপ্রিল ১৯৭৬ তারিখ তৃতীয় সালানা জলসা উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শেখ জোনাব আলী। উদ্বোধনী ভাষণ দেন আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। তরবীয়তে আওলাদ এবং কবুলিয়তে দোয়া শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মকবুল আহমদ খান ও মওলানা এ কে এম মুহিবউল্লাহ্। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেহ (রাহে.)-এর সাম্প্রতিক কালের খুতবা পাঠ করে শুনান জনাব ফজলুল করিম মোল্লা।

অপরাহ্নে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামা'তের আমীর মোহতরম মকবুল আহমদ খান। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা এ কে এম মুহিবউল্লাহ্ এবং নযম পেশ করেন সূফি সকিম উদ্দিন আহমদ ও জি এম আবু সৈয়দ। হজ্জের তাৎপর্য, খিলাফতের গুরুত্ব, ওফাতে ঈসা (আ.), সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও খাতামান্নাবীঈন সম্পর্কিত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, আবু কওছার, শেখ জোনাব আলী, মকবুল আহমদ খান এবং আমীর সাহেব। এ বক্তৃতাগুলি এতই যুক্তিপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী হয় উপস্থিত সকল শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তন্ময় হয়ে শ্রবণ করেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে তৃতীয় অধিবেশন হয়। এ অধিবেশন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত ছিল। নাসেরাতসহ প্রায় চারশত মহিলা যোগদান করেন। বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ লাজনার সদর বেগম মোসলেমা সালাম, সামসুন নাহার, হামিদা কাওছার ও আরো অনেকে। লাজনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্যে এক ঈমান উদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব।

দ্বিতীয় দিনের চতুর্থ অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং নযম পেশের পর তাহরীকাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস্ (রাহে.), দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব কওছার আলী মোল্লা, মওলানা এ কে এম মুহিবউল্লাহ, জনাব আব্দুস সাত্তার এবং মকবুল আহমদ খান। জলসার সমাপ্তি ভাষণ দেন সভাপতি সাহেব।

১-২ মার্চ ১৯৮০ তারিখ ৫ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। রাবওয়া থেকে আগত মোহতরম মির্যা আব্দুল হক, মওলানা আব্দুল মালেক খান, মোহতরম চৌধুরী শাব্বির আহমদ বাংলাদেশ জামা'তের জলসার পর সুন্দরবন জলসায় যোগদান করেন। প্রথম অধিবেশন বৃষ্টির কারণে মসজিদের ভিতরে ন্যাশনাল আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফারুক আহমদ ও নযম শুনান আলহাজ্ব চৌধুরী শাব্বির আহমদ। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়া করান।

এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, মওলানা ফারুক আহমদ, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মওলানা আব্দুল মালেক খান যথাক্রমে ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন, কার্যাবলী ও তাঁর হাতে বয়আত করার প্রয়োজনীয়তা, হিন্দু ভাইদের কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং খতমে নবুওয়ত ও নুযুলে মসীহ্ সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

২ মার্চ সকালে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ অধিবেশন হয়। এতে নাযেম উমুমী জনাব এ কে রেজাউল করিম খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্বাবলী ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর আলহাজ্ব চৌধুরী শাব্বির আহমদ ও মওলানা

আব্দুল মালেক খান বক্তৃতা করেন। আতফালের এক মিছিল বের হয়। পরে আনসারুল্লাহ্‌র অধিবেশন হয়। মির্যা আব্দুল হক সাহেব বক্তৃতা করেন।

আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এতে জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, মওলানা ফারুক আহমদ, এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং চৌধুরী শাব্বির আহমদ যথাক্রমে মালী কুরবানী ও নেযামে ওসীয়্যত, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, তরবীয়তে আওলাদ, এতায়াতে নেযাম এবং হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী ও জুবিলী প্রোগ্রাম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফারুক আহমদ, নযম পড়ে শুনান জনাব চৌধুরী শাব্বির আহমদ। পরে আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, জনাব চৌধুরী শাব্বির আহমদ, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া এবং মওলানা আব্দুল মালেক খান যথাক্রমে সিরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.), যিকরে হাবীব, বারাকাতে খিলাফত এবং হযরত কৃষ্ণ (আ.) ও তাঁর বাঁশি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। পরবর্তীতে হিন্দু ভাইদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ন্যাশনাল আমীর এবং মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব। জলসায় দুই শতাধিক হিন্দু ভাই এবং সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

৬ষ্ঠ সালানা জলসা ২৪-২৫ এপ্রিল ১৯৮৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপী তিনটি অধিবেশন হয়। ২৪ এপ্রিল স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলওয়াত ও নযম পাঠের পর কুরআন করীমের শান ও মর্যাদা, সীরাতুন্নবী (সা.), সনাতন ধর্ম ইসলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা ফারুক আহমদ, জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং জনাব শহীদুর রহমান।

দ্বিতীয় অধিবেশন ২৫ এপ্রিল সকালে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। অতঃপর মালী কুরবানী, তরবীয়তে আওলাদ ও এতায়াতে নেযাম বিষয়ে

বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব শহীদুর রহমান, মওলানা আবদুল আজিজ সাদেক এবং জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, ন্যাশনাল কায়েদ।

সমাপ্তি অধিবেশন জনাব শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তিলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠের পর ওফাতে মসীহ্ (আ.), খতমে নবুওয়াত, বারাকাতে খিলাফত, বেদ ও পুরাণে হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও হযরত আহমদ (আ.) এবং সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিষয়ে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব আলী সাহেব, মওলানা ফারুক আহমদ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। অতঃপর সভাপতির ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার পর জলসা সমাপ্ত হয়।

৮ম সালানা জলসা ১-২ মার্চ ১৯৮৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন বশির আহমদ খাঁন তারেক (মেজর অবসরপ্রাপ্ত), কায়েদ জেলা মজলিস করাচী পাকিস্তান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর সভাপতি সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া করান এবং স্থানীয় জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট জি এম মতিউর রহমান ঈমান উদ্দীপক উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।

অতঃপর (১) সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), (২) দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ, (৩) খতমে নবুওয়াত, (৪) ঈমান ও ইস্তেকামাত এবং (৫) কলিযুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ বিষয়গুলির উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে (১) মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, (২) শেখ জোনাব আলী, (৩) মওলানা ফারুক আহমদ, (৪) মওলানা মাহমুদ আহমদ, সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়া এবং (৫) আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। রাতে মোহতরম সদর সাহেব স্থানীয় খোদ্দামের সাথে এক সভায় মিলিত হন এবং গুরুত্বপূর্ণ তরবীয়তী বক্তৃতা করেন। ২ মার্চ সকালে লাজনাদের অধিবেশন হয়। এতে সদর খোদ্দাম সাহেব বক্তৃতা করেন।

জলসার দ্বিতীয় দিন সমাপ্তি অধিবেশন জনাব খালেদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ, জেনারেল সেক্রেটারী খুলনা জামা'তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর (১) মালী কুরবানীর গুরুত্ব, (২) ওফাতে ঈসা (আ.), (৩) খিলাফতের গুরুত্ব, (৪) নামায ও তরবীয়ত এবং

(৫) আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধে কতিপয় আপত্তির খণ্ডন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে (১) মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, (২) শেখ জোনাব আলী, (৩) মওলানা ফারুক আহমদ, (৪) মওলানা মাহমুদ আহমদ এবং (৫) জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

৯ম সালানা জলসা ২৩ ও ২৪ মার্চ ১৯৮৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ তারিখ প্রথম অধিবেশন জনাব শেখ সফর উদ্দিন এর সভাপতিত্বে হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শেখ আহমদ কাইয়ুম। দুই দিনে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ- মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, ওফাতে ঈসা (আ.)- জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, দাওয়াতে ইলাল্লাহ ও আহমদীয়াত- জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, খতমে নবুওয়াত ও রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ- জনাব শেখ জোনাব আলী, কুরআন করীমের সার্বজনীনতা- মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুহাম্মদ ও আহমদ (সা.)- জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, খিলাফতেই ইসলামের জীবন- জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ- জনাব আমিরুল হক, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও আহমদীয়াত- জনাব আব্দুস সামাদ, ইসলামী জিহাদ- মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সীরাতুন্নবী (সা.)- জনাব বি এ এম এ সাত্তার এবং কলেমা ও নামাযের গুরুত্ব- জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি অধিবেশন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

৪-৫ মার্চ ১৯৯০ তারিখ সুন্দরবন জামা'তের ১০ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় বুযূর্গগণ যোগদান করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

পরবর্তী বছর ১১তম সালানা জলসা ২৪-২৫ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখ জামা'তের দ্বিতল মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯:৩০ পর্যন্ত জলসার অধিবেশন চলে। দু'টি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এতে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব শেখ জোনাব আলী, আব্দুস সাত্তার, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেব। দুই দিনে গড়ে ১১শত

আহমদী ও অআহমদী উপস্থিত ছিলেন। ৬জন বয়আত করেন। এ জলসায় দু'বেলায় খাবার সামাদ আলী গাজী সাহেবের ছেলেরা সরবরাহ করেন। জলসায় খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাদের পৃথক অধিবেশন হয়।

২ ও ৩ মার্চ ১৯৯২ তারিখ ১২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বক্তব্য রাখেন জনাব শেখ জোনাব আলী– হিন্দু ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন, জনাব জাকি উদ্দীন– সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), জনাব কে এম মাহমুদুল হাসান– নৈতিক অবক্ষয় ও এর প্রতিকার, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী– খতমে নবুওয়তের সঠিক তাৎপর্য।

দ্বিতীয় দিনের বক্তারা হলেন, মৌলবি শেখ আব্দুল ওয়াদুদ- ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন, আলহাজ্ব তবারক আলী– মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ, শেখ জোনাব আলী– একই ধর্ম যুগে যুগে এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী- মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে সবর ও ধৈর্য। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। দুইজন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

২৯-৩০ মার্চ ১৯৯৭ তারিখ ১৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সদর মুরুব্বীসহ বিভিন্ন আলেমগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

পরবর্তী বছর ২৫-২৬ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখ ১৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। দুই দিনের চারটি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব শেখ জোনাব আলী, মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, মওলানা সালেহ আহমদ, জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, মৌলবি মোহাম্মদ আমীর হোসেন এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। ৮টি জামা'ত থেকে আহমদী ও জেরে তবলীগ বন্ধুগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৮তম সালানা জলসা ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখ ১৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে আগত হুযূর (আই.)-এর

প্রতিনিধি মওলানা রাজা নাসির আহমদ তশরিফ আনেন। ঢাকা থেকে ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন প্রমুখ যোগদান করেন। পবিত্র কুরআন, সুন্নত ও হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত বক্তব্যে জলসার বিভিন্ন কর্মসূচি সফল হয়।

জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখ ২০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ তারিখ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। দুই দিনের কর্মসূচিতে ভাষণ দান করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, এ কে রেজাউল করিম, আব্দুস সাত্তার, এস এম আব্দুল আজিজ, মোহাম্মদ আবুল খায়ের, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা শামসুদ্দীন আহমদ মাসুম এবং ঢাকা জামা'তের আমীর আফজাল আহমদ খাদেম। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।



২০তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

২৮-২৯ মার্চ ২০০২ তারিখ ২১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মার্চ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, নযম তৌফিক আহমদ ও শাব্বির আহমদ। কবুলিয়াতে দোয়ার মাধ্যমে জীবন্ত

খোদার পরিচয় বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ এবং মালী কুরবানীর গুরুত্ব জনাব এস এম আব্দুল আজিজ বক্তৃতা করেন। বাদ মাগরিব দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন জি এম ফিরোজ আহমদ এবং নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান ও মোহাম্মদ পানাহউল্লাহ। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন মৌলবি এনামুল হক রনি, মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ মওলানা সালেহ আহমদ এবং খাতামান্নাবীঈনের মাকাম ও মর্যাদা বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।



২১তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা সালেহ আহমদ।
মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

২৯ মার্চ সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব জি এম শাব্বির আহমদ। তরবীয়তে আওলাদ-জি এম মতিয়ার রহমান, প্রকৃত আহমদীর পরিচয়- জনাব মোবাশশের উর রহমান, ইসলামে নারীর মর্যাদা- জনাব মোহাম্মদ আব্দুস

সাত্তার, বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ-জনাব কওসার আলী মোল্লা এবং ইসলামী খিলাফত ও তার কল্যাণ- মওলানা সালেহ আহমদ এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদী জামা'ত- মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তৃতা করেন। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখ বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৩তম সালানা জলসা হয়। সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব জি এম মোবারক আহমদ চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলবি হাফেজ আবুল খায়ের।

২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ সরদার। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব ও নযম জনাব এম এম রফিকুল ইসলাম। লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। আমি কেন আহমদী হলাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হাফেজ আবু তাহের। আর্থিক কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার ওপর বক্তৃতা করেন জনাব এ কে রেজাউল করীম। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব মসজিদ বায়তুস সালাম সংস্কারের জন্য চাঁদার তাহরিক করলে সকলে স্বতঃস্ফূর্ত ওয়াদা করেন। লাজনাদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ গহনা প্রদানে ওয়াদাবদ্ধ হন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ শাহাবউদ্দীন। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মনির হোসেন খান, নযম জনাব জি এম শাব্বির আহমদ। ইসলাম সেবায় আহমদীয়া জামা'ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। আমি কেন আহমদী হলাম বিষয়ে মওলানা মোয়াজ্জেম হোসেন। অতঃপর মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের নসিহতমূলক বক্তৃতায় জলসা সমাপ্ত হয়। রাতে প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪তম সালানা জলসা ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব তশরিফ আনেন।



২৪তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।

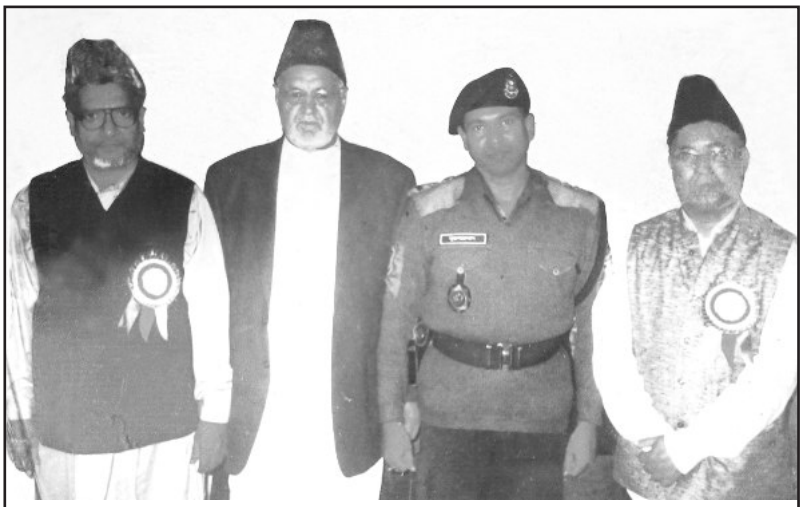
এছাড়া ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীসহ জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গগণ অংশগ্রহণ করেন। ফলে কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ ২৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ তারিখ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।



২৫তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব ব্রাদার মুনির হামিদ (যুক্তরাষ্ট্র)। বঙ্গানুবাদ করছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।

কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এস এম তারিকুল ইসলাম, নযম মৌলবি শেখ আব্দুল ওয়াদুদ ও জি এম শাব্বির আহমদ। এ জলসায় বিদেশী অতিথি জনাব ব্রাদার মুনির হামিদ নায়েব আমীর যুক্তরাষ্ট্র এবং জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া আমীর যুক্তরাষ্ট্র বক্তব্য রাখেন। এছাড়া জনাব ওয়াসিম বার্কলে জার্মানী ও সাঈদ আহমদ অফ সৌদি আরব উপস্থিত ছিলেন।



বাম দিক থেকে সর্বজনাব আব্দুল মজিদ সরদার, জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া, মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বিশ্বাস (তৎকালীন এসআই, শ্যামনগর থানা) এবং মোবাশশের উর রহমান।

১৭ তারিখ সকালে লাজনাদের অধিবেশন হয়। বিকালে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব এস এম আব্দুল মজিদ সরদার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সত্যের বিরোধিতা ও ঐশী সাহায্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী। কি করে কেন আহমদী হলাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব ব্রাদার মুনির হামিদ, যুক্তরাষ্ট্র। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় ১৫০০জন উপস্থিত ছিলেন।

২৬তম সালানা জলসা ৮-৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ জামা'তের

সালানা জলসায় আগত মওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব যোগদান করেন।



২৬তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা। মঞ্চে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি ও জামা'তের অন্যান্যগণ।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা, বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ উপস্থিত থেকে মূল্যবান ভাষণ দান করেন। ফলে কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ২৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় লন্ডন থেকে আগত মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব তশরিফ আনেন। ২০ তারিখ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। ইসলামে আহমদীয়া খিলাফত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আমীর খুলনা, আমি কেন আহমদী হলাম বিষয়ে জনাব ওমর আলী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তব্য প্রদান করেন।

২১ তারিখ সকালে লাজনাদের অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর সাহেব, কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব, লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মিশনারী ইনচার্জ এবং সভাপতি সাহেব।



২৭তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এস এম তারিকুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন একই ধর্ম যুগে যুগে জনাব কওসার আলী মোল্লা। ইসলামে ধর্ম নিরপেক্ষতা মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আমি কেন আহমদী হলাম বিষয়ে হাফেজ ওসমান গনি। অতঃপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় শতাধিক জেরে তবলীগ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন এবং ২৯জন বয়আত করেন।

জলসা অনুষ্ঠানের বর্ষ পরিক্রমায় ২০১০ সালে ২৮তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা

মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। এছাড়া ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ জামা'তের অন্যান্য আলেমগণের বক্তৃতায় জলসা সফল হয়।



২৮তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।
মঞ্চে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি ও জামা'তের অন্যান্যগণ।

২০১১ সালে ২৯তম এবং ২০১২ সালে ৩০তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২০১৩ সালে বাংলার মাটিতে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য কর্মসূচিতে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ১ম আঞ্চলিক জলসা (ব্যানারে ৩১তম আঞ্চলিক জলসা সালানা লেখা)।



বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সুন্দরবনে
১ম অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক জলসায় মঞ্চে উপবিষ্ট জামা'তের সদস্যগণ।

২০১৪ সালে ২য়, ২০১৫ সালে ৩য় এবং ২০১৬ সালে ৪র্থ আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের জামা'তগুলি নিয়ে ৫ম আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



৫ম আঞ্চলিক জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেব শ্যামনগর থানার আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এস. এম. আতাউল হক দোলনকে শতবার্ষিকী স্মরণিকা উপহার দিচ্ছেন।

২০ জানুয়ারি বাদ জুমুআ প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কর্মসূচি অনুযায়ী মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীসহ জামা'তের বিশিষ্ট্য আলেমগণ ইসলাম ও আহমদীয়াতের ওপর অমূল্য ভাষণ দান করেন। এ জলসায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারসহ মোট ১৬জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

১২ ও ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক জলসা। ১২ তারিখ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, বিষয় আল্লাহ্ তা'লার সত্তার স্বরূপ তাঁর অতুলনীয় গুণাবলী ও অপার সৌন্দর্য। মওলানা আব্দুল

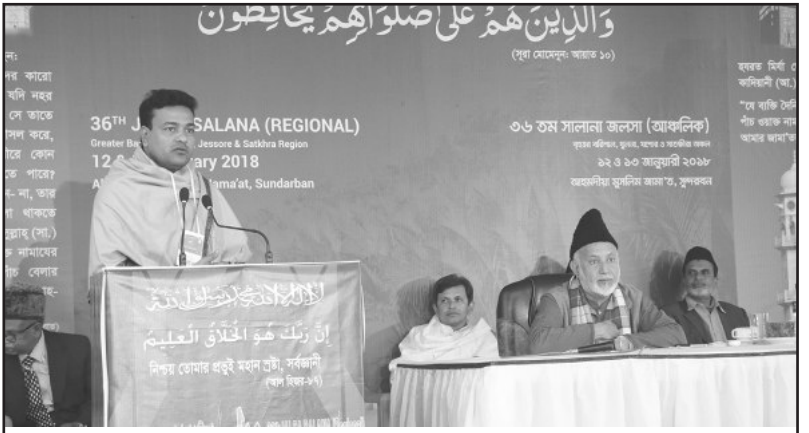
আউয়াল খান চৌধুরী, বিষয় রসূলে পাক (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শ। মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন বক্তৃতা করেন নেযামে খিলাফতের কল্যাণ ও আমাদের দায়িত্ব বিষয়ে। অতঃপর আমন্ত্রিত অতিথি শ্যামনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব সৈয়দ মান্নান আলী শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।



৬ষ্ঠ আঞ্চলিক জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব সৈয়দ মান্নান আলী, অফিসার ইনচার্জ, শ্যামনগর থানা।



৬ষ্ঠ আঞ্চলিক জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাসেম মোড়ল।



৬ষ্ঠ আঞ্চলিক জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব ডালিম কুমার ঘোরামী।



৬ষ্ঠ আঞ্চলিক জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন জনাব জিএম শফিউল আজম লেলিন, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ সাতক্ষীরা।

১৩ তারিখ দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এস এম রেজাউল করিম স্থানীয় আমীর। এটি লাজনাদের উদ্দেশ্যে ছিল। কুরআন তিলাওয়াত করেন মিসেস রেহানা সিদ্দিকা, নযম পেশ করেন মিস বুশরা আহমদ, পর্দার গুরুত্বের

ওপর বক্তৃতা করেন মওলানা রবিউল ইসলাম। আদর্শ সমাজ গঠন ও মালী কুরবানীতে আহমদী নারীদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এস এম তারিকুল ইসলাম, নযম জি এম মাসরূর আহমদ সাফির। বক্তব্য রাখেন হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন মৌলবি আমীর হোসেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া খিলাফতের ভূমিকা জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী। ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা ও মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ বক্তৃতা করেন। অতঃপর আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব জি এম শফিউল আজম লেলিন, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগ সাতক্ষীরা। সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ডালিম কুমার ঘোরামী এবং স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্জ আবুল কাশেম মোড়ল। অতঃপর সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় ২৯জন বয়আত করেন। উপস্থিতি ছিলেন ১৫৫৪ জন।

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ সুন্দরবনে ৭ম আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন, মহানবী (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শ বক্তৃতা করেন জনাব শাহানশাহ আজাদ জুম্মান। পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান।

পরবর্তী দিনের সকালের অধিবেশন ছিল লাজনাদের জন্য। সঠিক জীবন সঙ্গী নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা বক্তব্য রাখেন মৌলবি আমীর হোসেন। মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আরিফুর রহিম।

সমাপনী অধিবেশনে আখেরী যুগের লক্ষণ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব জি এম মোবারক আহমদ, স্থানীয় আমীর।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার বিষয়ে বক্তৃতা করেন ডা. এনামুর রহমান সাদাফ। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া খিলাফতের ভূমিকা বিষয়ে সমাপনী বক্তৃতা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।



৭ম আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন ডা. এনামুর রহমান সাদাফ।

শেষ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্যামনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সাইদুজ্জামান সাঈদ, উক্ত ওয়ার্ডের মেম্বরগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ৩২টি জামা'ত থেকে ৮৫জন মেহমানসহ ১৫৮৯ জন উপস্থিত হন। ১২জন বয়আত করেন।

২৪ ও ২৫ মার্চ ২০২২ তারিখ সুন্দরবন জামা'তে ৮ম আঞ্চলিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ মার্চ বিকাল ৩টায় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। নযম পাঠ করেন মওলানা কাশেম হোসাইন পিয়াস। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। বক্তৃতা পর্বে আল কুরআনের অপার সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য এবং প্রত্যহ কুরআন পাঠের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আরিফুর রহিম। নযম পেশ করেন জনাব জি.এম তাহের আহমদ। পূর্ণ ও আন্তরিক আনুগত্যই খিলাফতের কল্যাণ লাভের মাধ্যম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব জি.এম ফিরোজ আহমদ।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন মৃত্যু প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন।



৮ম আঞ্চলিক জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যগণ।



৮ম আঞ্চলিক জলসায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।

দ্বিতীয় অধিবেশন সন্ধ্যা ৭টায় জনাব এস.এম মতিউর রহমান স্থানীয় আমীরের সভাপতিত্বে শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এস.এম তারিকুল ইসলাম। নযম পরিবেশন করেন জনাব তানভীর আহমদ শোভন। সুদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামী শিক্ষা এবং এর বিকল্প বিষয়ে বক্তব্য রাখেন

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। আহমদীয়াতের পরিচিতি ও ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেন মওলানা শেখ শরীফ আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব জি.এম সিরাজুল ইসলাম।

সমাপ্তি অধিবেশন ২৫ মার্চ বিকেলে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ উসমান গনি। নযম পেশ করেন জনাব জি.এম ইরফান আহমদ। বক্তৃতা পর্বে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা কাশেম হোসাইন পিয়াস। নযম শেখ আসলাম আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব এস.এম মতিউর রহমান, স্থানীয় আমীর ও মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, খুলনা। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জিএম সাব্বির আহমদ, অফিসার জলসা। পরিশেষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। জলসায় ১২৮০জন উপস্থিত ছিলেন। ৬ জন বয়আত করেন।

চট্টগ্রাম জামা'তের সালানা জলসা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময় জলসা বা তবলীগি অনুষ্ঠান হয়। ঢাকার পর বন্দরনগরী চট্টগ্রাম যেমন দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর, তেমনী বিভিন্ন সময় কাদিয়ান ও রাবওয়া থেকে ঢাকায় আগত জামা'তের অনেক বুযূর্গ আলেম ঢাকার পর চট্টগ্রাম সফর করেন। ফলে তাঁদের উপস্থিতিতে নসিহতমূলক বক্তৃতায় অনেক জলসা ও আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সালানা জলসার আদলে বা সালানা জলসার নামে অনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় নি। ফলে এসব জলসার কোন নির্দিষ্ট রিপোর্ট প্রকাশিত বা সংরক্ষিত ধারাবাহিকতা রেকর্ডকৃত নেই।

২৮-৩০ অক্টোবর ১৯২৭ তারিখ চট্টগ্রামে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রা.)-এর শুভাগমন ঘটে। বঙ্গীয় আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেব কর্তৃক আয়োজিত এ জলসায় এক পর্যায়ে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে। এতে নোমানী সাহেব আহত হন।

৬, ৭ ও ৮ মে ১৯৬০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব সৈয়দ খাজা আহমদ এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ ছিলেন প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দীন খাদেম। রাবওয়া থেকে জামা'ত সফরে শুভাগমন করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। ফলে জামা'তে আহমদীয়ার এ বিশিষ্ট বুযূর্গের উপস্থিতিতে এবং তাঁর নসিহতমুলক বক্তৃতায় তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।

২১ এপ্রিল ১৯৬২ তারিখ চট্টগ্রাম শহরের একটি বৃহৎ হলে এক জলসার আয়োজন করা হয়। এতে আটশত সুধীজনের উপস্থিতিতে হল কানায় কানায় ভরে যায়। সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ইউরোপে ইসলাম এবং মওলানা জালালুদ্দীন শামস ইসলাম পরিপূর্ণ এবং জীবন্ত ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। শেষে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী দিন চট্টগ্রাম মসজিদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় মোবাল্লেগ ছাড়াও হযরত মওলানা কুদরত উল্লাহ সানোয়ারী (রা.) বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী আলোচনা করেন। এক সফল জলসা অনুষ্ঠিত হয়।[৮]

২১ ও ২২ মার্চ ১৯৭০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জামা'তের এক জলসা। তখন রাবওয়া থেকে আগত নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নাজির লায়েলপুরী এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ১৯৭০ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক জলসার পর চট্টগ্রাম জামা'তের জলসায় যোগদান করেন। প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এবং সদর মুরুব্বী মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় জামা'তের সদর মুরুব্বী মওলানা রাজা নাসির আহমদ বক্তৃতা ও ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ফলে জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুযূর্গদের উপস্থিতি এবং তাঁদের বক্তৃতামালায় জলসা সফল হয়। ১৩ জন ভ্রাতা বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব এবং রাবওয়া হতে আগত সম্মানিত অতিথি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর গোলাম আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এতে উসওয়ায়ে হাসানা, আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, বর্তমান যুগে ইসলামী খিলাফত এবং ঈমানের পরীক্ষা ও ইস্তেকামাত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা ফারুক আহমদ সদর মুরুব্বী এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী। অধিবেশন শুরুর পূর্বে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

জনাব নূরউদ্দীন আহমদ স্থানীয় নায়েব আমীর-এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে অনুষ্ঠিত হয়। যুবকদের নৈতিক সংশোধন, ইসলাম ও পরমত সহিষ্ণুতা, কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নামায ও মালী কুরবানীর গুরুত্ব সম্বন্ধে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবসহ আরও ক'জন বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিকালে সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা মাহমুদ আহমদ, মওলানা সুলতান মাহমুদ

আনোয়ার যথাক্রমে নুযূলে হযরত ঈসা (আ.), সাদাকাতে মসীহ্ মওউদ (আ.), আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবর্ষ এবং রহমাতুল্লীল আলামীন (সা.) বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন। অতঃপর এ মহতী জলসা সমাপ্ত হয়।



মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের বিবাহ অনুষ্ঠানে
মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, জনাব আহমেদুর রহমান,
ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এবং অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য, জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সন্তান মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের সাথে চট্টগ্রাম জামা'তের আহমেদুর রহমান সাহেবের মেয়ে রওশন জাহান (ছন্দা)-এর বিবাহ পড়ান এবং সকলে নব দম্পত্তির জন্য খাস দোয়া করেন। পরের দিন রুখসাতানা অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনদের সাথে মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব যোগদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

২৭ ও ২৮ মার্চ ১৯৯৮ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, মওলানা সালেহ

আহমদ, জনাব এ.কে. রেজাউল করীম, স্থানীয় আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, এস এ নিজামী এবং হাফেয সেকান্দর আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। জলসায় ক'জন বয়আত করেন।

৫-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসায় হুযূর (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন। তিনি ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখ অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জামা'তের জলসায় যোগদান করেন। সম্মানিত প্রতিনিধি ছাড়াও ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী এবং স্থানীয় আমীর মোবাশ্শের উর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ফলে সফলভাবে জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



১৯তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর ছিলেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান। যিনি পরবর্তীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের ইমারতের দায়িত্ব পালন কালে ২০০০ সালে স্থানীয় জামা'তের

আমেলার পর্যালোচনা ও পরামর্শক্রমে চট্টগ্রাম জামা'তে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত জলসার ধারাবাহিকতা নির্ধারণে অনেক বিশ্লেষণ করে ১৯টি জলসা ধার্য করেন এবং ২০০০ সালের জলসাকে ২০তম জলসা ঘোষণা করা হয়। ফলে ২০০০ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ২০তম সালানা জলসা। নবনির্মিত মসজিদ বায়তুল বাসেত এ অনুষ্ঠিত এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ। এছাড়া আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী ন্যাশনাল আমীর, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মওলানা সালেহ আহমদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।



২০তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ এবং পাশে বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে ২৫ ফেব্রুয়ারি জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হাফেয সরদার আনোয়ার হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মওলানা রাজা নাসির আহমদ। জলসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব নেছার আহমদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। আহমদীয়া জামা'ত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং খিলাফতের আশিসসমূহ বিষয়ের উপর বক্তব্য

রাখেন যথাক্রমে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব। জলসার প্রথম অধিবেশনের পর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে স্থানীয় জামা'তের নায়েব আমীর এস. এ. নিজামী সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশন বিশেষভাবে লাজনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং নযম পেশ করেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের দু'জন সদস্যা। জান্নাতি সমাজ গঠনে জান্নাতি পরিবারের ভূমিকা এবং অগ্রযাত্রার পথে মোখালেফাত ও কুরবানী বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

বিকেলে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন হয়। মোল্লার ইসলাম বনাম আল্লাহ্‌র ইসলাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন সৌন্দর্যমণ্ডিত ঘটনা তুলে ধরেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব। সবশেষে সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৩ ও ১৪ এপ্রিল ২০০১ তারিখ ২১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার বাদ জুমুআ ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মৌলবি শাহ্ আলম খান, নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। স্বাগত ভাষণ দান করেন সেক্রেটারী জলসা কমিটি জনাব নেছার আহমদ। উদ্বোধনীতে ন্যাশনাল আমীর সাহেব আর্থিক কুরবানীর গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন।

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবন ও ইসলাম বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। ইসলাম ও আহমদীয়াতের উপর বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। অধিবেশনের শেষ বক্তা মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী উগ্র-মৌলবাদ ও সমকালীন বিশ্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

১৪ এপ্রিল সকালে স্থানীয় জামা'তের নায়েব আমীর জনাব এস এ নিজামীর

সভাপতিত্বে জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আহমদের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের নযম পাঠের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে তরবিয়তে আওলাদ, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ এবং নামাযের গুরুত্ব ও কবুলিয়তে দোয়া বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব মোবাশশের উর রহমান, আমীর চট্টগ্রাম, মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

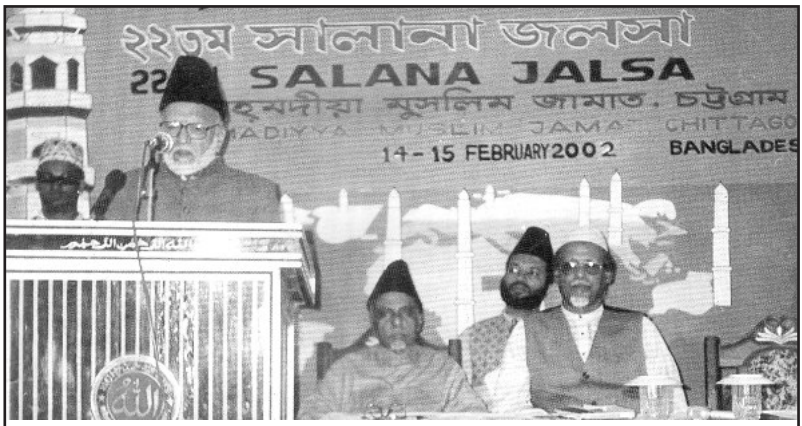


২১তম সালানা জলসায় দোয়ায় রত ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, পাশে স্থানীয় আমীর এবং অন্যান্যরা।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিকালে তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এস. এ. নিজামী এবং নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং দাওয়াতে ইলাল্লাহ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। হুযূর আকদাস (আই.)-এর বাণী এবং সালাম পৌঁছে দেন লন্ডন প্রবাসী জনাব আব্দুল খালেক বাঙালি। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের পর স্থানীয় আমীর সাহেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

মাগরিবের নামাযের পর বিপুল সংখ্যক অআহমদী ভাইয়ের উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তরের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে জলসার সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিটিভি-এর চট্টগ্রামের স্থানীয় সংবাদে জলসার সংবাদ প্রচারিত হয়।

চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখ ২২তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে চট্টগ্রামের স্থানীয় আমীর এস. এ. নিজামী সাহেব সভাপতিত্ব করেন। যথাক্রমে মৌলবি শাহ্ আলম খান, মোহাম্মদ আনোয়ার আহমদ এবং মৌলবি সৈয়দ মোহাম্মদ ইলিয়াস শিবলী পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন।



২২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম
মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা পর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং ইসলামী খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তৃতা করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার নসীহতমূলক মূল্যবান ভাষণ দান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ইসলামী অর্থনীতি, নামাযের গুরুত্ব ও কবুলিয়তে দোয়া,

তরবিয়তে আওলাদ ইত্যাদি বিষয়ে মৌলবি শাহ্ আলম খান, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং মওলানা সালেহ্ আহমদ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে ইসলামের নামে সন্ত্রাস, হযরত ইমাম মাহদী (আ) এর সত্যতা, ওফাতে ঈসা (আ.) ও তার পুনরাগমনের তাৎপর্য বিষয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা করেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং হুযূর (রাহে.) এর প্রতিনিধি সাহেব। পরে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম সমাপ্তি হয়।

জলসার সংবাদ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বকোণ, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ এবং দৈনিক নয়া বাংলা ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সংখ্যায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য মনোজ্ঞ প্রশ্নোত্তর পর্বের অনুষ্ঠান হয়।

৬ ও ৭ মার্চ ২০০৩ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের ২৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ মার্চ বিকালে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন খাগড়াছড়িস্থ নও-মোবাঈন ক্বারী আব্দুল কাদের এবং নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। কবুলিয়তে দোয়ার উপর বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সীরাতে রসূলে করীম (সা.) বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ এবং খিলাফতের গুরুত্ব বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। বাদ মাগরিব বিপুল সংখ্যাক জেরে তবলীগ বন্ধুর উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তর আসর হয়। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও নোয়াখালীসহ বিভিন্ন স্থান হতে আগত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় সকালে স্থানীয় জামা'তের আমীর মোহতরম এস. এ. নিজামীর সভাপতিত্বে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আনোয়ার আহমদ, ওয়াকফে নও ও তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। বর্তমান অবক্ষয়ে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থায় একজন আদর্শ আহমদী বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় সেক্রেটারী তবলীগ ও সেক্রেটারী জলসা কমিটি জনাব নেছার আহমদ এবং সুললিত কণ্ঠে নযম শুনান জনাব

ইব্রায়েতুল হাসান। মালী কুরবানীর উপর বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা জনাব এ কে রেজাউল করীম। লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।



২৩তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



২৩তম সালানা জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ।

বিকালে অধিবেশন হয় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি সৈয়দ মোহাম্মদ ইলিয়াছ শিবলী। নযম শুনান জনাব তৌফিক আহমদ। আধুনিক বিজ্ঞান ও ইসলাম বিষয়ের বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দাঈ ইলাল্লাহ্ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে

জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এ জলসায় বিভিন্ন স্থান থেকে জেরে তবলীগ শতাধিক বন্ধু যোগ দেন।

চট্টগ্রাম জামা'তের ২৪তম সালানা জলসা ১ ও ২ এপ্রিল ২০০৪ তারিখ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, আধ্যাত্মিক প্রীতিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। জলসার ধারাক্রমে নায়েব ন্যাশনাল আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, স্থানীয় আমীর জনাব এস এ নিজামী এবং ন্যাশনাল আমীর মোবাশশের উর রহমান সাহেব সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন যথাক্রমে আনোয়ার আহমদ, ক্বারী আবদুল কাদের ও মোহাম্মদ আলমগীর। ইসলামী প্রাণোদ্দীপক নযম পরিবেশন করেন সর্বজনাব সুলতান আহমদ, এনামুর রহমান নাসের, সেলিম আহমদ, ইব্রায়েতুল হাসান, এস.এম রহমত উল্লাহ্, পানাহ উল্লাহ্, মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় এবং তৌফিক আহমদ প্রমুখ।

বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, তরবিয়তে আওলাদ, আহমদী হয়ে কী পেলাম, ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব, ইসলাম ও মানবাধিকার, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আর্বিভাব এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয় প্রভৃতি বিষয়ে মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা সালেহ্ আহমদ, নেছার আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী প্রমুখ বক্তৃতা প্রদান করেন।

এ জলসায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিদের মাঝে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ গাজী সালাহ উদ্দীন, বিশিষ্ট চিকিৎসক মুক্তিযোদ্ধা চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও জাসদ নেতা ডাঃ মাহফুজুর রহমান বক্তৃতা করেন। তারা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ইসলাম ধর্মের বহির্ভূত শিক্ষা বলে উল্লেখ করেন। লাল সূর্য খচিত সবুজ পতাকার নীচে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত হবার আহ্বান জানান। জলসার সমাপনী অধিবেশনে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন আলহাজ্ব নাজির আহমদ, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি।

উদ্বোধনী অধিবেশনে নায়েব ন্যাশনাল আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও অনুচ্ছেদসমূহ উপস্থাপন করে বলেন, এ দেশের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম-কর্ম পালনের সমঅধিকার রয়েছে।

প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন চিন্তাধারা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মত-প্রকাশের অধিকার রয়েছে। আহমদীয়া জামা'তের বই-পুস্তক নিষিদ্ধ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে, যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।



২৪তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং মঞ্চে অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী।

ন্যাশনাল আমীর সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ধৈর্য ও মহব্বতের সাথে মানুষের হৃদয় জয় করে ইসলাম ও আহমদীয়ত প্রচারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। সৌদী আরবের এক মসজিদের বাঙালি ইমাম চট্টগ্রামে এসে আহমদীদের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এ জলসায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু সংখ্যক আহমদী ও জেরে তবলীগ ভ্রাতা ও ভগ্নি অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ, দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বকোণ এবং ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো, দি ফাইনান্সিয়াল

এক্সপ্রেস, দি অবজারভার পত্রিকায় সালানা জলসার সংবাদ প্রকাশিত হয়। মসজিদের বাহিরে উগ্র মৌলবাদীরা জলসার কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জামা'তের ২৫তম সালানা জলসা। ১৭ তারিখ বাদ জুমুআ আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জলসার তিনটি অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম, ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান ও চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর আলহাজ্ব নাজির আহমদ সভাপতিত্ব করেন।



২৫তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন যথাক্রমে মৌলবি আনোয়ার আহমদ, হাফেয ডা: আনোয়ার হোসেন ও মোয়াল্লেম মৌলবি মাহমুদ আহমদ সুমন। নযম পরিবেশন করেন সর্বজনাব আব্দুল ওয়াহেদ, তৌফিক আহমদ, এনামুর রহমান নাসের ও সেলিম আহমদ।

বক্তৃতা পর্বে সালানা জলসার গুরুত্ব, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা, পশ্চিমবঙ্গে আহমদীয়তের প্রচার ও বিকাশ, মানব সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলামী অর্থনীতি এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহমদীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, স্মৃতিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.), স্মৃতিতে ফালু মিয়া প্রভৃতি বিষয়ে মওলানা ফিরোজ আলম, মওলানা সালেহ আহমদ, মাশরেক আলী মোল্লা (আমীর, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম), মওলানা বশিরুর রহমান, মোহাম্মদ শাহাব উদ্দীন, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আব্দুল খালেক বাঙালি এবং নুরুদ্দীন আহমদ প্রাণবন্ত বক্তৃতা করেন। সমাপনী অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ডঃ জামাল নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রয়াত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আব্দুস সালামের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও হৃদ্যতার কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আব্দুস সালাম সাহেবের ছাত্র ছিলেন। এ সম্মেলনে সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী, শিল্পপতি ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। জলসার খবর স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

২৬তম সালানা জলসা ৩ ও ৪ মার্চ ২০০৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসার মিলন মেলায় বিভিন্ন জেলা ও আশপাশের বিভিন্ন জামা'ত হতে আহমদী ও জেরে তবলীগ বিপুল সংখ্যক ভাই বোন অংশ নেন। ৩ মার্চ বাদ জুমুআ হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। হাফেয সরদার আনোয়ার আহমদের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর হুযূর আকদাস (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি স্বাগত ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ প্রতিফলনের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাম ও মানবতার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বর্ণনা করেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী।

এছাড়া বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা ও সাফল্য, একজন আদর্শ আহমদী, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের বিজয় ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সত্যতা প্রমাণে

যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করেন আলহাজ্ব নাজির আহমদ, মাহমুদ হাসান সিরাজী আমীর চট্টগ্রাম ও মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মুরুব্বী সিলসিলাহ্ প্রমুখ।



২৬তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপর মীর মোবাশ্বের আলী, মঞ্চে হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলমসহ অন্যান্যরা।

জলসার দ্বিতীয় দিনের দুটি অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমীর, চট্টগ্রাম জামা'ত। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব শেষ দিনের প্রথম অধিবেশনে লাজনাদের উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে খিলাফতের শতবার্ষিকী ও খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার উপর জ্ঞানগর্ভমূলক ও শিক্ষনীয় বক্তব্য রাখেন। আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, নেছার আহমদ, আলহাজ্ব এ. কে. রেজাউল করিম, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন বক্তব্য রাখেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক, চট্টগ্রামে আহমদীয়াত বিস্তার, আর্থিক কুরবানী ও ওসীয়্যত, ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করা হয়। অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড: জামাল নজরুল ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির

চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি আব্দুল মোমিন মিয়া এবং বাংলাদেশ ভাসানী ফাউণ্ডেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ আন্তঃজেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জোনের সভাপতি সিদ্দিক ইসলাম। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের পর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জামা'তের ২৭তম সালানা জলসা। এ জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ অস্ট্রেলিয়া শুভাগমন করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং এ দেশের অনেক বুযূর্গ যোগ দেন। ফলে তাদের বক্তৃতামালায় দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।



২৭তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের ২৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মুফতি সিলসিলাহ্ মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন, মোহতরম মোবাশশের উর

রহমান, ন্যাশনাল আমীর, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী সদর আনসারুল্লাহ্, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী প্রমুখ।



২৮তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

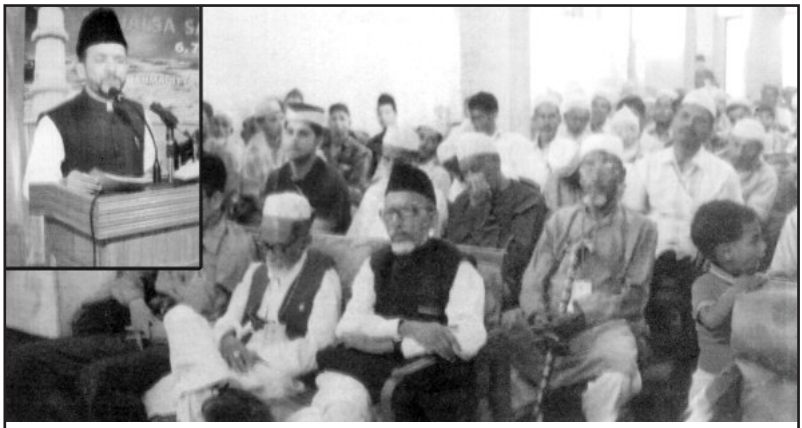
বক্তৃতা পর্বে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা, সিরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.), আল কুরআন ও বিজ্ঞান, যুগ খলীফার পূর্ণ আনুগত্য সাফল্যের মূল কথা, নামাযের গুরুত্ব, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে তরবিয়তে আওলাদ, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা ও নেযামে ওসীয়্যত, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও সত্যতা এবং খতমে নবুওয়াতের তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়াদির উপর বক্তাগণ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন।

জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আনোয়ার আহমদ, ক্বারী আব্দুল কাদের ও হাফেয হোসেন আহমদ এবং নযম পরিবেশন করেন সর্বজনাব এহ্সান আহমদ, হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর

রহমান, মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় ও নূরে এলাহী। পরিশেষে জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ মমতাজ আহমদ শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

এ জলসায় প্রায় দুইশত জেরে তবলীগ ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। দুই জন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান পর্বে মঈন আল হোসাইনী সাহেব কেমন করে আহমদী হলাম বিষয়ে এক ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন। চল্লিশ জন ভ্রাতা বয়আত করে ঐশী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

৬ ও ৭ মার্চ ২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জামা'তের ২৯তম সালানা জলসা। ৬ তারিখ বাদ জুমুআ ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধনী হয়। সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।



২৯তম সালানা জলসায় দর্শকদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব (ইনসেটে)।

বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মওলানা নওশাদ আহমদ, স্থানীয় আমীর জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণেই মানবজাতির মুক্তি, মানবতার কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য, আহমদীয়া খিলাফতের অবদান, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও আমাদের করণীয়, রিশতানাতার তাৎপর্য, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইত্যাদি বিষয়াদির ওপর বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ ও প্রাণ সঞ্চারী বক্তব্য রাখেন। জলসার প্রথম দিনের উদ্বোধনীর প্রারম্ভে ঢাকাস্থ পিলখানায় মর্মান্তিকভাবে নিহত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনা কর্মকর্তাদের আত্মার মাগফেরাত এবং জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়।

জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন সর্বজনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, আনোয়ার আহমদ, হাফেয হোসেন আহমদ। নযম পাঠ করেন সর্বজনাব নূরে ইলাহী, মোহাম্মদ খালিদ হোসেন, আলহাজ্ব ইব্রায়েতুল হাসান, মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়, সুলতান আহমদ এবং এহসান আহমদ।

সমাপ্ত অধিবেশনে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা, নারীর মর্যাদা ও পর্দার গুরুত্বের প্রতি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন খান, এডভোকেট আব্দুল মোমেন ভূঁইয়া, ফাদার জীবন গোমেয, এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত এবং ডা: মাহফুজুর রহমান।

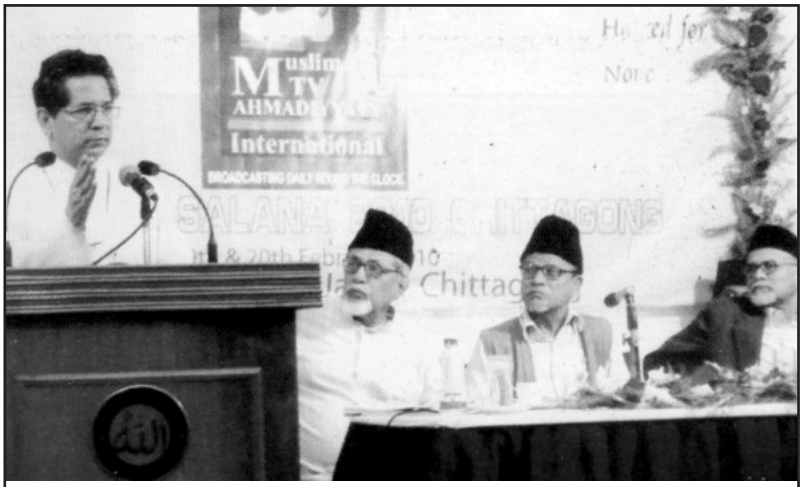
স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক ভ্রাতাদের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক জলসার প্রোগ্রাম ধারণ করেন। প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শেষে ২১ জন ভ্রাতা বয়আত করে ঐশী সিলসিলায় দাখিল হন।

চট্টগ্রাম জামা'তের ৩০তম সালানা জলসা ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে আহমদীয়া জামা'তের ইসলামী চিন্তাবিদগণ পবিত্র কুরআন করীমের আলোকে জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তব্য রাখেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণেই মানবজাতির মুক্তি বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ। খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্, জনাব মোহাম্মদ

হাবীব উল্লাহ। এতায়াতে নেযাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। তরবিয়তে আওলাদ ও আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ শাহাব উদ্দীন।



৩০তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন এবং মঞ্চে বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম ও জামা'তের অন্যান্যরা।



৩০তম সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব ফাদার জোসেফ জীবন গোমেজ এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজী। এ জলসায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে হিন্দু,

বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারা হলেন– জনাব জিনু বোধি ভিক্ষু, রঞ্জিত কুমার দে, ফাদার জোসেফ জীবন গোমেজ এবং বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ ইলিয়াছ প্রমুখ। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলাম ও আহমদীয়াত প্রসঙ্গে বিদেশ থেকে আগত বসনীয়ার আহমদী মি: আমের বাইরামোভিচ বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ শাহাব উদ্দীন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন এবং মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোকপাত করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন প্রফেসর ইমেরিটাস ড: জামাল নজরুল ইসলাম। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

চট্টগ্রাম জামা'তের ৩১তম সালানা জলসা ৯ ও ১০ মার্চ ২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। অতীতের চেয়ে এ জলসায় উপস্থিতি ছিল বেশি। রেজিস্ট্রেশনের রেকর্ড অনুযায়ী ১২৩৩ জন। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও বীরগাঁও, শ্রীমঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেহমানগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে জলসায় উপস্থিত হন। ৯ তারিখ ৩টায় প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ। অধিবেশনে একটি হিন্দি নযম গেয়ে শুনান জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড: জিনু বোধি ভিক্ষু শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আন্ত ধর্মীয় সম্প্রীতি ও নৈতিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড: এ. এফ. ইমাম আলী। তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর গবেষণায় নিয়োজিত আছেন বলে জানান। এ অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী।



৩১তম সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন ড. জিনু বোধি ভিক্ষু এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

১০ তারিখ সকালে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের আমীর মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজী। পবিত্র তিলাওয়াতে কুরআন পেশ করেন মৌলবি আনোয়ার আহমদ। নযম পেশ করেন সুলতান মাহমুদ। খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।

পর্দার গুরুত্ব এবং আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। নযম উপস্থাপন করেন মৌলবি আব্দুল হক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু কথা আলোকপাত করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। চট্টগ্রামের সালানা জলসা কেন ভাল লাগে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মীর ইউসুফ আলী। যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না– এ বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন জেলা কায়েদ জনাব এস.এম ইব্রাহীম।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয মোস্তাক আহমদ। কোরাস পেশ করেন চট্টগ্রাম জামা'তের ক'জন আতফাল ও খোদ্দাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

প্রতিশ্রুত মামুর মিনাল্লাহ্ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। কোরাস গেয়ে শুনান জনাব আলমগীর ও তার দল। এ অধিবেশনে অতিথিবৃন্দের মধ্যে দুজন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারা হলেন হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত এবং প্রফেসর ড: জামাল নজরুল ইসলাম। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় আমীর সাহেব। এ জলসায় আটজন বয়আত করেন।

২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের ৩২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় লন্ডন মসজিদের ইমাম জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুযূর্গ মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব তশরিফ আনেন। এছাড়া ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী অংশগ্রহণ করেন।



৩২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মোহতরম মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ এবং দর্শকদের একাংশ।

ফলে হুযূর আকদাস (আই.)-এর সান্নিধ্য থেকে আগত মওলানা এবং এদেশী বুযূর্গদের উপস্থিতিতে এবং তাদের প্রাণবন্ত নসিহতমূলক বক্তৃতামালায় জলসা সার্থক ও সফল হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বিজ্ঞানী প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম, চকবাজার এলাকার কাউন্সিলর জনাব সাঈয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু, চট্টগ্রাম মহানগর কল্যাণ পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াসসহ আরো অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

৩৩তম সালানা জলসা ২০১৪ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি শান-শওকত ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী, দ্বিতীয় ও সমাপনী অধিবেশনে জামা'তের সম্মানীত বুযূর্গ মোহতরম আলহাজ্ব মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, ঢাকা জামা'ত ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ, মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মওলানা জাফর আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ সুলায়মান, স্থানীয় আমীর প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ্ ও স্থানীয় জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব নেছার আহমদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। আহমদী হওয়ার প্রেক্ষাপটের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ শাহেদ হোসেন।



৩৩তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান এবং দর্শকদের একাংশ।

বিভিন্ন অধিবেশনে তিলাওয়াতে কুরআন পাঠ করেন হাফেয মোস্তাক আহমদ, আনোয়ার আহমদ, হাফেয নিজাম উদ্দিন। নযম পাঠ করেন আলহাজ্ব ইব্রায়েতুল হাসান, সেলিম আহমদ, এহসান আহমদ, আবুল খায়ের এবং আবদুল ওয়াহেদ।

এছাড়া অআহমদী মেহমানদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি চট্টগ্রাম (দক্ষিণ) জেলার সভাপতি জনাব ফরিদ উদ্দিন খান, এডভোকেট ঋষিকেশ বাবুসহ সভাপতি গনতান্ত্রিক পার্টি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা। এ সালানা জলসায় সর্বমোট ১১০৩ জন যোগদান করেন। ১১ জন বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ চট্টগ্রাম জামা'তের ৩৪তম সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে কাদিয়ান থেকে সনামধন্য আলেম মওলানা হামিদ কাওসার সাহেব শুভাগমন করেন। তিনি তার বক্তব্যে উপস্থিত দর্শকদের হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর আদর্শে চলার এবং তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করার জন্য জোর তাকিদ প্রদান করেন।



৩৪তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা হামিদ কাওসার। বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে অন্যান্যরা।

ন্যাশনাল আমীর সাহেব জলসায় আগতদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে অস্থিরতা, অরাজকতা ও বিশৃংখল অবস্থা চলছে এর মূল কারণ তাদের মাঝে কোন একক ঐশী ইমাম বা একক ঐশী নেতৃত্ব নেই। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ।

এছাড়া মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা করে ইসলামের অতুলনীয় সৌন্দর্য সাবলীলভাবে তুলে ধরেন। জলসায় মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, স্থানীয় মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা জাফর আহমদ এবং মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। জলসার সংবাদ স্থানীয় সিটিভি-তে দেখানো হয় এবং কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়।

১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখ চট্টগ্রামে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এটা স্থানীয় জামা'তের ৩৫তম হলেও আঞ্চলিক জলসা হিসেবে স্বীকৃত। এতে বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের জামা'তগুলি অন্তর্ভুক্ত। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মৌলবি মোজাম্মেল হক পবিত্র কুরআন পাঠ ও জনাব মতিউর রহমান ভুঁইয়া নযম পাঠ করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর জলসায় যোগদানের বরকত ও কল্যাণ উল্লেখ করেন।

বক্তৃতা পর্বে বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের পরিচয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। বিশিষ্ট আহমদীগণের চট্টগ্রামে আগমনের ঘটনাবলী উপর বক্তব্য রাখেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ও জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নেছার আহমদ। তথ্য-প্রযুক্তি যুগে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

জলসার দ্বিতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোরশেদ আলম, ভারপ্রাপ্ত আমীর, চট্টগ্রাম। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয ইয়াছিন আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব দৌলত আজিম ভূঁইয়া। আগমনকারী হযরত ঈসা (আ.)-এর পরিচয় এবং তাঁর

সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোজাফফর আহমদ। মুসলমানের জীবনে নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা তারেক আহমদ। বিশ্ব মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী।



৩৫তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
মোহতরম মোবাশশের উর রহমান এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকালে হাফেয মোস্তাক আহমদের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। কাসিদা পাঠ করেন জনাব মোসাউয়ের আহমদ ও তার দল। খাতামান্নাবীঈন-এর মোকাম ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর মেহমানদারীর ঈমান-উদ্দীপক ঘটনাবলী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জাফর আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব ইমরান সাঈদ। আহমদী হওয়ার প্রেক্ষাপট বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেন জনাব নূরুল ইসলাম হুনাইনী। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর অতুলনীয় উত্তম আদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ। তিনি তার বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর জীবনের উত্তম আদর্শের বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করেন।

জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ১৬ জানুয়ারি সকালে। প্রথমে লাজনার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম। মূল জলসাগাহে অনুষ্ঠান শুরুতে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী। ইসলাম সেবায় নারীগণের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন। যোগ্য সন্তান সন্ততি গঠনে পিতামাতার ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ। আমি কিভাবে আহমদী হলাম অনুভূতি প্রকাশ করেন ইঞ্জিনিয়ার জামাল হোসেন। এ অধিবেশনের সর্বশেষ বক্তা ছিলেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি একজন আদর্শ আহমদীর বৈশিষ্ট্যের উপর বক্তব্য রাখেন।



৩৫তম সালানা জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ দোয়ায় রত আছেন।

জলসার সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় বিকালে জনাব নিজাম উদ্দিন এর পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে। নযম পাঠ করেন জনাব এস.এম. রহমত উল্লাহ। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, জনাব মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ দাউদ। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকার উপর বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। বয়আত করেন ৯ জন।

২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি-২০১৭ তারিখ চট্টগ্রামের ৩৬তম সালানা জলসা মসজিদ বায়তুল বাসেত কমপ্লেক্সের খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন হাজার আহমদী ও অআহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিধিবর্গ জ্ঞানগর্ভমূলক আলোচনা করেন। বাদ জুমুআ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়।



৩৬তম সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় কাউন্সিলর জনাব সাঈয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু।

বক্তৃতাপর্বে মওলানা সালেহ আহমদ, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। একজন নবাগত আহমদী শাহজাহান সাহেব কিভাবে আহমদী হলেন প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। কেন্দ্র থেকে আগত মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব মুক্তির দূত বিষয়ে কুরআন করিম ও হাদীসের বরাতে প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন। মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় কাউন্সিলর জনাব সাঈয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু।

২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় অধিবেশন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে স্থানীয় জামা'তের আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়।

মালী কুরবানীর গুরুত্ব এবং ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা তারেক আহমদ। আরো বক্তব্য রাখেন সদর আনসারুল্লাহ মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী। ইসলাম তথা আহমদীয়াতের জন্য শাহাদত বরণকারীদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জাফর আহমদ, ইসলামে পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও সদর আনসারুল্লাহ।



৩৬তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

সমাপনী অধিবেশন আরম্ভ হয় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। বক্তৃতাপর্বে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামা'তের আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদ। বয়আতের দশটি শর্ত এবং একজন আহমদীর করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা হয়। আট জন বয়আত করে জামা'তে আহমদীয়ায় শামিল হন।

১৯ ও ২০ জানুয়ারি-২০১৮ তারিখ আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাৎসরিক জলসা ৩৭তম অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হয়। বিভিন্ন

বক্তা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং মানব জীবনে আল্লাহকে কীভাবে লাভ করা যায় এবং সুন্দর সুখী জীবন যাপনের পদ্ধতির উপর আলোচনা করেন।



৩৭তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।

প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলীর সভাপতিত্বে বাদ জুমুআ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। তিলাওয়াত করেন মৌলবি মোজাম্মেল হক। নযম পাঠ করেন স্থানীয় জামা'তের খাদেম ইমরান সাঈদ। সভাপতি সাহেব জলসার গুরুত্ব এবং চট্টগ্রাম জামা'ত প্রতিষ্ঠায় প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের কুরবানীর কথা স্মরণ করে দোয়ার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।

বক্তৃতা পর্বের সূচনাতেই মওলানা আলহাজ্ব সালেহ আহমদ ঐশী সাহায্য আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন। দৌলত আযীম ভুঁইয়া একটি নযম পরিবেশনা করেন। প্রথম দিনের শেষ বক্তা মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে সন্তানদের তরবিয়তের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

২০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদের সভাপতিত্বে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব নিজাম উদ্দীন। বাংলা নযম পাঠ করেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকা থেকে আগত এস এম ইরফান। বক্তৃতা পর্বে কুমিল্লা থেকে আগত মুরুব্বি সিলসিলাহ মওলানা তারেক আহমদ আদর্শ ইসলামিক পারিবারিক জীবন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। মওলানা জাফর আহমদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানী এবং ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ওয়াকফে নও ডা: ইজাজুর রহমান শুভ সুস্থ দেহ সুন্দর মন বিষয়ে মেডিকেল সাইন্স এবং বিভিন্ন ব্যয়াম ও ফলফলাদীর গুণাবলীর আলোকে সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। লন্ডন থেকে আগত জনাব তাঈদ আলম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন। বাংলাদেশে আহমদীয়াত এবং আহমদীয়াতের উজ্জল ভবিষ্যৎ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ বক্তা আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, ইসলামী পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক বিষয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন লেখার আলোকে আলোচনা করেন।



৩৭তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

সমাপনী অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয মোস্তাক আহমদ। দলীয় কোরাস কালামে মসীহ মওউদ (আ.) থেকে পাঠ করেন জনাব মোসাউয়ের এবং তার দল।

বক্তৃতা পর্বে মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, খতমে নবুয়্যতের চিরস্থায়ী কল্যাণ বিষয়ে জোরালো দলিল প্রমাণ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) অতুলনীয় শান ও মর্যাদার কথা তুলে ধরেন। আলহাজ্ব নেছার আহমদ স্থানীয় আমীর আহমদীয়াত বিশ্বকে কী দিয়েছে বিষয় তুলে ধরেন। একটি নযম পরিবেশন করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। নেযামে জামা'তের আনুগত্য এবং এর কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। সবশেষে সভাপতি দেশ জাতি এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য সম্মিলিত বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তিতে আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ জলসা খুবই অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সকাল ৯টায় মসজিদ বায়তুল বাসেত প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা এবং জামা'তের পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় আমীর মোহতরম মোরশেদ আলম এবং ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্ব আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। খোদ্দাম ও আতফাল জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।



চট্টগ্রাম জামা'তের শতবার্ষিকী লোগো।



চট্টগ্রাম জামা'তের শতবার্ষিকী জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



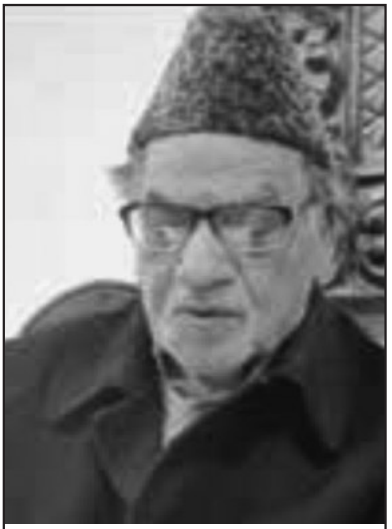
চট্টগ্রাম জামা'তের শতবার্ষিকী জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
স্থানীয় আমীর জনাব মোরশেদ আলম।



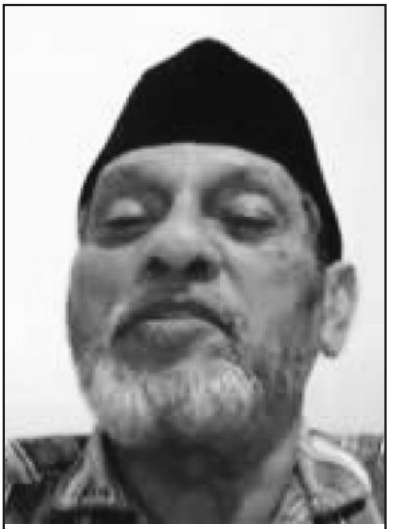
শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন
ড. ইমাম আলী



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন
শ্রী সুনন্দ ভিক্ষু



জলসায় ভার্চুয়ালী বক্তব্য রাখেন
মওলানা আজমল আহমদ শাহেদ



জলসায় ভার্চুয়ালী বক্তব্য রাখেন
জনাব নাজির আহমদ



শতবার্ষিকী জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ।

অতঃপর শতবার্ষিকী জলসা উদ্‌যাপন কমিটির কনভেনর জনাব এস এম মঈন আল হোসাইনীর সঞ্চালনায় এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে আলোচনার শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। নযম পেশ করেন জনাব মুসাওয়ের আহমদ। স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব– ১) শাহাবুদ্দীন শিহাব, ২) মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, ৩) শাহজাহান চৌধুরী, ৪) জহির আহমদ শাকিল, ৫) মোহাম্মদ হাসান, ৬) তাজুল ইসলাম, ৭) আব্দুল মান্নান, ৮) খালিদুর রহমান ভূঁইয়া, ৯) আহমদ দাউদ, ১০) নঈম তফভিজ, ১১) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল এবং ১২) মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। বিদেশ থেকে ভার্চুয়্যালী বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রাক্তন আমীর জনাব নাজির আহমদ এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন সদর মুরুব্বী মওলানা আজমল আহমদ শাহেদ (কানাডা নিবাসী পাকিস্তানী)।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইকরাম খান ফাহিম। নযম পরিবেশন করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। বক্তব্য রাখেন ডা. ইজাজুর রহমান শুভ, স্থানীয় কায়েদ, আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর আনসারুল্লাহ্, জনাব আলহাজ্ব শাহবুদ্দীন খালেদ, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব নেছার আহমদ, প্রাক্তন আমীর এবং জনাব মোরশেদ আলম, বর্তমান আমীর। নযম পেশ করেন জনাব আহমদ আতাউল্লাহ।

لا إله إلا الله محمد رسول الله

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম

প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী

১৯২০-২০২০







শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ড. ইমাম আলী, উপাচার্য, বান্দরবন বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী সুনন্দ ভিক্ষু, কাতালগঞ্জ বৌদ্ধ মন্দির। অতঃপর প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের নাতনী বেগম নিলুফা মমতাজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন মীর মোবারক আলী। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোবাশশের উর রহমান, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর। জি এম সিরাজুল ইসলাম, জি এম ইরফান রহমান এবং মওলানা মামুন-উর-রশীদ স্বরচিত একটি কোরাস পরিবেশন করেন। প্রফেসর শামসাদ সাত্তার হযরত আহমদ কবীর নুর মোহাম্মদ (রা.)-এর জীবনী আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে ন্যাশনাল আমীর সাহেব চট্টগ্রাম জামা'তের শতবর্ষের ঐতিহ্য ও গৌরব তুলে ধরেন।

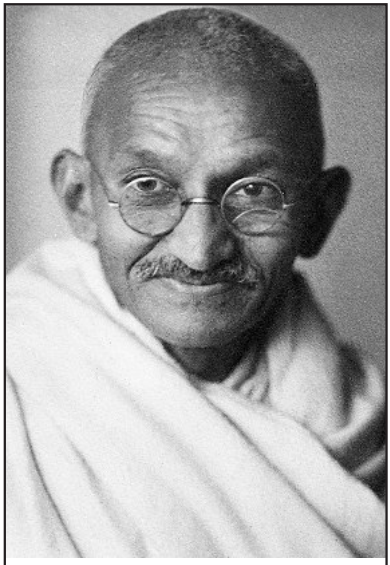
চট্টগ্রাম জামা'তের শতবর্ষের ইতিহাসের ওপর জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল কর্তৃক রচিত 'চট্টগ্রামে আহমদীয়াত' নামে একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়। এ পুস্তক থেকে বেগম নিলুফা মমতাজ প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের জীবনী আলোচনা করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক সু-প্রভাত, দৈনিক চট্টগ্রাম মঞ্চ এবং দৈনিক পূর্বদেশ এর ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের সংখ্যায় এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের দৈনিক পূর্বকোণ-এর সংখ্যায় পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙ্গীন বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। এ দিনটি চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্যদের জন্য খুবই আনন্দঘন ও উৎসবমুখর হিসেবে পালিত হয়। ক্রোড়পত্র ও মিষ্টি শহরের বিশিষ্টজনের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ জামা'তের সালানা জলসা

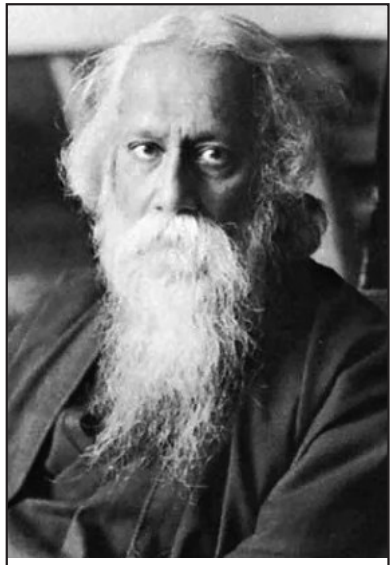
২২ ও ২৩ মে ১৯৩৭ তারিখ উত্তরবঙ্গ আহমদীয়া জামা'তের ৮ম বার্ষিক জলসা বগুড়ার এডওয়ার্ড করোনেশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজক ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এবং খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী। ইতঃপূর্বে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের centenary উপলক্ষ্যে Parliament of Religions বা মহাধর্ম সম্মেলন নামে সাত দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। এ সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব যোগ দেন এবং 'ইসলামের শিক্ষাই আল্লাহ্‌কে লাভ করার প্রকৃষ্ঠ পথ' বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মকে প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বে ধর্মীয় সাম্রাজ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।



বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন এ্যান্ড কলেজ, বগুড়া।
পূর্বে এখানে করোনেশন হল ছিল। এ হলে জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



মহাত্মা গান্ধী



কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাত্মা গান্ধী সম্মেলন উপলক্ষ্যে দাক্ষিণাত্য হতে প্রশ্ন প্রেরণ করেছিলেন। তার প্রশ্ন ছিল– বিভিন্ন ধর্মগুলো কি সবই সমান? যেমন আমার বিশ্বাস অথবা কোন এক বিশেষ ধর্মে সত্য নিবদ্ধ, অন্যান্য ধর্মগুলো হয় মিথ্যা, না হয় সত্য ও মিথ্যায় সংমিশ্রিত?

সম্মেলনের সভাপতি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী Sir Francis Young Husband সভাপতির ভাষণে গান্ধীজির প্রশ্নের উত্তরে বলেন– প্রত্যেক সন্তানের নিকট তার মাতা যেমন জগতের সর্বোৎকৃষ্ট মাতা তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব ধর্ম তার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। তাই কোন্ ধর্ম সত্য তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটি মৌলিক একতা আছে। এ বক্তব্যের মাঝেই ঐক্য ও সৌহার্দ বজায় রাখার আহ্বানে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্ব ধর্মীয় সম্মেলনে বিভিন্ন সুধীজনের নিকট অযৌক্তিক ও অনৈসলামিক বক্তব্য শুনে আহমদীয়া জামা'তের আলেমগণ বিস্মিত হন। তাই এর জবাব প্রদানের উদ্দেশ্যে দু'মাস পরই ২২ ও ২৩ মে ১৯৩৭ তারিখ বগুড়ার 'এডওয়ার্ড করোনেশন হলে' উত্তর বঙ্গ জামা'তে আহমদীয়ার অষ্টম

বার্ষিক সম্মেলন (জলসা) আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বঙ্গীয় আমীর সাহেব মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে Sir Francis Young Husband-এর ভ্রান্ত বক্তব্য অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডনে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নের উত্তর'। তিনি বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের তুলনামূলক আলোচনায় প্রমাণ করেন, ইসলামই আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত, নিরংকুশ সত্যনিষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। বিশ্ব শান্তির একমাত্র উপায় ও অবলম্বন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মের সাম্রাজ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রদত্ত বক্তব্যকে মওলানা জিল্লুর রহমান খণ্ডন করে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'ধর্মের সাম্রাজ্যবাদ এবং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ'। ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত তাঁদের এ বক্তব্য তখনকার মাসিক আহমদীর জুলাই ও আগষ্ট ১৯৩৭ সালের সংখ্যায় প্রকাশ করে তা বহুল প্রচার করা হয়। ফলে কোলকাতা সম্মেলনের অসারতায় বগুড়া সম্মেলনের সফলতা শিক্ষিত সুধী মহলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ সম্মেলনে মৌলবি মোবারক আলী সাহেবসহ অনেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ তারিখ রংপুরের শ্যামপুরে উত্তরবঙ্গ জামা'তের ১১তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ হতে আহমদীরা যোগদান করেন। এ ছাড়া অনেক অআহমদী হিন্দু ও মুসলমান অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিবসে পাঁচশত এবং দ্বিতীয় দিবসে এর অধিক যোগদান করেন। ইসলামের সৌন্দর্য ও হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাবের সত্যতার ওপর অকাট্য যুক্তি-প্রমাণে বক্তব্য রাখেন আল্লামা জিল্লুর রহমান, মৌলবি তালেব হোসেন এবং বঙ্গীয় আমীর খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী। শ্রোতারা তাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হন। নবগঠিত জামা'ত শ্যামপুরে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে ইতিবাচক প্রভাব পরে।

পরবর্তী বছর ১৯৪২ সালের ১৫ ও ১৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ আহমদীয়া জামা'তের ১২তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থান ছিল রংপুর জেলার অন্তর্গত শ্যামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের তিন মাইল উত্তরে শাহবাজপুর গ্রামে। প্রকাশ লাহিড়ীর হাট চৌরাস্তার নিকটবর্তী। জলসার আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট রংপুর। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

৫-৬ জুন ১৯৪৩ তারিখ উত্তরবঙ্গ জামা'তের ১৩তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসার স্থান ছিল জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবায়। বঙ্গ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক আশেকে রসূল ঐশী প্রেমের টানে যোগদান করেন। বঙ্গীয় আমীর সাহেব এবং সদর মুরব্বী আলেমগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

রংপুর জামা'তের সালানা জলসা

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর ২৩ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখ রংপুর স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণ বক্তৃতা করেন। এ জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদের ব্যবস্থাপনায় জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।

১০ মার্চ ১৯৫৬ তারিখ রংপুর জামা'তে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জলসা জামা'তের আলেমগণের বক্তৃতামালায় প্রাণবন্ত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৫ এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখ রংপুর জামা'তের চতুর্থ স্থানীয় জলসা মাহীগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জামা'ত থেকে আহমদী ভ্রাতাগণ জলসায় যোগদান করেন। প্রথম অধিবেশন ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহীম। নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ শরীফ। বক্তব্য রাখেন মওলানা এ কে এম মহিবউল্লাহ, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, এডভোকেট মোহাম্মদ বদরউদ্দীন আহমদ, জনাব বি এ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার এবং অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন খাদেম। বিষয়বস্তু ছিল– সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.), ইসলামে কুরবানীর গুরুত্ব, ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামা'তের অবদান এবং সীরাতাল মুস্তাকিম প্রমুখ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট বদরউদ্দীন আহমদ। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহীম। নযম মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্। বক্তৃতা করেন জনাব আব্দুস সালাম, এস এ নিজামী, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। বিষয় ছিল– কলেমা তৈয়্যবার মাহাত্ম্য, কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য, ওফাতে ঈসা (আ.), ১৪ শতাব্দী হিজরীর গুরুত্ব ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

১৪ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখ রংপুর জামা'তে ৫ম সালানা জলসা মাহীগঞ্জে

অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব ইসহাক মিঞা। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মনোয়ার আলী, নযম পেশ করেন মৌলবি ইসরাঈল দেওয়ান। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। অতঃপর বক্তব্য রাখেন মৌলবি মনোয়ার আলী, মৌলবি আতিয়ার রহমান এবং মৌলবি ইসরাঈল দেওয়ান। বক্তৃতার বিষয় হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা ও আদর্শ, কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য, চরিত্র গঠনের গুরুত্ব ও উপায় এবং কুরবানীর গুরুত্ব।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল হামিদ। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মমতাজ উদ্দীন, নযম মৌলবি ইসরাঈল দেওয়ান। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, আতিয়ার রহমান, আবুল হাশেম, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, ফজলুর রহমান, মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ্ এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। বিষয় ছিল আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, বর্তমান দুনিয়ার পরিস্থিতি ও আহমদীয়া জামা'ত, ইসলামে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইসলাম ও নারী জাতির কর্তব্য, ওফাতে ঈসা (আ.) ও ইসলামের পুনর্জীবন এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

মাহীগঞ্জে রংপুরের ৭ম সালানা জলসা ১৪ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। ওফাতে ঈসা (আ.), খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামা'ত এবং কলেমা তৈয়্যবা বিষয়গুলির ওপর বক্তব্য রাখেন মৌলবি হোসেন আহমদ, মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, জনাব বি এ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার এবং সভাপতি সাহেব।

সমাপ্তি অধিবেশনে খিলাফতের গুরুত্ব, সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.), দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর কার্যাবলী ও বিশ্ব বিজয় এবং শানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর বক্তব্য রাখেন মৌলবি হোসেন আহমদ, আবুল কাশেম আনসারী, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, বি এ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার এবং জনাব হামিদ হাসান খান।

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জামা'ত নিয়ে প্রথম আঞ্চলিক জলসা ৬ মার্চ

২০০৯ তারিখ মাহীগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের এ জলসায় রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জামা'ত ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তের আহমদী ভ্রাতাগণ যোগদান করেন। দীর্ঘদিন পর রংপুর এলাকায় অনুষ্ঠিত এ জলসা কর্মসূচি অনুযায়ী সফল হয়।



১ম আঞ্চলিক জলসায় দোয়া পরিচালনা করছেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখ মাহীগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গনে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তৃতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি এস এম রাশিদুল ইসলাম। নযম মৌলবি তাহের আহমদ। বক্তৃতা পর্বে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ– মৌলবি মাহমুদ আহমদ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামীন ও খাতামান্নাবীঈন (সা.)– মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান এবং তরবিয়তে আওলাদ– জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ বক্তৃতা করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আসলাম আহমদ, নযম জনাব সানী ও তার দল। বক্তৃতা করেন মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য– জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন–

মওলানা শরিফ আহমদ আফ্রাদ, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা– মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর রসূল প্রেম– মওলানা শরীফ আহমদ। অতঃপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম শেষ হয়।

৬ ও ৭ মার্চ ২০১৫ তারিখ বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের ৪র্থ আঞ্চলিক সালানা জলসা মাহীগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। ৬ মার্চ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আসলাম আহমদ, নযম জনাব নাজমুস সাকিব। উদ্বোধনী ভাষণ সভাপতি সাহেব। খাতামান্নাবীঈন (সা.) শান্তির পরিচায়ক এবং তার মাকাম ও মর্যাদা– মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন ও সত্যতা– মওলানা বশিরুর রহমান, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন– মওলানা শরীফ আহমদ, এবং আল্লাহ্ তা'লার অতুলনীয় গুণাবলী ও অপার সৌন্দর্য– মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।



৪র্থ আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান।

৭ মার্চ সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত লাজনার সদস্যা আসমা বেগম। নযম নাসেরাতের দল।

বক্তৃতা করেন বর্তমান অশান্ত অরাজকতা পরিবেশে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা– জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠনে আহমদী নারীর ভূমিকা– মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

তৃতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত মৌলবি এস এম রাশিদুল ইসলাম। নযম আব্দুস সালাম। বক্তৃতা করেন আল কুরআনের অলৌকিক সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, আত্মশুদ্ধিতে যুগ-ইমামের শিক্ষা মওলানা বশিরুর রহমান, এবং একজন আদর্শ আহমদীর বৈশিষ্ট্য মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। উপস্থিতি ১০৯১ জন এবং বয়আত ৬ জন।

১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের ৫ম সালানা জলসা মাহীগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। এতে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ফলে জলসা অনেক আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আসলাম আহমদ, নযম জনাব নাজমুস সাকিব। সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। বিশ্বশান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন মওলানা নাবিদুল ফাতাহ (গুজরাট ভারত)। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম প্রেসিডেন্ট রংপুর। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব সৈয়দ আহমদ দেওয়ান। নযম জনাব নাসের আহমদ। কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য, ঐশী নিদর্শনের আলোকে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতা এবং পর্দার গুরুত্ব এবং সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মালী কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শরীফ আহমদ, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ-খলীফার ভূমিকা বিষয়ে জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী বক্তৃতা করেন।



৫ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ এবং বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন ও মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুর রউফ পাটোয়ারী সভাপতি ২৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ মাহীগঞ্জ। ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম। এ জলসায় ৬ জন বয়আত করেন। ৪০টি জামা'তের এক হাজারের অধিক উপস্থিত ছিলেন।

২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ রংপুর অঞ্চলের ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসা সৈয়দপুরস্থ তাহের আবাসিক এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং সমাপনী অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। দু'দিনের জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা শেখ শরীফ আহমদ, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমানসহ বিশিষ্ট আলেমগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।



৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়। ১৬ জন ভ্রাতা বয়আত করেন। মোট ১২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

উথলী জামা'তের সালানা জলসা

চুয়াডাঙ্গা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম উথলী। এ গ্রামের এক প্রভাবশালী ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন ডা: আমীর হোসেন সাহেব। তিনি আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের তবলীগে ১৯৩৫ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ১৯৫১ সালে উথলী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। ১৯৫৩ সালে তিনি তার বাড়ির আঙ্গিনায় প্রথম এক দিনের জলসার আয়োজন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব খলিলুর রহমান খাদেম। তখন তিনি ফরিদপুরের এডিসি ছিলেন। ঢাকা থেকে যোগদান করেন আল্লামা জিল্লুর রহমান। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা শুরু হলে বিরুদ্ধবাদী মৌলবিরা বিরোধিতা শুরু করে। ফলে জলসা কর্মসূচি অনুযায়ী সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নি। খলিলুর রহমান সাহেব বাস্তবতার প্রেক্ষিতে জলসা স্থগিত ঘোষণা করেন।

বলাবহুল্য, হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খিলাফতের পূর্বে ১৯৬২ সালে যখন এদেশে সফরে আসেন তখন তিনি উথলী জামা'ত সফর করেন। তিনি উথলীতে পাকা মসজিদ নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ফলে ৪৫ শতাংশ ভূমির ওপর বর্তমানে বৃহৎ পাকা মসজিদ নির্মিত হয়।

উথলী গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহ ও আতিথেয়তা তাঁকে অভিভূত করে এবং তাঁর জন্মভূমি জননীর কথা স্মরণ করে দেয়। তাই সেদিন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) অকপটে বলেন– **'মুঝে মালুম হোতা হ্যায় কিয়া ইয়ে কাদিয়ান হ্যায়।'** প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলার মাটি উথলীতে কাদিয়ানের রূপ ও গন্ধ পেয়েছিলেন।

ডাক্তার আমীর হোসেন সাহেব আজীবন জামা'তের খেদমতে নিরলস কাজ করেছেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবেও জনসেবা করে অনেক সুনাম অর্জন করেন। এ বুযূর্গ ৮ জুলাই ১৯৭২ তারিখ ইন্তেকাল করেছেন।

দীর্ঘদিন পর ১৪ ও ১৫ মার্চ ১৯৮৬ তারিখ উথলী জামা'তের দ্বিতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মার্চ বাদ জুমুআ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং নযম পেশ করেন মৌলবি মাহমুদ

আহমদ শরীফ। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। বক্তৃতা পর্বে ১। সীরাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)– মওলানা ফারুক আহমদ, ২। ওফাতে ঈসা (আ.)– মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, ৩। ইসলাম ও মানবাধিকার– জনাব বি এ এম এ সাত্তার, ৪। খাতামান্নাবীঈন (সা.) ও এর তাৎপর্য– মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং ৫। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব– জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

বাদ মাগরিব বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জামা'তের কর্মতৎপরতার ওপর এক তৈলচিত্রের প্রদর্শনী দেখানো হয়। এতে আহমদীর সাথে গ্রামের অনেক অআহমদী ভ্রাতা প্রদর্শনী অতি আগ্রহের সাথে দেখেন। তখন কিছু সংখ্যক বিরুদ্ধবাদী মোল্লা জলসার কর্মসূচি পণ্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে ১৫ মার্চ সকালে হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌলবি মাহমুদ আহমদ শরীফ। নযম আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ। অতঃপর বক্তৃতা করেন ১। ইসলামে খিলাফত– মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, ২। হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি– মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, ৩। রুসুম ও রেওয়ায়েজের অনুপ্রবেশ ও তার প্রতিকার– জনাব এ কে রেজাউল করীম, ৪। দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ– জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং ৫। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জামা'ত– স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গফুর মাষ্টার। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। অনেক অআহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন।

২০ ও ২১ মার্চ ১৯৮৭ তারিখ উখলী জামা'তের তৃতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মার্চ বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান নায়েব ন্যাশনাল আমীর। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং নযম পেশ করেন মৌলবি মাহমুদ আহমদ শরীফ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। বক্তব্য রাখেন পবিত্র কুরআন মজিদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, ওফাতে ঈসা (আ.)– জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল এবং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তার সত্যতা– মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ।

বাদ মাগরিব বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও জামা'তে আহমদীয়ার কর্মতৎপরতার ওপর এক আলোকোজ্জ্বল তৈলচিত্রের প্রদর্শনী হয়। এতে আহমদী ও অআহমদী অনেকে দেখে মুগ্ধ হন। এবারও কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী মৌলবি মাইক দিয়ে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

২১ মার্চ সকালে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গফুর মাষ্টারের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি মাহমুদ আহমদ শরীফ। নযম পেশ করেন জনাব এ.কে. ওয়াদুদ। বক্তব্য রাখেন দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ এর ফেৎনা এবং এর হতে বাঁচার উপায়– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণ– মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, তরবিয়তে আওলাদ– জনাব এ কে রেজাউল করীম। ইসলামী খিলাফত– জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। অতঃপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ শরীফ উদ্দীন আহমদ (মুন্সেফ)। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৫ মার্চ ১৯৯৮ তারিখ উথলী জামা'তের উদ্যোগে ৫ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গ আলেমগণের ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।



৭ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

উথলী জামা'তের সপ্তম সালানা জলসা ১১ জানুয়ারী ২০০২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের জলসা উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। আরও বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব এ কে রেজাউল করীম, জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন এবং আব্দুল গফুর মাষ্টার প্রমুখ। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

১৩-১৪ মার্চ ২০০৩ তারিখ উথলী জামা'তের ৮ম সালানা জলসা তিনটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল– কবুলিয়তে দোয়া, সীরাতে হযরত রসূলে করীম (সা.), খাতামান্নাবীঈন (সা.), ওয়াকফে নও ও তরবিয়তে আওলাদ, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও এমটিএ-র ভূমিকা, মালী কুরবানী, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা, ওফাতে ঈসা (আ.), খিলাফতের গুরুত্ব এবং দাঈ ইলাল্লাহ্। বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী ন্যাশনাল আমীর, জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, এ কে রেজাউল করীম, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, কওসার আলী মোল্লা, মোহাম্মদ আব্দুল গফুর প্রেসিডেন্ট উথলী, মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মৌলবি মনির হোসেন খান এবং মৌলবি মজিদুল ইসলাম। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া করান জনাব মীর মোহাম্মদ আলী।



৮ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



৮ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

১০ম সালানা জলসা ২০০৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।



১০ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হাফেজ সেকান্দর আলী।

ময়মনসিংহ জামা'তের সালানা জলসা

ষাট দশকের প্রথম দিকে ময়মনসিংহ শহরে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হোসেন সাবরেজিষ্টার, জামা'তে আহমদীয়ার এক নিবেদিত ব্যক্তি। তখন উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী আরও ক'জন বসবাস করতেন। তারা হলেন, অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভূঁইয়া, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, অধ্যক্ষ আজহার আলী খান এবং আব্দুল ওয়াহেদ পন্ডিত প্রমুখ।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখ ময়মনসিংহ জামা'তের উদ্যোগে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় জামা'ত ও নিকটবর্তী ধানীখোলা জামা'তের আহমদীরাসহ অন্যান্য জামা'তের ভ্রাতাগণ যোগদান করেন। শহরের অ-আহমদী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভূইয়া উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জকিউদ্দীন আহমদ স্বাগত জানান। আহমদীয়া জামা'ত কী ও কেন বক্তব্য রাখেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার ওপর বক্তৃতা করেন। অধ্যক্ষ আজহার আলী খান আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক ইসলাম প্রচারের এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন। অতঃপর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও ইসলামের নবজাগরণ বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ আলোকপাত করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনীতি বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আমীর হোসেন। মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ বিশ্বব্যাপী আজাব ও এর মুক্তির পথ নির্দেশক আলোচনা করেন। অত:পর জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ইসলাম ও বিশ্ব শান্তির ওপর বক্তব্য রাখেন। ইসলাম ও কমিউনিজম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

দ্বিতীয় সালানা জলসা ১৯ মার্চ ১৯৭৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব এস এ নিজামী, বি এ এম এ সাত্তার, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, অধ্যাপক আমীর হোসেন, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মৌলবি

মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। জলসায় আহমদী ও অআহমদী দু'শতাধিক উপস্থিত ছিলেন। আগত মেহমানদের শুকরিয়া জানান স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব জকিউদ্দীন আহমদ। এক খৃষ্টান ভ্রাতা বয়আত করেন।

১৩ মার্চ ১৯৭৯ তারিখ ময়মনসিংহ জামা'তের তৃতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাবওয়া থেকে আগত জামা'তে আহমদীয়ার চারজন বিশিষ্ট বুযূর্গ যোগদান করেন। তারা হলেন– এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, জনাব চৌধুরী জহুর আহমদ এবং মওলানা আব্দুল মালেক খান। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হোসেন সাবরেজিষ্টার। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব জকিউদ্দীন আহমদ। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, কুরআনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামা'ত, সিরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং বর্তমান বিশ্ব ও আহমদীয়া জামা'ত প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাবওয়া থেকে আগত মেহমান এবং বাঙালি আলেমগণ। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণে কর্মসূচি শেষ হয়।

রাতে পাকিস্তান থেকে আগত বুযূর্গদের সম্মানার্থে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিসালায় এক নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফলে শতাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ আলোকপাত হয়। পরে প্রশ্নোত্তর হয়। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে ইতিবাচক প্রভাব পরে।

৫-৬ মার্চ ২০১০ তারিখ ময়মনসিংহ জামা'তের ৪র্থ এবং প্রথম আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ শাহাবউদ্দিন নায়েব ন্যাশনাল আমীর, দ্বিতীয় অধিবেশনে জনাব আব্দুল হাই স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এবং সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান।

বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ, জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, আহমদ তবশির চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, মওলানা শাহ্ নুরুল আমীন, মওলানা জাফর আহমদ, এবং মৌলবি আবু তাহের। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়। ৩ জন বয়আত করেন।

খাকদান জামা'তের সালানা জলসা

বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম খাকদান। এ গ্রামে সত্তর দশকে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রায় বছরই সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে এর তথ্য সংরক্ষণ করা হয় নাই।

২১ মার্চ ১৯৮৬ তারিখ ৬ষ্ঠ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ মাষ্টারের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ জামাল উদ্দীন এবং নযম পেশ করেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সভাপতি সাহেব। আহমদীয়াত কী এবং কেন, এ যুগ মাহদীর যুগ, খতমে নবুওয়ত এবং খিলাফতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব আজিজুল হক, জালাল আহমদ মাষ্টার, মোস্তাক আহমদ হিমু এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল বারেক। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ মজনু বিল্লাহ। সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, খাতামান্নাবীঈন (সা.), আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন এবং সিরাতুন্নবী (সা.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং মওলানা ফারুক আহমদ। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত মাহদীর সত্যতা বর্ণনা করেন জনাব শেখ আব্দুল গনি। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

পরবর্তী বছর ৭ম সালানা জলসা ১০ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখ খাকদান মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কুকুয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ তাজেদুল ইসলাম। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি শাহ আলম, নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ মজনু বিল্লাহ। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ মাষ্টার। নামাযের গুরুত্ব, শরীয়ত ও মারেফাত, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও জামা'তের বিরুদ্ধে আপত্তির খন্ডন বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, আলী আহমদ মাষ্টার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন মৃধা এবং খন্দকার সালাহ্ উদ্দীন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ মাষ্টার। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ সেকান্দর

আলী, নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ মজনু বিল্লাহ। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য, ওফাতে ঈসা (আ.), আদম (আ.) ও ইবলিস এবং খিলাফতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হাফেজ সেকান্দর আলী, খন্দকার সালাহউদ্দীন, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন মৃধা এবং মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। এ জলসায় পাঁচ জন বয়আত করেন।

৯ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখ অষ্টম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা জুবিলী জলসা হিসেবে প্রথম ডায়নামার মাধ্যমে জলসাগাহ বিদ্যুতে আলোকিত করা হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার কর্মসূচি শুরু হয়। দু'টি অধিবেশনে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) প্রতিশ্রুত মাহদী, ওফাতে ঈসা (আ.), খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং আমি কেন আহমদী হলাম প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব খন্দকার সালাহ উদ্দীন এবং নাসির উদ্দীন মিল্লাত। উপস্থিত ছিলেন ৩৫০ জন। দুইজন মহিলা বয়আত করেন।

১৯৯০ সালে ৯ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২৮ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখ প্রতিকুল আবহাওয়ার মাঝে ১০ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব জনাব আব্দুল বারী সাহেবের সভাপতিত্বে কার্যক্রম শুরু হয়। এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ, আহমদীয়াত কী এবং কেন এবং মাকামে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ তসলিম মিঞা, হাফেজ সেকান্দর আলী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। একজন বয়আত করেন।

১১তম সালানা জলসা ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতার বিষয় ও বক্তারা হলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ– জনাব তসলিম মিঞা, নামাযের গুরুত্ব– জনাব আবুল হাসেম মিঞা, আমি কেন আহমদী হলাম এবং কী পেলাম– জনাব মাহফুজুর রহমান, বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে আমাদের কর্তব্য– জনাব আব্দুল বারী, চাঁদার গুরুত্ব ও এতায়াতে নেযাম– মৌলবি নাসের আহমদ আনসারী, বেদ পুরানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও নাজাতের পথ– মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, ঈসা (আ.) কোথায়– হাফেজ সেকান্দর আলী, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা– মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং মাকামে খাতামান্নাবীঈন (সা.)– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। দু'জন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন।

১২তম সালানা জলসা ২ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় বক্তাগণ ছাড়াও ঢাকা থেকে আগত বুযূর্গগণ ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা আলোচনা করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

২৩ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখ ১৩তম জলসা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২ মার্চ ১৯৯৫ তারিখ ১৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২১ মার্চ ১৯৯৯ তারিখ ১৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব জি মোহাম্মদ ফিরোজ আহমদ, নযম পেশ করেন জনাব সাইদুল হক মৃধা। খোদ্দামের দায়িত্ব ও কর্তব্য বক্তব্য রাখেন জি মোহাম্মদ ফিরোজ আহমদ এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব মৌলবি মাহমুদ আহমদ আনসারী।

বাদ মাগরিব ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান হয়। কুরআন করীমের সৌন্দর্য, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান ও মর্যাদা বক্তৃতা করেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক, আলী আহমদ মাষ্টার এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। আরও বক্তব্য রাখেন ডা: ফরিদ আহমদ, মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম এবং ডা: আব্দুল খালেক। সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

২০০০ সালে খাকদান জামা'তের ১৭তম জলসা এবং ৬ ও ৭ এপ্রিল ২০০১ তারিখ ১৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



১৮তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



১৮তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

১৮তম জলসায় ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং জনাব আব্দুল জলিলসহ জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গগণ বক্তব্য রাখেন। দু'দিনের জলসা সফল হয়। তবে পরবর্তীতে ২০০১ সালের জলসাকে আঞ্চলিক জলসা হিসেবে গন্য করা হয়। ফলে ২০০২ সালে ২য় আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



২য় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

৫ মার্চ ২০০৪ তারিখ ২০তম সালানা জলসা খাকদান জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়।



বক্তব্য রাখছেন জনাব আব্দুল কাদের তালুকদার, প্রেসিডেন্ট, পটুয়াখালী।



বক্তব্য রাখছেন জনাব জালাল আহমদ মাষ্টার।

৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ ৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা খাকদান জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীসহ জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন।



৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।

কুকুয়া জামা'তের সালানা জলসা

বরগুনা জেলার কুকুয়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এ গ্রামের সাহেব বাড়ী আমতলী উপজেলা জুড়ে খ্যাতিমান। সাহেব বাড়ীর ছোট সাহেব আব্দুল বারী তালুকদার জনদরদী ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার হেদায়েত লাভে ১৯৪৫ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। অতঃপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতে থাকে।

১২ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখ কুকুয়া জামা'তের দ্বিতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন খাকদান জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ মাষ্টার। ইসলাম ও আহমদীয়াতের ওপর বক্তব্য রাখেন– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, হাফেজ সেকান্দর আলী, খন্দকার সালাহউদ্দীন, নাসির উদ্দীন মৃধা এবং সভাপতি সাহেব। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়। নয়জন বয়আত করেন।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখ তৃতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা এবং হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ আলোচিত হয়। বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব খন্দকার সালাহউদ্দীন এবং মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। কুকুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। জলসা সফল হয়।

চতুর্থ সালানা জলসা ২৬ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ও সন্ধ্যায় দু'টি অধিবেশনে সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.), আহমদীয়াত কী এবং কেন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের নিদর্শনাবলী, শানে খাতামান্নাবীঈন (সা.), হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শেষ জীবন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলবি মোজাফফর আহমদ (রাজু), হাফেজ সেকান্দর আলী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, খন্দকার সালাহউদ্দীন এবং মওলানা সালেহ আহমদ। সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন জনাব আলী আহমদ মাষ্টার। একজন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ৫ম সালানা জলসা ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হলেন– হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ– জনাব তসলিম মিঞা, মূর্তিপূজা– জনাব কাঞ্চন আলী হাওলাদার, আমি কেন

আহমদী হলাম এবং কী পেলাম– জনাব রোস্তম আলী খলীফা, বেদ পুরানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, ওফাতে ঈসা (আ.)– মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান– হাফেজ সেকান্দর আলী এবং বিরোধীদের বিভিন্ন আপত্তির খন্ডন– জনাব আলী আহমদ মাষ্টার।

৬ষ্ঠ সালানা জলসা ৩ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় এবং ঢাকা থেকে আগত জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গগণ ইসলাম ও আহমদীয়াতের ওপর বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

২৪ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখ ৭ম জলসা সালানা সফলতায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মার্চ ১৯৯৫ কুকুয়া জামা'তের ৮ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে ১৫ এপ্রিল ২০০৩ তারিখ কুকুয়ায় তৃতীয় আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ শাহাবউদ্দীন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ফাইন্যান্স। তার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। বক্তব্য রাখেন মৌলবি শাহ আলম খান– নামায ও দোয়া ইসলামের মূল কথা, মওলানা সামসুদ্দিন আহমদ মাসুম– ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন, মওলানা বশির আহমদ– আমি কেন আহমদী হলাম এবং জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী– মাতাপিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, জনাব আলী আহমদ মাষ্টার– হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী– খিলাফত একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব জালাল আহমদ মাষ্টার। বক্তারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। জলসা সফল হয়।

২০০৫ সালে ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসা কুকুয়া জামা'তের মসজিদ প্রাঙ্গণে খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ন্যাশনাল আমীর মোবাশশের উর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, এডভোকেট মুজিবুর রহমান (পাকিস্তান), মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা অমূল্য ভাষণ দান করেন।

নারায়ণগঞ্জ জামা'তের সালানা জলসা

ঢাকা শহরের নিকটবর্তী জেলা নারায়ণগঞ্জ। এ শহরে আহমদীয়াতের বীজ ব্রিটিশ আমলে রোপিত হয়। পাকিস্তান আমলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব নারায়ণগঞ্জে বসবাস করতেন। হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খিলাফতের পূর্বে এ দেশে সফর কালে নারায়ণগঞ্জ সফর করেছেন। তাদের দোয়ার ফলে নারায়ণগঞ্জ জামা'ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আমারত কায়েম হয়েছে।

এ জামা'তের উদ্যোগে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠাতার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ তারিখ এক দিনের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মিশনপাড়া মসজিদের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জলসার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আহসান উল্লাহ্ পাটোয়ারী, নযম পেশ করেন জনাব নসরুল্লাহ্ সিকদার। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর। ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব এবং প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুগের চিহ্নাবলী ও তাঁর পূর্ণতা বক্তব্য রাখেন জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া এবং জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আলী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন জনাব ভিজির আলী। বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান– বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জামা'ত, ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী– হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী–দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, মওলানা সালেহ আহমদ– হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর প্রকৃত মোকাম ও মর্যাদা। জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী– আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবর্ষ পূর্তি এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

দ্বিতীয় সালানা জলসা ১৬ জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, জনাব রফিউদ্দীন আহমদ এবং জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আলী এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী। ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আতিকুল ইসলাম চৌধুরী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

২৩ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখ তৃতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। বক্তব্য রাখেন মওলানা ফারুক আহমদ, জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া এবং জনাব ভিজির আলী।

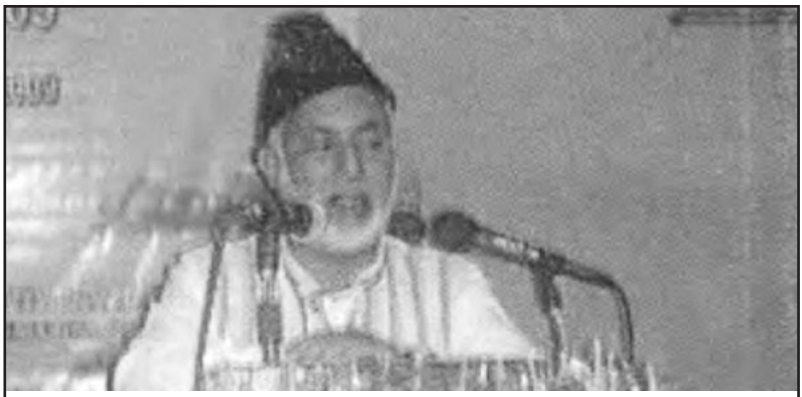
সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভিজির আলী সাহেব। বক্তৃতা করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আতিকুল ইসলাম চৌধুরী সেক্রেটারী জলসা কমিটি। এ জলসায় পাঁচ শতাধিক উপস্থিত ছিলেন।

২০ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ নারায়ণগঞ্জ জামা'তের ৪র্থ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গদের উপস্থিতি এবং তাদের নসিহতমূলক ভাষণে জলসা সার্থক ও সফল হয়।



৪র্থ সালানা জলসায় দোয়া পরিচালনা করছেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী।

২০ মার্চ ২০০৯ তারিখ নারায়ণগঞ্জ জামা'তের ৫ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবুল খায়ের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের। নযম পেশ করেন কাওসার আহমদ রাজীব। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর শান ও মর্যাদা বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, নযম পেশ করেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়। ইসলামে নারীর অবস্থান বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী।



৫ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান।



৫ম সালানা জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর এডভোকেট তাইজ উদ্দীন আহমদ। প্রধান অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আতহারুল ইসলাম চৌধুরী। নযম পেশ করেন মোরসালিন আহমদ ও জিকরে ইলাহী। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া, নেযামে ওসীয়্যত ও মালী কুরবানী জনাব ফজল-ই-ইলাহী এবং হযরত ইমাম মাহদীর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ। অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া করান জনাব মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর। জলসায় ছয় শতাধিক উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ জামা'তের ৬ষ্ঠ সালানা জলসা ২১ ও ২২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। করোনা ভাইরাসের মহামারীর মাঝে অনেক আহমদী ভ্রাতা জলসায় যোগদান করেন। ২১ জানুয়ারি উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব শাহানশাহ আজাদ জুম্মান, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ফালাউদ্দীন আহমদ। নযম পেশ করেন জনাব আজহারুল ইসলাম রবিন।



৬ষ্ঠ সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



৬ষ্ঠ সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



৬ষ্ঠ সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় আমীর
জনাব মোহাম্মদ ফজল মাহমুদ এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

বক্তৃতা পর্বে দোয়া কবুলিয়াতের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা হাজারী আহমদ আল মুনিম। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর (সা.) আনুগত্যের পুরস্কার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা

শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর।



৬ষ্ঠ সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



৬ষ্ঠ সালানা জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ।

২২ তারিখ সকালে জনাব এস.এম ইব্রাহীমের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। নযম পরিবেশন করেন মুফতি মাহমুদ মৌসাদ। মুসলমান সমাজে আহমদীয়াত প্রচার ও প্রসারে আমাদের কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার। যুবকদের সংশোধন ব্যতীত জাতি সমুহের সংশোধন হতে পারে না বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব জাহেদ আলী, সদর, খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ। আগমনকারী ঈসা (আ.) ও ইসলামের পুণর্জীবন বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মসিহ উর রহমান।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব মোহাম্মদ ফজল মাহমুদ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ আব্দুল খায়ের। কাসিদা পেশ করেন ফালাউদ্দীন আহমদ ও তার দল। ঐশী খিলাফত ব্যবস্থা ও আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। আহমদীয়াত বিশ্বকে কী দিয়েছে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সভাপতি সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। ২৬টি জামা'ত থেকে ৬৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা

সাহাবীর জামা'ত হিসেবে খ্যাত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতী। এর কয়েক কিলোমিটার দুরে নাগেরগাঁও গ্রামে হযরত রঈস উদ্দীন খাঁ (রা.) এর জন্মস্থান। তিনি ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ফলে নাগেরগাঁও এবং তাঁর মামার বাড়ি তেরগাতীতে তাঁর তবলীগে অনেকে বয়আত করেন। এ দুই গ্রাম মিলে নাগেরগাঁও জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত সাহাবী (রা.)-এর ১৯২১ সালে মৃত্যুর পর এবং নাগেরগাঁও-এর আহমদীরা বিভিন্ন স্থানে চলে যাবার প্রেক্ষিতে জামা'ত তেরগাতীতে স্থানান্তরিত হয়। তাই তেরগাতী একটি প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। এ জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর অনেক তবলীগি অনুষ্ঠান ও জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এসব তথ্য অরক্ষিত।



৩য় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা সালেহ আহমদ এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তের সমন্বয়ে তেরগাতীতে আঞ্চলিক জলসার সূত্রপাত হয় নব্বই দশকে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঞ্চলিক জলসার পর চতুর্থ আঞ্চলিক

জলসা ২৮ মার্চ ২০০৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় (ব্যানারে ৩য় লেখা)। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট কটিয়াদী। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি আবুল কাশেম আনসারী, নযম পেশ করেন জনাব খলিল আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর এর প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। তরবিয়তে আওলাদ ও চরিত্র গঠনে আহমদী যুবকদের দায়িত্ব এবং সীরাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ এবং এ কে রেজাউল করীম। ওফাতে ঈসা (আ.) বিষয়ে হাফেজ সেকান্দর আলী।



৩য় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আনোয়ার আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

দ্বিতীয় অধিবেশন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেনের সভাপতিত্বে হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ সেকান্দর আলী, নযম এহসানুল হাবিব জয়। খিলাফতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ।

সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া করান সভাপতি সাহেব। মাঝে নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান ও সাখাওয়াত হোসেন। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। উপস্থিতি তিন শতাধিক।



৭ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

১৭ ও ১৮ মার্চ ২০০৬ তারিখ কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের আঞ্চলিক ৭ম সালানা জলসা তেরগাতীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় যোগদান করেন হুজুর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব এবং ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমানসহ জামা'তের বিশিষ্ট বুযূর্গগণ তাদের নসিহতমূলক বক্তৃতায় জলসা সফল হয়।



৮ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
এবং মঞ্চে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী।



৮ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

৮ম আঞ্চলিক জলসা তেরগাতী মসজিদ প্রাঙ্গনে ৯ ও ১০ মার্চ ২০০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসায় জনাব এ কে রেজাউল করীম, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং তেরগাতী জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলীসহ জামা'তের অনেক বুযূর্গ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

কিশোরগঞ্জ এলাকার ৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা তেরগাতীতে ৭ মার্চ ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান প্রেসিডেন্ট কটিয়াদীর সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার। নযম পেশ করেন জনাব আরাফ আহমদ সাদিব। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন হুজুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। মহান আল্লাহ তা'লা সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি মওলানা সালেহ আহমদ, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত

নবী করীম (সা.)-এর শান ও মর্যাদা বক্তব্য রাখেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়। নযম পেশ করেন জনাব আশরাক উদ্দীন ছোটন। জনাব এ কে রেজাউল করীম মালী কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থার ওপর বক্তৃতা করেন।



৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব এবং বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা সালেহ আহমদ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব এ কে রেজাউল করীম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন কারী ফজলুল হক, নযম জনাব এহসানুল হাবিব জয়। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলবি বশির আহমদ, খিলাফতের কল্যাণ জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী। নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। অতঃপর সমাপনী বক্তব্য রাখেন মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

তেরগাতী অঞ্চলের ১০ম আঞ্চলিক জলসা ১৩ ও ১৪ মার্চ ২০০৯ তারিখ তেরগাতী মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ তারিখ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ফজলুল হক ও নযম পেশ করেন এহসানুল হাবিব জয়। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, মালী কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব এ কে রেজাউল করীম। নযম পেশ করেন

জনাব খলিল আহমদ। বক্তব্য রাখেন লন্ডন থেকে আগত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী।



১০ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী (লন্ডন প্রবাসী) এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার, নযম আরাফ আহমদ সাদিব, ইকামাত সালাত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশির আহমদ, তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন আমীর বি.বাড়িয়া, বাংলা পুথি পাঠ করেন জনাব রোস্তম আলী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শানে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বিষয়ে জনাব এহসানুল হাবিব জয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান প্রেসিডেন্ট কটিয়াদী। বক্তব্য রাখেন মৌলবি এনামুল হক রনী, জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী এবং মওলানা নওশাদ আহমদ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী পাঠের পর জলসা সমাপ্ত হয়।

১৩ ও ১৪ মার্চ ২০১৫ তারিখ কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ১২ তম আঞ্চলিক সালানা জলসা তেরগাতীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ তারিখ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব

করেন জনাব মোহাম্মদ শাহাবউদ্দীন নায়েব ন্যাশনাল আমীর। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব নাজমুল হক। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সভাপতি সাহেব। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাঁর সত্যতা বিষয়ে মওলানা শামসুদ্দীন আহমদ মাসুম এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ বনাম মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তৃতা করেন। অতঃপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আইন উদ্দীন।



১২তম আঞ্চলিক জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব এহসানুল হাবিব জয়।

পর দিন সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান প্রেসিডেন্ট কটিয়াদী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার। খাঁটি আহমদী সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করেন মৌলবি ওয়ালিউর রহমান। নযম জনাব আশরাফ উদ্দীন ছোটন। দোয়ার তত্ত্ব ও আমাদের করণীয় বক্তব্য রাখেন জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী প্রেসিডেন্ট তেরগাতী। বয়াতের ১০টি শর্ত এবং আমাদের কর্তব্য বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট তেরগাতী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাসরূর আহমদ। কটিয়াদী পৌর সভার মেয়র জনাব তফাজ্জল হোসেন খান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার। ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব বিষয়ে মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। আরবী কাসিদা পাঠ করেন আফজাল আহমদ ও তার দল। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ডা. খালেদ আহমদ ফরিদ। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

ঢাকা জামা'তের সালানা জলসা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ঢাকায় জামা'তের কোন মসজিদ ছিল না। এছাড়া বিশ ও ত্রিশ দশকে ঢাকায় আহমদীর সংখ্যা ছিল হাতেগোণা ক'জন। বিভিন্ন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে কিছু সংখ্যক ছাত্র ও কর্ম উপলক্ষ্যে ক'জন ব্যক্তি ঢাকায় অবস্থান করেন। ১৯৩৬ সালে বকশীবাজারে দারুত তবলীগ প্রতিষ্ঠার পরও লোক সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। তাই ঢাকায় স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে কোন জলসা করা হয় নি। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের পর ঢাকা জামা'তের সদস্যরা সমগ্র দেশের মেজবান জামা'ত হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং দেশের কেন্দ্রীয় জলসা এখানে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবার ফলে ঢাকা জামা'তের উদ্যোগে পৃথক কোন জলসার আয়োজন করা হয় নি।

২০১৩ সালে এদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জামা'ত কর্তৃক ৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শতবার্ষিকী জলসা উদযাপন করা হয়। অতঃপর ৮ ও ৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ শতবর্ষপূর্তিতে শুকরিয়া স্বরূপ ঢাকা জামা'ত এক বিশেষ জলসার আয়োজন করে। এ জলসার পর এক স্মরণীকা প্রকাশ করা হয়। এ স্মরণীকা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এটি নিম্নরূপ:

মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব — লন্ডন
আমীর, আ. মু. জামা'ত, ঢাকা। — ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

স্মরণীকার জন্য বাণী চেয়ে প্রেরিত আপনার পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। পত্র অনুসারে ঢাকা জামা'ত প্রথমবার কোনো স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আপনাদের এ সিদ্ধান্ত কল্যাণ বয়ে আনবে এটিই আমার প্রত্যাশা আর আপনাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করুক– এ দোয়াই করি।

প্রত্যেক জুমুআয় বিশ্ব জামা'তে আহমদীয়ার করণীয় সম্পর্কে আমি বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকি। আপনাদের জন্য আমার বাণী এরচেয়ে বেশি বা ভিন্ন হতে পারে না। আপনারা টিভির সামনে বসে খুতবা শুনুন, পরিবার পরিজনকে সাথে বসান, অআহমদী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের এমটিএ দেখার আমন্ত্রণ জানান। আর খুতবা সময় অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে খুতবায় মনোযোগী হোন। জামা'তের আপামর সদস্যকে নিয়মিত আমার জুমুআর খুতবা শোনার বিষয়ে উৎসাহিত করুন। মূল জামা'ত ও অঙ্গসংগঠনগুলোর প্রধান কাজ এটাই। জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের আচার-আচরণ এবং চাল-চলনে যাতে ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে আর খিলাফতের ডাকে সাড়া দিয়ে সকলেই যেন নিজ নিজ জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখুন।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পাপের কড়াল বন্যার মুখে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ থেকে পাপ বিমোচন এবং পুণ্যের প্রসারের জন্য আমাদের তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন; তাহল– সবার ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্পে দৃঢ় হওয়া যাকে অন্যভাবে ঈমান বলা যায় এবং জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়া, যাতে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুণ্যাত্মা ও সাধুদের জামা'তভুক্ত হতে পারি। আমাদের কেবল ইচ্ছাশক্তি বা ঈমানী শক্তিতে দৃঢ় থাকলেই চলবে না, কর্মশক্তিতেও হতে হবে বলীয়ান। আমাদের দেখতে হবে খোদার প্রতি আমাদের অনুরাগ কেমন, আর আমাদের কর্মে সেই অনুরাগের প্রতিফলন কতটা ঘটছে। অপরদিকে যদি জ্ঞানের ঘাটতি থাকে তাহলেও এ কাজ আবার সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে পারে না। যদি পাপ-পুণ্যের সঠিক জ্ঞান না থাকে তাহলে মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও কর্মে সে অনুপাতে দুর্বলতা থেকে যায়। পাপ বর্জনের পথে একটি বাঁধা হলো, মানুষ কিছু পাপকে তুচ্ছ মনে করে আর কিছু পাপকে বড়। স্মরণ রাখতে হবে, পাপ ছোট বা বড় হয় না, পাপ– পাপই। জামা'তের যেখানে দুর্বলতা আছে সেখানে ব্যবস্থাপনা ও অঙ্গসংগঠনের উচিত মানুষকে ইচ্ছা, জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে দৃঢ় করার চেষ্টা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গসংগঠনকে নিজ নিজ কর্মগন্ডিতে সক্রিয় হতে হবে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের পবিত্র আদর্শ সামনে রাখুন। সাহাবীদের মাঝে তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা ঈমান রাতারাতি কি বিপ্লব সাধন করেছিল তা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার কারণ হওয়া উচিত। মদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা কানে পৌঁছামাত্রই তারা বিনা বাক্যব্যয়ে প্রথমে মদের মটকা ভেঙ্গেছেন, এরপর এই নির্দেশের

অর্থ বা মর্ম উদ্ঘাটনের কথা ভেবেছেন? একই চিত্র এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনেও পরিদৃষ্ট হয়।

বাংলাদেশের জামা'তগুলোর মাঝে ঢাকা জামা'তের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয় জামা'তগুলো আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে এবং আপনাদের অনুকরণ করে, তাই আপনাদের সবদিক থেকে আদর্শস্থানীয় হতে হবে, সকল ভাল কাজের অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সারা দেশের সকল অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ঢাকায় বসতি গেঁড়েছে। এখানে যদি তবলীগ করা যায় তাহলে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। যেভাবে পাখি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ফলের বীজ বয়ে নিয়ে যায় ঠিক সেভাবে ঢাকায় তবলীগি কার্যক্রম জোরদার করা হলে সারা দেশে আহমদীয়াতের প্রচার-প্রচারণা ছড়িয়ে পড়তে পারে। আশা করি এ দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে।

আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে খিলাফতের মত অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন। পৃথিবীর সকল ধন-সম্পদের বিনিময়ে হলেও এ রত্ন ক্রয় করা উচিত। শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও খোদা আমাদের এই নিয়ামতের জন্য বেছে নিয়েছেন, তাই খোদার প্রতি কার্যতঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, আর খলীফার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম মাত্র।

খোদা তা'লা আপনাদের পুনরায় সুযোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে আহমদীয়াত প্রচারের যে অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান, একে কাজে লাগানো উচিত, আর এক্ষেত্রে ঢাকা জামা'তের অগ্রণী ভূমিকা রাখা চাই। আমাদের জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের স্ব স্ব কর্মগন্ডিতে উত্তম আদর্শ স্থাপন করা উচিত, কেননা এটি একটি নীরব তবলীগ। তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনায় সময় আপনার আদর্শ ও সততা কাজে দেবে আর প্রচারের কাজ সহজ হয়ে যাবে এবং মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

কাজেই, জামা'তের সকল সদস্যসের উচিত হবে নিজ নিজ অবস্থান খতিয়ে দেখা; কোথাও কোনো দুর্বলতা ও ঘাটতি থাকলে তা পুরণে সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহ্ আমাদের সবার সহায় হোন, আমীন।

ওয়াস্সালাম

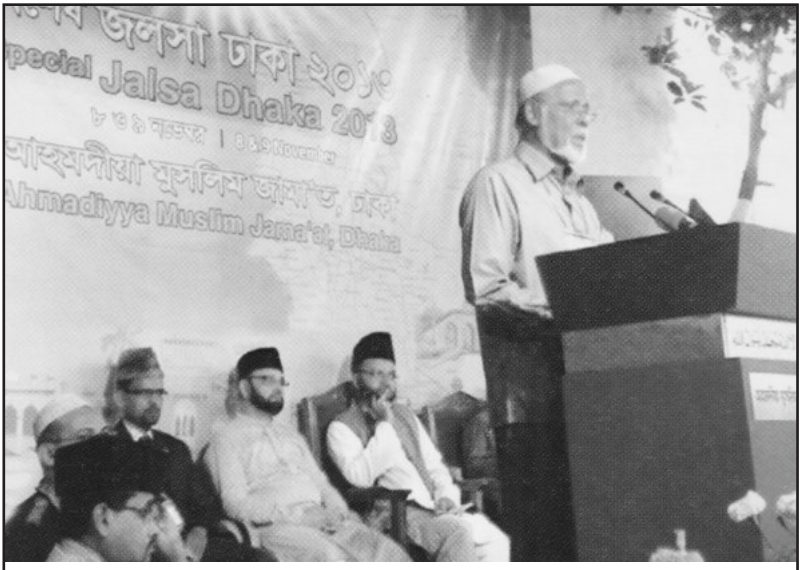
খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস[৯]



বিশেষ জলসায় মঞ্চে ন্যাশনাল আমীর ও ঢাকা জামা'তের আমীর সাহেবসহ অন্যান্যরা।



বিশেষ জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

৮ নভেম্বর উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মসিহ উর রহমান। নযম পরিবেশন করেন জনাব নাসের আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা জামা'তের আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষ ও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মওলানা সালেহ আহমদ খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চিরস্থায়ী কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। নযম জনাব এস এম রহমত উল্লাহ। অতঃপর সুশীল সমাজের অতিথি তিনজন বক্তব্য করেন। তারা হলেন (১) ডা. নিগার শহীদ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় আমীর হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদের দৌহিত্রী এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ এস এম সায়েমের কন্যা, (২) রুবায়দা শহীদ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং (৩) ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রাক্তন অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



বিশেষ জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ।

পরদিন সকালে আফজাল আহমদ খাদেম সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিশেন হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মোস্তাক আহমদ এবং নযম জনাব সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও তার দল। যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন সম্ভব নয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার। মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ এর ওপর বক্তব্য রাখেন

জনাব বশির উদ্দীন আহমদ। সফলতম দায়ী ইলাল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও আমাদের দায়িত্ব বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। নযম পরিবেশন করেন জনাব জি.এম সিরাজুল ইসলাম ও তার দল। মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী নামাযে একাগ্রতা ও কবুলিয়্যতে দোয়া এর ওপর বক্তৃতা করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামা'তের আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান ও নযম জনাব মামুন উর রশিদ ও তার দল। খিলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণরাজী বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর দিক নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী। অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলীর বক্তব্যের বিষয় ছিল সমাজে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবদান। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

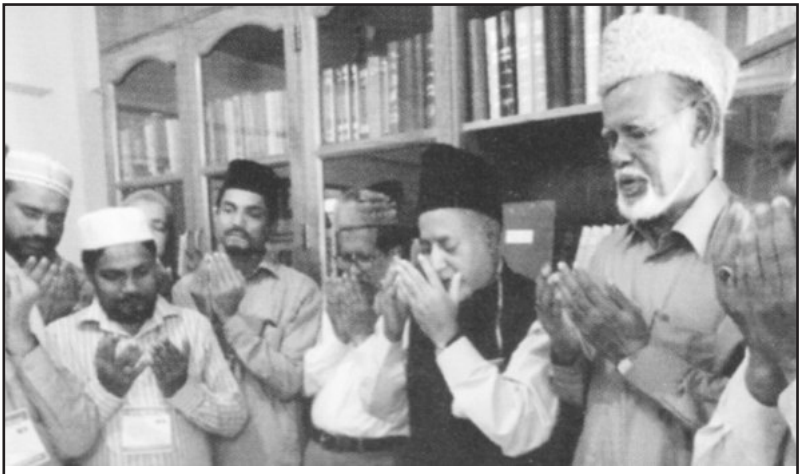
৯ নভেম্বর জলসার বিরতির সময় বকশী বাজার দারুত তবলীগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের আর্কাইভ উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বৃহৎ পরিসরে অনেক তত্ত্বসমৃদ্ধ আর্কাইভ তৈরীতে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।



আর্কাইভ উদ্বোধনীতে উপস্থিত ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে অন্যান্যরা।



আর্কাইভে রক্ষিত শতবর্ষের পুরাতন বিভিন্ন অমূল্য পুস্তক ও পত্রিকা ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ অন্যান্যরা দেখছেন।



আর্কাইভের উদ্বোধনীর পর ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ সকলে দোয়া করছেন।

২০২০ সাল ঢাকা জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তির সাল। তাই ঢাকা জামা'ত কর্তৃক শতবর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশাল আয়োজনে জাকজমকভাবে জলসা করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সারা বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে এবং সরকারী স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার নির্দেশের প্রেক্ষিতে বকশী বাজার দারুত তবলীগে স্বাস্থ্য বিধি মেনে ৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ একদিনের জলসার আয়োজন করা হয়। নাখালপাড়া, আশকোনা ও মাদারটেক হালকা মসজিদে এবং মিরপুর জামা'তের মসজিদে অনেক লোকের সমাগমে জলসা দেখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ইউটিউবে জলসার অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। ফলে জলসা একচুয়্যাল ও ভার্চুয়্যাল মিলে বিশাল আকার ধারণ করে।



ঢাকা জামা'তের শতবার্ষিকী লোগো।

কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা ও লওয়ালে আহমদীয়া পতাকা উত্তোলন করা হয়। তখন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হয়। অতঃপর মসজিদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ইনসান আলী ফকির। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পেশ করেন জনাব জি এম ইরফান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রেরিত বাণী পাঠ করেন মওলানা আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী। সেই বাণীটি নিম্নরূপ:



MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

29 November 2020

MESSAGE FOR THE CENTENARY JALSA OF DHAKA JAMAAT 2020

Dear members of Dhaka Jamaat,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

I am pleased to learn that you are holding your centenary Jalsa. May Allah the Almighty bless this event in all respects – *Amin*

In the different periods of Khilafat-e-Ahmadiyya the members of the Jama'at have had to suffer many trials. Their businesses have been destroyed; their properties have been looted; they have been driven out of their homes; they have been separated from their loved ones. A new history of martyrdom is being written. Those who were ready to lay down their lives for the Khilafat have been put behind bars where they have remained year in, year out and subjected to extremely cruel treatment. They have been tempted in various ways to renounce Ahmadiyyat. They have been threatened and intimidated in all sorts of ways. An environment of extreme fear and despondency has been created.

However, throughout this long period the enemy has never succeeded in its objectives. Allah, the Almighty replaced the fear of the Jama'at with security and peace under the leadership of Khilafat-e-Ahmadiyya and during these trials He established and strengthened the true faith. The raging fire started with the intention of destroying the Jama'at protected by the institution of Divinely supported Khilafat could do no harm to it – this is a spectacle which was witnessed by heaven and is being observed by the world and will continue to be so.

Allah, the Almighty, Who is the Supporter and Helper of Khilafat-e-Ahmadiyya, by destroying the enemies of Ahmadiyyat, has shown that He is the Eternal, the Ever Lasting, the Self-Subsisting, the All-Sustaining, the Powerful and Mighty God Who always, for the sake of Divine communities, manifests the Hand of His Mighty Power. Referring to this help and support, the Promised Messiah[as] says:

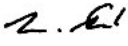
"The world does not recognise me, but He Who has sent me knows me. It is their error and utter misfortune that they want my destruction. I am the tree, which the True Master has planted with His own Hand ... People! Rest assured that the Hand [of God] is with me. He will always remain faithful to me." (*Zamima Tuhfa Golarhwiyya*, Ruhani Khaza'in Vol. 17, pp. 49,50)

Today, by the grace of Allah, the unbreakable relationship of mutual love for the sake of God between the Jama'at and the Khalifa of the time has been established. Ahmadis – men, women, children, the old and the young alike – have become so close to the Khalifa of the time that it would not have been possible without the support of Allah, the Almighty. The lovers of Khilafat are found throughout the world. They hold fast to the rope of Allah, which has been given to them in the form of Khilafat, and raise banners of the beautiful teachings of Islam regarding peace and love in the world. Allah, the Almighty has united the Jama'at at one hand through the blessing of Khilafat and has threaded them on the blessed string of Khilafat.

This is a divinely supported Jama'at which, using all modern means of communication, is giving the message of the true faith to the people of all religions, nationalities, colours and race. Those who have selfless love for Khilafat are always busy propagating the true faith and every new day dawns with the glad tidings of the progress and victory of Ahmadiyyat, i.e. the true Islam. This, in other words, is the establishment and the strengthening of faith. Thus, Jama'at-e-Ahmadiyya is in itself the proof of the fulfilment of the promises which Allah, the Almighty has made to the believers about the establishment of the Khilafat, about replacing their fear with peace and security and about establishing the faith.

Cling to the Khilafat, so that you may forever benefit from its bounties and so that you may protect your future generations. Always remain attached to it and impart love for it upon your children. Moreover, continue to help the Khalifa of the time with sincerity, faithfulness and prayers. May Allah enable you all to do so. *Amin*

With best wishes and prayers,
Yours sincerely,



MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V

বঙ্গানুবাদ

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْم
و علیٰ عبدهِ المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھوالنّاصـــر

২৯ নভেম্বর ২০২০

ঢাকা জামা'তের শতবার্ষিকী জলসা ২০২০ উপলক্ষে বাণী

ঢাকা জামা'তের প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা আপনাদের শতবার্ষিকী জলসার আয়োজন করছেন জেনে আমি আনন্দিত। আল্লাহ্ তা'লা সকল দিক থেকে এ অনুষ্ঠানকে বরকতমণ্ডিত করুন, আমীন।

আহমদীয়া খিলাফতের বিভিন্ন যুগে জামা'তের সদস্যদের বহুবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিনষ্ট করা হয়েছে, তাদের সহায়-সম্পদ লুট করা হয়েছে, তাদেরকে নিজ বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, নিজ প্রিয়জনদের কাছ থেকে পৃথক করা হয়েছে। শাহাদাতবরণের এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে। যারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাদের কারাবন্দি করা হয়েছে, যেখানে তারা বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন এবং অত্যন্ত নির্মম নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। আহমদীয়াত পরিত্যাগ করার জন্য তাদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদেরকে সম্ভাব্য সবধরনের হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। চরম ভয়-ভীতিকর ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে শত্রু কখনো তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া খিলাফতের নেতৃত্বে এ সকল পরীক্ষার সময়, জামা'তের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তা ও শান্তিতে পরিণত করে দিয়ে প্রকৃত ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করেছেন। ঐশী খিলাফত দ্বারা সুরক্ষিত জামা'তকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে লেলিহান অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তা এর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি– এটি এমন এক দৃশ্য যা আকাশ অবলোকন করেছে এবং জগতও প্রত্যক্ষ করেছে। আর এমনটি হতেই থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা, যিনি স্বয়ং আহমদীয়া খিলাফতের সমর্থক ও সাহায্যকারী, আহমদীয়াতের শত্রুদের ধ্বংস করে একথা প্রমাণ করেছেন, তিনিই সেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, স্বয়ং-স্বনির্ভর, সর্বনির্ভরস্থল, মহাপরাক্রমশালী, মহাশক্তিধর অস্তিত্ব যিনি সর্বদা ঐশী জামা'তসমূহের অনুকূলে তাঁর মহাশক্তিশালী হাত প্রদর্শন করে থাকেন। এ সাহায্য ও সমর্থনের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

"জগত আমাকে চেনে না কিন্তু তিনি আমাকে জানেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। এটি তাদের ভ্রান্তি এবং চরম দুর্ভাগ্য যে, তারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি সেই বৃক্ষ, যার চারা প্রকৃত মালিক নিজ হাতে রোপন করেছেন ... হে লোকসকল! নিশ্চিত জেনো, আমার সাথে সেই হাত আছে, যা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে।" *[যমীমা তোহ্ফা গোলাড়বিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭ খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০]*

আজ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে জামা'ত এবং যুগ-খলীফার মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার অটুট বন্ধন রচিত হয়েছে। আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যুগ-খলীফার এত নিকটবর্তী হয়ে গেছেন, যা মহাশক্তিধর আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন ছাড়া সম্ভবপর ছিল না। খিলাফতের প্রেমিকদল বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান। তারা আল্লাহ্‌র সেই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন, যা খিলাফত আকারে তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এবং বিশ্বে শান্তি ও ভালোবাসার ইসলামী শিক্ষার পতাকা উড্ডীন করে চলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে খেলাফতের কল্যাণে এক হাতে ঐক্য করেছেন এবং তাদেরকে খেলাফতের আশিসমণ্ডিত শৃঙ্খলে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।

এটি ঐশী সমর্থনপুষ্ট এমন এক জামা'ত যা যোগাযোগের সকল আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করে সত্য ধর্মের বাণী জগতের সকল ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। খিলাফতের জন্য যাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা রয়েছে তারা সদাসর্বদা সত্য ধর্মের প্রচারে ব্যস্ত। প্রত্যেক নতুন দিন আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের অগ্রগতি ও বিজয়ের একরাশ শুভসংবাদ নিয়ে উদিত হচ্ছে। এক কথায়, এই হল ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও এর শক্তিশালীকরণ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা মুমিনগণের নিকট খিলাফত প্রতিষ্ঠা, তাদের ভয়-ভীতি ও আশঙ্কাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেয়া এবং ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার বিষয়ে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত স্বয়ং এগুলোর পূর্ণতার প্রমাণ।

খিলাফতকে আঁকড়ে ধরে থাকুন যেন আপনারা চিরকাল এর কল্যাণরাজি থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং যেন আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারেন। সর্বদা এর সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং নিজ সন্তানদের মাঝে এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। উপরন্তু যুগ-খলীফাকে আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও দোয়া দ্বারা সাহায্য করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের একাজ সম্পাদন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে,

আপনাদের একান্ত,

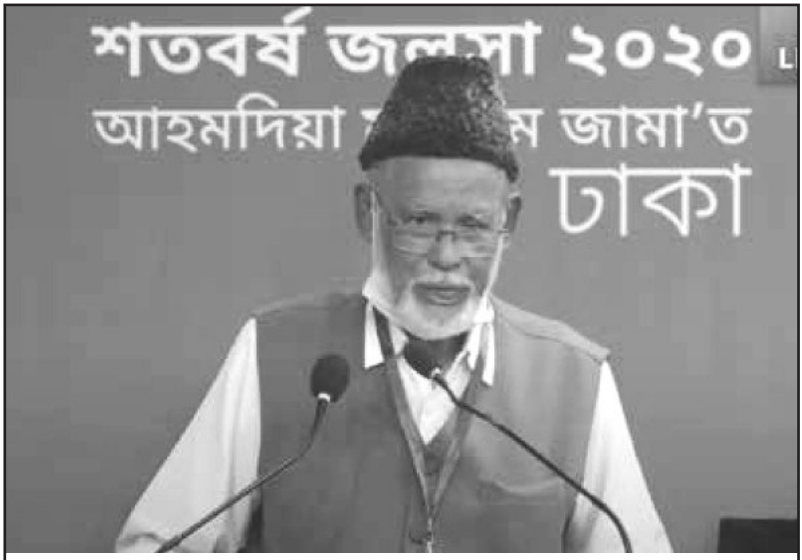
মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস



পতাকা উত্তোলনের পর দোয়া পরিচালনা করছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং দোয়ায় অংশ নিয়েছেন ঢাকা জামা'তের আমীর সাহেবসহ অন্যান্যরা।



হুযূর (আই.)-এর বাণী পাঠ করছেন মওলানা আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী।



ভাষণ দান করছেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় কাউন্সিলর
জনাব ওমর বিন আব্দাল আজিজ তামিম।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় প্রতিবেশী জনাব মোবাশ্বির আহমদ।



বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ নাজমুল হক।



শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় প্রতিবেশী জনাব সিরাজুল ইসলাম।



ভাষণ দান করছেন ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর ঢাকা। দোয়ার কবুলিয়্যত ও আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ-মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, আদর্শ সমাজ গঠনে মহানবী (সা.)-এর ভূমিকা– অধ্যাপক মোহাম্মদ নাজমুল হক এবং খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ– মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন বক্তৃতা করেন। নযম পেশ করেন ডা. আতাহার আহমদ ও তার দল। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূল প্রেম– মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত– জনাব বশির উদ্দীন আহমদ বক্তৃতা করেন। নযম জনাব কাজী আব্দুস সাকুর। অতঃপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব ওমর বিন আব্দাল আজিজ তামিম কাউন্সিলর ২৭নং ওয়ার্ড ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং বকশী বাজার এলাকার বিশিষ্ট গুণীজন জনাব সিরাজুল ইসলাম ও জনাব মোবাশ্বির আহমদ।

ঢাকা জামা'তের নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে অভিব্যক্তি বক্তব্য করেন সর্বজনাব মোবাশশের উর রহমান প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া, আহমদ তবশির চৌধুরী, জাফর আহমদ (বিচারপতি) মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, মোহাম্মদ গোলাম কাদের আমীর মিরপুর জামা'ত এবং ছগীর আহমদ

প্রমুখ। অনলাইনে বক্তব্য রাখেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম ও মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, প্রাক্তন আমীর ঢাকা জামা'ত। সবশেষে সভাপতির প্রাণবন্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

মিরপুর জামা'তের সালানা জলসা

ঢাকা জামা'ত সারা শহরব্যাপী বিস্তারের প্রেক্ষিতে অনেকগুলি হালকা সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে মিরপুর হালকা নং ১, ২, এবং আহমদনগর হালকা নিয়ে আমারত প্রতিষ্ঠার পরিপক্কতার প্রেক্ষিতে ১ জুলাই ২০০৮ তারিখ থেকে মিরপুর পৃথক জামা'ত এবং আমারত কায়েম হয়। ফলে নবউদ্যমে মিরপুর জামা'তের সার্বিক কার্যক্রমের গতিধারা সৃষ্টি হয়। তাই এর উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ প্রথম একদিনের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোহাম্মদ ইনাম ঘোরী, এডভোকেট মুজিবুর রহমান এবং মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশ্শের উর রহমান, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকীসহ জামা'তের অনেক বুযুর্গ অংশগ্রহণ করেন।



১ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মঞ্চে মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব এবং স্থানীয় আমীর সাহেব।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মিরপুর জামা'তের আমীর জনাব বি আকরাম আহমদ খান চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব কোরাইশী মোহাম্মদ সাদেক, নযম পেশ করেন কাশেম হোসেন

পিয়াস। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান, নায়েব আমীর-১।



১ম সালানা জলসায় মঞ্চে উপবিষ্ঠ হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা মোহাম্মদ ইনাম ঘোরী সাহেবসহ অন্যান্যরা।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ জাহেদ আলী এবং নযম জনাব মোহাম্মদ এনামুর রহমান ও এনামুল হক রাসেল। দু'টি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন আল্লাহ্ সকল গুণাবলীর আধার– মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মালী কুরবানীর গুরুত্ব– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং নারীর অধিকার ও কর্তব্য– মওলানা ফিরোজ আলম। খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর শান ও মর্যাদা– মওলানা সালেহ আহমদ, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিতর্ক– মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)– মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। ওসীয়্যত এর গুরুত্ব ও কল্যাণ– এডভোকেট মুজিবুর রহমান এবং খিলাফত ও এর কল্যাণ হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোহাম্মদ ইনাম ঘোরী। ঢাকা শহরে নিজস্ব কমপ্লেক্সের বাহিরে কমিউনিটি সেন্টারে জলসার আয়োজন এটি প্রথম।

মিরপুর জামা'তের দ্বিতীয় সালানা জলসা ১৩ মার্চ ২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশ্শের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব কোরাইশী মোহাম্মদ সাদেক। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। নযম পেশ করেন

জনাব কাজী মোবাশ্বের। স্বাগত ভাষণ দান করেন স্থানীয় আমীর জনাব বি, আকরাম আহমদ খান চৌধুরী। বক্তৃতা করেন সকল কল্যাণের আধার পবিত্র কুরআন– মৌলবি হাফেজ আবুল খায়ের, নেযামে ওসীয়্যত– এডভোকেট আব্দুস সামাদ এবং নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য– মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।



২য় সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন স্থানীয় আমীর
মেজর (অব.) আকরাম খান চৌধুরী এবং মঞ্চে অন্যান্যরা।



২য় সালানা জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ।

দ্বিতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আতাউর রহমান। নযম পেশ করেন জনাব কাশেম হোসেন পিয়াস। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ– মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রতিশ্রুত মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)– মওলানা বশিরুর রহমান। আল্লাহ্ তা'লার যিকির– মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। নাতে রসূল পেশ করেন জনাব এনামুল হক রাসেল। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান। অতঃপর সভাপতি খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও এর কল্যাণ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। দু'জন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। এবারের জলসাও জামা'তের আঙ্গিনার বাইরে কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৮৫০ জন।

জামালপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা

জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অনেকগুলি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত। এসব জামা'ত প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অনেক মুখালেফাতের সম্মুখীন। ফলে আহমদীরা অনেক কুরবানী দিয়েছেন। তারা ইসলামের শিক্ষানুযায়ী ধর্মের জন্য জান মাল কুরবানীর দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন। এ এলাকায় আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক জলসার সূত্রপাত হয়। তবে নতুন অঞ্চল হবার পর এখানে বার্ষিক জলসার পরিবর্তে তবলীগি ও সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনেক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম আঞ্চলিক জলসা ২৬ মার্চ ২০০৮ তারিখ ছোনটিয়া জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের জলসায় দু'টি অধিবেশনে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন এবং এ কে রেজাউল করিমসহ জামা'তের বুযুর্গ আলেমগণ। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়। আহমদীয়াতের সুবাতাস বইতে থাকে।



১ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক জলসা হোসনাবাদ জামা'তে ২১ মার্চ ২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।



২য় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

তৃতীয় আঞ্চলিক জলসা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ হোসনাবাদ জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩টায় জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি এস এম আসাদুজ্জামান, নযম জনাব এস এম রহমতউল্লাহ্। সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আজমত আলী মাষ্টার।



৩য় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

বক্তৃতা পর্বে মহান আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব ও দোয়ার কবুলিয়ত বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বক্তব্য রাখেন জনাব এস এম আব্দুল আজিজ। নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব শফিকুল ইসলাম শফি। তিনি আহমদীয়া জামা'তের কাজের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অতঃপর সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। যুবকদের সংশোধন ব্যতিত জাতী সমূহের সংশোধন হতে পারে না বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান।

রাত ৮টায় সমাপ্তি অধিবেশন হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা জিল্লুর রহমান, নযম পেশ করেন মৌলবি এস এম আসাদুজ্জামান। জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় আহমদীয়াতের বিস্তারের ইতিহাস তুলে ধরেন জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম। মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.) বক্তব্য রাখেন মওলানা রবিউল ইসলাম, নযম পেশ করেন এস এম রহমতউল্লাহ। আখেরী যুগ ও ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন বক্তব্য রাখেন মওলানা জাফর আহমদ। সমাপনী বক্তব্য দেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন ৮০৯ জন।



৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

জামালপুর শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলার ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক জলসা ১২ ও ১৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ হোসনাবাদ জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ নভেম্বর বাদ মাগরিব তবলীগি অনুষ্ঠান হয়। এতে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর আলোচনার পর ২৯ জন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।



৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।

১৩ নভেম্বর সকালের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ইমরান আহমদ। নযম পেশ

করেন জনাব মাসুদ আহমদ কোরাইশী। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সভাপতি সাহেব। মহান আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও অস্তিত্বের প্রমাণ বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া। রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মোহাম্মদ (সা.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ আবু সাঈদ। নযম জনাব নাসের আহমদ। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আসাদুজ্জামান রাজীব। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আজমত আলী মাষ্টার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। নামাযের গুরুত্ব ও কবুলিয়তে দোয়া বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ নুরুল আমীন, ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা ও মালী কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব হাবিবুর রহমান, যুদ্ধ শান্তি ও ইসলাম-এর ওপর বক্তৃতা করেন জনাব আনোয়ারুল ইসলাম। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেব বক্তব্য রাখেন। তবলীগি প্রশ্নোত্তর শেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

ফতুল্লা জামা'তের সালানা জলসা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফতুল্লার উদ্যোগে ৬ এপ্রিল ২০০৭ তারিখ একদিনের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব, ভাষণ দান করেন জনাব মোহাম্মদ বোরহানুল হক, এ কে রেজাউল করিম, মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ এবং আফজাল আহমদ খাদেম।



১ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব কামাল পাশা এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব কামাল পাশা। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আব্দুল কাদির, মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, আব্দুল সালাম, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। এতে ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফতুল্লা জামা'তের দ্বিতীয় সালানা জলসা ৮ মার্চ ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আগত মুফতি মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। উদ্বোধনী

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর।



২য় সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব।



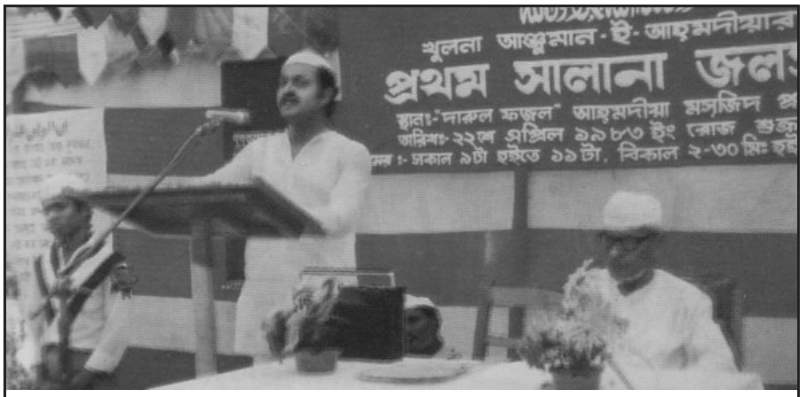
২য় সালানা জলসায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবি হাফেজ আবুল খায়ের। নযম পাঠ করেন তাহের আহমদ শুভ। অতঃপর সম্মানিত প্রতিনিধি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, জনাব আফজাল আহমদ খাদেম এবং মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব ফরিদ আহমদ এবং নযম পেশ করেন মোহাম্মদ ইকরামুল হক। বক্তব্য রাখেন জনাব কামাল পাশা, মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন এবং সভাপতি সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আব্দুল কাদির, অফিসার জলসা। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

খুলনা জামা'তের সালানা জলসা

২২ এপ্রিল ১৯৮৩ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার উদ্যোগে ১ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসা চলাকালে বিরুদ্ধবাদীরা মিছিল নিয়ে জলসাগাহে আহমদীদের উপর আক্রমন করতে আসে। তবে পুলিশের বাধায় তারা ব্যাপক কোন ক্ষতি করতে পারেনি এবং ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়। তবে পরবর্তীতে তাদের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে।



১ম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব খালিদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ।

১৯৮৪ সালের ২ ও ৩ মার্চ তারিখ ২য় সালানা জলসা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি যোষণা করা হয়। কিন্তু প্রচণ্ড বিরোধিতার কারণে জলসা করা সম্ভব হয়নি।

এরপর ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখ ২য় সালানা জলসা আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবসহ আরো ক'জন ঢাকা থেকে জলসায় যোগদান করেন। অন্যান্য স্থান থেকেও আহমদীরা জলসায় উপস্থিত হন। জলসার দিন ফযর নামাযের পর হঠাৎ ২/৩ শত মৌলবি ও তাদের দোসররা আকস্মিক জামা'তের কমপ্লেক্সে হামলা করে মসজিদ ও মিশন হাউজ বরাবর ব্যাপকভাবে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এতে বেশ

ক'জন আহমদী ভাই আহত হন এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবের গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক পর্যায়ে বিরুদ্ধবাধীরা গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে।



২য় সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



২য় সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



২য় সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব তবারক আলী এবং মঞ্চে উপবিষ্ট ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

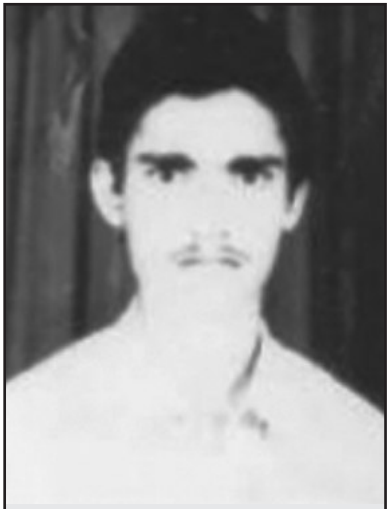
কিন্তু ক'জন আহমদী ভাই তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে গেট আগলে রাখেন। ফলে বড় ধরণের কোন ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতে পারেনি। তবে জামা'তের লাইব্রেরির জানালা ভেঙ্গে লাইব্রেরিতে রক্ষিত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআন শরীফসহ অনেক জামা'তী পুস্তক আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং অনেক মাল লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আমাদের পবিত্র কুরআন শরীফ বাজেয়াপ্ত করার জন্য খুলনা কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু মামলা খারিজ হয়ে যায়।

কমপ্লেক্সের মধ্যে থাকা আহমদী সদস্যদের জোর প্রতিরোধে এক/দেড় ঘণ্টা পর তারা চলে যায় এবং পরবর্তীতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে যথাসময়ে মসজিদের ভিতর জলসার কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং কর্মসূচি পালনে জলসা সমাপ্ত করা হয়।

৮ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখ খুলনা জামা'তের মসজিদে জুমুআর নামাযের পূর্বে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বোমা পেতে রাখে। এটি বিস্ফোরণে সাত জন নামাযী শহীদ হন। মসজিদের ইমাম মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকীসহ ৩০জন আহত হন এবং অনেকে পঙ্গু হয়ে যায়। যারা শহীদ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তারা হলেন:



শহীদ নূরুউদ্দীন আহমদ



শহীদ জাহাঙ্গীর হোসেন



শহীদ ডা. আব্দুল মাজেদ



শহীদ জি.এম. মুহিবউল্লাহ



শহীদ জি.এম. আকবর হোসেন



শহীদ সোবাহান আলী মোড়ল



শহীদ জি.এম. মমতাজ উদ্দীন

রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা

রাজশাহী অঞ্চলের প্রথম আঞ্চলিক জলসা ২০০৬ সালে তেবাড়িয়া জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় আঞ্চলিক জলসা তেবাড়িয়াতেই ১৬ মার্চ ২০০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান এবং মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং অধ্যাপক তারিক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সমাপ্ত হয়।



২য় আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

তৃতীয় আঞ্চলিক জলসা-২০০৮ সালে, চতুর্থ ২০১০ সালে এবং পঞ্চম জলসা ২০১২ সালের ১৩-১৪ এপ্রিল তেবাড়িয়া জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চম জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্সহ অনেকেই উপস্থিত হয়ে প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। জলসা সফল হয়।

ষষ্ঠ আঞ্চলিক জলসা ১২-১৩ মার্চ ২০১৫ তারিখ, সপ্তম জলসা ১১-১২ মার্চ ২০১৬ তারিখ এবং অষ্টম জলসা ১২-১৩ মার্চ ২০১৭ তারিখ রাজশাহী আহমদীয়া মসজিদ বায়তুল আউয়াল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।



৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

ষষ্ঠ জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, মওলানা মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন, প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক এবং মওলানা বশিরুর রহমান বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

সপ্তম জলসায় উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে মৌলবি আব্দুস সালাম, নযম পেশ করেন জনাব কৌশিক আহমদ। বক্তৃতা করেন মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ বিষয় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৈনন্দিন জীবন। প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম বিষয় একজন নতুন আহমদী মুসলমানের করণীয়। নযম পেশ করেন জনাব জিএম সিরাজুল ইসলাম। মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীর বক্তব্যের বিষয় ইসলামে ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয মনসুর আহমদ, নযম জনাব শেখ মোহাম্মদ ওমর। বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন বিষয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম। মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বিষয় ইসলাম সেবায় নারীগণের ভূমিকা।



৭ম আঞ্চলিক সালানা জলসার জলসাগাহের দৃশ্য।



৭ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় ভাষণ শুনছেন উপস্থিত শ্রোতাগণ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত মৌলবি আব্দুল কাদের। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ জাফর ইকবাল। বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন বিষয় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারক। প্রফেসর আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক বিষয় মুসলিম বিশ্বে সংহতি কেবল ঐশী খিলাফতের মাধ্যমেই সম্ভব। নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। ড. এনামুর রহমানের বক্তব্যের বিষয় মানব সেবায় ইসলামী শিক্ষা এবং আহমদীয়াদের অবদান। সমাপনী বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

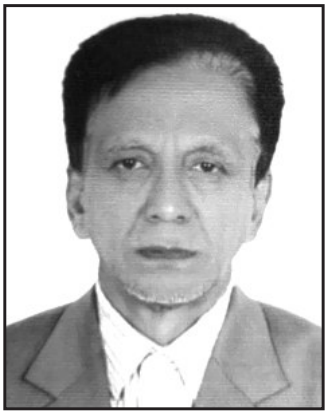
অষ্টম আঞ্চলিক জলসায় জনাব মোবাশশের উর রহমান, প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম, মওলানা মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দীন এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী দু'দিনের জলসা সফল হয়।

৯ ও ১০ মার্চ ২০১৮ তারিখ ৯ম আঞ্চলিক জলসা তেবাড়িয়া জামা'তে অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু স্থানীয় জেলা প্রশাসক নাটোর হতে অনুমতি পাওয়া যায় নি বিধায় জলসা করা সম্ভব হয় নি।

তথ্যসূত্রঃ

১। আল-ফযল, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮।
২। দৈনিক সংবাদ, ৫ নভেম্বর ১৯৬৩।
৩। পাক্ষিক আহমদী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯।
৪। পাক্ষিক আহমদী, ১৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।
৫। তারিখে আহমদীয়াত, একবিংশ খণ্ড, পৃ. ৫।
৬। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ এপ্রিল ১৯৮৭।
৭। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৭।
৮। তারিখে আহমদীয়াত, ২১ খণ্ড, পৃ. ৪২৭-৪২৮।
৯। বিশেষ জলসা ঢাকা-২০১৩ স্মরণীকা, পৃ. ৮ ক, খ।

লেখক পরিচিতি



মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল-এর জন্ম ১৯৫৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিমরাইলকান্দীস্থ আহমদী পাড়ায়। পিতার নাম: আব্দুস সাত্তার ওরফে কালা মিয়া, মাতা- নুরজাহান বেগম। শিক্ষা জীবনে ১৯৭৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস. এস. সি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে এইচ. এস. সি এবং ১৯৭৯ সালে স্নাতক কমার্স ডিগ্রি লাভের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং অর্থনীতি বিভাগ থেকে ১৯৮১ সালে এম. এস. এস ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের হিসাব বিভাগে সুদীর্ঘ ৪০ বছর দায়িত্ব পালনে ২০১৮ সালে উপ-অর্থ-উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব কর্মকর্তা, ঢাকা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বাল্যকাল থেকেই জামা'তের খেদমতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৭৭-১৯৭৮ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম অবস্থানকালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আমেলার সদস্য ছিলেন। আশির দশকে আহমদীয়া ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন চট্টগ্রামের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার মজলিসে আমেলার সদস্য হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার মতিঝিল হালকার হালকা প্রেসিডেন্ট এবং ঢাকা জামা'তের সেক্রেটারী ইশায়াত হিসেবে এক দশক কাজ করেছেন।

২০০৩ সাল থেকে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের আমেলার সদস্য হিসেবে কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত (আরকাইভ), তাহের ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের কায়েদ ইশায়াত এবং আল নাসের বুলেটিনের সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

স্কুল জীবন থেকেই তার লেখালেখির হাতেখড়ি। তখন থেকেই পাক্ষিক

আহমদীসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তার প্রকাশিত গ্রন্থ:

(১) আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব (২০১০), (২) পর্দা প্রগতির দিশারী (২০১২ ও ২০১৮), (৩) ঢাকায় আহমদীয়াত (২০১২), (৪) হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর (২০১৪), (৫) বাংলার কিংবদন্তী খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী (২০১৪), (৬) প্রথম বাঙালি আহমদী শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি (২০১৫), (৭) কাদিয়ানের বাঙালি দরবেশ (২০১৫) এবং (৮) চট্টগ্রামে আহমদীয়াত (২০২০)।

তিনি কর্মময় দীর্ঘজীবনের জন্য সকলের নিকট বিনীত দোয়ার প্রত্যাশী।

SHOTOBORSHO PERIYE BANGLAR JALSA SALANA

HUNDRED YEARS OF JALSA SALANA IN BANGLADESH (1917-2017)

Ahmadiyya Jama'at was established in Bengal in 1913. The yearly annual convention or Jalsa Salana began in 1917 over here. Local Jama'ats therein also arranged their own Jalsas (conventions) locally and the Central Salana Jalsas were held in the headquarters. The family members of Hazrat Masih Maud (as), many of his companions (ra) and saintly persons attended the Jalsas. Their inspirational and knowledgeable deliberations and speeches have enriched the Ahmadies throughout this past century. Moreover, the speeches and addresses delivered by the Divine Successors of our Jama'at (Khulafa) have boosted people's faith and morals. Especially the Live telecast of the soul-touching spiritual deliberations by our beloved Hazrat Khalifatul Masih the fourth and Khalifatul Masih the fifth through MTA provided the community a clear vision of their respective duties. Their virtual presence made the Jalsas immensely successful. Their glorious advices are the gems which turned into a permanent part of the lives of all Ahmadies.

Not only did the Central Jalsa Salana start its journey a 100 years ago, several of the local Jama'ats situated at various corners of Bangladesh also arranged their own Salana Jalsas locally, some of which have crossed five decades already. The great achievement bears witness to our glorious past and has become a milestone in our history. After its initiation in Bangladesh the Annual Jalsa event took place on a regular basis except for 5 years due to some unavailable circumstances. Thus we have gathered information upto the 98thSalana Jalsa 2023 in this book as a record. Our 100th Salana Jalsa is expected to be held within the next two years. This divinely initiated Jalsa has completed a century in Bangladesh. This book narrates glimpses of our Salana Jalsas which are quite rich and informative. As these memories & records are fading away day by day, we have tried to preserve the history in this book to the best of our knowledge. We hope this book will help people know about our glorious past, great scholars and their monumental services.

ISBN 978-984-991-105-0
9789849911050

© Islam International Publications Ltd., U.K.